182-Qc.899.47

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

১ম সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

করুণাময়! বিশ্বাত্মন্! বিশ্বস্থিত্যন্ত কারক।
কৃপাং কুরু, জগন্নাথ! ময়ি সাধনবর্জ্জিতে॥

হে জগন্নাথ! তুমি করুণাময়, দোষগুণ বিচার না করিয়া অধম জনে কৃপা কর বলিয়াই তোমায় ডাকিতে ও প্রাণের কথা বলিতে সাহসী হই। হে করুণাময়! বিশ্বের স্বরূপও তুমি, আবার বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কর্ত্তাও তুমি। এই জগতে, প্রত্যেক বস্তুতে কর্ত্তা, কারণ, ও কার্য্যরূপে তুমিই বিরাজ করিতেছ। এই সাধন বর্জ্জিত দীনহীনের প্রতি কৃপা করিয়া সেই শুভদিনের উদয় কর; যেদিন-কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্যরূপে, ওতপ্রোতভাবে, স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুতে তোমায় দেখিয়া, মনের আশা মিটাইয়া একেবারে তোমারই ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে পারি।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! আজ সেই শ্রীজন্মাষ্টমীর দিন, যে সর্ব্বগুণ সুশোভন সুদিনে, প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কংসের কারাগৃহে সুদৃঢ় নিগড় নিবদ্ধা দেবী প্রতিমা শ্রীদেবকীর গর্ভাকাশে উদয় হইয়া নিখিল সাধক হৃদয়ের অন্ধতম নাশ করিয়া ছিলেন। যে দিনের যে পুণ্য—আবির্ভাব লীলায় এই শোক তাপ

[illegible]ত মর্ত্ত্যধাম ও অমরপুরী নিবাসী দেববৃন্দের সুখপ্রদ বিহারস্থান হইয়াছিল। আর এই পুণ্য দিনেই দীনজন দুঃখহারী শ্রীহরি আবির্ভূত হইয়া বসুদেব কর্তৃক শ্রীনন্দালয়ে নীত হন এবং নিজের পূর্ণতা গুণে সকল ভক্তজনের মনোমোহনকারী অপূর্ব্ব লীলা বিস্তার করিয়া এক সময়ে সকল ভক্তজনের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

আসুন আমরা প্রাণ মন জুড়াইবার জন্য সকলে মন প্রাণ খুলিয়া ভক্তিপ্রিয় শ্রীমাধবের শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিবার প্রধানতম উপায় স্বরূপ তাঁহার লীলা গুণ স্মরণ করত পবিত্র ভগবৎ কথা ও সহৃদয় ভক্তগণের পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাসরূপ নানাবিধ রত্নে সুশোভিতা 'ভক্তি' ডালিখানি হাতে লইয়া তাঁহার স্তব করি। ভগবানের অবতার আচার্য্য-চূড়ামণি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মুখনিঃসৃত ষট্পদী স্তোত্রটীকে আশ্রয় করিয়া অদ্য আমরা সকলে শ্রীভগবানের নিকট অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করি।

অবিনয় মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয় মৃগতৃষ্ণাম্
ভূতদয়াম্ বিস্তারয় তারয় সংসার সাগরতঃ ॥ ১ ॥

হে সর্ব্বব্যাপিন্! তোমার দয়া এবং তোমার মহিমা না বুঝিয়া আমরা পদে পদে অনেক প্রকার অপরাধ করিতেছি, অপরাধ ক্ষমা কর। নিজগুণে দয়া করিয়া আমার অবিনয়ী অন্তঃকরণকে সংযত করিয়া দেও। বিষয়বাসনার প্রবল প্রলোভনে বিপথে ধাবিত হইতেছি, যতই বিষয় ভোগ করিতেছি, ততই বিষয়রস পানের পিপাসা বৃদ্ধি পাইতেছে, বেশ বুঝিতেছি, বিষয়রস পান করিতে করিতে বিষয়রস পিপাসার শান্তি হইবে না। হে দুঃখহারিন্! বিষয়রস পানের প্রবল পিপাসার শান্তি করিয়া দেও, তোমার ভাবরসে হৃদয় পূর্ণ কর। হে দয়াল! সর্ব্বভূতে দয়া করিবার ক্ষমতা দেও, সকলের হৃদয়ের ব্যথা বুঝিয়া এবং সকলের সহিত সমভাবে থাকিয়া নিষ্কাম ভাবে সকল জীবের উপকার করিতে শক্তি দাও। হে দয়াময়! সংসার সাগরের কুটীল আবর্ত্তনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একেবারে তোমায় ভুলিয়া অধঃপাতে যাইতেছি। এই সুদুস্তর সংসারসাগর হইতে ত্রাণ কর।

দিব্যধুনী মকরন্দে পরিমল পরিভোগ সচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতি পদারবিন্দে ভবভয় খেদচ্ছিদে বন্দে ॥ ২ ॥

হে দীন দয়াল! আমরা সংসারে ত্রিতাপ তাপে তাপিত হইয়া তোমার সেই অভয় পাদপদ্ম দুইটীকে আশ্রয় করিতেছি, যে পাদপদ্ম হইতে পতিত পাবনী তাপ পাপ বিনাশিনী সুরধুনী প্রবাহিতা হইয়াছেন। যে পাদপদ্মের আশ্রয়-লাভ করিলে জীব, সচ্চিদানন্দময় হইয়া যায় এবং যে পাদপদ্ম, আশ্রয় কারীর ভবভয় ও দুঃখ শোকাদি বিদূরিত করে, হে শ্রীকান্ত! আমাদিগকে সেই অভয় পদে আশ্রয় দাও।

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীন স্তং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন, সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩॥

হে নাথ! সমুদ্র আর তরঙ্গ ইহাদের পরস্পর ভেদ না থাকিলেও সমুদ্র হইতে তরঙ্গের উৎপত্তি, সুতরাং সমুদ্রের তরঙ্গ ইহাই সত্য, কিন্তু, তরঙ্গের সমুদ্র, ইহা কখনও সত্য হয় না, সেইরূপ তোমাতে আমাতে আত্মগত ভেদ না থাকিলেও আমি তোমার, এই কথাই যোগ্য হয় কিন্তু তুমি আমার, ইহা বলা যায় না। হে নাথ! তুমি পূর্ণ, আমি ক্ষুদ্র, অতএব ভাব দাও যেন নিরন্তর আমি তোমার" এইভাবে থাকিয়া অভিমান শূন্য হইয়া সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতে পারি।

উদ্ধৃত নগ! নগভি দনুজ দনুজ কুলামিত্র।
মিত্রশশিদৃষ্টে দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি নভবতি, কিং ভবতিরস্কারঃ॥ ৪॥

হে গোবর্দ্ধন ধারিণ! ভক্তগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তুমি স্বহস্তে পর্ব্বত ধারণ করিয়াছ। আমাদের পাপ তাপরূপ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া আমাদিগকে রোগ শোক দুঃখ দৈন্যাদির হাত হইতে রক্ষা কর। হে দুষ্ট-দমন-কারিন্! গর্ব্বিত দানব কুলকে দলন করিবার জন্য তুমি শ্রীবামন রূপে আবির্ভূত হইয়া, অপূর্ব্ব লীলা করত দুষ্ট নিগ্রহ ও শিষ্টের প্রতিপালন করিয়াছ। হে সর্ব্বশক্তিমন্! চন্দ্র সূর্য্য তোমার দুইটী নেত্র, তোমায় একবার যে দেখিয়াছে, সে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যায়। তাহার আর ভবভয় থাকে না। হে দীনজনশরণ! প্রাণে প্রাণে দেখা দাও।

মৎস্যাদিভি ররতারৈ ররতাররতাহরতা সদা বসুধাং।
পরমেশ্বর পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোহহং॥ ৫॥

হে পরমেশ্বর! তুমি মৎস্য, কূর্ম্ম ও বরাহাদি নানাবিধ অবতারে অবতীর্ণ হইয়া সর্ব্বদাই জগৎ ও জগজ্জনকে পালন করিতেছ, তোমার কৃপার প্রার্থী

হইলে আর তাহাকে ভবদাবানলে দগ্ধ হইতে হয় না। আমি সংসার তাপে অতিশয় তাপিত, আমাসম দুঃখিত ও তাপিত জনকে রক্ষা করাই তোমার একান্ত উচিত, হে নাথ! অভয় দাও, আশ্রয় দাও, আমি ভবতাপে অতিশয় ভীত হইতেছি।

দামোদর গুণ মন্দির সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ
ভব জলধি মথন মন্দর পরমং দর মপনয় ত্বং মে ॥ ৬ ॥

হে দামোদর! হে সর্ব্ব গুণাধার! হে আনন্দ মূর্ত্তে শ্রীগোবিন্দ! তুমিই সংসার জলধিজলে নিমগ্ন জীবের এক মাত্র আশ্রয়। তোমার শরণ লইলাম, আমার ভবভয় দূর করিয়া একেবারে তোমার করিয়া লও, আমি ধন্য হই। তোমার ভাবে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক, আমার সকল ভয়, সকল দুঃখ, ও সকল যন্ত্রণা, একেবারে দূরে যাউক।

নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু ॥ ৭ ॥

হে নিখিল জন আশ্রয় শ্রীনারায়ণ! আমি তোমার শান্তিময় শ্রীচারু চরণে শরণ লইলাম, কৃপাকর, আজ তোমায় যাহা বলিলাম, ইহাই যেন আমার হৃদয়ের ভাব হয়। হে দীন দয়াল! দীনজনের এই ব্যাকুল প্রার্থনা গ্রহণ কর, আর সর্ব্বদা তোমার ভাবে রাখ, ভাবে ভাবে সর্ব্বদা যেন তোমার গুণানুবাদ করিতে পারি, শক্তি দাও। ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

শ্রীজন্মাষ্টমী।

(কারাগার, দেবগণের সমাগম, ব্রহ্মার স্তব।)

পূর্ণগর্ভা পতি পরায়ণা দেবকী আজ কংসের কারাগৃহে দুর্জ্জয় শৃঙ্খলে আবদ্ধা। নিকটেই—যাঁহার সত্য প্রতিপালন ও বাক্য রক্ষার ভাবে পাপমতি কংসও এক দিন স্তম্ভিত হইয়াছিল সেই মহাভাগ শ্রীবসুদেব, সুকঠিন শৃঙ্খলে সংযত। নিরন্তর অসৎ সঙ্গী, দেহাভিমানী, ধনমদমত্ত কংস, বসুদেব ও দেবকীর মহিমা

জানে না। যাঁহাদের দর্শনে ভগবদ্ভাবের উদয় হয় এবং যাঁহাদের অকপটভাবে হিংস্র জন্তুও সবল হয়, সেই সাধু রত্ন দুইটীকে কংস দর্শনের অন্তরালে, অন্ধকারময় কারাগৃহে ঘোর অপরাধীর ন্যায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যাহাদের অসৎসঙ্গ ও অসদ্ব্যবহার, তাহাদের ভাগ্যে সৎসঙ্গ লাভ একেবারে অসম্ভব। পাঠক! কংস, অপরাধীর ন্যায় যাহাকে বর্জ্জন করিয়া কারাগৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছে; আসুন, আমরা বিশুদ্ধ সত্ত্ব ও সুনির্ম্মল শ্রদ্ধার প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি শ্রীবসুদেব, দেবকীর নাম উচ্চারণ করিয়া পবিত্র হইয়া এত দুঃখ এত লাঞ্ছনা এত নির্য্যাতন, তবুও মহামনা শ্রীবসুদেব প্রফুল্ল বদন। কংসের প্রতি রাগ নাই, কেবল অন্তরে অন্তরে ভববন্ধনহারী শ্রীহরিকে ডাকিতেছেন। মোহান্ধ কংস দেবকীর অতুলনীয় সতীত্বের প্রভা অনুভব করিতে পারে নাই বলিয়াই, তাঁহাকে ঘোর অন্ধকারে রাখিয়াছে। সেখানে, তাঁহার নিকট কাহারও যাইবার ক্ষমতা নাই। দুর্জ্জয় প্রহরীগণ নিরন্তর অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া কারাগৃহের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। কংস জানে না যে, সামান্য আলোক সেখানে না থাকিলেও দেবকী সৌভাগ্য বলে, যে রত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই রত্নের দিব্যালোক দিগদিগন্ত আলোকিত করিয়া কারাগৃহের এক অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কংস ও কংসের ন্যায় অভিমানী মানবগণের সমাগম সেখানে না হইলেও দেবকীর গর্ভস্থ পরম পুরুষকে সন্দর্শন করিবার জন্য নিখিল দেবগণ ও দেবর্ষিগণ আসিয়া কারাগৃহকে, স্বর্গধাম হইতেও শ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন।

পাপ কথা শ্রবণে যাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বিকল হইয়াছে, সেই বধির নর নারী ব্যতীত সকলেই আজ শুনিতেছে যে, কংসের কারাগৃহে দেবগণের সানন্দ জয়ধ্বনি, গন্ধর্ব্বগণের নৃত্য কীর্ত্তন, দেবর্ষিগণের সুমঙ্গল স্তুতিপাঠ। হে কংস! হে কংসানুচরগণ! একবার চাহিয়া দেখ, দেবগণ পবিত্র স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া, দেবর্ষিগণের সহিত তোমাদের কারাগৃহে সমুপস্থিত হইয়াছেন। আহা! মরি মরি কি শোভা! ভাবিলেও প্রাণ পুলকিত এবং হৃদয়ের সকল তাপ বিদূরিত হয়।

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভিঃ নারদাদিভিঃ
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভি বৃষণ মৈড়য়ন্।

ব্রহ্মা এবং আশুতোষ শঙ্কর, নারদাদি ঋষিবৃন্দ ও দেবগণের সহিত সমাবিষ্ট হইয়া দেবকীর গর্ভসন্দর্শনে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়া গর্ভস্থ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—

সত্যব্রতম্ সত্য পরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চসত্যে।
সত্যস্য সত্যম্ ঋত সত্য নেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

হে ভগবন্। আপনি সত্য সংকল্প, (ক্ষীরোদ সমুদ্র তীরে পৃথিবীর দুঃখ দূর করিবার জন্য যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অন্যথা হইবে না) সত্য দ্বারাই আপনাকে লাভ করা যায়; এই প্রপঞ্চ জগতের আদিতে এবং অন্তে সত্য স্বরূপ আপনি ছিলেন ও থাকিবেন। এক মাত্র সত্য স্বরূপ আপনিই নিখিল ভূতের কারণ, আপনাকে অবলম্বন করিয়াই ভূতগণ কার্য্যক্ষম, আপনার শক্তিতেই আমরা শক্তিমান, সত্য বাক্য ও সর্ব্বত্র সমদর্শনের আপনিই প্রবর্ত্তক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার শরণ লইলাম।

একায়নোঽসৌ দ্বিফল স্ত্রিমূলশ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষডাত্মা।
সপ্তত্বগষ্ট বিটপো নবাক্ষো দশচ্ছদী দ্বিখগোহ্যাদিবৃক্ষঃ॥

হে ভগবন্। আপনার সৃষ্ট এই সংসার একটী বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এই বৃক্ষের মূল আশ্রয় একা প্রকৃতি, সুখ দুঃখ ইহার ফল, সত্ব রজ ও তম ইহার মূল, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী রস। ত্বক, চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা, ও শ্রোত্র রূপ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানের প্রকার। শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুৎ, পিপাসা এই ছয়টী আত্মা অর্থাৎ স্বভাব। ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, এই সাতটী চর্ম্ম। পঞ্চভূত, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আটটি ইহার শাখা। নয়টী ইন্দ্রিয় দ্বার ইহার ছিদ্র। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ, প্রাণই বৃক্ষের পত্র। জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপী দুইটী পক্ষী সর্ব্বদা ইহাতে বিচরণ করেন।

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিঃ ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বম্মায়য়া সংবৃত চেতসস্ত্বাং পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে॥

হে ভগবন্। এই সংসার বৃক্ষের আপনিই উৎপত্তির কারণ, আপনাতেই ইহার লয়, আবার আপনিই ইহার প্রতিপালন কর্ত্তা। আপনার মায়ায় যাহাদের চিত্ত সমাবৃত, সেই মায়া-বিমোহিত নরনারীই আপনার স্বরূপ না জানিয়া আপনাকে বহু ও পৃথক পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পরন্তু যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা জানেন যে, আপনিই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ব নিয়ন্তা ও সর্ব্ব কারণ-কারণ।

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধআত্মা ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাং ॥

হে লীলাময়! আপনি নির্ম্মল সত্যজ্ঞানানন্দ স্বরূপ হইয়াও এই চরাচর বিশ্বের মঙ্গলের জন্য বিশুদ্ধ সত্বগুণপ্রধান নানাবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। হে দয়াময়! আপনার ঐ সকল আবির্ভাবমূর্ত্তি সাধু ভক্তগণের অতিশয় মনোমোহন ও সুখ কর হয়। কিন্তু অসাধু ভক্তগণের ঐ সকল লীলাময় মূর্ত্তি, দুঃখ ও অশান্তির হেতু হয়, অর্থাৎ তাহারা আপনার দিব্য মূর্ত্তির মহিমা না জানিয়া অশ্রদ্ধা করত নিরন্তর দুঃখ পায়।

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিল সত্ত্বধাম্নি সমাধিনা বেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদংভবাব্ধিং ॥

হে পদ্মপলাশলোচন! সদ্গুরুর উপদেশানুসারে সাধকগণ আপনাতে মন প্রাণ সমার্পণ করিয়া এবং আপনার শ্রীপাদপদ্মতরীই একমাত্র আশ্রয় করিয়া দুস্তর ভবসাগর তুচ্ছ গোষ্পদের ন্যায় অনায়াসে পার হইয়া যান। অর্থাৎ সদ্গুরুর উপদেশ অনুসারে আপনার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলে, আর তাহার কোন চিন্তা থাকে না, অনায়াসে সংসার সাগর পার হইয়া কৃতার্থ হয়।

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদঃ।
ভবৎ পদ ম্ভোরুহনাবমত্র তে নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহোভবান ॥

হে করুণাময়! বিশ্বপ্রকাশক! যাঁহারা আপনাতে ভক্তিমান, তাঁহাদের প্রাণ স্বতই পরের দুঃখে কাতর, সুতরাং আপনার শ্রীচরণতরী অবলম্বনে এই ভয়ানক ভবসাগর পার হইয়া অপরের মঙ্গলের জন্য শ্রীচরণতরী এখানেই রাখিয়া গমন করেন অর্থাৎ শিষ্য পরম্পরায় তত্ত্ব শিক্ষা দিয়া অপরকেও কৃতার্থ করেন। যাঁহারা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে আপনিই উদ্ধার করেন।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্ত ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥

হে পদ্মপলাশলোচন! যাহারা আপনাতে ভক্তি স্থাপন না করিয়া নিজকে শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ও মুক্ত বলিয়া অভিমান করে, আপনাতে ভাব না থাকায়

মলিনচিত্ত অভিমানী সেই সকল মানবগণ বহু জন্মার্জিত পুণ্যবলে পরমার্থ লাভের যোগ্য দেহ ও স্থান পাইয়াও আপনার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় অধঃপতিত হয়।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপ মূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে প্রভো মাধব। সর্ব্বান্তঃকরণে যাঁহারা আপনার শ্রীপাদ পদ্ম আশ্রয় করিয়া আপনারই ভাবে আপনাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া আপনার হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিদ্যা, কুল বা সাধন ভজনের কিছু ত্রুটী থাকিলেও সেই অভিমানশূন্য ভক্তগণ আপনা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া নিখিল বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত করত অর্থাৎ সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহাদের আর কোন রকম পতনের সম্ভাবনা থাকে না।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়া যোগ তপঃ সমাধিভিঃ স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥

হে ভগবন। শরীর ধারী মানবগণের সকল প্রকার মঙ্গল সাধনের উপায় স্বরূপ আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্ব সুনির্ম্মল দেহ ধারণ করেন, যে দেহকে অবলম্বন করত সাধকগণ বেদোক্ত ক্রিয়া যোগ ও তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা আপনার পূজা করিয়া সফল মনোরথ হয়েন।

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ বিজ্ঞানমজ্ঞান ভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্ প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ॥

হে বিধাতঃ। সাধকের একমাত্র অবলম্বনীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় আপনার এই শরীর যদি প্রকট না হয়, তবে অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকৃত ভেদবুদ্ধির বিনাশক তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশ পায় না। যে জ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ সকল প্রকাশ পাইতেছে এবং আপনারও মহিমার অনুভব হইতেছে অর্থাৎ হে দয়াময়! আপনি সাকাররূপে আবির্ভূত না হইলে কেহই আপনার তত্ত্ব- বুঝিতে পারিত না।

ননাম রূপে গুণ জন্ম কর্ম্মভিঃ নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনো বচোভ্যা মনুমেয় বর্ত্মনো দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বসাক্ষী; গুণ, জন্ম ও কর্ম্ম দ্বারা আপনার মহিমার সীমা করা যায় না। হে দেব! আপনি বাক্য ও মনের অগোচর হইলেও জগতের মঙ্গলের জন্য যে সকল আবির্ভাব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই স্মরণ মনন দ্বারা সাধকগণ ক্রিয়ার ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হন।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্ নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুস্মচ্চরণারবিন্দয়ো রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে॥

হে ভগবন্! ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, আপনার যে সমস্ত লীলা ও রূপ তদনুসারে আপনার যে সকল মঙ্গলময় নাম প্রকটিত হইয়াছে, যে সাধক সেই সকল নামরূপ ও গুণাদি শ্রবণ, উচ্চারণ ও মনে মনে বার বার আলোচনা করেন, তিনি উপাসনাদি ক্রিয়ায় আপনার শ্রীপাদ পদ্মে চিত্ত নিবেশ করত কৃতার্থ হন। আর তাঁহাকে জন্ম মরণাদি ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না।

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো ভারোঽপনীত স্তব জন্মনেশিতুঃ
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈর্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাং।

হে সর্ব্বদুঃখ-হারিন্! আমাদিগের সৌভাগ্য বশতই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে আপনি, আপনার আবির্ভাব দ্বারা আপনার চরণ স্থানীয়া এই পৃথিবীর ভার অপনীত হইবে। অহো! আমাদের ভাগ্য বলেই আপনার পাদপদ্মস্থিত ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশাদি চিহ্ন দ্বারা সুশোভিতা এই পৃথিবীকে এবং অসুরাদি সংহার দ্বারা নিরাপদ স্বর্গ ধামকে সংদর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

ন তে ভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃস্থিতি রপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি।

হে পরমেশ্বর! নিত্য মুক্ত সত্যস্বরূপ যে আপনি, আপনার জন্মের কারণ কেবল ক্রীড়া ভিন্ন আর কিছুই আমরা মনে করিতে পারি না। কারণ, হে ভয় হারিন্! জীবাত্মাতেও যে উৎপত্তি লয় ও স্থিতি হয়, তাহাও অবিদ্যা (অজ্ঞান) দ্বারা কল্পিত বাস্তবিক নহে, সুতরাং নিত্য নিরঞ্জন পরমাত্মা যে আপনি, আপনাতে অবিদ্যা ও অবিদ্যা জনিত কর্ম্ম থাকিতেই পারে না। আপনি ভক্তের সহিত আনন্দ করিবার জন্যই স্বইচ্ছায় আবির্ভূত হইতেছেন।

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥

হে ভগবন! সর্ব্বেশ্বর! পূর্ব্বে যেমন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও দেবাদি দেহে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে দুষ্ট নিগ্রহ এবং শিষ্টের প্রতিপালন দ্বারা শান্তি দিয়াছেন, এবারেও সেইরূপ শান্তি বিধান করত পৃথিবীর ভার হরণ করুন। হে যদুকুলচূড়ামণি! আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।

ভগবান ব্রহ্মা শ্রীদেবকীর গর্ভ সন্দর্শনে আপনাকে ভাগ্যবান ও কৃতার্থ মনে করিয়া পুনঃপুনঃ নমস্কার করত গর্ভধারিণী দেবকীদেবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃপুমা ন শেন সাক্ষাদ্ভগবান ভবায় নঃ।
মাভূদ্ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষো গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ॥

মা! তুমি বড় ভাগ্যবতী, যোগী ও ঋষিগণ দীর্ঘকাল ধ্যান করিয়াও যাঁহাকে সহজে লাভ করিতে পারেন না, আমরা নিখিল দেবগণ যাঁহার কৃপাদৃষ্টিতে পরিচালিত ও পরিরক্ষিত, তাঁহাকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ, তিনি তোমায় মা বলিবেন, আর তুমি সেই পরম পুরুষকে কোলে করিয়া লালন পালন করিবে। ধন্য ভাগ্যবতী তুই ত্রিজগতের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা! মা! আর ভয় নাই, আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত মঙ্গলময় শ্রীভগবান তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনই প্রকট হইবেন। হে ভাগ্যবতি! কংসের মৃত্যু নিকট, কংস হইতে আর ভয় করিও না। তোমার এই গর্ভজাত সন্তান অভয়, অমর ও অজেয় হইয়া দুষ্ট নিধন করত যদুকুলের রক্ষক হইবেন। অপূর্ব্ব রূপ গুণ ও লীলা বিস্তার করিয়া ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। মা! তোমাকে বার বার নমস্কার করি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

হায় কংস! একবার দেখিয়া যাও দেখিলে আর সন্দেহ থাকিবে না, অথবা অভিমান ও হৃদয়ের অন্ধকার একেবারেই দূর হইবে, জীবন জনম ধন্য হইবে। তুমি যাঁহাকে বন্দীভাবে অন্ধকার কারাগৃহে বান্ধিয়া রাখিয়াছ, আজ তাঁহার নিকট ব্রহ্মাদি দেবগণও কৃতাঞ্জলি পুটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন। যুগে যুগে নানাবিধ যাগ, যজ্ঞ ও তপস্যাদি করিয়াও যাঁহাদের দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহারা তোমার কারাগৃহে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইয়া, তুমি যে গর্ভকে নষ্ট করিবে বলিয়া সুসজ্জিত হইয়া রহিয়াছ, সেই গর্ভকেই স্তব করিতেছেন।

ব্রহ্মা অনিমেষ নেত্রে দেবকীর গর্ভ যতই দর্শন করিতেছেন, ততই তাঁহার আনন্দ, দেখিয়া যেন আশা মেটেনা, বার বার প্রণাম ও পুনঃ পুন-স্তব করিয়া স্ব-ধামে গমন করিলেন।

ইত্যভিষ্টুয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দিবং॥

সকল দেবগণ ও দেবর্ষিগণ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিতেছেন; একবার গমন করেন, আবার ফিরিয়া ফিরিয়া গর্ভস্থিত সর্ব্ব জীব জীবন হৃদয় বল্লভের দিকে দৃষ্টি করিতেছেন।

হায়! যাহারা ভাগ্যবলে প্রাণারাম শ্রীভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারা কৃতার্থ, তাঁহারা শত সহস্র কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও নিরন্তর অন্তরে অন্তরে অন্তর্যামীর দর্শন সুখ অনুভব করেন, আমরা ভাগ্যহীন অভিমানী, তাই হৃদয় বল্লভকে দেখিতে পাই না, দেখিতে পাইনা বলিয়াই দেখিবার সাধ হয় না এবং দর্শনকারীর সুখের পরিমাণ করিতেও পারি না।

দেবগণ ও দেবর্ষিগণ পুনঃপুন, জয়ধ্বনি করিয়া আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন। দেব দর্শনে ও ব্রহ্মার কৃত স্তব শ্রবণে দেবকী এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে আবিষ্টা হইলেন। আর যেন ভয় নাই, ভাবনা নাই, দেবকীর সে সময়ের অঙ্গ শোভায় তিনি নিজেই বিমুগ্ধা হইলেন। আর নিজেই নিজের শোভা দেখিতে লাগিলেন। কংসের অত্যাচারে দেশের নর নারী দেবকীর অপূর্ব্ব গর্ভশোভা সন্দর্শনে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করত জীবন জনম সার্থক করিতে পারিল না, হায়! অসৎ সঙ্গের এমনি দুঃখ দায়িকা শক্তি যে নিকটস্থিত মঙ্গলময় বস্তুটির সঙ্গ সুখেও চির বঞ্চিত করিয়া রাখে।

আবির্ভাব।

দেখিতে দেখিতে দেবকী আসন্ন প্রসবা হইলেন। সাধারণের ন্যায় সাধারণ গর্ভ হইলে এই সময় ধাত্রীর আবশ্যক হইত। আজ আবেশ গর্ভ হইতে শ্রীভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাকে ধরিবার ধাত্রী কে আছে? ভাগ্য-

বতী ধরিত্রী সকল তাপ জুড়াইবার জন্য শ্রীভগবানের পাদ পদ্ম ধারণ করিবেন বলিয়া যেন মস্তক পাতিয়া দিলেন। গ্রহ উপগ্রহাদি শকলেই শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিবেন বলিয়া স্থিরতা অবলম্বন করিলেন।

দিশঃ প্রসেদুর্গগণং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ং
মহীমঙ্গলভূয়িষ্ঠ পুরগ্রামব্রজাকরাঃ।
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদাজলরুহশ্রিয়ঃ
দ্বিজালিকুল সন্নাদ স্তবকাবনরাজয়ঃ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ
অগ্নয়শ্চদ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত।

* * * *

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্ যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিবপুষ্কলঃ॥

দিক সকল প্রসন্ন হইল, গগণ নির্ম্মল হইল, তারকা শ্রেণী যেন দেখিবার মানসে অতি উজ্জল ভাবে সমুদিতা হইলেন, পৃথিবী সকল প্রকার মঙ্গল যুক্তা হইলেন, নগর ও গ্রামবাসীর প্রাণ আপনাআপনি প্রফুল্লিত হইল, শোকার্ত্ত ব্যক্তি শোক ভুলিল, ভীত ব্যক্তি নির্ভয় হইল, নদীর প্রখর তরঙ্গ সম ভাবাপন্ন হইল, বায়ু নানাবিধ পুণ্য গন্ধ বহন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞাগ্নি আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিল, কংস ও কংসানুচর ভিন্ন সকল প্রাণীর এবং সাধুগণের মনে এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। আকাশে দেবগণ দুন্দুভিনিনাদ করিতে লাগিলেন, কিন্নরগণ গান করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব, বিদ্যাধরগণ নৃত্য এবং দেবর্ষি ও দেবগণ স্বানন্দে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকল রকম শুভযোগ উপস্থিত হইলে দেবরূপিণী দেবকীর পুণ্য গর্ভ হইতে সর্ব্বময় সর্ব্বজন হৃদয়বিহারী শ্রীহরি আবির্ভূত হইলেন। ভক্তগণ। একবার সানন্দে প্রাণখুলিয়া হরিবোল হরিবোল ধ্বনিতে দিগদিগন্ত মাতাইয়া তোল, পাষণ্ডগণেরও চিত্ত নাম শ্রবণে আর্দ্র হউক।

ক্রমশঃ।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

কলিকাতা হইতে হিমালয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:—:০:—:—

(নানাস্থানে।)

কিয়দ্দিবস পরে ওঁকার নাথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দুইটী বাঙ্গালী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিয়া সাধন ভজনে কালাতিপাত করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট শুনিলেন যে, কয়েক দিবস হইল শ্মশানের নিকট একটি পাগল আসিয়াছে, সে কাহারও কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না, আপন মনেই থাকে। সে বাঁশের উপর বাঁশ দিয়া চারি পাঁচ তালা উচ্চ হইবে একটা মাচা প্রস্তুত করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহার বন্ধনগুলি এত শিথিল যে উঠিতে সাহস হয় না, সে কিন্তু নির্ভয়ে তাহার উপর উঠিয়া যায়, আবার অবলীলা ক্রমে তাহা হইতে অবতরণ করে। পাছে তাহার কোনও বিপদ হয় এই ভয়ে সকলে তাহাকে ইহার উপরে উঠিতে বারণ করে। সে কেবল শুনিয়াই যায়। আবার পূর্ব্বের মত উঠিয়া যায় এবং নামিয়া আসে। অদ্য পুলিশ আসিয়া তাহার মাচা ভাঙ্গিয়া দিবে।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল হইল। তিনি সেই দুইটি বাঙ্গালী সাধুকে সমভিব্যাহারে লইয়া বেলা প্রায় তিনটা কি চারিটার সময় তৎসমীপে গমন করিলেন। তখন পুলিশ আসিয়াছে মাচাটী ভাঙ্গিয়াও দিয়াছে এবং পুলিশের কথায় কর্ণপাত করে নাই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতেছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় দেখিলেন যে যতই তাহাকে প্রহার করা হইতেছে ততই সে যেন দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতেছে "মার শালাকে মার শালাকে" কোনও ভ্রূক্ষেপ নাই

যেন আর কাহাকে মারা হইতেছে। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কথায় তাহারা প্রহারে নিরস্ত হইল। তখন দুই এক বার মার শালাকে মার শালাকে বলিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন যে, নিজের দেহটাকেই সে শালা সম্বোধন করিয়া তাহাকেই মারিতে বলিতেছে, যেন দেহটা তাহা হইতে ভিন্ন। তৎপরে কথাবার্তায় জানিতে পারিলেন যে, সেই পাগল এক জন উচ্চদরের সাধক। সর্প যেমন খোলসের মধ্যে থাকে তিনি তেমনি দেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। পর দিন আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

নাসিকে উপস্থিত হইয়া এক শ্রেষ্ঠির বাটীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। তথায় বাটীর মধ্যেই তাঁহার থাকিবার স্থান হইল। শ্রেষ্ঠীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে, পুত্র কন্যা হয় নাই। তাঁহাকে পাইয়া পুত্রের মত যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নী ও দাস দাসী ব্যতীত বাটীতে অপর কেহ নাই। গৃহিণীরও মনে তাঁহাকে দেখিয়া পুত্র বাৎসল্যের উদয় হইল। উভয়ে অতি যত্ন সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বিবিধ প্রকার অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। স্নান করিবার জন্য ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া রাখিতেন, কাপড় কাচিয়া দিতেন ইত্যাদি। ব্রহ্মচারী মহাশয় কত বারণ করিলেন, কোন ফলোদয় হইল না। কয়েক দিবস তাহাদের নিকট থাকিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। শুনিয়া তাঁহাদের উভয়েরই মুখ শুখাইয়া গেল। আর এক সপ্তাহ থাকিতে বলিলেন? তিনি যেন তাঁহাদের মায়ায় বশীভূত হইয়া সম্মত হইলেন। এইরূপে দুই তিন বার যাইবার প্রস্তাব করিলেন কিন্তু তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তখন কাহাকেও না বলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠী এরূপ সতর্ক ভাব অবলম্বন করিলেন এবং দাস দাসীকে এরূপ অনুমতি প্রদান করিলেন যে, পলায়নের কোনও সুযোগ দেখিলেন না। রাত্রিতে বহির্দ্বারে তালাবদ্ধ করা হয় এবং বাহিরে একজন দ্বারবান ও ভিতরে একজন দ্বারবান শয়ন করিয়া থাকে। তিনি বুঝিলেন যে, শ্রেষ্ঠী ভালবাসা বশতই এরূপ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি? তিনি যদি তাঁহাদের ভালবাসাতেই আবদ্ধ হইবেন, তাহা হইলেত পুনর্বার সংসারীর মত হইলেন। ভয় হইল পাছে বিষয়ের লোভে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

একদিন ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অত্যন্ত উদরাময় হইল। শ্রেষ্ঠী কোন মতেই বৈদ্য আনাইবেন না। বলিলেন সারিয়া যাইবে। একটী বৈদ্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিতেন, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিতও তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি তাঁহার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠীর মত লইয়া আপনার বাটীতে ব্রহ্মচারী মহাশয়কে লইয়া গেলেন। বাটীতে যাইয়া বলিলেন শ্রেষ্ঠীর নিকট এমন এক ঔষধ আছে যাহা খাওয়াইলে দুই চারিবার দাস্ত হইয়া লোকের মৃত্যু হয়। বোধ হয় আপনাকে কম পরিমাণে খাওয়াইয়া থাকিবেন, তাই কেবল উদরাময় হইয়াছে। হয়ত মনে করিয়াছিলেন, অসুখ হইলে আর যাইতে পারিবেন না, তাই ওরূপ করিয়াছেন। যাহা হউক, কায ভাল হয় নাই। ব্রহ্মচারী মহাশয় বৈদ্যের বাটীতে দুই চারি দিবস অবস্থান করিয়া সুস্থ হইলেন এবং শ্রেষ্ঠীকে বলিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে ভ্রমণ করিতে করিতে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দিন কয়েক থাকিয়া নীলগিরি পর্ব্বতে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ নামে এক সাধুর সাক্ষাৎ পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, আমার দেহত্যাগের সময় হইয়াছে। তুমি যদি কিছু দিন এখানে থাকিতে পার, তাহা হইলে ভাল হয়। আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার ভার তোমায় লইতে হইবে, তিনিও সম্মত হইলেন।

একদিন ধূনির নিকট বসিয়া উভয়ে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে গুহার এক প্রান্তভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তিনি দেখিলেন ধূমের মত কি বহিয়াছে। ক্রমে সে স্থান ধূমরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, পরে ঘনীভূত হইতে লাগিল। দেখিলেন, একটী আকার ধারণ করিল; সে আকারটী ক্রমে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ মূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মূর্ত্তিটী ব্রহ্মানন্দের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষণ কাল পরে তিরোহিত হইল। তিনি অবাক্ হইয়া ব্রহ্মানন্দকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন কি, দেখিলেন, তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ইচ্ছাময়ের রাজ্যে যে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? কিন্তু তখন চিন্তা করিবার সময় নয়। তিনি তখন নিকট বর্ত্তী গ্রাম হইতে ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করিয়া

তাঁহার দেহ সমাহিত করিলেন। ব্রহ্মানন্দের আদেশও সেই রূপ ছিল। ধূনীতে কতক গুলি টাকা প্রোথিত ছিল। তাহা লইয়া তিন দিন পরে যতগুলী সাধু সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহাদিগকে এবং কতকগুলি ব্রাহ্মণকে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। পরে সে স্থান হইতে বিদায় হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বিপদ্।

তথা হইতে আট ক্রোশ কিম্বা দশ ক্রোশ দূরে আসিয়া এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, একটী রমণী বসিয়া ক্রন্দন করিতেছে। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রমণী ক্রন্দনবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক কহিল, কোন প্রতিবেশীর প্রলোভনে পড়িয়া আমার এ প্রকার অবস্থা হইয়াছে। আমার নিকট অলঙ্কার এবং নগদ সর্ব্ব সমেত প্রায় কুড়ি হাজার টাকা ছিল। সে সেগুলি গ্রহণ করিল এবং নিজে সন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহ করিয়া আমাকে সন্ন্যাসিনী সাজাইয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করাইল। অবশেষে এই স্থানে আনয়ন করিল। নিকটবর্ত্তী একস্থানে কয়েক দিবস একত্র ছিলাম। অদ্য প্রাতে উঠিয়া দেখি সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অলঙ্কার ও টাকা সমস্তই লইয়া গিয়াছে। কেবল হাতে ও কোমরে যা দুই এক খানা ছিল, তাই আছে। অনুসন্ধানে বাহির হইলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না, কেহ কিছু বলিতেও পারিল না। সকলে ঠাট্টা করে আর বলে, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" আমি আর কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া এই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কি করিব? কোথায় যাইব? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অগতির গতিকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতেছি। এমন সময়ে দেখিলাম যে, আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক্ষণে আপনি আমার যা হয় একটা কিছু উপায় করুন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় দেখিলেন, রমণীটি বাঙ্গালী ; বয়স সতের কি আঠার হইবে। বর্ণ ও মুখাকৃতি দেখিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া বোধ হইল। যদিও তাঁহার ইচ্ছা নয় যে, এই সন্ধ্যার সময় এরূপ একটী যুবতী রমণীর সঙ্গে কোথাও গমন করেন ; কিন্তু কি করিবেন, তাহার প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তাহাকে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া রমণী কহিল, আপনার কি কোনও স্থান নির্দ্ধারিত আছে ?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, না।

রমণী কহিল, তবে এই সন্ধ্যার সময় আর কোথায় যাইবেন, আমরা যে স্থানে কয়েক দিবস ছিলাম তাহা নিকটেই আছে। আসুন, সেই স্থানে অদ্য রাত্রি থাকিয়া কল্য যাহা ভাল বুঝিবেন, করিবেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় বুঝিলেন, একথা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে, সুতরাং সম্মত হইলেন।

তখন রমণী অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল পশ্চাতে ব্রহ্মচারী মহাশয়। কিয়ৎ-ক্ষণ এইরূপে গমন করিয়া রমণী এক বনমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কতদূর ?

রমণী কহিল, আর বেশী দূর নাই, এই নিকটে।

তিনি রমণীর সহিত অধিক কথা না কহিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে চতুর্দ্দিক বৃক্ষরাজি-সমাচ্ছন্ন, রাস্তাও সঙ্কীর্ণ, তিনি তাড়াতাড়ি যাইতে পারিলেন না। কিন্তু দেখিলেন, রমণী এরূপ ভাবে যাইতেছে, যেন স্থানটী তাহার অত্যন্ত পরিচিত। কিয়ৎক্ষণ পরে, যদিও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, তথাপি বুঝিতে পারিলেন যে, রমণী কাহার সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিল। তাঁহার মনে কিছু সন্দেহ হইল। কিন্তু রাত্রিকালে এরূপ স্থানে একটী স্বদেশী যুবতী রমণীকে একাকিনী ফেলিয়া যাইতে তাঁহার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না ; তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এই রূপে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা গমন করিয়া দেখিলেন, রমণী একস্থানে দণ্ডায়মানা হইল। একটী গুহার মত কি দেখিতে পাইলেন। রমণী একটী সঙ্কেত করিল, অমনি আর একটী রমণী আলোকহস্তে গুহামুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ রমণীটীও পূর্ণযুবতী। উভয়েরই পরিধান গৈরিক বসন। সঙ্গের রমণীটী তখন তাহাকে কহিল, আজ এই সাধুজী আমাদের অতিথি। দ্বিতীয় রমণী তখন গললগ্নীকৃতবাসে নত জানু হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আজ আমাদের সৌভাগ্য। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও প্রত্যভিবাদন করিলেন।

ক্রমশঃ

নীলাচল পথে চৈতন্য দেব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(কীর্ত্তনান্তে শৈবগণের প্রতি)

চ। ভক্তগণ।

হরি হর জানিও অভেদ।
সৎ চিৎ আনন্দময় এক ভগবান—
চার—অধিকার ভেদে, ভিন্ন মূর্ত্তি ধরি;
ভক্ত বাঞ্ছা করেন পূরণ।
ভেদ ভাব হৃদয় মাঝারে—
পোষণ করিবে যেই জন,
ভক্তি লাভ কদাচ না হবে তার।
এ সংসার মাঝে,
অন্তর্হীন ভাবে, বিরাজিত ভগবান,
নাম রূপ অনন্ত তাঁহার।
চাও যদি ভক্তি লভিবারে,
প্রেমময় শ্রীভগবানের—
শ্রীচরণ লভিবারে ধায় যদি মন,
যত দেব মূর্ত্তি আছে ভুবন মাঝারে,
আপনার অভীষ্ট দেবের
ভিন্ন ভিন্ন মূরতি ভাবিয়া,
ভক্তি ভরে করিবে প্রণাম।
দ্বেষ ভাব না রাখিবে প্রাণে কভু।

শৈ, পু। প্রভো!

তব জ্যোতির্ম্ময় মূরতি মোহন
করিয়াছে অধিকার হৃদয় আমার।
প্রাকৃত মানব ভাবে,
হেরিতে তোমারে প্রভু! না চাহে নয়ন
সংশয়ের ঘোর অন্ধকারে
গম্যপথ না পাই দেখিতে;
দয়া করি, নাশ এ আঁধার প্রভু!

বহু দিন বেদান্ত করিয়া অধ্যয়ন,
গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গণের—
উপদেশ শুনিয়া শ্রবণে,
ব্রহ্ম, নিরাকার—নির্গুণ স্বভাব বলি—
হৃদয়ের ধারণা আমার।
অতি নিম্ন অধিকারি অজ্ঞান যে জন,
কাষ্ঠ মৃত্তিকার মূর্ত্তি করিয়া গঠন,
ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহে,
বৃথা খেলে অজ্ঞানের খেলা,
শুধু ভরণ পোষণ তরে,
পৌরহিত্ব ক'রেছি স্বীকার!
কিন্তু, মহাত্মন্!
সাকার মূর্ত্তিতে নাহি বিশ্বাস আমার;
অথচ, এ নরাধম—
নিরাকার ব্রহ্ম ভাব আয়ত্বে অক্ষম।

তাই প্রভু! আধ্যাত্মিক তাপে,
শান্তি হীন হৃদয় আমার,
উপদেশ অমৃত ঢালিয়া
নিভাও সে তাপ, দয়াময়!

চৈ। সদগুরু বিহনে,
বেদান্তের ভাব না বুঝিয়া,
ভ্রমমার্গে চালিত হ'য়েছ তুমি,
ঈশ্বরের নিরাকার নির্গুণ স্বভাব,
সাধকের ধারণা-অতীত,
স্বগুণের আরাধনা বিনা,
আদি অন্ত-হীন—
ঈশ্বরের নির্গুণ স্বভাব—
হেরিবারে সাধ্য নাহি কা'রো।

সমুদ্রের লবণাক্ত বারি
অপেয় যেমন,
ঈশ্বরের নির্গুণ স্বভাবে
জীবাত্মার উন্নতি পিপাসা,
তেমতি না হয় নিবারণ।

কিন্তু সেই বারি, পৃথ্বি ভেদ করি,
নদ নদী সরোবর কূপের আকারে,
প্রকাশিত হইয়া যেমন;
সুশীতল করে
তৃষ্ণাকুল জীবের হৃদয়।
সেই মত, নামরূপ উপাধির
পরপারে বিরাজিত যিনি,
জীবের মঙ্গল তরে
মায়া ভেদি, গুণে আবরিত হ'য়ে,
করেন অনন্ত—
নাম রূপ উপাধি গ্রহণ।

অনুভব বিনা—অনিলের গতি,—
দেখিতে না পায় কেহ;
কিন্তু সেই সমীরণ,
ধূম সহ মিলিত হইলে,
গতি তার লক্ষ্য হয় অনায়াসে।
সেইরূপ, নির্গুণের অনুভূতি বিনা,
সাক্ষাৎ করিতে নারে কেহ।

কিন্তু, আকুল হৃদয়ে,—
বাঞ্ছা করে ভক্ত যবে,
হেরিবারে ঈশ্বরের মূরতি মহান্,
প্রেম-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে
পূজিবারে তাঁর রাতুল চরণ,

প্রাণারাম চিৎশক্তি মহাজ্যোতির্ম্ময়
গুণ আবরণে, ঘনীভূত রূপে,
মোহন মূরতি ধরি—
ধ্যান পথে ভক্তবাঞ্ছা করেন পূরণ,—
কিন্তু ধূম সহ বায়ু সম,
গুণ সহ সদাই নির্লিপ্ত তিনি।

ধ্যান-মগ্ন অবস্থায়, হৃদয় মাঝারে
যে মূরতি হেরে ভক্তগণ—
বহির্ম্মুখ অবস্থায়, সে মূর্ত্তির প্রতিকৃতি—
হেরি ভাব স্থায়ি করিবার আশে,
কাষ্ঠ মৃত্তিকায় করে মূরতি গঠন।

হে সুধীর! অন্তরে বাহিরে
ভক্ত হেরে ঈশ্বরের চিন্ময় মূরতি,
কাষ্ঠ বা মৃত্তিকা বুদ্ধি থাকে না তাহার।

এই রূপে সগুণ ভাবের
সাধনা করিয়া, সিদ্ধ হইলে সাধক;
অপ্রমেয় অনন্ত নির্গুণ ভাব
যদি কভু হেরিবারে করেন বাসনা,
দয়াময় ভগবান ভকত বৎসল,
আপনি কাণ্ডারী হয়ে, লয়ে যান তারে
সগুণ নির্গুণ সঙ্গমের স্থলে।
ভক্ত তথা হ'তে
নির্গুণের অনন্ত স্বভাব,—
আনন্দ বিভোর প্রাণে করেন দর্শন।
ভক্ত চূড়ামণি,
নাহি চান নির্গুণেতে অঙ্গ ঢালিবারে,
স্বরূপ হইতে নাহি চান,
চৈতন্য বারিধি তটে বসি,—
চিন্ময় মূরতি ধরি—
চান সুধু নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতে।
চিদানন্দ ঘন-রূপ-ধারি-
শ্রীহরির সহ, নিত্য-বৃন্দাবন ধামে,
চান সুধু করিতে রমণ।

ভক্তগণ! এই তত্ত্ব হৃদয় গুহায়
যত্ন করি রাখিও সতত।
ব্যাকুল প্রার্থনা যোগে,—
শ্রীহরির কৃপাবলে হ'য়ে বলবান,
অকপট ভাবে,
একান্ত নির্ভর করি চরণে তাঁহার;
পবিশুদ্ধ বাসনা লইয়া হৃদে,—
বিচরণ কর সদা সাধনার পথে,
পরিণামে পূর্ণ হ'বে মনোরথ,
ধন্য হ'বে মানব জীবন।

(ভক্তগণ সহ প্রস্থান।

শৈ, পু।—ভ্রাতৃগণ!
এত দিনে কেটে গেল হৃদয় আঁধার,
মহেশ্বর প্রসন্ন হইয়া,
মানুষ মূরতি ধরি স্বগণের সহ—
দরশন দিলেন মোদের।
অহো! পূর্ব্ব জন্ম তপস্যার ফলে,
কৃতার্থ হইনু এত দিনে,
ভক্তগণ! বড ভাগ্যবান মোরা
জনম করম
সফল হইল আমাদের;

মোক্ষ ফল আপনি আসিয়া
হ'ল করতল গত।

এবে সকলে মিলিয়া, আনন্দে মাতিয়া
এস করি, হরি-হর সংকীর্ত্তন।

(সকলের কীর্ত্তন ও নৃত্য।)

গীত।

বল ভাই সবে বদন ভরি—
বোম্ বোম্ হরি, বোম্ বোম্ হরি,
ভকতি কুসুম অঞ্জলি করি।
পূজ হর-হরি, পূজ হর-হরি,
এক ভগবান অনন্ত মহান—
বিরাজেন ভিন্ন মূরতি ধরি।
(বহে) নদ নদীরূপে, অনন্ত সাগর,
জীবের পিপাসা হরণ করি,
(তাই) অভেদ জানিয়া, আনন্দে মাতিয়া,
প্রেম ভরে পূজ মহেশ-শ্রীহরি॥
বোম্ বোম্ হরি॥
বোম্ বোম্ হরি॥

(নৃত্য করিতে করিতে সকলের প্রস্থান)

ক্রমশঃ।

শ্রীহ——শর্ম্মা॥

শ্রীচরণ মাধুরী।

—:০:—

(গান।)

(ঝিঝিট্—একতালা।)

আমায় বোলো না, লিখিতে বোলো না;
চরণ-মাধুরী, বুঝিতে না পারি, আমি তার কিছু জানি না ॥
ভক্তিরস শুধু যাঁদের আস্বাদন,
প্রেম ভক্তি ভাব সদাই মনন,
রাগের ভজনে মত্ত যাঁদের মন,
(কেবল) তাঁদেরি আছে জানা।
আমি সদা হই রিপু পরবশ,
নাহি বুঝি কিছু প্রেম ভক্তি রস,
অর্থলাভ আশে, ফিরি দেশে দেশে,
চিতে শুধু বিষয়-বাসনা।
(ভাইরে) চরণ মাধুরী যদি লিখ্‌তে হয়,
চরণ মাধুরী যদি বুঝ্‌তে হয়,
তবে, অপরাধ-শূন্য, চাই সেবা, দৈন্য,
চাই একনিষ্ঠ উপাসনা।
পদে পদে আমি হই অপরাধী,
ইন্দ্রিয়ের দাস থাকি নিরবধি,
কি ক'রে পাইব প্রেমনিরুপাধি,
কাম যে ছাড়িতে ছাড়ে না।
চিন্ময় রাতুল, যুগল চরণ,
হৃদয়ের ধন, অমূল্য রতন,
পেতে যেন পারি করিয়ে সাধন,
(ভাই) কর শুধু এই কামনা।
লেখার "ইতি" হোক্, দুঃখ তাহে নাই,
কর আশীর্ব্বাদ, বস্তু যেন পাই,

আসল বস্তু পেলে, স্মরি করতে
আসিবে, ভাবনা রবে না।
(শুনি) নীরবেতে পান বড়ই মধুর,
তাহে সুখ বড়, শান্তি সুপ্রচুর,
অলি মধু পেলে, গুণ গুণ ভুলে—
মধু ফেলে যেতে চায় না।
আমিও রে যেন চরণ মাধুরী,
অতি নীরবেতে, সুখে পান করি,
সুধার সাগরে, ডুবিয়ে গভীরে
ভুলে যাই মায়ার ছলন।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ। তুমি যে কর্ম্ম ও কর্ম্ম ফলের কথা বলিতেছ, এ বিষয়ে আমার একটা সন্দেহ আছে, একদিন একটি পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, বেদান্ত বলে; "জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা" অতএব জগৎ মিথ্যা হইলে আমিও মিথ্যা, কর্ম্মও মিথ্যা, সুতরাং ফল সত্য হইবে কি প্রকারে ?

র। ভাই। জগৎ, আমি বা কর্ম্ম ফল, কিছুই মিথ্যা নহে। প্রথমতঃ দেখ, ভূত জগতের কারণ ও চৈতন্য মহাকারণ, এজন্য মহাকারণ চৈতন্য হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ভূত চৈতন্যেরই অবস্থা ভেদ মাত্র সুতরাং নিত্য, কেবল এই ভূতের বিকার অনিত্য। এবং বেদান্তে এই বিকৃত জগৎ মিথ্যা শব্দে উক্ত হইয়াছে, গ্রীষ্ম কালের অপরাহ্নে পুস্করিণীতে ফেনা হয়, কিন্তু প্রাতঃকালে তাহা থাকে না, এখানে যেমন এই ফেনা অনিত্য বা মিথ্যা হইলেও জল ও তাহার আধার মৃত্তিকা সত্য, সেই রূপ বিকৃত জগৎ মিথ্যা হইলেও ভূত ও চৈতন্য সত্য, জল যেমন বাষ্পের স্থূল ভাব, সেই রূপ জগৎ ভূতের স্থূল ভাব মাত্র, তেজ সংস্পর্শে যেমন জল বাষ্পাকারে তেজে বিলীন হয় এবং পুনরায় সেই বাষ্প হইতে জলের উৎপত্তি হয়, সেই রূপ মহাপ্রলয়ে চৈতন্যের স্বরূপ ভাবের প্রকাশে ভূতের স্থূল ভাব সূক্ষ্ম বীজাকারে চৈতন্যে বিলীন থাকে মাত্র এবং পুনঃ সৃষ্টির সময়

এই সূক্ষ্ম বীজ হইতে স্থূল জগতের উৎপত্তি হয়। কাষ্ঠের প্রত্যেক অণুতে অগ্নি অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে, অথচ উহাতে অগ্নি সংযুক্ত হইলে, যেমন ঐ অব্যক্ত ভাবও ব্যক্ত ভাবে বিলীন হইয়া যায়, সেই রূপ ভূত চৈতন্যেরই অব্যক্ত বা আবরিত ভাব, স্বরূপ বা ব্যক্ত ভাবের প্রকাশে এই আবরিত ভাব স্বরূপ ভাবে লীন হইয়া যায়। মনে কর, এক রাজা তাঁহার অধিকারস্থিত প্রজাদের মনোভাব অবগত হইবার জন্য ছদ্মবেশে আবরিত হইয়া প্রজাভাবে স্বীয় প্রজাদিগের সহিত বাস করেন, এ স্থলে যেমন প্রজাভাবের আবরণে রাজার স্বরূপ ভাব অব্যক্ত, সেই রূপ ভূতের আবরণে চৈতন্য অব্যক্ত ভাবে বিহার করেন, পরে যখন রাজা স্বরূপ ভাবে অবস্থান করেন, তখন এই প্রজাভাব যেমন রাজার স্বরূপ ভাবে বিলীন থাকে ও আবশ্যক মত প্রকাশ পায়, সেই রূপ মহা প্রলয়ে ভূত ভাব চৈতন্যে বিলীন থাকিয়া সৃষ্টিকালে প্রকাশ পায়, অতএব জগতের উপাদান স্বরূপ ব্রহ্মের এই ভূত ভাব মিথ্যা নহে, কেবল এই ভূতের বিকার রূপ জীব দেহাদি জলস্থিত ফেনের ন্যায় অনিত্য বলিয়া মিথ্যাশব্দ বাচ্য, কিন্তু কয়লা মিথ্যা হইলেও উহার মধ্যে যে গ্যাস আছে তাহা যেমন সত্য, সেই রূপ এই দেহরূপ আমি মিথ্যা হইলেও দেহের মধ্যে যে প্রকৃত আমি আছে, তাহা নিত্য ও সত্য এবং অভিব্যক্তি যেমন গ্যাস হইতে আলোক প্রস্তুত করিয়া গৃহস্থিত দ্রব্য সকল প্রত্যক্ষ করে, সেইরূপ জ্ঞান লাভ হইলে, মিথ্যার মধ্যে সত্য বা অব্যক্তের মধ্যে ব্যক্ত ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়, আমরা ভূতের মধ্যে অবস্থান করিতেছি বলিয়াই চৈতন্যকে অব্যক্ত বলিয়া মনে করি, জ্ঞানোদয়ে এই আবরণ ভেদ করিয়া ব্যক্ত ভাব অনুভূত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে, কিন্তু ভাই! তাহা বলিয়া মনে করিও না যে, জ্ঞান জীবের অহংকার প্রসূত সমল শক্তির অধিগম্য, কেন না ইহা স্বপ্রকাশ, ভগবন্ কৃপা পূর্ব্বক আবরণ ভেদ করিয়া স্বরূপ প্রকাশ না করিলে জ্ঞান লাভ হয় না, কিন্তু সাধকের ইচ্ছা শক্তি যখন একাগ্র ও অকপট ভাবে মুক্তির জন্য লালায়িত হয়, তখন ভগবান্ অপ্রকাশিত ভাবে তাহার হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিয়া আবরণ ভেদের কৌশল শিখাইয়া দেন সাধক তখন তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া এই আবরণ ভেদ করেন বলিয়াই জ্ঞান স্বপ্রকাশ শব্দ বাচ্য।

ক্রমশঃ

শ্রীহ—চ—শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভক্তি।

২য়, ৩য়, সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥'

প্রার্থনা।

সংযোগে বিপ্রযোগেচ দেহ নিত্রাদিসম্পদাং

তবৈবাচিন্ত্যচাতুর্য্যং জ্ঞাপয়স্ব জগদ্গুরো।

সম্মোহং নৈব সংযাচে দুঃখ নৈব দয়ানিধে!

সদৈব দর্শনং যাচে তব দুঃখ ভয়াপহং ॥

হে জগদ্গুরো। সংসার ক্ষেত্রে তোমার লীলা খেলার প্রভাব অতি বিচিত্র, এভাব—এ রহস্য তুমিই জান, অন্যের বুঝিবার ক্ষমতা নাই, তবে তুমি ভাল বাসিয়া যাঁহাকে তোমার ভাবে বিভোর করিতে ইচ্ছা কর, সেই ভাগ্যবানই তোমার প্রসাদে তোমার খেলা কথঞ্চিৎ বুঝিয়া ধন্য হন। প্রতিনিয়ত দেহ, গেহ, ধন, জন ও সম্পদাদির উদয়, বৃদ্ধি, স্থিতি এবং নাশে তোমার অচিন্ত্য মহিমার ব্যাপার ভাবিতে গেলে একেবারে বিমুগ্ধ হইতে হয়—যখন ধন, জন ও সম্পদে যাহাকে বিভূষিত করিতে তোমারই ইচ্ছা হয়, তখন তাহাকে আশার অতীত, কল্পনার বহির্ভূত ভাবে এমন করিয়া বাড়াও যে, দেখিতে দেখিতে তাহার সুখের হাট বাড়িতে থাকে—একে দশ, দশে শত, শতে সহস্র করিয়া দেও, তাহার ধন মান, জন, বল,

বুদ্ধি সকলই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তোমার খেলার মাধুর্য্য না জানিয়া, পরিণাম চিন্তা না করিয়া, সেই জন তখন এমনই বিভোর হয় যে, মনে করে "এ সুখের হাট আর ভাঙ্গিবে না, এ খেলার আর অবসান হইবে না, চিরদিনই এমন ভাবে থাকিব।" কি খেলা। কি ব্যাপার!! কি মায়া!!!

পূর্ব্বস্মৃতি লোপ করাইয়া তোমারই মায়ায় তোমাকেও ভুলাইয়া অভিমানে আপন আপন বুদ্ধি কৌশল এবং আপন শক্তি ও সামর্থের স্মরণ মনন ও কীর্ত্তন করাইয়া অহঙ্কারে মত্ত করিয়া তোল। বুদ্ধির সময় মহৎ মহা বিপদও পলায়ন করে, বজ্রাঘাতে মরে না, সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়াও জীবন রক্ষায় সমর্থ হয়, অগ্নির প্রবল দাহিকা শক্তিও যেন তাহার কাছে চন্দনের ন্যায় শীতল হইয়া যায়, আবার যখন খেলা ভাঙ্গিতে ইচ্ছা কর, তখন হিতের নিমিত্ত কৃতকার্য্য বিপরীত ভাব ধারণ করে, তৃণাঘাত বজ্রাঘাত তুল্য হয়, আপন পর হয়, বন্ধু শত্রু হয়, ক্রমিক সুখের হাটে দুঃখের বজ্রাঘাত পড়িতে থাকে, পূর্ব্বে যাহা বিনা প্রযত্নে লাভ করিয়াছিল, আর পূর্ব্বে যাহাকে বিপদ-পাত স্পর্শও করিতে পারে নাই, এখন তাহা সহস্র যত্নে ও সুবিচারে বঞ্চিত হয় না, যাহা করিতে যায় তাহাতেই বিফলতা, তাহাতেই হতাশ, তাহাতেই বিপদ। ক্রমিক হাট ভাঙ্গিয়া ফেল। যদি বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবান হয়, তবে সম্পদে বিপদে তোমারই খেলা বুঝিয়া তোমারই ভাবে প্রাণ মাতাইয়া পরমানন্দ অনুভব করে, আর যদি অসৎসঙ্গ নিরত অপরিণামদর্শী অভক্ত হয়, তবে সম্পদে যেমন তোমায় ভুলিয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পাপানুষ্ঠানে রত থাকে, বিপদেও তেমনই অধৈর্য্য হইয়া ঘোর অন্ধতমে প্রবেশ করত তোমার খেলা দর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া মহা দুঃখ ভোগ করে। হে নাথ। সংসার চক্রের ভাব, অভাব, সম্পদ, বিপদ, উদ্ভব ও নাশ দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়াছি, তাই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি, সম্পদেও বিমুগ্ধ করিও না, বিপদেও অধীর করিও না, যদি সম্পদে ও বিপদে আমায় লইয়া তোমার খেলিতে বাসনা হয়, তবে তোমার ইচ্ছানুরূপ সম্পদ ও বিপদ দাও ক্ষতি নাই, কিন্তু বিমুগ্ধ করিও না—খেলার চতুরতায় ভুলাইয়া অন্তরের অন্তর হইও না—নিরন্তর দেখা দিও কেবল তোমার দর্শনই প্রার্থনা করি, হে সর্ব্বশক্তিমান। তোমার মহিমাই জানিতে চাই, অহঙ্কার কাড়িয়া লও, আমি ক্ষুদ্র, আমায় পরীক্ষা করিও না, তোমার চতুরতা ভেদ করিয়া তোমার খেলায় জয়লাভ করা এ দীনাতিদীনের ক্ষমতার অতীত। কৃপা কর, আমি ভিখারী,

আমায় কেবল ভাব ধনেই ধনী করিয়া রাখ; এক মুহূর্ত্তও ভাব ছাড়া করিও না। ভাব ছাড়া হইলেই ডুবিয়া যাই, আর পাপ জলে ডুবাইয়া তোমায় ভুলাইয়া দুঃখের পর দুঃখ দিও না। দীনদয়াল। দীনের প্রতি কেবল ভাব বিতরণে নিজের নামের স্বার্থকতা কর, আমি ইহাই প্রার্থনা করি।

দীনবন্ধু শর্ম্মা।

সৎপ্রসঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ। বুঝিলাম যে, ভূতস্থিত অব্যক্ত চৈতন্যকে সুব্যক্ত করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু এই ব্যক্ত ভাব অনুভব করিবার সরল উপায় কি?

র। সৎসঙ্গী বা সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পথের সন্ধান জানিয়া ও সেই পথে গমন করিবার শক্তি অর্জ্জন করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, ক্রমে যখন ভগবদনুরক্তি হৃদয়ে বদ্ধ মূল হয়, তখন মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় চৈতন্য জ্যোতি জ্ঞান স্বরূপে ব্যক্ত হইয়া মোহ বন্ধন ভস্ম করে। ভাই। দুষ্কৃতকারি ও অবাধ্য পুত্র পিতৃ পরিত্যক্ত হইয়া কষ্ট পায়, কিন্তু কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র যেমন পিতৃস্নেহে পুষ্ট হইয়া পরিণামে পিতৃধন লাভ করে, সেইরূপ ভক্ত সাধকই ভগবৎ-কৃপাবলে নির্ব্বিঘ্নে জ্ঞান ধন লাভ করিয়া পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়, ফলে পূর্ব্বোক্ত রাজার উপমাতেই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে, রাজা যখন ছদ্মবেশে প্রজাদের মধ্যে থাকেন, তখন, যদিও তাঁহার স্বরূপ ভাব অব্যক্ত থাকায় প্রজারা তাঁহাকে জানিতে পারে না, কিন্তু না জানিয়াও যদি কোন প্রজা, রাজার সহিত নিজের সম্বন্ধ ও নিজের স্বরূপ অর্থাৎ "প্রজাভাব, অধিকার ও কর্ত্তব্য" অবগত থাকিয়া অকপট রাজভক্তি প্রকাশ করে, তাহা হইলে ঐ ভক্তির আকর্ষণে রাজা তাহাকে নিজ স্বরূপ দর্শনের উপায় করিয়া দিয়া পুরস্কৃত করেন কি না? মনে কর, রাজা ঐ কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রজার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাহাকে একটী নিদর্শন প্রদান করিয়া বলিলেন যে, "এই নিদর্শনের বলে তুমি রাজ সাক্ষাৎ করিও, কেহ তোমাকে বাধা দিবে না, তোমার মঙ্গল হইবে।" ঘটনাস্থলে

পরিচয় প্রদান করা নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়া রাজা যেমন অপ্রকাশিত ভাবে প্রজাকে শক্তিমান করায়, সে রাজশক্তিতে শক্তিমান হইয়া সহজে রাজার স্বরূপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইল, সেই, প শ্রীভগবান গুরু বা ভক্তাধারের মধ্য হইতে অপ্রকাশিত ভাবে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও নির্ভরশীল সাধকের প্রাণে শক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক তাহাকে পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া পূর্ণ মনোরথ করেন, অন্য পক্ষে যে প্রজা অহঙ্কারের আবরণে নিজের স্বরূপ আচ্ছন্ন করিয়া রাজ দ্রোহিতা প্রকাশ করে, রাজা তাহার নিকট নিজ স্বরূপ প্রকাশ না করিয়াই সামান্য চৌকিদারের দ্বার তাহার শাসনের ব্যবস্থা করেন কি না, এ স্থলেও দেখ, প্রজা যেমন অহঙ্কারের আবরণে নিজ স্বরূপ আবরিত করিয়া দুষ্কার্য্য করিল, রাজাও সেইরূপ চৌকিদার রূপ নিম্নতম প্রকৃতির আবরণে অব্যক্ত থাকিয়া তাহাকে শাসন করিলেন, স্বরূপ প্রকাশ করিলেন না, গীতায় তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, "যে আমাকে যেরূপে ভাবনা করে, সে আমার নিকট হইতে সেইরূপ প্রতিদান পায়" ভাই। সেই জন্যই বলিতেছি যে সংশয়যুক্ত প্রাণে অব্যক্তের আরাধনা করিয়া কষ্ট সহ করা অপেক্ষা বিশ্বাসভরা প্রাণে ব্যক্তের সেবা আশু ফলপ্রদ।

চ। আমার সকল প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হইল না, কেবল অব্যক্ত চৈতন্যকে ব্যক্ত করিবার উপায় জানিলাম ও জগৎ মিথ্যা নহে বুঝিলাম, কিন্তু ভূতের বিকার স্বরূপ দেহ যখন মিথ্যা, তখন কর্ম্ম ও কর্ম্মফল মিথ্যা হইবে না কেন?

র। ভাই। আমরা দেহেতে যে আমিত্ব আরোপ করি, সেই আরোপিত আমিত্ব ও তাহার কর্ম্ম মিথ্যা হইলেও কর্ম্মফলের সহিত প্রকৃত আমিত্বের সম্বন্ধ, কিরূপ জান? মনে কর, এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখিতেছে, যেন সে শূন্যমার্গে রাজকীয় ধনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া ধনরত্ন অপহরণ করিতেছে, এমন সময়ে একটী মোহরের তোড়া হস্তস্খলিত হওয়ার শব্দে দ্বার রক্ষক আসিয়া পড়ায় যেমন সে পলায়নের জন্য শূন্যমার্গে উঠিবে, অমনি সেই দ্বারবান তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া ফেলিল, হস্তে ধনরত্ন থাকায় মুক্ত হইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া উপস্থিত বুদ্ধিবলে সে সেই দ্বারবানের মস্তকে বিষ্ঠা ত্যাগ করিবামাত্র তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন সে বুঝিল যে স্বপ্নদৃষ্ট "চোর আমি" ও "চৌর্য্যাদি কর্ম্ম" সকলই মিথ্যা, কিন্তু আসল আমিতে বিষ্ঠা সংযুক্ত হইয়া দুর্গন্ধে যে অশান্তি উৎপাদন করিতেছে,

তাহা বড়ই সত্য। এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, "চোর আমি' ও "চৌর্য্য-কর্ম্ম' মিথ্যা হইলেও "আসল আমি' ও বিষ্ঠাসংস্পর্শরূপ কর্ম্মফল সত্য কি না, এবং আসল আমির জ্ঞান থাকিলে তাহার বিষ্ঠাস্পর্শ জনিত কর্ম্মফলের দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হইত কি না। অথচ বিষ্ঠা ত্যাগের পরেও যদি তাহার নি ভঙ্গ না হইত ও স্বপ্নের কুহকে ঐ বিষ্ঠাকে সন্দেশ মনে করিয়া ভক্ষণ করিত, তাহা হইলে তাহার দুর্গতির মাত্রা বৃদ্ধি হইত কি না। ফলে আসল আমির জ্ঞান না হইলে সদ-সৎ বিবেচনা আসিতেই পারে না, নিদ্রাভঙ্গ হইল বলিয়াই যেমন ঐ ব্যক্তি শুচি-স্থাদি ধৌত ও দেহে সুগন্ধ লেপনপূর্ব্বক পরিষ্কৃত হইল, সেইরূপ প্রকৃত আমিত্বের জ্ঞান হইলে, জীব কর্ম্মফলের মলিনতা হইতে উদ্ধারের উপায় করিতে সক্ষম হয়।

চ। ভগবানের সর্ব্বব্যাপীত্ব তুমি পরম্পরা বুঝাইয়া দিয়াছ, কিন্তু সেই সর্ব্ব-ব্যাপী ভগবানকে পূজা না করিয়া কাষ্ঠ বা মৃত্তিকার মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করি-বার আবশ্যক কি? ইহাতে কি তাঁহার অপমান হয় না?

ব। ভাই। সর্ব্বব্যাপী ভগবান কাষ্ঠ মৃত্তিকা ছাড়া নহেন, তিনি মান অপমানের অতীত, লোকে পূজা করে ভগবানের, কাষ্ঠ মৃত্তিকার পূজা করে না, ইহা কেবল ভাবোদ্দীপক ও একাগ্রতা লাভের উপায়। শ্রীভগবান সাধকের ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া ফল প্রদান করেন, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে সর্ব্বব্যাপী হইলেও অব্যক্তের আরাধনা অপেক্ষা ব্যক্তের সেবা সুখকর ও সহজ সাধ্য, অতএব জলকে বরফ করিতে হইলে যেমন হিম প্রয়োগের আবশ্যক হয়, সেইরূপ অব্যক্ত ভগবানকে সুব্যক্ত করিতে হইলে ভক্তির আবশ্যক, কিন্তু তৃষ্ণা শান্তির উপযোগী বরফ প্রস্তুত করিবার জন্য অনন্ত সমুদ্রে হিম প্রয়োগের বৃথা চেষ্টা করার ন্যায় শ্রীভগবানের অনন্ত স্বভাবে ভক্তি প্রয়োগ করা সাধ্যাতীত, পবিত্র হইবার জন্য সমগ্র গঙ্গাকে মস্তকে ঢালা সম্ভব নহে, এককুপাত্র বারিই যথেষ্ট, অথচ ঐ এক পাত্র বারি সহজ প্রাপ্য হইলেও উহার মহিমাও পবিত্রকরিবার শক্তি সমগ্র গঙ্গার অপেক্ষা ন্যূন নহে, অতএব আধার ও ধারণার অতিরিক্ত বিষয়ের জন্য বৃথা প্রয়াস করা সাধকের পক্ষে অনুচিত।

জীব আত্মা তটস্থ বা ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যস্থলে অবস্থিত, যেমন জল সমুদ্রে সুব্যক্ত, স্থলে অব্যক্ত ও তীরভাগে ফেনাবৃত ভাবে গুপ্ত, যদি কাহারও বরফ প্রস্তুত করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে যেমন সে সমুদ্রের এক স্থান লক্ষ্য

করিয়া ফেলা সবায়, পরে একটি পত্রের দ্বারা বারি তুলিয়া তাহাতে হিম প্রয়োগ পূর্ব্বক বরফ লাভ করে, সেইরূপ মায়াবৃত চৈতন্য বারিধির তটস্থ জীব যদি তৃপ্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে একাগ্রতার দ্বারা প্রথমে মায়িক বহির্লক্ষ্য ভেদ করিতে হয়, পরে সংশয় আবরণ-মুক্ত বিশ্বাস-পাত্রের দ্বারা জ্যোতীর্ম্ময় চৈতন্যবারি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে ভক্তি-হিম প্রয়োগ করিলে বাঞ্ছিত বস্তুকে লাভ করিতে পারে; ভাই। পার্থিব বস্তু মায়িক বলিয়া ক্ষণস্থায়ি, এজন্য পার্থিব বরফে তৃষ্ণার ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়, কিন্তু চৈতন্য নিত্য, সুতরাং একবার এই চিদ্‌ঘণ বস্তু লাভ করিতে পারিলে অনন্তকালের তরে তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয়, কেন না সমগ্র গঙ্গার পবিত্রভাব যেমন উহার এক বিন্দু বারিতেও নিহিত, সেইরূপ চৈতন্য সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হওয়ায় এই চিদ্‌ঘণ বস্তু মানব ধারণার উপযোগী হইলেও অনন্ত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন এই প্রাণারাম বস্তু লব্ধ হইবার পরে যদি কোন সাধক ব্যক্ত চৈতন্যের বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে বাসনা করেন, তাহা হইলে বাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান তাঁহাকে স্বীয় কৃপাতরীতে আরোহণ করাইয়া অনন্তের মধ্যস্থলে লইয়া যান বটে, কিন্তু প্রকৃত ভক্তের পক্ষে তাহা অসহনীয় হইয়া পড়ে, ভক্ত চৈতন্য সমুদ্রের তটে বসিয়া ধারণানুযায়ি অনন্তের খেলা দেখিতে ভালবাসে, আদিঅন্তহীন চৈতন্য বারিধির মধ্যস্থলে গিয়া উহার ভীষণতায় অভিভূত ও আত্মহারা হইতে চাহে না, এ জন্য অর্জ্জুনের ন্যায় মহাত্মাও শ্রীভগবানের বিরাট ভাব দর্শনপূর্ব্বক ভীত ও চকিত হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাই বলিতেছি যে, ভক্তের পক্ষে এক স্তর নিম্নে থাকিয়া অর্থাৎ মনের ষষ্ঠ ভূমিতে আজ্ঞাচক্রে) অবস্থান করিয়া ধারণানুযায়ি ব্যক্ত ভাব দর্শনপূর্ব্বক নিত্যানন্দ উপভোগ করা বাঞ্ছনীয়, একটি উজ্জ্বল দীপালোকে গৃহ আলোকিত হয়, এবং গৃহস্থিত জীব ঐ আলোক উপভোগ করিয়া আনন্দলাভ করে, কিন্তু ঐ দীপালোক যদি মহাগ্নির ভাব ধারণ করে। তাহা হইলে গৃহ ও জীব অগ্নির স্বরূপে পরিণত হইয়া যাইবে, সুতরাং নিজে ভুক্ত হইলে তখন আর আনন্দ ভোগ করিবে কে? ফলে এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, সাধ্যাতীত বস্তু লাভের চেষ্টায় আত্মনাশ করা অপেক্ষা ধারণার উপযোগী বস্তু লাভপূর্ব্বক অনন্ত কালের তরে আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য এবং একাগ্রতাই এই মহান্ বস্তু লাভের একমাত্র উপায়, কিন্তু লক্ষ্য নির্ণীত না হইলে একাগ্রতা সাধন

হইতে পারে না বলিয়াই শাস্ত্রে ভগবদ্ভাবে স্থূল মূর্ত্তি পূজার নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে; অগ্নিলাভেচ্ছু ব্যক্তি যেমন প্রস্তরে লৌহদণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে, সেইরূপ ভগবল্লাভেচ্ছু সাধক ভগবদ্ভাবে স্থূল প্রতিমাদিতে একাগ্রতা সংযোগ করিয়া চিন্ময় বস্তু লাভ করেন, নতুবা স্থূল লক্ষ্য ভেদ করিতে শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করিতে বিফল প্রযত্ন করা মূর্খতার পরিচায়ক তাই। বহির্বাটী পার না হইলে, যেমন অন্দর মহলে যাওয়া যায় না, সাধক সেইরূপ একেবারে অন্তর্লক্ষ্যে পৌছিতে পারে না বলিয়াই সাধন কৌশলজ্ঞ ঋষিগণ প্রথমে বহির্লক্ষ্যে একাগ্রতা প্রয়োগের বিধান করিয়াছেন, ফলে এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইলেই মন স্বভাবতঃ অন্তর্লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, গান শিখিবার প্রথম অবস্থায় যেমন বাহিরের সুর ছাড়িতে শিক্ষা করিতে হয়, সুরের পর্দ্দায় ঠিক্ হাত পড়িল কি না লক্ষ্য রাখিতে হয়, তাহার পরে দ্বিতীয়াবস্থায় বাহিরের সুরের সঙ্গে ভিতরের সুর মিলাইয়া গান গাহিতে হয়, এই সময়ে লক্ষ্যটি ভিতরে বাহিরে সমভাবে থাকে, পরে তৃতীয়াবস্থায় পৌছিলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গান গাহিলেও অভ্যাস বশতঃ সুরের প্রকৃত পর্দ্দায় হাত পড়ে, তথাপি এই অবস্থায় মনের লক্ষ্য বার আনা ভিতরে ও চারি আনা বাহিরে থাকিয়া কার্য্য করে এইরূপে ক্রমে চতুর্থাবস্থায় পৌছিলে যখন সুরে সিদ্ধি লাভ হয় ও মন পূর্ণরূপে অন্তর্লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবমান হয়, তখন আর বাহিরের সুরের সাহায্য আবশ্যক হয় না, তবে "অধিকন্তু ন দোষায়"। সেইরূপ ভগবল্লাভার্থি সাধক শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আন্তরিক ব্যগ্র হইলে প্রথমাবস্থায় তাঁহার একাগ্রতা স্থূল বিগ্রহে প্রযুক্ত হয়, এবং ভগবদ্বুদ্ধিতে ঐ স্থূল বিগ্রহে ভাব সঞ্চালন করিতে করিতে অন্তরে চিন্ময় মূর্ত্তির আভাস পতিত হওয়ায় মনের বেগ আংশিক ভাবে অন্তঃর্লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবমান হয়, ইহাই সাধকের দ্বিতীয়াবস্থা, এই সময়ে "স্থূল ও সূক্ষ্ম" উভয় লক্ষ্যে ভাব চালিত হওয়ায় সূক্ষ্মে আনন্দাধিক্য বশতঃ ক্রমশঃ যখন মনের অধিকাংশ বেগ সূক্ষ্মের দিকে প্রবাহিত হয়, তখন সাধক তৃতীয়াবস্থায় উন্নীত হন, এই সময়ে অভ্যাস বশতঃ তিনি স্থূল বিগ্রহের পূজা করিলেও তাঁহার মন সূক্ষ্ম চিন্ময়ের ধ্যান করে, ক্রমে স্থূল বিগ্রহ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট চিন্ময়রূপে প্রতীয়মান হইয়া বহির্মুখ অবস্থাতেও ভাবের স্থায়িত্ব সাধন করে, এবং এইরূপে যখন সাধকের ভাবসূত্র চিন্ময়ে সংলগ্ন হয় অর্থাৎ ভগবদ্ভাব সাধকাধারে পূর্ণ-

রূপে স্থায়ি হয়, তখন আর বাহিরের মূর্ত্তির আবশ্যক হয় না, চৈতন্যময় শ্রীভগবান স্বীয় ভৌতিক আবরণ উন্মোচন করিয়া সর্ব্বব্যাপীরূপে সাধকের জ্ঞান চক্ষুর গোচরীভূত হয়েন, জলে পারে যাইবার জন্য যেমন নৌকার অনুসন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ চিন্ময়ের ভাব অনুভব করিবার জন্যই স্থূল বিগ্রহ পূজার নিয়ম, মাখনে তাপ প্রয়োগ করিলে যেমন ঘৃতের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ স্থূলে একাগ্র ভক্তির তাপ প্রয়োগ করিলে চিন্ময়ের অনুভব হয়, ভাই! যতক্ষণ না মকরধ্বজ প্রস্তুত হয় ততক্ষণ যেমন বৈদ্যেরা উহার আধারটিকে যত্ন করে এবং প্রস্তুত হইলে অনাবশ্যক বোধে ভাঙ্গিয়া ফেলে অথবা ডিমের মধ্যে ছানা প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত পক্ষীগণ যেমন ডিমে তাপ প্রদান করে ও শাবক প্রস্তুত হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলে, সেইরূপ চিন্ময়ের অনুভূতি স্থায়ি হইলে অর্থাৎ ভগবল্লাভ হইলে আর স্থূল মূর্ত্তির আবশ্যক হয় না। এক্ষণে বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে, মনের গতি এক মুখীন করিবার জন্যই বহির্লক্ষ্যে ভাব চালনা করিবার নিয়ম, আমরা যখন অনিত্যের মধ্যে রহিয়াছি, তখন এই অনিত্যের মধ্য দিয়াই নিত্যে গমন করিতে হইবে, সুতরাং লক্ষ্য স্থির ও ধৈর্য্যাবলম্বন না করিলে সাফল্যের আশা করিতে পার না, ভাই। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে জল আছে, তাহা বলিয়া সকলস্থানে একটু একটু খনন করিলে জল পাওয়া যায় না, একস্থানে লক্ষ্যস্থির করিয়া খনন আবশ্যক এবং এইরূপে জল লাভের উদ্দেশে একস্থান ক্রমাগত খনন করিলে যে জল পাইবে, তাহার দ্বারা যেমন তোমার জীবনব্যাপী তৃষ্ণার শান্তি হইতে পারে, সেইরূপ ভগবদ্বুদ্ধিতে স্থূলে লক্ষ্য স্থির করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভাব চালনা করিতে করিতে অন্তরে যে চিন্ময়ের বিকাশ হয়, জীবের কৃতার্থ হইবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট জানিবে, যাহারা কিছুই বুঝে না বা বুঝিবার চেষ্টাও করে না, অথচ পুতুল পূজা বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করে, তাহারা মূঢ় ও ঘৃণ্য, ইহারা নিজের নাসিকা কর্ত্তন করিয়া পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার প্রয়াস পায়, এজন্য এইরূপ লোকের নিকট হইতে শত হস্ত, দূরে থাকা উচিত।

শিষ্য। ভাই! সংসারে এইরূপ লোকের সংখ্যা অধিক, অথচ সংসার করিতে গেলে ইহাদের সঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, তুমি যেরূপ ভাবে বুঝাইলে তাহাতে আমার তৃপ্ত হইল বটে, কিন্তু এভাবে অপরকে বুঝাইবার শক্তি আমার নাই, অতএব যাহাতে অপরকে সহজে বুঝাইতে পারি, এরূপ সরল ভাবে বুঝাইয়া দাও।

ব। তবে একটী গল্প বলি শুন, একদিন মহম্মদ সা নামিয় কোন মুসলমান সম্রাট তাঁহার এক হিন্দু মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা পুতুল পূজা করিয়া ভগবানের অসন্তুষ্টি উৎপাদন কর কেন? আমি তাহার প্রকৃত উত্তর চাহি।" মন্ত্রি উত্তর দিবার জন্য কিছু সময়ের প্রার্থনা করায়, সম্রাট সম্মত হইলেন, কিছু দিন পরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজকার্য্যে নি[illegible] হ[illegible]। অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য মন্ত্রীর শরণা[illegible]ত [illegible] মন্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন "[illegible] আমার পরামর্শমত কাজ কর, তাহা হইলে [illegible]টের অনুগ্রহ লাভ [illegible] স্পর্শ করিতে সক্ষম হইবে," ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হইলে তিনি বলিলেন [illegible] আমার নিকট হইতে অর্থ লইয়া তুমি এই নগরের প্রান্তভাগে একটি মন্দির প্র[illegible]ত [illegible] এবং উহাতে এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক উহার নামকরণ কর "জগদীশ্বর মহ[illegible]" এবং ভক্তিভাবে ঐ মূর্ত্তির সেবা পূজাদি কর। ব্রাহ্মণের শাস্ত্র জ্ঞান ছি[illegible] সে ভাবিল, গীতায় ভগবান নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি "নরাণাং চ নরাধিপঃ" বিশেষতঃ তাঁহার নাম রূপ অনন্ত, অতএব যে কোন নামে পূজা করি না কেন আমার লক্ষ্য যখন ভগবানকে পূজা করা তখন ইহাতে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই অথচ যে পর্য্যন্ত আমার অভীষ্ট সিদ্ধি না [illegible] মন্ত্রীর [illegible] সংসারটাও সুশৃঙ্খলে চলিয়া যাইবে ইত্যাদি ভাবি[illegible] সে স্বীকৃত হইল

কিছুদিনের মধ্যে সম্রাট শুনিলেন যে, এক ব্রা[illegible] নগর প্রান্তে মন্দির প্রস্তুত ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নানাবিধ ভোগ রাগাদির [illegible] বড়ই ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁহাকে পূজা করে, এ সংবাদে তিনি মনে মনে [illegible]নন্দিত হইয়া যেন বিস্মিত ভাবে [illegible]ত্রীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা [illegible] বিষয়ের তথ্য নির্ণীত না হ[illegible] [illegible] মন্ত্রী [illegible] পরামর্শ করিলেন যে, ছদ্মবেশে সেই স্থলে গমন করি[illegible] ইহার কারণ নির্ণয় করিবেন। কয়েক দিবসের মধ্যে সম্রাট মন্ত্রী সহ ছদ্মবেশে উক্ত মন্দিরে উপস্থিত হইলেন, মন্ত্রী পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণকে এই সম্রাটের [illegible] করায় [illegible] সে দিন নানাবিধ রাজ-ভোগ্য ভোগরাগাদির দ্বারা নিবিষ্ট ভাবে পূজা [illegible] পরে আরতি শেষ হইলে ছদ্মবেশী সম্রাট সেই ব্রাহ্মণকে [illegible] এত দেব দেবী থাকিতে সম্রাটকে পূজা কর কেন? [illegible] বলিল মহাশয়। আমি আমার প্রবৃত্তি অনুসারে পূজা করিতেছি, কাহারও কোন অনিষ্ট [illegible]

নাই, শাস্ত্রে ভগবান নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি নবের মধ্যে নরাধিপ, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও যেখানে তাঁহার শক্তির অধিক প্রকাশ সেইখানে জীবের মস্তক আপনা হইতেই নত হয়, উপস্থিত সময়ে মহম্মদ সাহের মত মহিমান্বিত নরপতি আর কে আছে? তিনি কখনই সাধারণ মনুষ্য নহেন, ভগবানেরই নরমূর্ত্তি, নচেৎ পৃথিবীতে [illegible] লোক থাকিতে মহম্মদ সাহই বা সম্রাট কেন? যাহা হউক এ [illegible] আপনারা অভ্যাগত, যদি অভিরুচি হয় কিছু প্রসাদ [illegible] তখন তাহার উভয়ে প্রসাদ ভক্ষণ পূর্ব্বক তৃপ্ত হইয়া [illegible] করেন কি বৃত্তি? ব্রাহ্মণ বলিলেন [illegible] উপজীবিকা।

সম্রাট ব্রাহ্মণের সহিত কথোপকথনে মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন, পর দিন তিনি মন্ত্রীকে বলিলেন "আপনি [illegible] আপনার নিকট [illegible] যে বস্তু [illegible] যখন কিছুতেই প্রবৃত্তি নিবৃত্ত করা গেল না, ঐ রূপ ভাবে [illegible] যখন [illegible] এবং আপনাদের শাস্ত্রবাক্যও যখন [illegible] সমর্থন করিতেছে তখন তাহাকে ভিক্ষা করিয়া তাহাকে কষ্ট ভোগ করিতে না হয় এরূপ উপায় করিয়া দেওয়া উচিত, অতএব তাহাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিবার জন্য কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করুন।

কিছু দিন পরে সম্রাট পুনরায় মন্ত্রীকে তাঁহার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রী বলিলেন মহারাজ। ভগবান ইতি পূর্ব্বেই আপনার প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, বিস্মিত হইয়া সম্রাট জিজ্ঞাসিলেন কি রূপে? মন্ত্রী বলিলেন, "আপনি সম্রাট, এই মহারাজ্যের প্রত্যেক স্থানে আপনার শক্তি ব্যাপ্ত, কেন না মন্ত্রী হইতে সামান্য চৌকিদারে পর্য্যন্ত আপনার শাসন শক্তি সংক্রামিত হইয়া এই রাজ্য পালন করিতেছে, কোথায় এক ব্রাহ্মণ প্রস্তরময় মূর্ত্তি গঠন পূর্ব্বক তাহাতে আপনার নাম আরোপ করিয়া পূজা করিতেছে, সে সংবাদ আপনি পাইলেন, একটি চৌকিদারের দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া সেই ভাবস্রোত প্রবাহিত হইয়া আপনার নিকট পৌঁছিল এবং আপনি সেই সদ্ভাবের আকর্ষণে ছদ্মবেশে তাহাকে দেখা দিলেন কিন্তু সে আপনাকে চিনিল না, চিনিবে কি রূপে? সে তো আপনাকে চাহে না, সে চাহে ঐশ্বর্য্য, অতএব তাহার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি কামনা পূর্ণ

হইল। এক্ষণে মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, ঐ ব্রাহ্মণ কাহার পূজা করিতেছিল, মনে করিবেন না যে, সে আপনার নশ্বর মূর্ত্তির পূজা করিতেছিল, সে অর্থাকাঙ্ক্ষায় পূজা করিতেছিল ভগবানের, তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজমান থাকিলেও আধার বিশেষে তাঁহার প্রকাশ ভেদ হয়, আপনি সম্রাট, আপনার আধারে তাঁহার প্রকাশাধিক্য থাকায়, ব্রাহ্মণ সেই প্রকাশ শক্তির পূজা করিয়া অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইল।

মহারাজ ধর্ম্মদ্বেষ করা উদার হৃদয়ের পরিচায়ক নহে; কেননা আধ্যাত্মিক ভূমিতে সকল ধর্ম্মই সমান, কেবল ব্যবহারিক ভূমিতে প্রভেদ দৃষ্ট হয় মাত্র, সকল নদীই যেমন ভিন্ন ভিন্ন পথে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে সেইরূপ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রেই সেই একমাত্র বস্তুকে লাভ করিবার দেশ কাল পাত্রোপযোগী উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্যে খনন করিলেও যেমন জল প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই উদ্দেশ, সেইরূপ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেও সেই চৈতন্যময়ের স্বরূপ জ্যোতী বা জ্যোতীর্ময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ত্রিতাপ নিবৃত্তি করিবার উদ্দেশ্যে সকলেই ধাবমান, শ্রীভগবান অন্তর্যামী রূপে সর্ব্বব্যাপী ও ভাবগ্রাহী, সুতরাং কোন প্রাণের ভাব তাহার নিকট অজ্ঞাত থাকে না, কাষ্ঠের মধ্যে যেমন অব্যক্ত ভাবে অগ্নি নিহিত আছে, সেইরূপ তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই বিরাজমান এবং ঐ শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেমন সূক্ষ্ম অগ্নির প্রকাশ হয়, সাধক সেইরূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বস্তুতে ভগবদ্বুদ্ধি আরোপ করিয়া যদি তীব্র একাগ্রতার চালন, করেন তাহা হইলে পরিণামে সেই চিন্ময় বস্তুই লাভ করিবেন, স্থূলে একাগ্রতা প্রয়োগ পূর্ব্বক মনস্থির করিতে না পারিলে, পরিণামে সেই মন কিরূপে সূক্ষ্ম লক্ষ্য ভেদ করিতে সক্ষম হইবে? ফলে উদ্দেশ্য ঠিক রাখা চাই উপায়ের বিভিন্নতায় কিছু আসে যায় না, বাটির মধ্যে যাইবার উদ্দেশে কেহ সদর দরজা দিয়া, কেহ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া, এবং কেহ বা সিঁদ কাটিয়া প্রবেশ করিল, যতক্ষণ তাহারা বাটির বাহিরে থাকে, ততক্ষণই উপায়ের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে যেমন সকলেই সমান হয়, সেইরূপ যতক্ষণ ধর্ম্ম জগতের মধ্যে প্রবিষ্ট না হওয়া যায়, নিম্নাধিকারিগণ ততক্ষণই উপায় লইয়া গণ্ডগোল করে, কিন্তু প্রবিষ্ট হইলে সকলেই এক ধর্ম্মী হইয়া যায়, মহারাজ! ব্রাহ্মণ প্রস্তর মূর্ত্তিতে

আপনার নাম আরোপ পূর্ব্বক সদ্ভাবে পূজা করিয়া যেমন আপনার প্রসাদ লাভ করিল, অগ্নি লাভেচ্ছুক হইয়া কাষ্ঠ ঘর্ষণেরচেষ্টায় সাধক যখন ভগবল্লাভেচ্ছু হইয়া বা ভগবৎকৃপায় অপর কামনা পূরণ করিবার জন্য মূর্ত্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবানের পূজা করে, তখন সর্ব্বান্তর্যামী ও ভাবগ্রাহী ভগবান তাহার প্রাণের ভাব বুঝিয়া তদনুযায়ি ফল প্রদান করেন, সকল কর্ম্মই বীজরূপে সঞ্চিত হইয়া ভাব ভেদে ফল লাভের কারণ হয়, এবং এক মাত্র শ্রীভগবানই তাহার নিয়ন্তা, আজ যদি ঐ ব্রাহ্মণ তাহার প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর মূর্ত্তিকে আপনার নাম আরোপ করিয়া ভক্তিভাবে পূজার পরিবর্ত্তে পিনামাপ্রহার করিত, তাহা হইলে আপনার শক্তিতে শক্তিমান কোন সামান্য বিচার কর্ত্তার দ্বারাই শাস্তি পাইত, ফলে ভাবই সাধনার মূল এবং এই ভাবই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হইয়া ফল ভেদের কারণ হয়।

মন্ত্রীর শক্তি পূর্ণ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সম্রাট তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন এবং সেইদিন হইতে মুসলমানগণ যাহাতে হিন্দু ধর্ম্মের উপর অত্যাচার না করে তদ্বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীহ—শর্ম্মাঃ।

নীলাচল পথে চৈতন্যদেব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয়দৃশ্য—পথ।

(চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ।)

চৈ।—ভাই নিত্যানন্দ।
নিয়ম ভঙ্গ জনিত আবেগে
তীব্র বাক্য ব'লেছি তোমারে
দুঃখ না করিও মনে,
কৃপা করি অপরাধ ক্ষমিও আমার,
সন্ন্যাসের কঠোরতা
কোথা তুমি শিক্ষা দিবে মোরে
তাহা না করিয়া, বিপরীত ভাবে
যদি তুমি দোলাও আমারে
কি করিতে পারি আমি ?

প্রেমের শৃঙ্খলে বাঁধি
যে দিকেতে আকর্ষণ করিবে আমারে
মুগ্ধ প্রাণে যাব সেই দিকে
নিবারিতে সাধ্য নাহি মোর,
তব এক মুখি ইচ্ছা শক্তি
নিত্য মোরে কত ভাবে করিবে গঠন
প্রকাশিত করে ধরাধামে,
বিদিত এ তত্ত্ব ভাই ভক্তগণ মাঝে
এই হেতু মিনতি আমার
পাগল কোরো না মোরে আর,
অজ্ঞজনে অবিদিত যাহা
সে ভাব করিও সম্বরণ
নহে কর্ত্তব্যে পড়িবে বাধা।
(ভক্তগণের প্রতি)
ভক্তগণ। এই নিত্যানন্দ
প্রাণ হ'তে প্রিয়তম মম,
নিত্যানন্দে দ্বেষ যার
ভক্ত হইলেও সেই জন
অভক্ত পাষণ্ড সম
সনাতন পরতত্ত্বে লভিতে না পারে,
নিত্যানন্দ সূত্রে গাঁথি চৈতন্য কুসুম
প্রেম ভরে যেই ভক্ত পরে গল দেশে
ত্রিভুবনে ধন্য সেই জন,
ইন্দ্র আদি দেবগণ, সদা লালায়িত
পদধূলি আসে তার।
ভক্তগণ।—জয় নিত্যানন্দ কি জয়)
নি।—দয়াময়। লজ্জা যার নাই
তারে কেন লজ্জা দিতে চাও?
জাননা কি প্রাণাধিক!
স্বতন্ত্রতা নাহিক আমার?
সমুদ্র তরঙ্গ বিনা
বন্যা কভু হয় কি নদীতে?
বহুকাল সুখ দুঃখ মম
লীন হ'য়ে গেছে চরণে তোমার,
এবে তোমারি কৃপায়
বিমল আনন্দে
নিত্যকাল পূর্ণ মম হৃদয় আধার,
তাই ধরাধামে
খ্যাত আমি নিত্যানন্দ নামে,
তবে কেন আর
মায়া খেলা খেল মোর সনে,
নিত্যদাস নিত্যানন্দ
তব গুণমণি মায়ার স্বরূপ
জ্ঞাত তব কৃপা বলে,
বিমল চৈতন্য জ্যোতী পরশে আমার
দেহ মন প্রাণ কর্ম্ম আদি
নিত্য শুদ্ধ নিত্য মুক্ত এবে
চৈতন্য সলিলে পূর্ণ নিত্যানন্দ ঘট,
জানিনা এ তত্ত্ব প্রভু অন্তর্যামী তুমি
তবু চাও ছলনা করিতে মোরে।
চৈতন্যের ইচ্ছা শক্তি বলে
চালিত যে জন
স্বতন্ত্রতা নাহিক যাহার
অপরাধ তার কভু হইতে কি পারে
এই হেতু নির্ভয় অন্তর মম
এই হেতু দণ্ড তব প্রতিহত হ'য়ে

খণ্ড খণ্ড হ'য়ে গেছে।
ইহাতে আমার
বিন্দুমাত্র অপরাধ নাই,
সকলি তোমার খেলা প্রভু
বিধি মার্গগামি ভক্তগণ
তোমার এ ছল ক্রোধে হবে সাবধান
কিন্তু যে প্রেমিক ভক্ত চৈতন্য আশ্রিত
সেই ভাগ্যবান, উচ্ছসিত প্রাণে
বুঝে লবে এই খেলা।—
(অনেক শাক্ত সন্ন্যাসীর প্রবেশ)
শা।—হে সন্ন্যাসী!
কোথা হ'তে আগমন তো[illegible]
আনন্দের আধিক্য দেখিয়া
শাক্ত হেন মনে হয়
যদি মোর ভাগ্যবলে আইলে হেথায়
ইচ্ছা যদি হয়
আশ্রমেতে চল মোর,
অতিথি সৎকার করি ধন্য হব আমি,
তোমাদের প্রীতি তরে
ছাগ শিশু বলি দিয়া মায়ের চরণে
আনন্দে প্রসাদ পাব সবে
কারণ প্রসাদ আছে আশ্রমে প্রচুর
আকণ্ঠ করিয়া পান, অন্ধকার নিশি
সন্তরণ করি আনন্দের স্রোতে, কল্য
পুনঃ বাহিরিবে গম্য স্থান আশে।
চৈ।—বড় তুষ্ট হইলাম তোমার কথায়
এস বন্ধু করি আলিঙ্গন।
(শাক্তকে আলিঙ্গন ও তৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি ও শাক্তের কম্প)
শা।—প্রভু! প্রভু! কোন মহাজন তুমি
বল মোরে করুণা বিতরি
(চরণে পতন)
চৈ।—উঠ—উঠ হে শক্তি পূজক
মহাশাক্ত মোরা—
অচিরে পাইবে পরিচয়,
জানি আমি, ধর্ম্মে মতি আছে তব
কিন্তু, পথভ্রম হ'য়েছে তোমার
তাই আজি মায়ের ইচ্ছায়
গম্য পথ দেখা'ব তোমারে
স্থির মনে শুন মম কথা।
সৎ চিৎ আনন্দময় এক ভগবান
আপনার অনন্ত মহান
জ্যোতীর্ম্ময় চৈতন্য বিভূতির দ্বারা
ব্যাপ্ত হ'য়ে আছেন জগতে
অগ্নির যে দাহিকা শকতি
অগ্নি হতে অভিন্ন যেমন
সেই মত চিৎ শক্তি ঈশ্বর হইতে
ভিন্ন নহে কভু;
এই মহা জ্যোতীর্ম্ময় চৈতন্য শক্তির
প্রত্যেক বস্তুতে
অনুরূপে বিরাজিত ভগবান।
সাধকের ধ্যান বলে
এই জ্যোতী ঘনীভূত হ'য়ে
ভাব ভেদে, রুচি ভেদে
বিভিন্ন মূরতি ধরি হ'ন প্রকাশিত।
শুন স্থির মনে, এই মহান শক্তির

আশ্রিত হইয়া, সাধনার পথে
যে সাধক হন অগ্রসর
শাস্ত সেই ভাগ্যবান
সম ভাবে দুর্গন্ধ সুগন্ধ বহি
সমীরণ গন্ধ হতে নির্লিপ্ত যেমন
জ্যোতীর্ম্ময় চৈতন্য শকতি,
গুণত্রয় হ'তে নির্লিপ্ত তেমন,
কিন্তু চৈতন্য বিভূতি বিনা
গুণময়ী প্রকৃতির খেলা
নিমেষে ফুরায়ে যায়।
প্রকৃতির দুই ভাব, বিদ্যা ও অবিদ্যা,
বিদ্যা সত্ত্বগুণময়ী,
কুহকিনী অবিদ্যাসুন্দরী,
রজঃস্তম যেই আধার,
মাতৃ ভাবে ব্যাকুল অন্তরে
পূজে যারা ভগবানে
দরশন আসে তার অভয় চরণ,
জ্যোতীর্ম্ময় চৈতন্য শকতি
ঘনীভূত হ'য়ে, মাতৃরূপ ধরি
পরি সত্ত্বগুণের বসন
প্রকাশিত হন বিদ্যাভাবময় পথে,
আহা! ক্ষণতরে মানস নয়নে
হেরিলে সে জ্যোতীঘন অপরূপ রূপ
ভস্ম হয় এ ভব বন্ধন ;
ভাগ্যবান সাধক সুধীর,
ইহলোকে শান্তি লভি, মরণের পরে
নিত্য বৃন্দাবন ধামে, নিত্যানন্দধনে
আভি ধন্য হ'ন চিরতরে।

বিদ্যা ভাব জাত সত্ত্ব গুণাশ্রয় বিনা
মাতৃদরশনে—
সক্ষম না হয় কোন জন—
জ্ঞানবৃক্ষ শুদ্ধা ভক্তি ফলের আধার।
রজঃস্তম গুণাশ্রয়ে পূজিলে মায়েরে
যদিও পূরণ হয়,
ক্ষণস্থায়ি পার্থিব কামনা ;
কিন্তু সে কামনা
সাধকেরে আকর্ষণ করি
অবিদ্যার খর স্রোতে দেয় ভাসাইয়া,
হতভাগ্য জীব –
বাসনা তরঙ্গাঘাতে, কণ্ঠাগত প্রাণে
আশক্তির ঘূর্ণিপাকে পড়ি
দ্রুত হয় অধোগামি।
এইরূপে মায়ের চরণ হ'তে
যত দূরে চলে যায়
যন্ত্রণা প্রভৃতি অশান্তির জালে
তত হয় জড়ীভূত,
জলের আশ্রিত ক্ষুদ্র মীন
অনায়াসে উজানে চলিয়া যায়
কিন্তু, মত্ত হস্তী ভেসে যায় স্রোতে!
সেই রূপ চাও যদি মায়ের চরণ,
অহংকার সহ
বিসর্জ্জিয়া তুচ্ছ পার্থিব কামনা
সত্ত্বগুণাশ্রয়ে কর মাতৃ আরাধনা,
জ্ঞান ধন লভ হে সুধীর
জ্ঞান বলে নির্ভরতা হইলে উদয়
অনায়াসে কাল স্রোত ভেদি

উজানে চলিয়া, উল্লাসিত প্রাণে
উপনীত হবে মা'র চরণের তলে,
নিত্যানন্দ লভিবে হেলায়।
নহে, অহংকারে মুগ্ধ হ'য়ে
হৃদে ধরি পাপের কামনা
রজঃস্তম গুণাশ্রয়ে মদ্য মাংস দিয়া
পূজে যদি চরণ তাঁহার
মায়ের অবিদ্যা শক্তি বলে
ভেসে যাবে কাম স্রোতে মত্ত হস্তী সম
আকুল অন্তরে
প্রতি পদে মরণের দুঃসহ যাতনা,
বুকে করি প্রবেশিবে নরক দুস্তরে
মদ্য মাংসাশক্ত নরাধম যারা
তামসিক-মলিনতা আবরণে
আত্মা যাহাদের জ্যোতিহীন
সেই অসুর স্বভাব
নিম্নতম অধিকারি তরে
মদ্য মাংস দিয়া মাতৃ পূজার বিধান
ক'রেছেন দয়াময় ঋষিগণ,
পাপাত্মা মানব
পশুহিংসা মদ্য পান করিতে করিতে
মাতৃনাম করে যদি উচ্চারণ
নাম শক্তি বলে, হবে অগ্রসর
ধীরে ধীরে উন্নতির পথে,
পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে, যদি কা'রো হৃদে
এ উপায়ে তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ভাব
হয় হে উদয়
সেই ভাগ্যবান
অবিলম্বে লভি জ্ঞানধন
সূক্ষ্মতত্ত্ব আয়ত্ব করিয়া
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি
পশু ভাব প্রবর্ত্তিত
রিপুকুলে বলি দেয় মা'য়ের চরণে,
পরে জন্ম মৃত্যুর কারণ
অবিদ্যাকে পুনঃ বরি মায়ের কৃপায়
হৃদয় গহ্বরে চিৎ জ্ঞানের অনলে
ভস্ম করি মুক্ত হ'ন চিরতরে।
ভক্তি যোগে সূক্ষ্মতত্ত্বে
বারুণাদি এই অর্থে হয় ব্যবহৃত।
পরমাত্ম জ্যোতিধ্যান করি—
জ্ঞান—যোগীগণ
চিৎ জ্যোতিরশ্মীতে গঠিত
চৈতন্য আধার, সহস্রার বিগলিত সুধা
মদ্য হেন পান করি হন মাতোয়ারা,
পশুসম দেহাত্ম বুদ্ধিকে
জ্ঞান খড়্গে বলি দিয়া
পরমাত্মা সনে যুক্ত করি নিজ আত্মা
ব্রহ্মানন্দ সাগরের মাঝে
মগ্ন হ'য়ে থাকেন সতত,
নহে, তীব্র হলাহল সম সুরাপানে
জ্ঞান শূন্য হ'য়ে
কোন্ কার্য্য সাধিবে ধীমান্?
এ ব্রহ্মাণ্ড লোমকূপে যাঁর
সেই দয়াময়ী জগৎ জননী
রাক্ষসী সমান
আপন সন্তানে কভু বধিতে কি পারে?

সর্পহেন আপন সন্তানে
আহার যগ্যপি করেন জগৎজননী
করুনার আশা—
করিতে কি পারি তাঁর কাছে ?
তাই বলি,
ভ্রমমার্গ ত্যজ ব্রহ্মরব।
স্মরহ বারেক
সুরথ রাজার পরিণাম,
জীব রক্ত অর্থে রজোগুণ
সাধকেরে কৃপা করি মা আমার
এই রজোগুণ করিয়া হরণ
নাশ করি অশুদ্ধ বাসনা
মুক্তি পথ বিঘ্ন শূন্য করেন সতত।
হে সাধক।
অজ্ঞানের স্থূল পন্থা ত্যজি
সূক্ষ্ম জ্ঞান পথে কর বিচরণ
সত্বগুণ করহ আশ্রয়
রজঃ তমগুণ হ'তে
সত্ব গুণ বিপরীত মুখি
আনন্দ ময় নিত্যবৃন্দাবন
বিরাজিত সত্ব গুণপারে
কিন্তু রজঃস্তম গুণ পারে
বিরাজিত ভয়াবহ নরক দুস্তর।
বল মোরে হে সুধির,
কোন পথে যেতে ইচ্ছা তব ?
শা।—প্রভো!
দয়া করি স্পর্শ যবে করেছ আমারে
তখনি আমার
অজ্ঞান হয়েছে তিরোহিত,
দরশনে তব
অন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে মম,
তব বাক্য সুধা পানে
আত্মার মলিন আবরণ
ভস্ম হয়ে গেছে,
প্রাণ মম চিনিয়াছে প্রাণের ঈশ্বরে।
প্রভো! এ অধম নিত্যদাস তব
মায়ার কুহকে মজি
ভুলেছিনু এত দিন
কিন্তু এবে বড় সাধ হয়েছে আমার
যতদিন রহিব ধরায়
নিত্য তব চরণ পূজন করি,
বৈষ্ণবের সেবা করি জুড়াই হৃদয়,
কৃপা করি যদি দাসে কর এ আদেশ
ধন্য হ'ব চিরতরে।
চৈ।—হে ভক্ত সুধীর
মায়া আবরিত
অব্যক্ত চৈতন্য রাজ্যে
উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া
ভ্রমিতেছি আমরা সকলে,
ধর্ম্ম সুধু পথ মাত্র,
যত ধর্ম্ম পথ
পৃথিবীতে আছে প্রচলিত
মোক্ষ ধামে—ব্যক্ত চৈতন্যের রাজ্যে
সংযুক্ত হয়েছে সে সকল
জেনো সুনিশ্চিত,
সকল ধর্ম্মের পারে

বিবাজিত চিদানন্দ ঘন ভগবান,
যেই ধর্ম্ম পথ ধবি
এত দিন কবিবাছ আঁধারে ভ্রমণ
তত্ত্বালোক ল'যে
সেই পথে হও অগ্রসব
তব ধর্ম্ম বন্ধু গণেব হৃদযে
জেলে দাও এই তত্ত্বালোক
সকলে মিলিযা, উচ্চকণ্ঠে
কব "মা'ব' নাম সংকীর্ত্তন
সত্ত্ব গুণাশযে
পূজ "মা'ব' চবণ কমল
চিত্ত স্থির বাখ সদা স্মবণ মননে
অচিবে তোমাব
পূর্ণ হ'বে মনোবথ—
মা'ব কৃপা বলে,
দ্রুত অগ্রসবি সাধনাব পথে
ন্যস্ক চৈতন্যের রাজ্যে করিবে প্রবেশ,
সর্ব্বসিদ্ধি পাবে করতলে,
মাতৃ দবশন কবি, আনন্দ সাগরে
মগ্ন হ'যে ববে চিবদিন
জন্ম মৃত্যু ব্যাধিব তাড়না
সহিতে না হবে আব
মুক্তি সদা দাসভাবে সেবিবে তোমারে।
সখে! বিদায় এক্ষণে
চলিলাম আমি নীলাচলে
কিছু দিনান্তবে
পুনঃ দেখা পাইবে আমাব।
শা।—যথা আজ্ঞা প্রভু
প্রণমামি চবণে তোমাব,
দীন নাথ।
মনে বেখো এ অধমে।

(সকলের প্রস্থান।)

ক্রমশঃ

শ্রীহ——শর্ম্মাঃ।

লীলা রহস্য।

—:০:—

(জন্মাষ্টমী পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ভগবদ্দর্শন।)

শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইলেন, জগত জুড়াইল, পৃথিবী পাষণ্ডগণকৃত নিজের সকল দুঃখ ও সকল সন্তাপ দূব হইবাব পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিযা সর্ব্বদুঃখহাবী শ্রীহরির আবির্ভাবে অপাব আনন্দ প্রকাশ কবিতেই যেসকল ঋতুর শুভ ফুল ও ফলে এক

কালীন সুশোভিতা হইলেন, গন্ধবহ পৃথিবীদেবীরই তত্ত্ব বাহক রূপে সকল শুভ গন্ধ বহন করিয়া শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তকে উপহার দিতে লাগিলেন, সং গন্ধে সকলেরই মন প্রাণ প্রফুল্লিত হইল। আনন্দের সীমা নাই, বসুদেব দেবকীর সুদৃঢ় নিগড় বন্ধন সহসা খুলিয়া গেল। দ্বার রক্ষকগণ তখন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল, কাহারও সাড়া শব্দ নাই, এত যে আনন্দ, তাহা তাহারা কিছুই উপভোগ করিতে পাইল না।

পাঠক পাঠিকাগণ! আপনাদিগকে এই স্থানে এই লীলাময়ের লীলার গূঢ় রহস্য রূপ পবিত্র রত্ন উপহার না দিয়া আর থাকিতে পারিলাম না, গ্রহণ করুন।

দেবগণ আসিলেন, জয় জয় ধ্বনি করিলেন, দুন্দুভি বাজিল, ব্রহ্মা উচ্চ কণ্ঠে স্তব করিলেন এবং শ্রীভগবান আবির্ভূত হইলেন, এত কাণ্ড এত দেব ও দেবর্ষিগণের সমাগমে এত কোলাহল কারাগৃহ মধ্যে হইল, রক্ষি পুরুষগণ কেন শুনিতে পাইল না ভাবিয়া দেখিবেন না কি? এখানে ভাবিবার বিষয় এই যে, অভিমান রজোগুণ সম্ভুত বৃত্তি, কংস অভিমানের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি, কংসানুচরগণ ও অভিমানের সঞ্চারি ভাবরূপ রজোগুণময় বৃত্তি সকল, এদিকে "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং" বসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূর্ত্তি, দেবকী সুনির্ম্মল শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ সত্ত্ব ও সুনির্ম্মল শ্রদ্ধার সম্মিলনে ধর্ম্মময় শ্রীভগবানের প্রকাশ, যত সত্ত্বগুণ প্রধান দেবদেবী সাধক সাধিকা তাঁহারা এই অপূর্ব্ব আবির্ভাব দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন এই স্থানে অনুমান হয় শ্রীভগবান্ যেন লীলার ছলে সকলকে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছেন, "হে নরনারীগণ! অভিমান থাকিতে কেহই আমার দর্শন পাইবে না, অভিমান ও অভিমানীর সঙ্গ ত্যাগ কর, সাধুগণের প্রতি দ্বেষ ও অবিশ্বাস ভাব পরিহার করত শ্রদ্ধা সহকারে সংসঙ্গ করিয়া হৃদয়ের আবর্জনা রূপ পরচর্চ্চা প্রভৃতি পরিত্যাগ করত সত্য প্রতিপালনে যত্নবান হও আমার দর্শন পাইবে দুর্লভ মানব জীবন লাভ করিয়া যদি শুদ্ধ সত্ত্ব ও নির্ম্মল শ্রদ্ধার যোগে আপন হৃদয়ে আমার দর্শন লাভ করিতে না পার, তবে তোমাদের জীবন জনম নিরর্থক। হৃদয় নির্ম্মল না হইলে আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি নিকটে (হৃদয়ে) থাকিলেও আমার সত্ত্বা অনুভব করিতে পারিবে না, ঘোর অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করিবে।" এই কারণেই প্রহরীগণ মোহ নিদ্রায় অভিভূত রহিল, বন্ধনমুক্ত বসুদেব দেবকী অনিমেষ নেত্রে সেই অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিতে লাগিলেন, এ দর্শন নিজপুত্র বাৎসল্যে নহে, এ দর্শন সাক্ষাৎ পূর্ণ পরমেশ্বর ভাবে, সুতরাং :—

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"

পরাৎপর পরমেশ্বরের দর্শনে হৃদয়ের গ্রন্থিরূপ অবিদ্যাবন্ধন ভেদ হইয়া যায় সকল সন্দেহ বন্ধন ছিন্ন হয়, এমন কি পূর্ব্ব পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম্ম ও কর্ম্ম বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এখানে বসুদেব দেবকীরও তাহাই হইল। শ্রীদেবকীর আবেশ গর্ভ হইতে শ্রীভগবানও নবীন বালক মূর্ত্তিতে প্রকাশ পান নাই, সে এক অপূর্ব্ব ভাব, ইতি পূর্ব্বে এরূপ পূর্ণরূপে আবির্ভাব আর হয় নাই। পাঠক বালকের রূপ একবার ধ্যান করিবেন কি ? যদি ধ্যান করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে বাসনা থাকে, তবে রূপের কথা শ্রবণ করুন।

"তমদ্ভুতং বালক মম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং ॥

শ্রীবৎসলক্ষং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্র পয়োদসৌভগং ॥

মহার্হ বৈদূর্য্য কিরীট কুণ্ডলত্বিষাপরিষক্ত সহস্রকুন্তলং।

উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদ কঙ্কণাদিভি বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥"

পদ্মপলাশের ন্যায় আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষস্থল, গলদেশে কৌস্তুভমণিমণ্ডিত, পীত বসনধারী নবঘনশ্যাম বর্ণ, মহামূল্য বৈদূর্য্য মণি নির্ম্মিত মুকুট ও কুণ্ডলের শোভায় উজ্জ্বল কেশপাশে এবং উৎকৃষ্ট মেখলা বলয় ও কঙ্কণাদি দ্বারা সুশোভিত, এইরূপ অপূর্ব্বরূপ বালক রূপী শ্রীভগবানকে দেখিয়া বসুদেব ও দেবকী এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, উভয়েই ভগবদ্দর্শনে বিস্মিত ও নির্ভয় হইলেন। বসুদেব সকল ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ে বিশুদ্ধ তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইল, হৃদয় নিহিত ভাব গোপন করিতে না পারিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া ভাবগদগদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।

'বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥"

বসুদেব বলিলেন, হে ভগবন! আজ আমার বড়ই শুভদিন, আপনি প্রকৃতিরপর অর্থাৎ গুণাতীত সর্ব্বজন হৃদয় বিহারী ও সর্ব্ব সাক্ষী কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ হইলেও, আমাকে দেখা দিলেন, আপনার দর্শনে আমার সকল সন্দেহ, সকল মোহ, সকল অজ্ঞান ও হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরীত হইল, আপনাকে জানিতে পারিয়াছি আপনি সর্ব্বেশ্বর ॥

'য আত্মনোদৃশ্যগুণেষু সন্নিতি ব্যবস্যতে স্বব্যতিবেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং নচ তন্মনীষিতং সম্যক্ যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্॥"

হে ভগবন্‌! আপনি বিশ্বরূপ আপনার চৈতন্যশক্তি দ্বারাই জগতের সকল বস্তু প্রকাশিত হইতেছে, যাহারা আপনাকে জানে না তাহারাই এই অনিত্য বস্তু সকল আপনা ছাড়া পৃথক্ ও নিত্য বলিয়া মনে করে। তাহাদের সে সকল বাক্য নিরর্থক, আপনি ভিন্ন সকলই অনিত্য, কেবল আপনার শক্তিবলেই নিত্য বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। কারণ আপনিই সকলের কারণ ও সর্ব্বত্র বর্ত্তমান।

"ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতি সংযমান্ বিভো বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে ত্বদাশ্রয়ত্বা দুপচর্য্যতে গুণৈঃ॥"

হে বিভো! আপনি গুণাতীত নিরঞ্জন নিশ্চেষ্ট হইলেও আপনাকে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া যে আরোপ করে তাহা মিথ্যা নহে, কারণ যেসকল গুণদ্বারা এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়াদি কর্ম্ম হইতেছে সেই গুণ সকল আপনার আশ্রিত সুতরাং ভৃত্যের কার্য্য যেমন প্রভুতে আরোপিত হয়, সেইরূপ আপনার আশ্রিত গুণের কার্য্য আপনাতে আরোপিত হয়॥

"স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলুবর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চবর্ণং তমসা জনাত্যয়ে॥"

হে বিভো! আপনি জন্ম ও কর্ম্মের অতীত হইয়াও জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণ, পালনের নিমিত্ত সত্ত্বগুণ ও সংহারের নিমিত্ত তমোগুণ ধারণ করিতেছেন। সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার আপনারই গুণ কর্ম্ম, যাঁহাকে আপনি কৃপা করেন, সেই ভাগ্যবানই এ সকল জানিতে ও বুঝিতে পারেন, আপনার তত্ত্ব সহজে কেহ জানিতে পারে না।

"ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈঃ নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥"

এইরূপে ভগবানের স্তব করিতে করিতে বসুদেবের হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাবের কারণ স্ফুরিত হইল অমনি বলিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি ধর্ম্ম রক্ষা দ্বারা জগতের শান্তি বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াই আমার গৃহে অব-

তীর্ণ হইলেন আমি আপনার কৃপা বলে বুঝিতেছি যে অতি সত্বরই ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা সুরক্ষিত অধার্ম্মিক নৃপতিগণের সৈন্য সকল আপনি নিধন করিবেন অর্থাৎ দুষ্ট-গণের দমন ও শিষ্টগণের রক্ষা করিবেন।

"অয়ংত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর।

সতেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥"

দুষ্টের ভয়ানক অত্যাচার স্মরণ করাইবার মানসেই বলিতে লাগিলেন, হে সুরেশ্বর! হে দুষ্ট দমন কারিন্! এই অসভ্য দুরাত্মা কংস আপনি আমার গৃহে অবতীর্ণ হইবেন এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়াই আপনার অগ্রে জাত আমার পুত্রগণকে নিধন করিয়াছে, ঐ দেখুন আপনার জন্মের সংবাদ পাইবার নিমিত্ত রক্ষি পুরুষ নিযুক্ত করিয়াছে এখনই আপনার আবির্ভাব বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নানা-বিধ অস্ত্র সস্ত্র গ্রহণ করত এখানে আসিবে, হে দেবাধি দেব! আপনি দুষ্ট দমন করুন।

(এই বলিয়া বসুদেব নিরস্ত হইলে ভাগ্যবতী দেবকী কি করিতেছেন, মহারাজ পরীক্ষিতের ইহা জানিবার বাসনা হওয়ায় শুকদেব বলিতেছেন।)

"অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণং।

দেবকীতমুপাধাবংকংসাংভীতাসুবিস্মিতা॥"

পরে দেবকী কংসের ভয়ে ভীতা অথচ পুত্রকে মহাপুরুষ লক্ষণে লক্ষিত দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া নির্ভয় ভাবে সানন্দে স্তব করিতে লাগিলেন।

"রূপং যত্তং প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং।

ব্রহ্ম জ্যোতি নির্গুণং নির্ব্বিকারং॥

সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং।

সত্বং সাক্ষাং বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥"

দেবকী বলিলেন, হে ভগবন্! আপনার অপরূপ রূপ সন্দর্শনে আমি ধন্যা হইলাম্ এই অদৃশ্য পূর্ব্ব রূপের বর্ণনা করার আমার সাধ্য নাই, বেদ সকল যাঁহাকে সকলের আদি এবং অব্যক্ত ব্রহ্ম জ্যোতি, নির্গুণ নির্ব্বিকার নির্ব্বিশেষ নিরীহ অর্থাৎ গুণ কর্ম্মের অতীত এবং সৎস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন আপনি সেই

সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বসাক্ষী, আপনি অধ্যাত্ম প্রদীপ অর্থাৎ আপনার দর্শনে হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হয়।

"নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতে স্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসঙ্গঃ ॥"

অহো ! আজ আপনার কৃপায় আমি আপনার তত্ত্ব জানিয়া কৃতার্থ হইলাম। হে ভগবন্ ! মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে লোক সকল বিলয় প্রাপ্ত হইলে মহাভূত সকল আদিভূত (অহঙ্কার তত্ত্বে) লয় প্রাপ্ত হয়, পরে সেই অহঙ্কার তত্ত্ব প্রকৃতিতে লয় হইলে একমাত্র আদি অন্তহীন নির্ব্বিকার সৎস্বরূপ আপনিই অবশিষ্ট থাকেন, আপনার ক্ষয় ও ভয় নাই আপনি সর্ব্বেশ্বর ॥

"মর্ত্ত্যোমৃত্যু ব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥"

হে সর্ব্ব কারণকারণ ! মরণ ধর্ম্মশীল জীব, মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়াও কোন স্থানে রক্ষা পায় না, আপনারই কৃপায় আপনার শ্রীপাদ-পদ্মে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে আর তাহার ভয় থাকে না ; মৃত্যু তাহার নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করে। (জন্ম মরণ রূপ পরিবর্ত্তনের হাত হইতে রক্ষাপায়।) আপনাকে পাইয়া আর আমাদের কোন ভয় নাই, ত্রিজগতে আপনিই একমাত্র ভয় রহিত আর সকল বস্তুতেই ভয় রহিয়াছে। শ্রীভগবান ভাবিলেন, বসুদেব দেবকী যদি এই ভাবেই ভাবিত থাকে, তবে প্রকটলীলার মধুরতা থাকেনা, সেইজন্য এই সময় শ্রীভগবান্ মায়া শক্তিদ্বারা দেবকীর লৌকিক ভাব স্মরণ করাইলেন, সুতরাং, এইরূপ বলিতে বলিতে দেবকীর চিরাভ্যস্ত কংস ভয় মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিলে ব্যস্ততার সহিত দেবকী চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করত বলিতে লাগিলেন—

"সত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাঽসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যান ধিষ্ণ্যং মাপ্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং ভোঃ কৃষীষ্ঠাঃ॥"

হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি এই অতি দুর্জ্জয় দুরাত্মা উগ্রসেন-সুত কংসের ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি শরণাগতের দুঃখ হন্তা, আমি আপনার শরণ লইলাম। হে ভগবন্! এই অলৌকিক রূপ চর্ম্ম চক্ষুর গোচরীভূত করিবেন না, অর্থাৎ এইরূপ সম্বরণ করুন যখন অপনাকে ধ্যান করিব তখন যেন এইরূপ রূপ দর্শন করিতে পাই, এক্ষণে যদি কৃপা করিয়া আমার গর্ত্ত হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন তবে একবার পুত্ররূপে দর্শন দিয়া আমার সকল সন্তাপ নিবারণ করুন। আমি বাৎসল্য স্নেহে আপনাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া জীবন সার্থক করি, কিন্তু—

"জন্মতে মষ্যসৌ পাপো মা বিদ্যান্মধুসূদন।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ॥"

হে মধুসূদন এই মহাপাপী কংস যেন আমা হইতে আপনার আবির্ভাব জানিতে পারে না, আমি আপনারই নিমিত্ত কংস হইতে ভয় পাইতেছি এবং সর্ব্বদা সশঙ্কিতা আছি, আপনি চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করিয়া লৌকিকরূপ প্রকাশ করত যাহাতে আর কংসাদির ভয়ে আমাদিগকে ভীত হইতে না হয় তাহা করুন।

দেবকী এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ভয় বিস্ময় অথচ অভূতপূর্ব্ব আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় পুত্রের রূপ দর্শন করিতেছেন, তখন পুত্ররূপী শ্রীভগবান্ ঈষৎ হাস্য বদনে বলিতেছেন।

"ত্বমেব পূর্ব্ব সর্গে ভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ।
যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ
সন্নিযম্যেন্দ্রিয় গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ।
তদাবাং পরিতুষ্টোঽহং অমুনা বপুষানঘে
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যাচ হৃদি ভাবিতঃ॥"

হে ভাগ্যবতি! তুমি পূর্ব্ব জন্মে পৃশ্নি ছিলে, তখন এই মহাভাগ বসুদেব সুতপা নামে মহাপুণ্যবান্ প্রজাপতি ছিলেন, ব্রহ্মার আদেশে তোমরা সকল ইন্দ্রিয় জয় করত মহা তপস্যা করিয়াছিলে, তোমাদের নিষ্কাম তপস্যায় 'আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদের ভক্তিভাবে হৃদয়ে ভাবিত হইয়াছিলাম। এমন কি—

অদৃষ্টান্য তমং লোকে শীলৌদার্য্য গুণৈঃ সমং
"অহং সুতো বা মভবন্ পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ।"

আমি তোমার গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলাম কারণ তখন তোমাদের ন্যায় সং-স্বভাব পবিত্র হৃদয় ও ভক্তি ভাবাপন্ন আর ত্রিভুবন মধ্যে ছিল না। হে সতি! আমি যুগে যুগে যখন আবির্ভূত হই তখন তোমাদেরই রূপান্তরকে অবলম্বন করিয়া থাকি তুমি শ্রদ্ধা স্বরূপিণী আর এইমহাভাগ নির্ম্মল সত্বগুণ, শ্রদ্ধা ও সত্বগুণ হীনব্যক্তি আমায় পায়না, শ্রদ্ধা শীল নির্ম্মল হৃদয় ভক্ত আমার স্বরূপ রূপ দর্শনের যোগ্য সেই জন্যই—

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্ জন্ম স্মরণায় মে
অন্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গে ন জায়তে

তোমাদের স্বরূপ সত্বা স্মরণ করাইবার জন্যই আমি এই মূর্ত্তিতে দেখা দিলাম, নতুবা মানবের সাধারণ চক্ষে আমার এই রূপ দৃশ্য হয় না এবং সধারণের হৃদয়ে আমার অব্যক্ত তত্ব স্ফুরিত হয় না। তোমাদের কোন ভয় নাই।

যুবাং মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেতে মদ্গতিং পরাং

তোমরা আমাকে ব্রহ্মভাবেই হউক কিম্বা পুত্র ভাবেই হউক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সহিত ভাল বাসিতে পারিলেই পরাগতি লাভ করিবে। আমার প্রতি নিষ্কাম ভাল বাসা জন্মিলে আমি কখনও তাহাদের হৃদয় ছাড়া হইনা। এইরূপ বলিয়া শ্রীভগবান্ অন্য রকম লীলা দ্বারা ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ও জগত জীবের প্রতি তত্ব উপদেশ দিবার মানসে বসুদেবকে ইঙ্গিত করিলেন।

যদি কংসাদ্বিভেসি ত্বং তর্হি মাং গোকুলং নয়।
মন্মায়ামানয়াশুত্বং যশোদাগর্ব্তসম্ভবাং॥

কংস হইতে যদি তোমরা ভীত হইয়া থাক তবে আমাকে গোপন কর; আমাকে গোকুলে গোপন করিয়া রাখ, আর যশোদা হইতে প্রকাশিতা আমার মায়াকে কংসালয়ে লইয়া আইস।

পাঠক পাঠিকাগণ স্মরণ রাখিবেন প্রাণের বস্তু শ্রীভগবানকে পাইলে সাধককে স্থির ও বাহ্যাড়ম্বর শূন্য হইয়া থাকিতে হয় বিশেষতঃ অভিমানীর নিকট ব্যক্ত

করিতে নাই, সেই সৎ শিক্ষার জন্য শ্রীভগবান্ অভিমানী কংসের আলয় হইতে অন্যত্র যাইতেছেন ভাববিরোধী অভক্তের নিকট ভাব ও ভক্তির কথা ব্যক্ত করিলে ভাবের হানি হয় সেই ভয়ে সাধক ভীত হইয়া ভগবানকে (আরাধ্যদেবকে) গোপন করিয়া রাখেন' শ্রীভগবান্ এখানে এই গুহ্যাতি গুহ্য লীলা রহস্য ইঙ্গিতের দ্বারা বুঝাইলেন ঐ দেখুন আপনাদের সর্ব্বপরিচিত মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ বলিতেছেন—

"আদর ক'রে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে মন। তুমি দেখ আর আমি দেখি আর যেন কেহ না দেখে।"

সাধনার ইহাই রহস্য, তাই সাবধান যিনি সর্ব্বদা ভাবে থাকিয়া সংস্কার করিতেচান তিনি বাহিরে অতিরিক্ত আড়ম্বর না করিয়া প্রাণে প্রাণে প্রাণ মনকে ধারণা করিবেন, এ খানে সাধনা জগতে গোকুল অর্থ হৃদয় (গো ইন্দ্রিয় তাহাদের আলয়স্থান মন অর্থাৎ গোকুল ইন্দ্রিয়ের অধিনায়ক বা আশ্রয়।) ভগবান বলিতেছেন ভক্ত আমাকে হৃদয়ে রাখ তোমার হৃদয়ে আমি নিত্য নূতন লীলা করিব বাহিরে অভি মানের রাজ্যে আমায় বাহির করিলে অভিমানীর অত্যাচারে তুমি ব্যতি ব্যস্ত হইবে, হয়ত তাহার কট উক্তি ও নানাপ্রকার বিকৃত ভাবে তোমার ভাব নষ্ট হইতে পারে ভাব নষ্ট হইলে আর আমায় রাখিতে পারিবেনা। পরে সময় হইলে আমি কংসাদি নিধন করিব অর্থাৎ সংকল্প ভাব ভাবের দৃঢ়তা আসিলে অভিমানের ভয় থাকিবে না। তখন সাধারণ শ্রীভগবানে বিশ্বাস আসিবে ভক্তের একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতায়—শ্রীভগবান বাধ্য হইয়া ভক্তের সকল বাধা বিদূরিত করিয়া দেন। ক্রমশঃ—

দীনবন্ধু শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

—:o:—

কলির জীবের উপায়।

ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।

জীবের অবস্থা। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস বা দাসী। কোন কার্য্যই কৃষ্ণের অনভিপ্রায়ে নিজে সমাধান করিতে পারে না। ইহা জানিয়াও অনাদি বহির্ম্মুখ

জীব নিজের স্বতন্ত্রতা দোষ ঘটিত দেহাত্ম বুদ্ধি দ্বারা স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তা সাজিয়া কর্ম্মফল ভোগে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া কখন আনন্দ কখন বা হাহাকার করতঃ ত্রিতাপে দহ্যমান হইতেছে। এ হেন স্বতন্ত্র চিরবহির্মুখ জীব নিজের মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ নহে সুতরাং দিন দিন জীবের অধোগতি হইতেছে বিশেষতঃ বর্ত্তমান কলিযুগে জীব বড়ই বিপন্ন।

কলির জীব কলি কবলিত, অধর্ম্মপরায়ণ পাপাশক্ত অস্থিরচিত্ত, ভোগ বাসনায় নিরন্তর লিপ্ত, সংসার কূপে নিমজ্জমান ও অধোমুখ ও প্রকৃত কার্য্যে বৈমুখ; বিকার গ্রস্থ ব্যক্তি কুপথ্য করিলে নিজের ভাবী বিপদ এমনকি প্রাণ বিনষ্ট হইবে জানিয়াও যেমন কুপথ্যত্যাগ না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে উহা ব্যবহার করিয়া অচিরাৎ প্রাণ ত্যাগ করে তদ্রূপ মায়ামুগ্ধ জীব অবিদ্যায় অভিভূত হইয়া সংসার রূপ বিকার গ্রস্ত রোগী হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখ পাইতেছে। যথা সময়ে সাধু বৈদ্য অর্থাৎ শ্রীগুরু বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির নিদান ব্যবস্থা বিধান অনুযায়ি মন্ত্র ও নামামৃতাদি ঔষধ যথারীতি অনুপান সহযোগে ব্যবহৃত হইলেও ঔষধের গুণ নষ্ট কারী মায়ামুগ্ধ জীবের কুপথ্য ত্যাগ না হওয়ায় ঔষধের শক্তি হ্রাস হইয়া যায় সুতরাং রোগের ভোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে উহাকে অকালে কাল গ্রাসে পাতিত করে, এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচন করিলে অনুমিত হয় যে, জীব অবিদ্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে সক্ষম নহে। সেই জন্য জীবের প্রকৃত কল্যাণ করিতে শ্রীশ্রীভগবান নিজে প্রস্তুত হইয়া কাল দেশ পাত্র অনুসারে ব্যবস্থা করিয়া ছেন। জীবের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, অভিন্ন প্রকাশ বলরাম নিত্যানন্দ, মহাবিষ্ণু শিবশক্তি অদ্বৈত, শ্রীরাধা গদাধর, সখি শক্তি নরহরি, ভক্তশক্তি শ্রীবাস, এই ছয় তত্ত্বের বৈভব অনন্ত কোটি ভক্ত বৃন্দ এবং অনন্ত জগতে অনন্ত তত্ত্বেতে সর্ব্বশক্তি মান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব আপন ইচ্ছায় অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে স্থাবর জঙ্গমে পুরুষ প্রকৃতি ভেদে স্থুল সূক্ষ্ম কারণ দেহে মায়ার অমায়ার স্বভাবে স্বকর্ম্ম ফল ভোগে কর্ম্মে জ্ঞানে যোগে তত্ত্বে ঈশ্বরত্বে জ্ঞান মিশ্র যোগে, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিতে শুদ্ধাভক্তিতে ভাব ভক্তিতে, সম্বন্ধ ভক্তিতে ভাব ভেদে রসের তারতম্যে নানাভাবে আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়া ভক্তের অনুভূতির জন্য অচিন্ত্য ভেদাভেদে প্রকাশ পাইয়াছেন। প্রকাশকের অভিপ্রায় অনভিজ্ঞ সংকীর্ণ মতি মায়াভিভূত, সীমাবদ্ধ জীব অবগত হইবার চেষ্টা না করিয়া অগ্রেই নিজের সংকীর্ণ

মতের পরিচয় দিয়া রহস্য জগতে বাহাদুরী লইতে গিয়া নিজেকেই নিজে ফাঁকি দেন সুতরাং ত্রিতাপ ভোগের একমাত্র কারণ হইয়া উঠেন।

(জীবের কর্ত্তব্য)। এইক্ষণ জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে স্বতন্ত্র চেষ্টা' চিন্তা যত্ন আগ্রহ ব্যাকুলতা বা সাধনাভিমান যোগ জ্ঞানের দম্ভাদি কর্ম্ম, স্বভাবের ব্যাখ্যা বাদাদি বন্ধ রাখিয়া ঐ সকলের ঐকান্তিক একমাত্র অভয় প্রদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের শরণাগত হওয়া আবশ্যক। শরণাপন্নের কখনই অমঙ্গল হয় না এবং পৃথক চেষ্টার আবশ্যক থাকে না। শরণ লইতে হইলে কায় মনোবাক্যে অকপট ব্যবহারে অভিন্ন কলেবর শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীচরণ অগ্রে আশ্রয় লওয়াই কর্ত্তব্য। ঐ নিত্যানন্দ শক্তি প্রকাশে স্থাবর জঙ্গম ব্যাপৃত হইয়া আছে। সুতরাং প্রকাশকের সাহায্য ভিন্ন স্বরূপের নিকটস্থ হওয়া ঘটিতে পারে না। সহজ কথায় শ্রীনিত্যানন্দ শরণাপন্ন হইয়া শ্রীহরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য ও নিস্তারের উপায়।

শ্রী—

উপদেশসংগ্রহ।

—:০:—

ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে, সংসার কি মনোহর স্থান। শিল্প নিপুণ জগৎস্রষ্টা জনার্দ্দন কি সুন্দর—উপায়েই শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, মায়া, ও স্নেহাদি পরিবার বর্গকে, কাম, ক্রোধ, লোভাদি হিংস্র জন্তুকে; ক্ষমা, শম, দমাদি সুবৃক্ষরাজিকে স্তরে স্তরে সুসজ্জিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং বায়ু, জল রৌদ্র, পৃথিবী, আকাশকে জীবের জীবন স্বরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ধন্য স্রষ্টার সৃষ্টি কার্য্য। ধন্য স্রষ্টার সৃষ্টি বিধান!!

স্রষ্টা সমুদয় সৃষ্টি করিয়া নির্লিপ্তভাবে তাহাদের অন্তঃকরণে অবস্থিতি করতঃ বিশ্বরঙ্গালয়ের রঙ্গ দর্শন করিতেছেন! আহা! ভাবময় ভগবানের কি মনোহর জাগতিক ভাব! কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ নাচিতেছে, এবং পরম্পরানুসারে হাসা, কান্না, নাচা ক্রমাগত চলিতেছে। এইরূপ কত রূপরঙ্গই পরিদর্শন করিতেছেন।—

সংসারে পরিজনবর্গের মধ্যে পরস্পরের হৃদয়ের এমনই আকর্ষণ যে, কেহ বিকর্ষণ প্রভাতে ক্ষণকালের জন্য তাহার মনকে পরিবারগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের ধ্যানে বা তদ্বিষয়ক বাক্যে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হয় না।

হা সংসারি! তুমি কি ভাবিয়াছ যে, চিরকাল এইভাবে থাকিবে? চিরকালই এই আপাত মধুরতাময় সুখভোগে জীবনাতিবাহিত করিতে পারিবে? তাহা নহে।

সপ্তকুলাচল সপ্তসমুদ্রা,
ব্রহ্ম পুরন্দর দিনকর রুদ্রাঃ,
নত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

এই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সার গর্ভ শ্লোকটীর ভাবার্থ একবার হৃদয়ে ধারণা কর।

তাই বলি, অসার বিষয়ে এত সাব ভাবনা কেন? এত স্পৃহা কেন? তুমি নিশ্চয়ই জানিবে পিতা মাতা বালক বালিকাগণকে যেসব ক্রীড়নক দ্বারা ভুলাইয়া রাখেন সেইরূপ পরম পিতা পরমেশ্বরও আমাদিগকে স্ত্রীপুত্রাদি খেলনা দ্বারা ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। বালকেরা খেলনা হাবাইলে যেমন কাঁদিয়া ব্যাকুল হয়, আমরাও তদ্রূপ সাতিশয় শোকগ্রস্থ হই। তা তুমি যদি ত্রিলোক পিতা মাতার সেবা ছাড়িয়া খেলায় ভুলিয়া থাক এবং খেলনার উপর দৃঢ় আসক্তি থাকে তবে তাহার অভাবে তোমাব শোক উপস্থিত হইবে তোমার মনকে বিচলিত করিবে। বিষাদ কীট তোমার জীবন তন্তু ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অবিলম্বেই তোমাকে কারাগারে লইয়া যাইবে, তোমাকে ঘৃণে পরিণত করিবে। গুটী পোকার ন্যায় স্বনির্ম্মিত গুটীতে চিরতরে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। তাই বলি সংসারে দৃঢ় আসক্তি রাখিও না একমাত্র ঈশ্বরে তোমার হৃদয়ের যত আসক্তি ঢালিয়া দাও। আসক্তি পরিত্যাগ কর বলায় যেন স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বর্গ পরিত্যাগ করিও না। তাহাদের মধ্যে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে সমস্ত কর্ম্ম করিতে হইবে।

ভ্রাতঃ! সে কর্ম্ম কেমন?

বিয়ান গাই যেমন।

মুখে খায় খোল খড়ে
মন থাকে বাছুরে পড়ে ॥'

পরমাত্মা পরাৎপর পরমেশ ভিন্ন সংসারে কেহ আপনার লোক নাই। ভাবিয়া দেখ দেখি, যখন তোমার পরিজনের মধ্যে কাহারও মৃত্যু কাল উপস্থিত হয়, যখন তুমি তাহার হাজার স্তুতি, ভক্তি, স্নেহ প্রদর্শন করাইয়াও, তাহাকে মৃত্যু পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলে, তিনি কি তোমার ভক্তি স্নেহ বলে ফিরিয়া আইসেন বা আসিতে পারেন? তাই বলি, সংসারে কেহ কাহারও নহে কাহারও সুখ বা কাহারও শোক প্রকাশ বিধেয় নহে, সংসারে কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। একা আসা একা যাওয়া এই বিধাতার দুর্লঙ্ঘ্য বিধি। পণ্ডিতেরা কি বলেন, ভাই! তাহাতে মনোনিবেশ কর।

"কস্য মাতা? কস্য পিতা! কস্য ভ্রাতা সহোদরা?
কায়ে প্রাণে ন সম্বন্ধঃ কা কস্য পরিবেদনা।?
একবৃক্ষ সমারূঢ়া নানা পক্ষি বিহঙ্গমাঃ।
প্রভাতে তু দিশাং যান্তি কা কস্য পরিবেদনা?
বনানাং বন কাষ্ঠানাং নদীস্রোতসিসঙ্গাঃ।
সঙ্গমে বিয়োগা চৈব কা কস্য পরিবেদনা?
শোকস্থান সহস্রাণি, ভয়স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ় মাবিশন্তি ন পণ্ডিতং ॥

যাবৎ বিত্তোপার্জ্জন শক্তঃ
তাবন্নিজ পরিবারো রক্তঃ।
তদনুচ জরয়া জর্জ্জর দেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥"

পুনঃ পুনঃ নিবেদন ভ্রাতঃ! একবার একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে উক্ত শ্লোক গুলির বিষয় চিন্তা কর; চিন্তামণির চিরবাঞ্ছিত পথ তোমার চিন্ময়নে পরিদৃষ্ট হইবে। সেই পথের কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে কৃতার্থ হইবে।

বিপদ সম্পদ, হর্ষ বিষাদাদি নিজরোপিত কর্ম্মবৃক্ষের ফল। মানুষের কথা দূরে থাক, ভূতভাবন ভগবানের তাহা এড়াইবার সাধ্য নাই। অতএব ভাই! তুমি যখন কর্ম্মানুসারে যে ফলভোগে অধিকারী হইবে, তখন স্থিরভাবে তাহাই উপভোগ করিবে।

"বিপদি ধৈর্য্যমথাভ্যুদয়ে ক্ষমা।"

বিপদে স্থির থাকিয়া প্রতিকারের চেষ্টা করিবে। যাহাতে বিপরীত ফল পাইতে পার তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, তাহা হইলে প্রদীপ কর্ম্মফলে বিপন্মুক্তি হইবে সন্দেহ নাই। যখন ক্ষণস্থায়ী সম্পদ আসিবে, তখন তাহার বশীভূত হইয়া জগৎকে তৃণবৎ জ্ঞান করিবে না, তখন ক্ষমাবাদনে কালাতিপাত করিবে। সকল সময়ই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের রক্ষাহস্ত আমাদের উপর বিস্তৃত জানিবে। অতএব তাঁহার নাম গুণগান কর, তাঁহার চরণে মতি রাখ, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন।

মৃত্যু ভাবনা ভাবিবার জন্য আমাদের সৃষ্টি নহে, কার্য্যের জন্যই আমাদের সৃষ্টি। যখন হউক মরিতেই হইবে। মরিলেই যে অব্যাহতি পাইবে তাহা নহে, আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং আবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে হইবে।

'যাবজ্জননম্ তাবন্মরণং
তাবজ্জননী জঠরে শয়নম্।'

জন্ম মৃত্যু সংসারের ধারাবাহিক নিয়ম; ভ্রাত! তোমার সে নিয়ম রোধ করিবার শক্তি কোথায়?

সময় হইলেই মরিতে হইবে তখন কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

"নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ, পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেনাপি দষ্টস্য আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি॥

নাকালে ম্রিয়তে লোকো বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ, পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুরণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে?"

কাল প্রাপ্ত হইলে তোমাকে মরিতেই হইবে, তা এদেশ আর সেদেশে; এস্থান আর সেস্থান; যেস্থান নির্দ্ধারিত আছে সেই স্থানেই কাল কর্ম্মসূত্রে তোমাকে টানিয়া লইবে। ভ্রাতঃ! একবার সাবিত্রী সত্যবানোপাখ্যানটী স্মরণ কর। এ উপাখ্যানটী বঙ্গের নরনারী আবাল বৃদ্ধ কাহারও অবিদিত নাই। সত্যবান কাহার পুত্র, কোথায় ছিল, কাহার সঙ্গে মিলন হইল, কর্ম্মসূত্রে কাল কোথায় লইয়া গেল, পরে কি ঘটিল!

সেইরূপ কি স্বদেশ, কি বিদেশ ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি রাখিয়া ত্রিভুবন পর্য্যটনে বহির্গত হও; দুঃখ সুখ দাতা দীননাথ বিপদে সম্পদে দেখিবেন। তাঁহার ইচ্ছায় সাবিত্রীর মত কত পরিচর্য্যার লোক জুটিয়া যাইবে। যদি বল।

"রোগ শোক পরিতাপ বন্ধন ব্যসনানি চ।
আত্মাপরাধ বৃক্ষাণাম্ ফলান্যেতানি দেহিনাম্॥

আমি যদি বিপদের সম্মুখীন হই তবে বিপদে কি আমাকে আক্রমণ করিবে না? আমি যদি আগুণে হাত দিই, তবে কি হাত পুড়িবে না? যদি পরীক্ষিত মৃতসর্প ঋষিগলে জড়াইয়া না দিত, তবে কি তাহার ব্রহ্মশাপ ঘটিত?

ভ্রাত! প্রশ্ন গুলি বড়ই মধুর হইয়াছে। এক্ষণে একে একে তোমার প্রশ্ন গুলির অর্থ শ্রবণ কর।

আগুণে হাত দিলে হাত পুড়ে বটে, কিন্তু তুমি কি জাননা শুন নাই যে, ঈশ্বরে দৃঢ় ভক্তিবলে দানব তনয় প্রহ্লাদ কত বিপদের সম্মুখীন হইল? আগুণে ঝাঁপ দিল বিষপান করিল পর্ব্বত হইতে পতিত হইল। ভাই! তার পরিণাম চিত্রটী কি সুন্দর মনোজ্ঞ একবার হৃদয়পটে আঁকিয়া দেখ দেখি। বিপদ কি তাহাকে আক্রমণ করিতে পারিল?

আর বলিতেছ যে, পরীক্ষিত কর্ম্মফলের হাত হইতে কি নিস্তার পাইল? পাইবে কেন?

গীতায় ভগবান্ কি বলিয়াছেন শ্রবণ কর;—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"

ভগবান্ সু ও কু প্রবৃত্তি দ্বারা ভূতগণকে যন্ত্রপুত্তলিকাবৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছেন। তা পরীক্ষিতের হৃদয়ে কার্য্যারম্ভের সময় উভয় বৃত্তি বর্ত্তমান ছিল।

কিন্তু তখন ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে জগত শিক্ষার হেতু তৎকালীন সুবৃত্তি অপেক্ষা বলশালী কুপ্রবৃত্তি বলিয়া উঠিল;—

"দেখেছ না, মহারাজ যাঁহার রাজ্যে বাস করিতেছে সেই মহারাজ আসিতেছে বোধ হয় কিছু প্রার্থনা করিবে বলিয়া এমনি ভাবে চক্ষু মুদে বসে আছে যে এত ডাকা ডাকি, যেন কাণে কিছুমাত্র প্রবেশ করিল না চোক ও চাইল না। বেটা এমনি পাষণ্ড যে, পিপাসিত হইয়া একটু জলের জন্য এত ডাকা ডাকি এত প্রার্থনা কিছুতেই পিপাসিত কে একটু জল দিলে না। এই বলিয়া রাজা যাই রোষ কষায়িত লোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন অমনিই একটী মৃতসর্প তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল। তিনি অমনিই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলেন। সর্পটি মুনির গলদেশে জড়াইয়া দেওয়া হইল। এই কর্ম্মফলে ঋষিপুত্র শৃঙ্গী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন।

কিন্তু বল দেখি, তখন সুপ্রবৃত্তি যদি নিষ্ক্রিয়ভাবে তাঁহার হৃদয়ে অবস্থান করিত কু প্রবৃত্তি অপেক্ষা সুপ্রবৃত্তি অধিক কার্য্যকারী হইত তাহা হইলে কি এইরূপ ঘটিত?

পরন্ত ধ্যানমগ্ন ঋষি সমাধিবলে বাহ্যিক জ্ঞানরহিত, পরমাত্মায় লিপ্ত। এখন উঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ যদি মনে আলোচনা করিতেন, তবে বোধ হয় কর্ম্মফলে ঐরূপ ফল ফলিত না এবং নবজলধরের রূপ মনে ধারণ করিত, তবে রূপবারি পানে বোধ হয় তাহার তৃষ্ণারও শান্তি হইত।

তৃষ্ণাতুর হইয়া ধর্ম্মবাক্য লঙ্ঘন করায় ভীমার্জ্জুনাদি পাণ্ডব কি ফল পাইল এবং পিপাসা কাতর ধর্ম্মবাক্য পালনকারী যুধিষ্ঠিরের বা কি ফল লাভ হইল?

তাই বলিতেছি—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

তিনিই খেলাবার কর্ত্তা।

তা ঈশ্বর রূপী বিবেক যেমন খেলা খেলিতে চাহেন, সেইরূপ খেলায় প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন বিচার শক্তি দিয়াছেন সেই শক্তি অনুসারে বুঝিয়া সুজিয়া কার্য্যসম্পাদনে যত্নশীল হও।

ভগবানেরউদ্দেশ্য যে কি, জগতকে শিক্ষা দিবার জন্য, আলোক আঁধারের মহাত্ম্য শিক্ষা দিবার জন্য কিম্বা মনোরম ভবখেলা দেখিবার জন্য, কিসের জন্য যে ভগবানের এ লীলা তাহা জানি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি ভবরঙ্গালয়ের রঙ্গ তাঁহার বড় ভাল লাগে।

অতএব যাহা করিতে আসিযাছ করিযা যাও; অনাথকার চর্চ্চায় আবশ্যকতা নাই; ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ কর। যদি তুমি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পার; তিনি তোমাকে পুরস্কার প্রাদানেবর্দ্ধিত করিযা দিবেন। তুমি যতটা তাঁহার কার্য্য সমাধান করিতে সক্ষম হইবে, তিনি তোমাকে তত মজুরী (সুখ স্বাচ্ছন্দ্য) দান করিবেন। অতএব "আমরা মরিবার জন্য আসিয়াছি বিষাদ সাগরের ঢেউ গণিতে আসিয়াছি' ভাবিও না। তাঁহার মনোনীত কর্ম্মের জন্য আমাদের সৃষ্টি। সোজা পথে থাকিযা সোজা কাজ কব; সোজা সুখসেব্য ফল পাইবে।

কখনও বিদেশ যাইতে বা একাকী অবস্থান কবিতে ভাবিও না। কারণ রক্ষাকর্ত্তা পরমেশ তোমার হৃদযেই অবস্থান করিতেছেন। তুমি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া যখন যাহা ইচ্ছা কব, যেন বিবেক করিতে অনুমতি দেয় যেখানে যাও, ইচ্ছাময় মঙ্গল বিধান মঙ্গল করিবেন নিশ্চয় জানিও। আর স্বদেশ বা বিদেশ কাহাকে বল;—

"শীতল বোলি লই চল
সবাই তোমারা দেশ ॥

যদি তুমি ঈশ্বরকে স্মরণ কর; তোমার স্মৃতি বর্দ্ধিত হইবে, যদি তাঁহার গুণগান করিতে করিতে ভীতিপূর্ণস্থানে গমন কর, দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয় দৃঢ় হইয়াছে ভয়ের কোন কারণ নাই। বরং সকলেই সংশয়চ্ছেদ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিবে। ইত্যাদি যে কোন কার্য্য করিবে তাঁহার নাম স্মরণ করতঃ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিলে নববল, কার্য্যসাধনে দৃঢ়াসক্তি,

অধ্যবসায় পুরস্কার পাইবে, কার্য্যসাধন-কল্পতঃ ব্যক্তির সন্তোষ লাভ করিবে সন্দেহ নাই

হর্ষবিষাদের বশীভূত হইও না। কারণ।—

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং, দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ॥"

একটার পর অন্যটী আসিবেই আসিবে। কাহারও বশীভূত হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবার সময় তোমার কষ্ট হইবে; তাই বলি কাহাকেও বেশী যত্ন আদর করিবে না, কাহারও উপর ঐকান্তিক ইচ্ছা রাখিবে না।

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

সংসার পরীক্ষা ক্ষেত্র। পরীক্ষক ঈশ্বর; তিনি সুখ, দুঃখদ্বারা মানবকে পরীক্ষা করিতেছেন। এই পরীক্ষায় যদি তুমি উত্তীর্ণ হও, কাহারও মায়ায় যদি মুগ্ধ না হও যদি ঈশ্বরপদে মতি থাকে তবে পরীক্ষক তোমাকে পাশ সার্টিফিকেট অচলা ও অব্যাভিচারিণী ভক্তি দিবেন। তুমি তাহা দেখাইয়া অনায়াসে উপর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। কাল পণ্ডিতের উপর পণ্ডিতি করিতে পারিবে। অতএব নাম গানে বিরত হইয়া কঠিন পড়া বলিয়া পাঠাভ্যাস না করিয়া পরীক্ষাদানে পশ্চাৎপদ হইও না।

যদি নিত্যমনিত্যেন নির্ম্মলং মলবাহিনা।
যশঃ কায়েন লভ্যেত, তন্ন লব্ধং ভবেন্নু কিং।
অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ।
শরীরস্য গুণানাংচ দূরমত্যন্ত মন্তরম্।
শরীরং ক্ষণবিধ্বংশি, কল্পান্ত স্থায়িনোগুণাঃ॥

এসম্বন্ধে সাধক রাম প্রসাদ কি বলেন শুন;—

এবার কালী তোমায় খাব।
তাহে জন্মের সাধন দেহের পণ্ড
যা হ'বার তাই ঘটাইব॥

তাই বলি কুরুকর্ম্ম অহোরাত্রং” রাত্র দিন বিবেচনা না করিয়া কষ্টস্বীকার করিয়া সাধন ভজন কর পরিণামে ভাল হইবে।

কেহ নিন্দা করিলে তথা হইতে অবিলম্বে চলিয়া যাইবে নতুবা তোমার ক্রোধোদয় হইবে।

কামাদি রিপুর বশীভূত হইও না ইহারা মৃত্যুর-যমের দূত বলিয়া জানিবে।

“কামাৎ জনযতে লোভঃ লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবর্ত্তি।
ক্রোধাৎ জনযতে পাপং পাপং নাশস্য কারণং॥”

সকলের নিকট বিনীত ব্যবহার করিবে, “বড় হবিত ছোট হ’”। কদাচ কাহাকেও তুষ্ট বৈ কষ্ট করিবে না। যদি কেহ কষ্ট হয়, পায়ে ধরিয়া বা যে কোন প্রকারে পার তুষ্ট করিবে। কেহ অপ্রতিভ হইলে তাহার দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া তাহাকে সপ্রতিভ করাইবার চেষ্টা করিবে। কাহার নিকট দোষী হইলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ক্ষমা মাগিয়া লইবে। যদি কেহ অন্যায় পূর্ব্বক তোমাকে মন্দ কহে, তুমি তাহা নির্ব্বিবাদে সহ্য করিব।

“যিনি হন যত মাটি।
তিনি হন তত খাঁটী॥”

ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ সাধ্যমত তাঁহার অন্যায় বুঝাইতে চেষ্টা পাইবে। চিন্ময় পরমেশ্বর তাহাকে চৈতন্য দিবেন, তিনি তোমার ন্যায় ব্যবহারে লজ্জিত হইবেন।

জ্যেষ্ঠগণকে পিতৃসম, তাহাদের সহধর্ম্মিণী গণকে মাতৃবৎ পূজা করিবে। সমবয়স্ক ও অল্প বয়স্কদিগকে ভ্রাতার সমান এবং তাহাদের পত্নীগণকে ভগিনীর মত ভাবিবে।

“গৌরবং গুরুষু, স্নেহঃ নীচেষু প্রেম বন্ধুষু।
দর্শয়ন্ বিনয়ো ধর্ম্মঃ সর্ব্ব প্রীতিকরো ভবেৎ॥

সকলেই তোমাকে আদর করিবে।

সকলের সহিত মিষ্টালাপ করিবে,

প্রিয় বাক্য প্রদানেষু সর্ব্বে তুষ্যন্তি জন্তবঃ।
তস্মাৎ তদেব বক্তব্যং বচনে কিং দরিদ্রতা,

তাহা হইলে জগত তোমার আপনার হইবে। জগজ্জীবন জগদীশ্বরের কৃপালাভ করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে পারিবে। তবে এখন আসি, সময়ে আবার সা

(প্রস্থান)

(জনৈক পাগল)

(তুলসী।)

আছে বহু তরু লতা ভারত ভিতর,
তুলসি। মহিমা তব খ্যাত চরাচর।
যুগ যুগান্তর হ'তে,
রহিয়াছ এ ভারতে,
পরমা দেবতা তুমি আর্য্য হিন্দুদের,
অচলা ভকতি ভাবে অরচে সাদরে।
মুনি ঋষি তপোবনে,
গৃহিগণ গৃহাঙ্গনে,
স্থাপিয়া পবিত্র মঞ্চে পবিত্র অন্তরে,
চন্দনে চর্চ্চিত করি অচ্যুত চরণে।
ভক্তি ভরে ভক্ত দলে,
পূজে নিতি কুতুহলে,
নিত্য মোক্ষধন যাহা এই বিশ্বজনে,
জানিনা কি তপোবলে লভি পুণ্যপদ।
থাকিয়া মরতে নিতি,
শিখাও মানবে নীতি,
"হরি পাদপদ্ম ভবে অমূল্য সম্পদ,"
কল্যানি। কেশব প্রিয়া জীবহিত তরে।
অনিত্য এ মহীতলে,
নিত্যরূপে অবহেলে,
সাধিছ করম দেবি! প্রফুল্ল অন্তরে,

পুণ্যময়ি ! শুচিস্মিতে ! মহিমা তোমার।
বর্ণিতে নাহি শকতি,
দীন অতি মূঢ়মতি,
দহ বর হে বরদে ! যেন মতি মোর।
শ্রীপদ পঙ্কজে ভ্রমে হ'য়ে মধুকর ॥
দীন শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস।

"হরি নামাষ্টক"

নাম্নাহি লভ্যতে ভক্তির্ভক্ত্যাঃ প্রেমহি লভ্যতে।
প্রেম্না তু লভ্যতে কৃষ্ণ স্ততো নাম্নঃ পরং নহি ॥

হরি নাম করিতে করিতে ভক্তির উদয় হয়। ভক্তির পরিপাক হইলে ভগবদনুরাগের সঞ্চার হয়। এই অনুরাগের দ্বারাই শেষে শ্রীভগবানের শ্রীপাদ পদ্ম লাভ হইয়া থাকে। এই জন্যই বুঝি প্রেমাধিভাব করুণাবতার শ্রীচৈতন্য দেব; —হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ হরিনামই কলিকালে ভবপারের এক মাত্র তরণী, হরিনাম ব্যতিরেকে মুক্তির আর অন্য উপায় নাই। এই কথা সমস্বরে জগৎবাসীকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

মধুর মধুর মেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাম্ সকল নিগম বল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণ নাম ॥ অবহেলা পূর্ব্বকই হউক আর শ্রদ্ধার সহিতই হউক; জ্ঞানান্ধ মোহান্ধ মানব যদি একবার মাত্র এই বেদাদি শাস্ত্র মঞ্জরীসমূহের অমৃত ফল স্বরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ বিকাশক, এই মধুর হইতেও মধুরতম সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপ এই সুমধুর হরিনাম গান করে, তা হইলে তাহার সমস্ত পাপ তাপ সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা জন্ম জন্মান্তরের মত ঘুচিয়া যায়।

'সর্ব্বপাপ প্রশমনং সর্ব্বোপদ্রব নাশনং। সর্ব্বদুঃখক্ষয়করং হরিনামানুকীর্ত্তনম্ ॥ এহা ত্রিতাপ শান্তি নিকেতন হরিনাম সংকীর্ত্তন, পাপ অতিপাপ মহাপাপ ব্যাধি মহাব্যাধি অতিব্যাধি এবং সর্ব্ববিধ দুঃখ নষ্ট করে।

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং, মমতাকুলচেতসাম্। 'এক' এব হরের্নাম সর্ব্বপাপ বিনাশনম্ ॥

অহং মমতায় অভিভূত, মদতাকুলিত চিত্ত, বিষম বিষয়াবর্ত্তে প্রবী-ভূত মানবগণের যত পাপই থাকুক না কেন একমাত্র হরিনামের প্রভাবেই সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায় ।

নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ
পাপনির্হরণে হরেঃ
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি
পাতকং পাতকী জনঃ ॥

হরিনামের যত পরিমাণ পাপ হরণ করিবার শক্তি আছে; অতিশয় মহাপাতকীও তত পরিমাণ পাপ করিয়া উঠিতে পারে না ।

প্রাণপ্রযাণপাথেয়ং সংসার ব্যাধি ভেষজম্ ।
দুঃখশোক পরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।

"হরি" এই অক্ষরদ্বয়ই ; মরণের পর সেই দুর্গম দুর্জ্ঞেয় অজানিত পথের একমাত্র পাথেয় । এই হরিনামই সংসার ব্যাধির মহৌষধ । এই হরিনামই দুঃখশোক পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ।

হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ ।
অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥

যেমন অনিচ্ছাপূর্ব্বকও যদি কেহ জ্বলন্ত অনলে হস্ত প্রদান করে, তবে তাহার হস্ত যেমন দগ্ধ হইয়া যায় ; তদ্রূপ যদি কেহ অভক্তি পূর্ব্বকও শ্রীভগবা-নের নাম গ্রহণ করে, তাহা হইলেও তাহার সমস্ত পাপ তাপ বিনষ্ট হইয়া যায় ।

দীনাতিদীন—শ্রীগৌরগোপাল সেন ।

নব কুমার ।

আয়রই আশ্বীন রাতে, কেরে শিশু কোথা হ'তে,
অভাগার ভাঙ্গা ঘরে এলিরে জোছনা মত ।
কি পাপে স্বরগ ছেড়ে, মমতা বিহীন পুরে,—
কাঁদিতে আসিলি শিশু প'ড়ে প'ড়ে অবিরত ॥
এত নহে স্নেহাগার, মরে মরে হাহাকার,
অনন্ত আঁধার রাশী রেখেছি হৃদয়ে ধ'রে ।
তপত দীরঘ শ্বাস, বহিতেছে বারমাস,
বিকট হতাস ছবি বিরাজিছে এ অন্তরে ॥

কি আশে হেথায় এলি, এলি কিরে পথ ভুলি,
এতটুকু স্নেহ কণা পাবিনা জীবনে তোর।
কি নিয়ে বাঁচিবি ওরে, এই বেলা যানা ফিরে,
জীবনের উষাকালে ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর॥

যারে শিশু ছুটে পালা, কেন হবি ঝালা পালা,
মায়া হীন দয়া হীন এ যেরে সাহারা মরু।
স্নেহের শীতল ছায়া, না পাবি করুণা দয়া,
মায়া হীন এ হৃদয়ে শুখায়েছে স্নেহ তরু॥

কর্ম্মের বিকট ফলে, শ্মশানের চিতা জ্বলে,
দাউ দাউ ধূ ধূ রবে এ হৃদয়ে অনিবার।
হেতা কি আসিতে আছে, কেউত আসেনা কাছে
তুই কেন এলি হেতা বুঝিতে পারিনা তার॥
তোর কি কর্ম্মের ফলে, প'ড়ে গেলি এ অনলে,
তাই হবে তানা হলে আসিবি হেতায় কেন।
ওই টুকু কচি ছেলে, তোরে বিধি দিল ফেলে,
ভুঞ্জিতে কর্ম্মের ফল আহা সে নিঠুর হেন॥

এলি যদি থাক্ তবে, জ্বালাময় এই ভবে,
জ্বলে পুড়ে ভস্ম ক'রে ক্ষয় কর্ কর্ম্ম তোর।
তপত নিশ্বাস দিয়ে, তুষিব কেমন হিয়ে,
হতাশের চুমো দিব যা আছে সম্বল মোর॥

এর বেশি অন্য আশ, কবনা আমার পাশ,
বুকের কলিজা ছিঁড়ে বাঁধা বাঁধি মায়া ডোরে।—
সে সব হবেনা হেতা, আমিরে চণ্ডাল পিতা,
থাক, যাও যাহা খুসি খুলিয়া বলিনু তোরে॥

হে গুরু মঙ্গল দাতা, স্নেহময় তুমি পিতা,
তোমার করুণা বলে ঘুরিতেছি এ সংসারে।
আর যে পারি না প্রভু, কর্ম্ম শেষ কর বিভু,
ক্ষত গাত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে বিকল করেছে মোরে॥

কে এল সন্তান রূপে, ডুবাতে কি মায়া কূপে,
আর কেন বিড়ম্বনা অধিনের মনে আর।
দেখো রেখো দয়া ময়, বড় প্রাণে ভয় হয়,
দয়া করে মহা ভয়ে ক'র প্রভু মোরে পার॥

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

৪র্থ, ৫ম, সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপাচ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌॥"

প্রার্থনা

অনন্তং তব মাহাত্ম্যং বিভূতিং চ দয়ানিধে।
লবমপ্যনুভূযাস্মি বিমুগ্ধো ভব কর্ম্মসু॥

হে বিভো করুণাময়!, তোমার মহিমার অন্ত নাই, তোমার বিশ্বব্যাপি বিভূতির পরিচয় পাইলে জীব জীবের অহঙ্কার থাকে না, এই সংসারে প্রত্যেক কার্য্যেই তোমার বিচিত্র মহিমা বর্ত্তমান, কার্য্যকালে কিছুমাত্র তোমার মহিমার অনুভব করিতে পারিলে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যাই, আবার যখন ভুলিয়া যাই, তখন অজ্ঞান অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করি।

প্রভো! যখন প্রথম সংসারে প্রবেশ করি, সেইদিন সংসারের ভাব ভাবিয়া ভয়ে কাতর হইয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম—আজ হইতে ভগবান্‌কে ছাড়িয়া আর এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছি, হতাশপ্রাণে কত কাঁদিয়া ছিলাম, কত কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা করিয়া ছিলাম, তাহা অন্তর্যামিরূপে তুমিই জানিয়া ছিলে, জগতের আর কেহ জানে না, তুমি জানিয়া ছিলে বলিয়াই নিরন্তর প্রতি কার্য্যে ভাবে ভাবে তোমার সত্তা বুঝাইয়া আমায় অভয় দিয়াছ ও দিতেছ,

বাঙ্গাবল্লতরো! একটী বাসনাও অপূর্ণ রাখিতেছ না, কার্য্য ক্ষেত্রে যতই অগ্রসর হইতেছি, সংসারে যতই বহু কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেছি, ততই যেন তোমার সর্ব্বব্যাপিত্বের অনুভব রূপ পরমানন্দ লাভে আর তুমি যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ আমার যে তোমার কৃপাভিন্ন কিছু মাত্র করিবার শক্তি নাই তাহাও অনুভব করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুসংস্কার দূর করিতে সমর্থ হইতেছি। লীলাময়! চাহিবার আর কিছুই নাই, যাহা চাহিব—তাহা তুমিই অভাব বুঝিয়া দিতেছ; তবে ব্যাকুলপ্রাণে ইহাই প্রার্থনা করি যে, তোমার লীলার মহিমা না বুঝিয়া যেন অভিমানে মত্ত ও কুপথগামী না হই। ভাবে যখন থাকি তখন ভাবি, সর্ব্বত্রই প্রেমময় শ্রীভগবান জীবের জীবনরূপে নূতন নূতন খেলা খেলিতেছেন, যেমন এই ভাব মনে আসে, অমনি প্রাণ মধুমাখা হয়, যেদিগে চাই সেই দিগেই আনন্দময়ের আনন্দ সত্তার অনুভব হইতে থাকে। দীনদয়াল! দেখ যেন ভুলাইও না, তোমার জগদ্ব্যাপিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস দাও দীন হীনের ইহাই প্রার্থনা।

দীনবন্ধু শর্ম্মা

গৃহীর সাধ্যায়ত্ব যোগ কি?

——:o:——

শ্রীভগবানকে যাহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম যোগ। যোগ—সাধকগণ মধ্যে দুইটি শ্রেণী বিভাগ আছে, এক শ্রেণীর সাধক সংসারী, অপর শ্রেণী সন্ন্যাসী। উভয় শ্রেণীর আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিলে পরস্পর বৈপরীত্য দেখা যায়, কারণ এক শ্রেণী সংযোগী, অপর শ্রেণী বৈরাগী। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের সাধন ঠিক একরূপ হইতে পারে না। গৃহী ব্যক্তির সাধনীয় যোগ অবশ্যই সন্ন্যাসী হইতে পৃথক। গৃহস্থ সম্প্রদায়ের পক্ষে কিরূপ যোগ অনুকূল, এ প্রবন্ধে ইহাই অনুশীলনীয়।

যোগ দুই প্রকার, নিরালম্ব ও সাবলম্ব। নিরালম্ব যোগে নিরাকার জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম চিন্তা, আত্যান্তিক নির্ব্বাণ গতি, সুতরাং উহা অবলম্বন রহিত।

সাবলম্ব যোগে সাকার চিন্তা, অভীষ্ট নিত্য ধামে সালোক্য বা সামীপ্য, মুক্তি গতি, সুতরাং স্বাভীষ্ট মূর্ত্তির রূপ গুণ লীলাদি উহার অবলম্বন।

সাধন অর্থ অভ্যাস পরিবর্ত্তন। জীবের বহির্ম্মুখ গতি ফিরাইয়া অন্তর্ম্মুখীন করাই অভ্যাস পরিবর্ত্তন বা সাধন। আশানুবন্ধ জীবের একটি অপরিহার্য্য অভ্যাস। সংসারী জীবের জন্ম জন্মান্তরীন চিরাভ্যস্ত আশানুবন্ধিত্ব সহজে বিরাম প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং নিরালম্ব যোগ সিদ্ধি সাংসারী জীবের অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য, সন্দেহ নাই। এই জন্যই গীতা বলিয়াছেন,—

"বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাম্ প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সু দুর্ল্লভঃ॥"

"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি" আর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" দুইটি এক কথা। বহু জন্মের পর এ রূপ ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হয়, ইহার তাৎপর্য্য বহু জন্মের অভ্যস্ত সংসার বাসনা এক জন্মে ধ্বংস হয় না, বহু জন্ম আবশ্যক। সেরূপ মহাত্মা সুদুর্ল্লভ, এ কথার তাৎপর্য্য জীবের অভ্যস্ত আশানুবন্ধিত্ব নিরালম্ব যোগ সিদ্ধির বাধক হওয়ায় প্রায় সাধককে যোগ ভ্রষ্ট হইতে হয়। এই জন্য বলা হইয়াছে, অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য।

মনুষ্যের স্বাভাবিক অবলম্বন আশা। একটি আশা পূর্ণ কি ভগ্ন হইলে অপর একটি আশাকে অবলম্বন না করিয়া মনুষ্য থাকিতে পারে না, বহু জন্ম হইতে ইহাই তাহার অভ্যাস অতএব সকল আশার পরিসমাপ্তি স্বরূপ আত্যন্তিক লয় তাহার কি সহজ সাধ্য হইতে পারে? বরং বিভীষিকা জন্মাইয়া বিচলিত করে বা যোগ নির্জ্জিত আশাঙ্কুর সঙ্গাদি পুষ্ট হইয়া সহসা বাসনা বৃক্ষে পরিণত হইয়া সাধককে যোগ ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। সুতরাং দেহাভিমানী জীবের বিদেহত্ব সাধন বহু জন্ম সাধ্য, বিঘ্ন সঙ্কুল ও দুঃখ ময়।

আশামুক্ত পরলোক গতি অপেক্ষা আশাযুক্ত পরলোক গতি সংসারী জনের সুখ সাধ্য ও নিরাপদ। সংসারে থাকিয়া আশাভ্যাস বিমুক্তি দুঃসাধ্য, কিন্তু আশাভ্যাস পরিমুক্ত না হইয়া যিনি আত্যন্তিক লয় কামনায় অব্যক্তাসক্ত চিত্তে নিরাকার ভাবনা করেন, অথচ সংসারের সকল ব্যাপারে জড়িত থাকিয়াও মুক্তত্ব প্রযুক্ত আপনাকে নির্লিপ্ত মনে করেন, মৃত্যুকালে আত্যন্তিক বিলয় চিন্তা তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিয়া নিশ্চয় তাহাকে যোগ ভ্রষ্ট করে। আকাশ পতিত

ব্যক্তির আকাশাবলম্বনে পতন নিবারণ চেষ্টার ন্যায় তাঁহার অবলম্বন হীন গতি সাংসারাগতিরই হেতু হয়। অতএব নিরালম্ব জ্ঞানযোগ অপেক্ষা সাবলম্ব ভক্তি যোগই সাংসারী জীবের সাধ্যায়ত্ত ও নিরাপদ। কারণ ভক্তিযোগ-সাধক ভগবানে সুদৃঢ় আশাবন্ধন করিয়া থাকেন এবং পরলোকে ভাবনানুরূপ নিত্যধামে দিব্যগতি প্রাপ্ত হন।

নিরালম্ব, যোগীর আত্ম নির্ভর, তাঁহারা নিজ পুরুষকার দ্বারা পুরুষার্থ সাধনে বিমুক্তি চেষ্টা করেন, তাঁহারা ভগবানের নিকট দয়া বা আনুকূল্য প্রার্থী নহেন। সাবলম্ব ভক্তিযোগে আত্ম নির্ভর নাই, সম্পূর্ণ ভগবন্নির্ভর। বালক যেমন পিতা মাতার মুখাপেক্ষী, ভক্তও সেইরূপ ভগবানের মুখ চাহিয়া, তৎ-সেবনেই রত থাকেন, আবার বালকের প্রতি পিতা মাতার ন্যায় ভক্তের প্রতি সাধনীয়া ভক্তি দেবীর ও ভক্তবৎসল ভগবানের নিয়ত আনুকূল্য বর্ত্তমান থাকে। সাধকের প্রতি সাধনীয়া ভক্তির আনুকূল্য যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে—

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥"

শ্রীভগবান কহিলেন—আমার ভক্ত যদি অজিতেন্দ্রিয় প্রায় বিষয়ে আকৃষ্ট হন, পরম পদ প্রদান সমর্থা ভক্তির প্রভাবে তিনি কখন বিষয়ে অভিভূত হন না।

ভক্তির সাধনোপযোগী কতকগুলি অঙ্গ আছে, উহার নাম ক্রিয়া-যোগ বা সাধন-ভক্তি। সকাম নিষ্কাম ভেদে এই ক্রিয়া-যোগ দুই প্রকার। ফল কামনায় সংকল্পপূর্ব্বক যে ক্রিয়া করা যায়, উহা ভক্ত্যঙ্গ হইলেও কাম্য, কাম্য কর্ম্ম ভুক্তি ফল সাধক, মুক্তি সাধক হয় না এবং ভোগান্তে উহার অবসান হয়। নিষ্কাম ক্রিয়া যোগ সংকল্প রহিত, আড়ম্বর শূন্য, ফল কামনা বর্জ্জিত। ইহার অল্প অনুষ্ঠানও মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ। সম্যগনুষ্ঠিত ভক্ত্যঙ্গ ক্রিয়া-যোগ হইতে নির্হৈতুক প্রেমোদয় হয়, এই প্রেম-যোগ অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট যোগ কিছুই হইতে পারে না। এই ভক্ত্যঙ্গ সকলের স্বাভাবিক এরূপ প্রভাব যে, মৃদৌষধির ন্যায় অজ্ঞাতসারে ভ্রষ্ট যোগীকেও যোগে প্রতি-ষ্ঠিত করে। অতএব ভক্তিযোগ সাধক অজিতেন্দ্রিয় প্রায় যদি বিষয়েও বাধ্য

হন. ঐ ভক্ত্যঙ্গ সকল যদি কথঞ্চিৎ ভাবেও তাঁহার আচরিত থাকে, তাহা হইলে তৎ প্রভাবে তাঁহাকে কদাপি বিনয়ে অভিভূত হইতে হয় না, কিম্বা ঐ সকল নিষ্কাম ভক্ত্যঙ্গ ক্রিযার অবিনাশী ফল কদাপি ধ্বংস হয় না। জননী যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে কবিযা বক্ষণাবেক্ষণ করেন, ভক্তি দেবীও সেইরূপ জননীব ন্যায় সাধককে রক্ষা কবেন। সুতবাং পতনাশঙ্কা নাই। গীতা বলিয়াছেন,-

"অপিচেৎ সুদুরাচাবো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুবেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতোহি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি॥
কৌন্তেয প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

শ্রীভগবান কহিলেন অতিশয দুবাচাব ব্যক্তিও যদি অনন্য ভাবে আমাকে ভজনা কবে, তাহাকেও সাধু বলিযা জানিও, যে হেতু সে সম্যকরূপে আমাতে নিশ্চযাত্মিকা বুদ্ধি লাভ কবিযাছে। অতএব সে ব্যক্তি আমার ভক্তি প্রভাবে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হয এবং সর্ব্বোতোভাবে শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে অর্জ্জুন। নিশ্চয জানিও আমাব ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না।

এখানেও ভক্তিযোগ—সাধবেব প্রতি ভক্তিব যথেষ্ট আনুকূল্য প্রদর্শিত হইযাছে। এই সকল ভক্তিযোগাঙ্গে ভগবানেব পূর্ণ শক্তি বিরাজিত আছে, ইহাব একাঙ্গই সাধন কর, আর বহু অঙ্গই সাধন কব, নিষ্ঠা থাকিলেই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমবত্ন লাভ হয। এই ভক্তি যোগাঙ্গ সকলের মধ্যে চতুঃষষ্ঠী ভক্ত্যঙ্গকে সাধন ভক্তি বলিযা ভক্তি শাস্ত্রে গৃহীত হইযাছে, উহার মধ্যে প্রধান ভক্ত্যঙ্গকে শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তি বলিযাই গ্রহণ কবিযাছেন, যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥

শ্রবণ কীর্ত্তন নাম লীলা গুণাদিব। স্মরণ লীলা রূপ গুণাদির। পাদ সেবন অর্থাৎ ভগবৎ কার্য্যানুষ্ঠান, পূজা, প্রণাম, দাস্য অর্থাৎ কর্ম্মার্পণ সখ্য অর্থাৎ বিশ্বাস বা আশাবন্ধন। আত্ম নিবেদন স্ব-ভোগ পরিবর্জ্জন এই নযটি ভক্ত্যঙ্গ মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, এই দুইটী অঙ্গই শ্রীভগবানের প্রীতি

প্রিয়। এই দুইটী হইতেই অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গে শ্রীভগবদানুকূল্য লাভ হয়। যথা—স্কন্দপুরাণে ভগবদ্বাক্যং—

"মৎকথা বাচকং নিত্যং মৎকথা শ্রবণে রতং।
মৎকথাপ্রীতমনসং নাহং ত্যক্ষ্যামি তং নরং॥

যিনি নিত্য আমার লীলা গুণ নামাদি কথা কীর্ত্তন করেন, ও শ্রবণে অনুরাগী হন, আমার কথাতেই যাঁহার মন সর্ব্বদা প্রীতিমান, সে মনুষ্যকে আমি কখনও ত্যাগ করি না। ইহাই শ্রীভগবানের আনুকূল্য বা ভক্ত বাৎসল্য। উক্তরূপ বিশুদ্ধ ভক্তি-যোগ-সাধকের কথা কি? নরকযোগ্য ব্যক্তিও তাঁহার নাম স্মরণ মাহাত্ম্যে মুক্ত হন। যথা—পাণ্ডব গীতায়াং ভগবদ্বাক্যং—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাম্ স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্ত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই প্রকার যিনি আমাকে নিত্যশঃ অর্থাৎ প্রতিদিন স্মরণ করেন, পদ্ম যেমন জল ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়, আমিও সেইরূপ তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধার করি। অতএব এই স্মরণরূপ ভক্ত্যঙ্গের শক্তি কত, নরক যোগ্য ব্যক্তিও যাহার প্রভাবে মুক্ত হয়, ইহা অপেক্ষা আর ভগবদানুকূল্য কি হইতে পারে? ইহাই ভক্তির প্রভাব। অতএব গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষেও এই সাবলম্বন ভক্তিযোগ সাধ্যায়ত্ব ও সুখকর। শ্রীমদ্ভাগবতে যথা—

"গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশল কর্ম্মণাং।
মদ্বার্ত্তাযাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহামতং॥

গৃহাসক্ত ব্যক্তিগণও যদি অন্ততঃ এক প্রহর কালও আমার প্রিয় পুণ্য কর্ম্ম ও আমার নাম গুণ এবং লীলা কথা প্রসঙ্গে যাপন করেন, গৃহ তাঁহার বন্ধের হেতু না হইয়া বরং সংসার মোচনের হেতু স্বরূপ হইয়া থাকে।

এই মধুরাশ্বাসই ভক্তি-যোগ-সাধকের আশা। ভক্তি-যোগ-সাধক ভক্ত-জন-বিশ্বাস সহকারে এই আশ্বাস বাক্যে নির্ভর করিয়া পরমেশ্বরে আশা বন্ধন করেন। তাঁহারা গৃহে থাকিয়া গৃহ কর্ম্ম করিয়াও ভক্তিযোগাঙ্গ সাধন প্রভাবে নিরাপদে দিব্য গতি লাভ করেন। ইহলোকাপেক্ষা অনন্ত

সুখময় ধামে আশানিবদ্ধ থাকায়, মৃত্যুও তাঁহাদের সুখকর। সাংসারী জনের পক্ষে এইরূপ ভক্তিযোগ ভিন্ন নিরালম্ব যোগ সাধন কখনই সম্ভবপর নহে; কারণ গৃহ কর্ম্ম যাঁহার অবলম্বন বা নিজ সংসারের যিনি অবলম্বন, তাহার নিরালম্ব যোগ সাধনে অধিকার নাই। কর্ম্মী জীবের জন্ম জন্মান্তরীন অভ্যস্ত স্বভাব তাহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়।

অভ্যাস পরিত্যাগ অপেক্ষা অভ্যাস পরিবর্ত্তন সহজ। অতএব সাংসারী জন সংসারে থাকিয়া যাহা কিছু করেন, ভক্তিযোগ সাধনাঙ্গ রূপে তাহাই ভগবানে প্রবর্ত্তিত বা আরোপিত করিতে পারিলেই যোগসিদ্ধগতি তৎ পরিকরত্ব লাভ করিয়া নিত্য ধামে গমন করেন।

যুক্তাহার বিহারস্য যুক্ত চেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

আহার, বিহার, কার্য্যচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ যুক্ত যোগ সাধন যোগীর দুঃখ নাশক অর্থাৎ সুখ সাধ্য হয়।

ভক্তিযোগ সাধক বৈষ্ণবগণ এই আহার বিহার কার্য্যচেষ্টা নিদ্রা জাগরণাদি, শারীর বৃত্তি সমূহ ভগবানে আরোপিত করিয়া ভগবল্লীলা স্বরূপ চিন্তা করেন এবং তৎ সেবকরূপে উপভোগ করিয়া থাকেন, অভ্যাস পরিত্যাগ অপেক্ষা এইরূপ পরিবর্ত্তন সাংসারীর সাধ্যায়ত্ব।

"যেতু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ
অনন্যেনৈব যোগেন মাম্ ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ॥

যাহারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া অনন্য যোগে আমারই ধ্যান ও উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই মৎপরায়ণ ব্যক্তিগণের মৃত্যু ও সংসার সাগর হইতে আমিই উদ্ধার কর্ত্তা।

শারীর, মানস ও দৈব এই ত্রিবিধ কর্ম্ম ভগবানে ন্যস্ত করাই সাবলম্ব যোগ, কারণ, সাবলম্ব যোগ ভিন্ন প্রকৃত কর্ম্ম সন্ন্যাস হয় না। শরীর রক্ষার্থও ভিক্ষার্জ্জন প্রভৃতি কর্ম্ম থাকে, কিন্তু যাঁহারা আহারাদি সমস্ত কার্য্যই ভগবৎ সেবা স্বরূপে ন্যস্ত করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। এই কর্ম্ম-

সন্ন্যাস গৃহস্থের গার্হস্থ ধর্ম্ম ও চেষ্টাদি যুক্ত হইলেও সেবা সম্বন্ধ হেতু বিমুক্তির হেতু। অতএব গৃহস্থের এইরূপ যোগই সুখকর॥

দীন—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।

ভাবোচ্ছ্বাস।

—:০:—

আমি শিশু, আর তুমি শিশু মোর সনে,
দিবস রজনী খেলা খেলি দুই জনে।

সংসারের অভিজ্ঞতা গিয়াছে পুড়িয়া,
তোমার প্রেমের অগ্নি সংস্পৃষ্ট হইয়া—
যখন যা আসে সখা মরমে আমার,
তাই বলি তব কাছে হৃদয় দুয়ার।

নিঃসংকোচে খুলে দিয়ে, পাগলের মত,
কিছুই না থাকে মনে, নিয়ত বিব্রত।
স্মৃতি লয়ে থাকি আমি, হাসি আর কাঁদি,
তোমারে মরমে মম কতবার বাঁধি।

আবার ছাড়িয়া দিয়া অভিমান করি,
একা থাকি দূরে দূরে, আবার শিহরি।
তোমা হতে নির্ব্বাসন করি অনুভব,
ফিরিয়া ফিরিয়া আসি, নিত্য নব নব।
এইরূপ করি খেলা, হে শিশু আমার,
ফুরায়ো এ ক্রীড়া মম, সাধ্য নাহি আর।

আমারে ছাড়িয়া যাবে হে কৃষ্ণ হে ?
হৃদয় কদম্ব মূলে বাজাও বাঁশরী ।

শ্রী:——

নাম মহিমা ।

——:০:——

জয় জয়ন্তি—যতি—

হরিনামামৃত পান, কর সবে অবিরাম, যদি পাবে হে আরাম,
বলহে বদন ভ'রি ।

এই অসার সংসারে, রসনা যদি বলে হরে,
ভবকূপাপ তাপ হরে, হরি করুণা বিতরি ।

ভবনে বনে যেথা থাক, হরি হরি বোলে ডাক,
নবজলদ শ্যামরূপ অন্তরে আঁকিয়ে রাখ,
পরিহররে সুতজায়া, ধনজন বিষয় মায়া,
হরিনাম পরম নিধি রাখহে হৃদয়ে ধরি ।
পতিত পাপী দীন অতি, গতি হীন যে আছে ভবে,
পতিত পাবন দীন তারণ হরি বোলে ডাকহে সবে,
যাতায়াত যাতনা যত, আর না ভুগিতে হবে,
ভবসিন্ধু মাঝারে হরিনাম তরিবার তরি ।
প্রবোধ বাণী মনে মাণি, পানকর দিবা বিভাবরী,
বিভাবসু-সুতভয়ে ভীত হবে না মন সবারি,
সে কালে কুলে অবহেলে যাবেহে যতনে তরি,
বারে বারে ঘুরি ফিরি ভাব বিপিন বিহারী ।

দীনহীন,
শ্রীবিপিন বিহারী দাস

অনন্ত ব্রহ্মে প্রার্থনা কি সম্ভব?

——:০:——

প্রথম প্রশ্ন এই ভাবে আসিয়াছিল, ভগবান কি সত্য সত্যই আমার প্রার্থনা শুনিয়া তাহা পূরণ করিবেন? তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে কেমন করিয়া পরিবর্ত্তন আনি।। আমার সুখ সন্তোষ বিধান করিবেন? এ ভাবিয়া আমার অশান্তি আসিল। ভাবিলাম প্রেমময় ভগবান ত হৃদয়ের সখা, তিনি যদি কথা না কন, তিনি যদি আমার কথা না শোনেন, তবে কেমন করিয়া জানিব তিনি আমার প্রেমময় এবং আমাকে ভাল বাসেন। তিনিত ভাল বাসেন, যিনি ভাল বাসেন তাঁহার সহিত সম্বন্ধ আদান প্রদান হয়, তিনিত নিষ্ক্রিয় হইতে পারেন না। অথচ আবার একদিক দিয়া দেখি তিনি পূর্ণ, বাসনাহীন, নিষ্ক্রিয়, অব্যয়, অক্ষর, অচিন্ত্য, অবাঙ্ মনসো গোচর। তিনি কেমন করিয়া আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীকে আসিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিবেন। আবার ভাবিলাম যে আমি যে প্রার্থনা করি এ সবত নিষ্কাম প্রার্থনা নহে তবে এগুলি পূর্ণ হইবে এ বিশ্বাস যদি করি, তবে এর পর পাপ পূর্ণ প্রার্থনা করিয়া তাহা পরিপূরণের জন্য ধ্রুব বিশ্বাস কি হৃদয়ে আসিবে? তাহা হইলেত সর্ব্বনাশ। এই কথা মনে হইতে দেখিলাম, আমার ভগবান আমার হৃদয় হইতে অন্তর্দ্ধান করিতেছেন, হৃদয়ে একটা চলজ্জ্যোতি রাখিয়া যাইতেছেন। কি করিব তখন প্রার্থনা করিতে যাই ভীতি আসিয়া প্রাণ অভিভূত করে, কোন পথে প্রার্থনা করিব আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হবে! প্রাণ খোলে না, কার্য্যে তেমন আর উৎসাহ পাই না, আনন্দময় আসিয়া আমার কার্য্যের উপর সুমধুর প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন না, সব যেন ব্যর্থ হইল, যাহা সমগ্র জগত ভরিয়া যে এক মনোহারিণী একতা দেখিয়া ছিলাম তাহাতে যেন স্থানে স্থানে আঘাত জনিত বিচ্ছেদ সৃজিত হইয়াছে, অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম; তখন আবার ভাবিলাম, ভগবান পূর্ণ এবং গুণ বিরহিত হইতে পারেন কিন্তু আমার কাছেত তিনি ঐশ্বর্য্য ময় শ্রীভগবান্। তিনি সেব্য আমি সেবক, আমাতে এবং তাঁহাতে যে সম্বন্ধ তার ভিতর একটা রহিয়াছে। এই সম্বন্ধের উপর আমার কর্ম্ময় জীবন

প্রতিষ্ঠিত? আমার কর্মতরঙ্গ ত হয় নাই এবং যতদিন ঈশ্বর লাভ না হইবে ততদিন কর্ম থাকিবে। সেত অনেক দূরের কথা। আমি নির্গুণ ভাবকের কথা বলিবার অধিকারী নহি, আমি সগুণ পরমেশ্বরের উপাসনা করি। আমি যদি তাঁহার ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা না করি তবে আমার অপরাধ হয়। কিন্তু সেই ঐশ্বর্য্য লাভের শেষ উদ্দেশ্য শ্রীভগবান্। যে ঐশ্বর্য্যদ্বারা শ্রীভগবানকে ত্যাগ করিয়া, যশ ও মানের আকাঙ্ক্ষা করে সে পাপে বিনষ্ট হয়। আমি জ্ঞান চাই, ভক্তি চাই, স্বাস্থ্য চাই, প্রিয়জনের মঙ্গল চাই, এর উদ্দেশ্য এমন নয় যে আমি কেবল ঐ গুলির জন্য ওগুলি চাই, আমি শ্রীভগবানের জন্যই ও গুলি চাই। কখন চাই, চাই তখন, যখন শ্রীভগবান আমাকে আমার প্রার্থিত বিষয় দিতে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই শ্রীচরণ, সেই শুধাংশু বদন দেখিয়া আমি আত্মহারা হই। সত্যই তিনি প্রার্থনা পূরণ করেন ইহার প্রমাণ কেমন করিয়া দিব? তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে কখন মনে হয় যে এ মিলনে জগতের সমস্ত মঙ্গলময় নীতি প্রবাহ আমার জীবনকে প্রক্ষালিত বিধৌত করিয়া চলিছে, তখন শ্রীভগবান আমার অস্তিত্বের মূলে থাকিয়া, আমি যেমন আছি, তেমন করিয়া সমস্ত বলেন, তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন কি করিব। আবার একবার ভাবিয়া দেখিয়া ছিলাম, আচ্ছা আমি তাঁহার প্রীত্যর্থে কাজ করি এ কেমন ভাব? তখন দেখি যে এভাবে ঈশ্বর একটু গৌন দূরে থাকেন। আচ্ছা তিনি আমার কাছে চাহেন তাই আমি দিই এ কেমন ভাব? ইহাতে আমি নিজে কতকটা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ি। আচ্ছা তিনি পূর্ণ আমি তাঁহাকে ভালবাসি সুতরাং আমার তাঁর মত হওয়া উচিত, এজন্য আমি কাজ করিব এবং ফল তাঁহার হাতে দিব এ কি প্রকার ভাব? ইহাতে অভিমান আছে ভগবান দূরে যান গৌন হইয়া পড়েন। ভাবিতে ভাবিতে যাহা মনে আসিল বড় সুন্দর, কত মধুর একবার অল্প সময় বিদ্যুতের মত আমার প্রাণে খেলিয়া গিয়াছে, আমি দেখিলাম যে যখনই আমি আনন্দ লাভ করি, তখন এই ভাব থাকে, আমি ভগবানকে ভাল বাসি তিনি আমাকে ভালবাসেন সুতরাং আমি চাহি আর তিনি দেন এই ভাবে মন তৃপ্তি লাভ করিয়াছে। আমি তাঁর কাছে চাহিব আর তিনি ভাল বাসিয়া দিবেন ইহাতে আমরা দুজনেই সংশ্লিষ্ট। কেহ দূরে নহেন। আমি চাহিয়াই কাজ করি আর তিনি সেই কাজের ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমাকে সিদ্ধি দান

করেন। প্রার্থনা করি ভগবান্ আমাকে "এদাও ওদাও" তার উদ্দেশ্য বিচার করিয়া দেখি সেও শ্রীভগবান। যেখানে ভগবানকে ছাড়িয়া উদ্দেশ্য সংসারে স্থখ হয় তখন সেই অনুভূতি আসে, যাহাকে আমরা মানসিক যন্ত্রণা বলিয়া অভিহিত করি। সুতরাং আমার বিশ্বাসের ভিতর কোন কপটতা, অথবা কল্পনা পাইলাম না। এখন চল সামনে; ভগবানকে দূরে ফেলিবার একমাত্র কারণ বিবেকের বাণী, শ্রীভগবানের আদেশ উপেক্ষা করা। আবার ভাবিতে ছিলাম ভগবানে যে বিশ্বাস রাখিব তিনি যে আমাকে সব দিবেন এবং যাহা সংসারে মান সম্মান আকর্ষণ তাহাও দিবেন এই স্বার্থে ত আমি ভগবানকে ভাল বাসি, না? ইহার মধ্যে স্বার্থ পরতা সুখ লোলুপতা নাইত? আমিত লোভে পড়িয়া যাইতে ছিনা? চিন্তা করিয়া দেখিলাম সুখ লোভ বাহিরের জিনিষ লইয়া হয়। অমুকে আমাকে একটা জিনিষ দিবে সুতরাং সেই লোভে আমি তাহাকে ভাল বাসিব কদর করিব এ স্থানে স্বার্থ পরতার কারণ সেই জিনিষটী বাহিরের এবং তাহা লাভ করিতে আমার হৃদয়ের সক্রিয়যোগ নাই। ভগবানকে ভালবাসার সঙ্গে যে সুখ এবং শান্তি আসিবে এ বিশ্বাসে উপরি লিখিত স্বার্থ পরতা নাই। তিনি যাহা দিবেন তাহা লাভ করিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমার হৃদয় কাষ করে, মস্তক অবনত করে, আত্ম ত্যাগ করে ও ভালবাসে। স্বার্থ পরতা ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত করে, প্রেম বর্ত্তমান এবং অতীত লইয়া নিবিষ্ট। স্বার্থ পরতায় ভোগ বৃত্তি অন্য সব সদ্বৃত্তিকে পীড়িত করিয়া আত্ম প্রকাশ করে। আর প্রেম লোভে সকল বৃত্তিগুলি উপযুক্ত পরিমাণে আপন আপন স্থানে কার্য্য করে। স্বার্থ পরতায় অস্থিরতা, ভগবৎ বিশ্বাসে অপরিসীম এবং ধীর আনন্দ। স্বার্থ পরতার সেবায় মানুষ যতদূর পারে আপনাকে প্রচ্ছন্ন ও দূরে রাখে কেবল একটা মূঢ় লুব্ধ ক্ষুধিত চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিকে অধীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ভগবদ্বিশ্বাসে মানুষ প্রথমেই মুগ্ধ হইয়া আপনাকে সমর্পণ করে বিক্রয় করে। তিনি যেমন দেখান তেমনি দেখে এবং সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার বহুগুণ শক্তি ও আনন্দ লাভ করে। যখন বাহিরের বিষয় লইয়া তর্ক করি, যখন প্রাণ নীরস হৃদয় মুদ্রিত এবং সাংসারিক সুখ আসিয়া মহা কলরব সংগ্রাম করিতে চায় তখন ঐরূপ চিন্তা হয় যে, বুঝি স্বার্থের জন্য ভগবানের সেবা করিতেছি। ভগবৎ অনুভূতিতে সব যায় কোন তর্ক যুক্তি থাকে না। সমস্ত দুঃখ কেমন করিয়া যায়? ইহার মূলে কি? মূলে ভগবানের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা; সে ভালবাসা

কেমন করিয়া হয়? প্রথমত খুঁজিয়া পাইনা অন্ধকারে হাতড়াইয়া হঠাৎ আলো পাইলাম। দেখিলাম ভগবান আপনি আমাকে আগেই এত ভাল বাসিয়েছেন এবং ভাল বাসিতে চাহেন যে তাহা আমি চিন্তা করিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি। আমার অতি নিকটে আসিয়া আপনি প্রেম প্রকাশ করিতেছেন। যেই এই কথা ভাবি অমনি সংসারের বন্ধন খুলিয়া যায় (সংসার আর কিছু নাই উহা সুখের স্বার্থ এবং সুখ হারাইবার ভীতি।) তখন সমস্ত প্রাণ দিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসা যায়।

সেই ভালবাসার ফলে এই মনে হয় আমার অমঙ্গল বিনাশ ও পরাজয় কিছুই নাই। অপমান, অসিদ্ধি অপবিত্রতা আমার কাছেও আসিতে পারে না ইহার ফলে অধৈর্য্য দূর হয় এবং কোন কার্য্য বাকী রহিল বলিয়া উদ্বেগ থাকে না, কারণ সকল কার্য্য ভগবানকে মনে করিয়া করা হয়, তিনি কাছে থাকিয়া হৃদয়ে থাকিয়া আমাকে সাহায্য করিতেছেন মনে হয়; কোন কায নিস্ফল এবং সামান্য বলিয়া ধারণা হয় না এর পর আর অশান্তি থাকে না ভয় দূরে যায়।

শ্রী—

নীলাচল পথে চৈতন্যদেব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(ভক্তগণসহ নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেবের গমন।)

(গীত।)

হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ, হরেহরে।
হরেরাম, হরেরাম, রামরাম, হরেহরে॥

চৈ।—(সহসা দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দ গদগদ স্বরে)

ঐ দেখ ভক্তগণ!
মেঘের কোলে পূর্ণ চন্দ্র সম
দূরে আকাশের কোলে
শ্রীমন্দির চূড়া হইতেছে প্রতিভাত।
চরণের বেগ—

মন্ত্রীভূত কোয়োনা কোয়োনা
জত—দ্রুত—দ্রুত চল সবে,
নাথের দর্শন আশে
অন্তরাত্মা অস্থির আমার।
ওহো এত দিনে বুঝি—
দুঃখ নিশা হ'ল অবসান
মোহময় শ্যামের মুরলি-রব
কানের ভিতর দিয়া পশিয়া মরমে
আবেশে বিভোর
করিতেছে অন্তর আমার।
ভক্তগণ! কর্ণ স্থির করি—
সাবধানে শুন সবে,
শ্যামের বাঁশরী
ঢালিতেছে কি অমিয় রাশি!
ওহো! মম অন্তর বাহির
পূর্ণ করি, এই অমিয় লহরী
ক্রমে ব্যাপ্ত হ'ল ত্রিভুবন,
দেখ! দেখ! পশু পক্ষী আদি বৃক্ষলতা
অবশ হইয়া
শুনিতেছে বাঁশরীর মোহন সঙ্গীত!
আহা! যাঁহার বাঁশরী
ছাড়েছেন মধুময় তান
কেমন রূপের নিধি না জানি সে জন?
বিধির কৃপায়, নয়ন পেয়েছি যদি
চল ত্বরা করি—
হেরি গিয়ে সবে সেই মূরতি মোহন।
(ক্ষণেক পলকশূন্য নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

বিগ্রহে—
দেখ! দেখ ভক্তগণ!
দেউল উপরে, নীলমণি প্রভা জিনি
কি এক সুন্দর বস্তু
বায়ুভরে হইতেছে আন্দোলিত!
নয়ন করিয়া স্থির, দেখ দেখি সবে।
(ক্ষণেক পরে) ওহো বুঝেছি বুঝেছি
এযে সুন্দর বালক এক ভুবন মোহন!
নবঘন শ্যামরূপে দিগন্ত উজলি—
শোভিতেছে, আহা মরি কিবা অপরূপ!
অরুণের প্রভা জিনি সুন্দর কিরীট
শিখি পাখা তাহার উপর—
যেন উল্লাসিত প্রাণে
খেলিতেছে সমীরণ সহ
পূর্ণ চন্দ্র জিনি
সুন্দর ও প্রসন্ন আননে
শোভিতেছে জ্যোতির্ম্ময় নয়ন কমল,
আহা! কি মোহন গ্রীবার ভঙ্গিমা
শ্যাম বক্ষস্থলে রবির কিরণ জিনি
দীপ্তিমান কৌস্তুভ রতন,
বিজলির প্রায়।
বামকরে মোহন মুরলী,
দক্ষিণ শ্রীকরে
সুপীত বসন-খণ্ড আন্দোলন করি
প্রেমভরে ডাকিছেন আমারে,
প্রভো!, প্রভো!
সার্থক নয়ন মম হ'ল এত দিনে,

প্রণমামি চরণে তোমার ।
(সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
(উঠিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে)
ভক্তগণ ।
দেখ দেখ নয়ন যদ্যাপি থাকে-
ঐ দেখ নাথের ইঙ্গিত
আমি আর ক্ষণ তরে রহিতে না পারি
চলিলাম মনো বেগে,
বড় ভাগ্য মম
প্রাণ নাথ ডাকিছেন মোরে,
শ্রবণ শকতি ; থাকে যদি তোমাদের
ঐ শুন মুরলীর তান,
ঐ শুন বাঁশরীর আকুল আহ্বান ।
যাই যাই প্রাণ ধন !
অচিরে তোমারে, বক্ষস্থলে লয়ে
জুড়াইব বিরহ তাপিত প্রাণ মম ।
(বেগে প্রস্থান)
নি ।—চল চল ভক্তগণ
চল যাই পশ্চাতে পশ্চাতে,
অহো ! অনন্ত তোমার লীলা
লীলাময় ভকত বৎসল ।
(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক ।

চতুর্থ দৃশ্য

(জগন্নাথ দেবের মন্দির-
পুজারিগণ ও সার্ব্বভৌম
উন্মত্তের ন্যায় চৈতন্য দেবের প্রবেশ)
চৈ ।—প্রভো প্রাণ নাথ !
এত দিনে হৃদয়ে বাহিরে
সম ভাবে পাইনু তোমারে
এতদিনে নিভে গেল বিরহ অনল
এবে বক্ষস্থল মাঝে
রত্নহার সম রাখিব সতত—
ছাড়িব না মুহূর্ত্তেক তরে—
(জগন্নাথ দেব কে আলিঙ্গন করিতে গিয়া
পতন ও ভাব সমাধি)
(পুজারি গণের গোলযোগ করণ,
পরে সার্ব্বভৌমের আদেশে
সকলের নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি)
সার্ব্ব ভৌম (স্বগত) কে এ সন্ন্যাসী
বিজলীর সম পশিয়া মন্দিরে
জগন্নাথে আলিঙ্গন করি
মৃত সম হ'ল ভূপতিত
কার হেন অতুল সাহস !
কিন্তু উচ্ছ্বাস দেখিয়া
মহাভক্ত বলি হয় অনুমান,
(উত্থিত হইয়া নিকটে গমন
বিস্ময় চকিত ভাবে)
হেন অপরূপ দৃশ্য
হেরি নাই এ জীবনে কভু,
হেন ভুবন মোহন রূপ
মানবের কভু কি সম্ভবে ?

রূপ যৌবনের সহ
একাধারে হেন ভাবের সংযোগ
সুদুর্ল্লভ ধরাধামে।
শাস্ত্রে মহা ভাবের লক্ষণ
পাঠ করিয়াছি,
এবে নয়নসম্মুখে
হেরিনু সে মহাভাব,
নির্ঝরের সম
নয়নেতে ঝরিতেছে বারি,
পুলক আবেশে
বিমল অপূর্ব্ব জ্যোতী
খেলিতেছে বদন কমলে।
হেম তনু কাঁপিছে সঘনে,
কণ্টক সমান লোমকূপ দিয়া
ঝরিতেছে রক্ত বিন্দু।
ওহো এ জীবনে হেন মহাভাব
হেরিবার ভাগ্য হবে স্বপনে না জানি
কিন্তু প্রাকৃত দেহেতে
হেন অলৌকিক ভাব কভু না সম্ভবে
ফলে, জগন্নাথের কৃপায়
স্বার্থক জনম মম হ'ল এতদিনে,
এবে, যদবধি বাহ্য জ্ঞান নাহি হয়
লয়ে যাই আশ্রমে আমার
পরে ভাব ভঙ্গ হ'লে
যে আদেশ করিবেন পালিব যতনে।
(প্রকাশ্যে পূজারি গণের প্রতি)
হে পূজারি গণ।
সাবধানে এই মহাত্মারে।
লয়ে চল আশ্রমে আমার,
দেখো কোন রূপে
অঙ্গে যেন ব্যাথা নাহি লাগে
দিব তোমাদের
মনোমত পুরস্কার।
(সার্ব্ব ভৌমের পশ্চাতে পশ্চাতে
চৈতন্য দেবকে বহন করিয়া
সকলের প্রস্থান)

সমাপ্ত।

শ্রীহ——শর্ম্মাঃ——

কলিকাতা হইতে হিমালয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তখন আলোক হস্তে সেই রমণী প্রথমে চলিল। তাহার পশ্চাতে ব্রহ্মচারী মহাশয়। সর্ব্বশেষে সেই বাঙ্গালী রমণী গুহাদ্বার বন্ধ করিয়া চলিল। সেই সুড়ঙ্গবৎ পথ মধ্যে প্রায় দশ মিনিট কাল এই ভাবে অতীত হইল। মধ্যে মধ্যে সেই বাঙ্গালী রমণী কহিতে লাগিল, এই স্থানে মস্তক নীচু করিয়া আসিবেন, কেন না মাথায় লাগিবে, এবার ডানদিকে, এবার সমান। দশ মিনিট পরে অপেক্ষা কৃত উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্ধারিত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় দেখিলেন যে স্থানটী উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত। মধ্যে প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ ও তদপেক্ষা কিঞ্চিন্ন্যূন প্রস্থ, এরূপ এক উন্মুক্ত স্থান রহিয়াছে। তিনি দেখিলেন, চারিটি পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী রমণী একস্থানে বসিয়া কি কথোপকথন করিতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে আসিয়া প্রণাম করিল। সকলেরই পরিধান গৈরিকবসন, আলুলায়িত কেশ, ভৈরবীর বেশ।

বাঙ্গালী রমণী পূর্ব্বদিন যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোনও কথা উত্থাপন করে না দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কি এই স্থানেই দুই জনে ছিলে ?

বাঙ্গালী রমণী কহিল, আজ্ঞে হঁ্যা।

ব্রহ্মচারী মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কে ?

রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, ইহারা এই স্থানেই থাকে।

এই কথা বলিয়া মুচকে মুচকে হাসিতে লাগিল। অপর তিনটীও সেইরূপ হাসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, একটী বাঙ্গালী,

একটী তৈলঙ্গী, তৃতীয়টী হিন্দুস্থানী, চতুর্থটী বাঙ্গালী অঞ্চলের। সকলেই সকলের কথা বুঝিতে পারে কিন্তু কেহ পরিষ্কার রূপে অপরের বুলি বলিতে পারে না। ইহাতে বুঝিলেন যে সকলেই অনেক দিন হইতে একসঙ্গে বাস করিতেছে, নতুবা এরূপে পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিত না। এই সমস্ত দেখিয়া ও তাহাদের ভাব ভঙ্গীতে বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাদের উদ্দেশ্য ভাল নহে। কোন কথা কহিলেন না। স্থানটী যদিও দৃশ্য মনোহর, তথাপি ক্ষণমাত্রও তাঁহার তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবেন, মনে করিলেন। কিন্তু গুহা মুখে আসিয়া দেখিলেন, তালাবদ্ধ লৌহের পাত দ্বারা এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে মনুষ্যের সাধ্য নহে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। সে সম্বন্ধে নিরাশ হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে এক প্রকার বন্দী হইয়াছেন। গুহা মুখ হইতে ফিরিবার সময় দেখিলেন সুড়ঙ্গের মধ্যে সেই বাঙ্গালী রমণী রহিয়াছে।

রমণী জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে আসিয়াছেন যে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইল কিন্তু দেখিলাম দ্বার বন্ধ।

রমণী কহিলেন কেন বেড়াইবার জন্য যথেষ্ট স্থান ইহার মধ্যে আছে। দ্বার এইরূপ বন্ধ ই থাকে। মধ্যে মধ্যে আহার্য্য দ্রব্য আনয়নের জন্য খোলা হয়, তৎপরে একটু ভঙ্গী ভাবে কহিল, কেন, এ জায়গা কি ভাল লাগ্‌ছে না? ব্রহ্মচারী মহাশয় এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না।

সেই রমণী চতুষ্টয় ঠিক জানে যে, তিনি কোনও মতেই বাহিরে যাইতে পারিবেন না। তজ্জন্য নিশ্চিন্ত ছিল। তিনি একে একে সমস্ত দেখিলেন কোনও দিকে কোনও রাস্তা দেখিতে পাইলেন না পর্ব্বত গুলির উপর উঠিয়া দেখিলেন যে কিয়দ্দূর উঠিবার পর আর দেখা যায় না। কোন স্থান বা গুল্ম পাতায় পরিপূর্ণ, কোন স্থান বা কণ্টকাকীর্ণ এবং সর্ব্বত্রই এরূপ উচ্চ উচ্চ প্রস্তর রহিয়াছে যে, তাহা অতিক্রম করা মনুষ্যের অসাধ্য, ক্রমে তাঁহার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। তাহাদের ব্যবহারও এরূপ হইতে লাগিল যে তাঁহার পক্ষে তাহা একরূপ অসহ্য হইয়া উঠিল।

একদিন প্রত্যূষে উঠিয়া পাদচারণ করিতেছেন, দেখিলেন যে সেই বাঙ্গালী রমণী তাঁহার নিকট হইতে অল্প দূরে অথচ তিনি দেখিতে পান এরূপ ভাবে উলঙ্গ

হইয়া কাপড় কাটিতে আরম্ভ করিল। তিনি আর কি করিবেন তৎক্ষণাৎ অন্যত্র গমন করিলেন বটে কিন্তু তদবধি আর নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আপনার গুহা ত্যাগ করিতেন না।

এইরূপে দুই চারিদিন গত হইলে এক দিন রাত্রি কালে বাঙ্গালী রমণী আসিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করিল এবং একথা ওকথা কহিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমাদের কি পছন্দ হয় না?

তিনি গম্ভীর ভাব ধারণ পূর্ব্বক এরূপ ভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে সে ভয়ে সেস্থান হইতে চলিয়া গেল।

সেই রাত্রিতে চারিজনে পরামর্শ করিতে লাগিল। বাঙ্গালী রমণী কহিল আমার দ্বারাত ভাই হবেনা।

হিন্দুস্থানী রমণী কহিল যদি আমাদের দেশের লোক হইত দেখতুম কেমন সাধু। সাধুগিরি ভেঙ্গে দিতুম। মেয়ে মানুষের কাছে কি পুরুষ মানুষের জারিজুরি থাকে। তাতে আবার সাধু।

কাশ্মীরী রমণী কহিল ঠিক কথা সংসারী হলে তবু একটু কথা থাকত তাদের এ সব লোককে বশ করিতে কতক্ষণ।

তৈলঙ্গ রমণী বাঙ্গালী রমণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল তোমাদের দেশের লোক, আমাদের নিয়মমত তোমাকেই প্রথমে চেষ্টা করে দেকতে হবে। তা না পারত একদিন সকলে মিলিয়া ওর কাছে যাব। ওর ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করব তবে অন্যকাজ।

একথা শুনিয়া কাশ্মীরী রমণী কহিল তাত ঠিক কথা। ওদের ব্রত ওরা বজায় রাখিবে আর আমরা আমাদের ব্রত বজায় রাখতে পারব না। কত সাধু ঘোল খেয়ে গেল।

সঙ্গিনী দিগের এই সমস্ত কথা শুনিয়া বাঙ্গালী রমণী কহিল আমিত ভাই সাধ্য মত চেষ্টা করেছি। আমি আর একা ওঁর কাছে যাব না।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া পরদিন রাত্রি প্রায় দশটার সময় সকলে মিলিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি প্রমাদ গণিলেন। তখন উপায়ান্তর

না দেখিয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সমস্ত স্মরণ হইতে লাগিল। তন্মধ্য হইতে একটী কথা মনে উদয় হইল, তিনি বলিয়া ছিলেন যে, যে পথ তুমি অবলম্বন করিয়াছ দেখিবে ইহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হইবে কিছুতেই বিচলিত হইবে না। বীরের মত আপনাদের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সাধন পথে অগ্রসর হইয়া যাইবে। আর এক কথা তিনি বলিয়াছিলেন আমার নিকট যে কয় দিন ছিলে যেমন পিতার নিকট পুত্র থাকে সেই ভাবেই ছিলে। কোনও বিপদ আপদ তোমায় স্পর্শ করিতে পারে নাই এক্ষণে এই পৃথিবী মধ্যে একাকী বিচরণ করিতে হইবে অতি সাবধানে থাকিবে। প্রমানন্দের সঙ্গ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন তাহাও মনে হইল।

গুরুদেবকে স্মরণ করিতে করিতে এবং তাঁহার এই সমস্ত উপদেশ মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে তাঁহার মনের একরূপ এক অবস্থা হইল যে তিনি স্থির অচল ভাবে বসিয়া রহিলেন। দৃষ্টি স্থির হইল এবং বলিতে লাগিলেন "তুমি বল আমি মরি" "তুমি বল আমি মরি"

তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া রমণী চতুষ্টয় ভীত হইল। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্ব রাত্রিতে পরামর্শ করিয়া বিবিধ আয়ুধে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। কেহ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ ভাবে, কেহ বা আলুলায়িত কেশে, কেহ বা কটাক্ষবান হানিতে হানিতে। বাঙ্গালী রমণীটী পূর্ব্ব রাত্রির ব্যবহারে ভীত হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে আসিয়া ছিল। এক্ষণে সকলের সমান অবস্থা হইল। তাহারা আপন আপন অস্ত্র সম্বরণ করিল এবং তাঁহার পদ প্রান্তে বসিয়া এক দৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাঁহার মুখে কেবল ঐ এক বুলি "তুমি বল আমি মরি, তুমি বল আমি মরি।"

তাহারা নানা উপায়ে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিছুতেই কিছু হইল না। তখন তাহারা চারিজনে মিলিয়া ধরিয়া তাঁহাকে কম্বলের উপর শয়ন করাইল।

পরদিন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে চিকিৎসক আনাইল। চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। আজ কাল কার পাশ্চাত্য জগতের চিকিৎসক হইলে তাঁহার শোণিতে কোন না কোন রোগের বীজানু দেখিতে পাইতেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তখন সভ্যতা স্রোত এতটা প্রখর হয় নাই। স্রোতের বেগ পল্লীগ্রামের সেই শান্তি প্রদ স্থলে প্রবেশ লাভও করে নাই সুতরাং রোগ নির্ণয় হইল না। এইরূপে দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল। কেবল অল্প অল্প দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন।

একদিন মন্দ মন্দ প্রাতঃসমীরণ স্পর্শে যেন কিছু সুস্থ বোধ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন নিকটে বাঙ্গালী রমণী বসিয়া।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি এখানে এরূপ ভাবে বসিয়া কেন?

রমণী কহিল আপনার সেবার জন্য বসিয়া আছি।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আমার কি অসুখ হইয়াছে, আমিত বেশ আছি তবে একটু কাহিল বটে।

রমণী তখন অধিক কথা কহা উচিত নহে বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ব্রহ্মচারী মহাশয় অল্প পরিমাণে দুগ্ধ পান করিলেন। অপর তিনটী রমণী বাহিরে বসিয়াছিল। উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া ভিতরে আসিল তাহাদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের একে একে সমস্ত কথা স্মরণ হইতে লাগিল। কিরূপে তাহারা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে আসিয়াছিল কিরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, কিরূপেই বা তিনি গুরুদেব ও তাঁহার উপদেশ সমূহ স্মরণ করিতে ছিলেন, সমস্তই পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল তিনি আর একবার তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন তাহাদের হৃদয়ের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহারা অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তাঁহার মনে অনুকম্পার উদয় হইল এবং গুরুদেব যে বিষয় কূপ নিমগ্ন জীবের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সৎপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন তাহাও মনের মধ্যে উদয় হইল।

তিনি তখন আর কিছু বলিলেন না। আস্তে আস্তে পুনরায় শয়ন করিলেন।

কিন্তু কিয়দ্দিবস গত হইলে যখন সুস্থ ও সবল হইলেন তখন তাঁহার সে স্থান পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল। দেখিলেন গুহাদ্বার আর বন্ধ নাই। যথেচ্ছভাবে পর্ব্বত পিঞ্জর হইতে বাহিরে যাইতে লাগিলেন আবার ভিতরে আসিতে লাগিলেন।

একদিন তিনি বাঙ্গালী রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমায় সেদিন যেসমস্ত কথা বলিয়াছিলে সে সমস্ত কি মিথ্যা।

রমণী কোন উত্তর প্রদান করিল না, সলজ্জ ভাবে মস্তক অবনত করিয়া রহিল।

তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের এরূপ ভাবে থাকিবার উদ্দেশ্য কি, তোমাদের পরস্পর আলাপ হইল কি প্রকারে, তোমরা ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী দেখিতেছি, কত বৎসর ধরিয়া এস্থানে আছ।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রশ্নে রমণী সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক কহিল, কাশীতে আমাদের চারিজনের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। সকলেই বেশ্যাবৃত্তি পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতাম। একদিন কোন ধনীর প্ররোচনায় কোন সাধুকে সাধন ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আমরা চারিজনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে এরূপ ভাবে আর থাকিব না। ভৈরবীর বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সাধু সন্নাসীদিগের ব্রত ভঙ্গ করাই জীবনের প্রধান ব্রত করিতে হইবে। নতুবা এ যৌবন রূপ লাবণ্য সমুদায়ে প্রয়োজন কি তৈলঙ্গী রমণী এ স্থানের সন্ধান জানিত। তাহার সহিত আমরা সকলে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রায় দুই বৎসর এই স্থানে আছি এখানে আসিয়া অবধি আমরা একবারও বিফল মনোরথ হই নাই। কেন না সন্ন্যাসীরা সকলেই বাহিরে গৈরিক বসন পরিধান করে। মনের ভিতর আর সাদা রাঙ্গা নাই, সব সমান। আমরা একটী নিয়ম করিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালী সাধু হইলে আমি তাহাদিগকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিব, দক্ষিণের হইলে তৈলঙ্গী রমণী, উত্তরাখণ্ডের হইলে হিন্দুস্থানী রমণী ও

অন্য কোন স্থানের হইলে কাশ্মীরী রমণী এ ভার লইবে। তাই আপনাকে বাঙ্গালী দেখিয়া পূর্ব্ব হতেই আমি ঐ স্থানে বসিয়া ছিলাম। আমরা দিনের বেলায় সাধুর প্রতীক্ষায় এ দিকে ও দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। আপনার নিকট আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইল। আপনি যদি কৃপা পূর্ব্বক আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করেন তাহা হইলে আমরা বৃন্দাবনে যাইয়া কোন নিভৃত নিকুঞ্জে ভগবানের নাম করিতে করিতে অবশিষ্ট জীবন অতি বাহিত করিব। আর এ পাপ পুরীতে থাকিব না, এ পাপ কার্য্য আর করিব না; আমাদের সকলেরই এই একই মত।

ব্রহ্মচারী মহাশয় সমস্ত শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিত আশ্বস্থ হইলেন এবং গুরুদেবের কৃপায় এক মহাবিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন মনে করিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, অনুতাপানলে তোমাদের মনের মলিনতা অনেক অপগত হইয়াছে, কল্যই তোমরা এস্থল হইতে বৃন্দাবন যাত্রা কর, আমি পরে যাইব দেখিও এক্ষণে তোমাদের মনের যে রূপ অবস্থা কখনও যেন ইহার ব্যতিক্রম না হয়, দিবানিশিই ঈশ্বর ধ্যানেই থাকিবে তাঁহার নাম স্মরণ করিবে, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

বাঙ্গালী রমণী তাহার সঙ্গিনীদিগকে সমস্ত কথা বলিল তাহারাও পরদিন ব্রহ্মচারী মহশয়কে প্রণাম করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিল, তিনিও তাহার পর সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তিনি গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ইচ্ছা যত শীঘ্র পারেন বিখ্যাত তীর্থ গুলি দর্শন পূর্ব্বক প্রেমানন্দের নিকট উপস্থিত হন, প্রত্যাগমনের সময় বিপিন বিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য থাকায় উড়িষ্যার পথ দিয়া কলিকাতায় যাইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিবার সময় দুর্ভিক্ষের পেষণে শত শত নর নারীর কঙ্কালসার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার করুণ হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি কমিসনারের সাহায্য লইয়া একটি সাহায্য ভাণ্ডার খুলিলেন, বিপিন বিহারী এক্ষণে একজন খ্যাতনামা উকীল হইয়াছেন, তিনি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অনুরোধে কলিকাতায় সাধারণ ও ধনী সমাজ হইতে বিস্তর টাকা চাঁদা তুলিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন, নিজ হইতে

অনেকগুলি টাকা দিয়া একটি অনাথ আশ্রম প্রস্তুত করিয়া দিলেন, অনেক গুলি অনাথ বালক বালিকা সেই আশ্রমে প্রতিপালিত হইতে লাগিল, এইরূপে তিনবৎসর অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া তিনি একটি স্থায়ী আশ্রম ও ধন ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অভিভাবকরূপে অনাথ বালক বালিকাদিগকে নানারূপ কার্য্যকরি শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মন কর্ম্ম স্রোতে ভাসমান হইতেছিল এবং তাঁহার ঊর্দ্ধমুখীয় আশক্তির স্রোত অলক্ষিত ভাবে নিম্নগা হইয়া মায়িক জগতে গুপ্ত স্থান পুনঃঅধিকার করিবার উপক্রম করিতেছিল অনাথ শিশুদিগের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে ছিলেন ও দয়ার ছদ্মবেশে মায়া তাঁহাকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সেই পতনোন্মুখ অবস্থায় গুরুকৃপায় তিনি প্রেমানন্দের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন।

সেই পত্র খানি এই—

বৎস!

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম তুমি পরহিত ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, বাধা দিবনা; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তুমি মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ, সুতরাং আমি নিবারণ না করিলে তোমার প্রতি আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম অসম্পূর্ণ থাকে, অতএব সাবধান, দয়ার ছদ্মবেশে মায়া তোমাকে ছলনা করিতেছে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইও না, সন্ন্যাসী হইয়া গৃহীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিও না, ভ্রম সংসোধন কর, সন্দেহ হয় অন্তরস্থ গুরু সত্বাকে জিজ্ঞাসা কর এবং তথা হইতে যে বিবেকবাণী উত্থিত হইবে তদনুযায়ী কার্য্য কর। বৎস! সময় অমূল্য জানিও, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সীমাবদ্ধ সময় বৃথা নষ্ট করিও না—

মঙ্গলাকাঙ্খী

প্রেমানন্দ।

পত্র খানি পাঠ করিয়া তিনি চমকিত হইলেন, নয়ন হইতে যেন একটি আবরণ খসিয়া গেল, মনে মনে প্রেমানন্দকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন, এবং যত শীঘ্র পারেন সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া প্রেমানন্দের নিকট উপস্থিত হইতে কৃত সংকল্প হইলেন।

সে রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইল না, পত্রখানি পুনরায় পাঠ করিলেন, গুরুদেবের উপদেশগুলি যেন নূতন ভাবে তাঁহার হৃদয়ে ধ্বনিত হইতে লাগিল, তিনি বলিয়াছিলেন, "বৎস! যদি কখনও ভ্রমে পতিত হও, ঈশ্বর কৃপায় যে মুহূর্ত্তে ভ্রম বুঝিতে পারিবে, তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইবে, একটি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ বলিয়া যেন সাধনমার্গ ত্যাগ করিও না। পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে সাধনে চিত্ত নিবেশ করিবে, ভ্রমের জন্য মনকে অবসন্ন হইতে দিবে না, সময়কে অমূল্য বলিয়া জানিও।"

এইরূপ নানা চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল, প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিয়া তিনি বিপিনবিহারীকে তাঁহার নিকট আসিবার জন্য একখানি পত্র লিখিলেন পরে আশ্রমের কিরূপ বন্দবস্ত করিবেন সেই চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন।

বিপিনবিহারী আসিলে তিনি তাঁহাকে প্রেমানন্দের পত্র দেখাইলেন ও নিজ অভিমত প্রকাশ করিলেন, বন্ধুর প্রস্তাব যুক্তি সঙ্গত বোধে বিপিনবিহারী অনুমোদন করিলেন, পরে উভয় বন্ধুতে মিলিয়া আশ্রমের সমস্ত বন্দবস্ত করিলেন মধুসূদন নামে এক জন বিশ্বাসী ও সুদক্ষ ব্যক্তির হস্তে আশ্রমের ভারার্পণ করিয়া রাত্র থাকিতেই উভয় বন্ধুতে আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

বিপিন বিহারী এ ক্ষেত্রে গৈরিক বসন পরিধান করিয়া সন্ন্যাসী বেশে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত পদব্রজে যাত্রা করিলেন। তিনি সুখী ব্যক্তি বলিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রথমে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া পরিশেষে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু পাছে বিপদ ঘটে বলিয়া বেশী টাকা সঙ্গে লইতে নিষেধ করিলেন এবং একমাসের খরচ মাত্র সঙ্গে লইয়া শ্রীক্ষেত্রের পথ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন, কেন না বিপিন বিহারীর ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে ৺জগন্নাথ দর্শনপূর্ব্বক ক্রমে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ তীর্থগুলি দর্শন করিতে করিতে কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং তথা হইতে বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পথে—

রথযাত্রার পাঁচ সাত দিবস পূর্ব্বে পুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হইল না। অঙ্গ রাগ হইতেছিল। দেখিলেন রথ প্রায় প্রস্তুত

হইয়াছে স্তম্ভ মাত্রই অবশিষ্ট আছে। আঠার নালার নিকটে কাশ্মীর নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ পণ্ডিতের ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। একটী বৃদ্ধ পরমহংসের উপর ধর্মশালার ভার ন্যস্ত। তাঁহার এক শিষ্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার নিকটে আছেন। ইতি পূর্ব্বেই ধর্মশালা প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ক্রমে যাত্রীরা নিম্নে স্থান না পাইয়া ছাদের উপর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

বিপিনবিহারী ইতিপূর্ব্বে একবার পুরীতে আসিয়াছিলেন। একণে উভয়ে মিলিয়া দর্শন যোগ্য স্থল গুলি দেখিয়া লইলেন। চৈতন্যদেব কাশী মিশ্রের বাটীতে যে কুটরী মধ্যে আঠার বৎসর ছিলেন তাহা দেখিলেন, কুটরীটী প্রায় পাঁচ বর্গহস্ত পরিমিত। পূজারি ঠাকুর চৈতন্যদেবের ব্যবহৃত কন্থার অংশ, কমণ্ডলু ও জলপাত্র দেখাইল। এক স্থানে দেখিলেন চতুর্দ্দশ মাদলের চারিটী মাদল রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন এ গুলি কি সেই প্রাচীন মাদল। উত্তরে জানিলেন যে, মেরামত করিতে করিতে সমস্তই বদল হইয়াছে। যেখানে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সহিত তাঁহার বেদান্ত সম্বন্ধে বিচার হইয়াছিল সে স্থানে দেখিলেন, প্রাচীরে ষড়ভুজ মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে এবং যে গদিতে বসিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় বিচার করিয়াছিলেন সে গদিও রহিয়াছে। সিদ্ধ বকুল, হরিদাস ঠাকুরের সমাধি, শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত গোবর্দ্ধন মঠ দেখিলেন। মঠের মোহন্তের নিকট শুনিলেন পূর্ব্বে মঠটী উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত ছিল। একণে সমুদ্রতীর হইতে বালুকারাশি আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করায় স্থানটী বহির্ভাগ হইতে দৃষ্টি গোচর হয় না।

একজন ভদ্রবংশ সম্ভূত বাঙ্গালী বৈরাগী জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে গরুড়স্তম্ভের পশ্চাদ্ভাগে বাম পার্শ্বে প্রাচীরে যে স্থানে দাঁড়াইয়া চৈতন্যদেব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেন সে স্থান দেখাইলেন। বলিলেন প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরের গাত্রে দুই তিনটি অঙ্গুলি চিহ্ন রহিয়াছে। নিম্নভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন এই স্থানে যে প্রস্তর খণ্ড ছিল তাহাতে তাহার পদ চিহ্ন আছে। অমুক স্থানে উঠাইয়া লইয়া রাখিয়াছে। গরুড় স্তম্ভের সম্মুখে যে এক বর্গ হস্ত পরিমিত গর্ত্তটী দেখিতেছেন, এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া মহাপ্রভু শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেন আর তাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু বহির্গত হইয়া ঐ গর্ত্তে

যাইয়া পড়িত। ইত্যাদি বলিয়া যে স্থানে পদচিহ্ন আছে লইয়া গিয়া দেখাই-লেন। বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রস্তরের উপর এই প্রকার অঙ্গুলির ও পদের চিহ্ন কিরূপে হইল? বৈরাগী ঠাকুর কহিলেন "প্রেমেতে গলয়ে শীলা" ইহা কি জানেন না? এইরূপে অন্যান্য দর্শনযোগ্য স্থান সমূহ দেখিয়া জগন্নাথ দেবকে রথে দর্শন করিয়া উভয়ে পুরী পরিত্যাগ করিলেন।

পরে সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর দেখিলেন। ভুবনেশ্বরের পাণ্ডারা কহিল, একটী কম এক লক্ষ শিবলিঙ্গ আছে। ব্রহ্মচারী মহাশয় কিম্বা বিপিনবিহারী কাহারও গণিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল না। বিশেষ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ইচ্ছা, যতশীঘ্র পারেন প্রেমানন্দের নিকট যাইয়া উপস্থিত হন। তাই তাঁহারা পাণ্ডা-দের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। কাটযুড়ী, মহানদী পার হইলেন। এইরূপে স্বভাবের শোভা দর্শন ও পথি পার্শ্বস্থ তীর্থগুলি ভ্রমণ করিতে করিতে নারায়ণ গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নারায়ণ গড় পর্য্যন্ত আসিয়া বিপিনবিহারী আর চলিতে পারিলেন না। কঙ্করময় রাস্তা চলিতে চলিতে তাঁহার পায়ের তলায় ফোস্কা হইয়া পড়িল। অগত্যা কোনও স্থানে কয়েক দিবস থাকিবেন স্থির করিলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় বলিলেন কেমন, বেড়াইয়া সাধ মিটিয়াছে ত? এবার ভাল হলে গাড়ী করবে ত?

বিপিনবিহারী কহিলেন, সে যা হয় হবে। এখন থাকবার যায়গা দেখ দেখি। আমি ত আর চলতে পারি না।

এই বলিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় আশ্রয় অন্বেষণার্থ বহির্গত হইলেন। কেহই স্থান দিতে চাহিল না। সূর্য্যদেব বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য অস্তগিরিতে অবতরণ করি-লেন। অবশেষে এক সূত্রধর কেবল সেই রাত্রির জন্য স্থান দিতে চাহিল। তিনি আসিয়া বন্ধুকে সে কথা বলিলেন। বিপিনবিহারী কহিলেন, আচ্ছা, চল।

যাইতে যাইতে বলিলেন, একজন মুসলমান ভদ্রলোক আমাকে ঐরূপে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আমার নিকট আসিয়া বসিলেন এবং আমার অবস্থা অবগত

হইয়া বলিলেন, "আপনারা যদি মুসলমান হইতেন আমি স্থান দিতে পারিতাম। কিন্তু আপনারা রাত আর আমার নিকট থাকিবেন না। তবে একটী স্থান বলিয়া দিতে পারি। এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ উত্তরে একটী ঠাকুর বাড়ী আছে। এই রাস্তার ধারেই, অর্দ্ধ ক্রোশ আন্দাজ পশ্চিম দিকে। জিজ্ঞাসা করিলেই বলিয়া দিবে, সকলেই জানে। যাত্রীরা সেখানে আসিয়া বিশ্রাম করে। যাহার যতদিন ইচ্ছা, থাকে, কোনও আপত্তি নাই। ঠাকুর বাড়ীটী পুরীযাত্রীর একটী প্রধান আড্ডা। আপনারা যদি মুসলমানের দান গ্রহণ করেন, আমি গাড়ী ভাড়া দিতে পারি। গাড়ী না করিলে আপনি যাইতে পারিবেন না।" মুসলমানের এই কথা শুনিয়া তাঁহার সহৃদয়তার সুখ্যাতি করিয়া কহিলাম, গাড়ী ভাড়ার টাকা আমাদের নিকট আছে আপনাকে আর দিতে হইবে না। তবে আজ আর যাওয়া হইবে না। কোন মতে এই গ্রামেই থাকিতে হইবে। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া মুসলমানটী চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, সে সব কথা সূত্রধরের বাটীতে যাইয়া হইবে, এখন আস্তে আস্তে চল। এইরূপে উভয়ে সেই সূত্রধরের বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।"

" সূত্রধর অতি যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা করিল। গরম গরম মুড়ি ভাজিল। তালের গুড় এবং গাছ হইতে একটী পাকা পেঁপে আনিয়া প্রদান করিল। ঠাকুর বাড়ী সম্বন্ধে কথা উত্থাপিত হওয়ায় বলিল, "ঐ দিকের একখানি গাড়ী আমাদের গ্রামে আসিয়াছে, কাল প্রাতেই যাইবে।, আপনাদিগকে লইয়া যাইতে পারিবে। আচ্ছা, আমি তার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। ঠাকুর বাড়ীর সাধুটী খুব ভাল মানুষ, চেলা গুলিও বেশ লোক।' তবে, কেমন একটা রব উঠেছে, ওখান থেকে মাঝে মাঝে মানুষ উড়ে যায়। যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবেন।" বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন "মানুষ উড়ে যায় কি রকম? এ গ্রামে ত আর স্থান পাওয়া যাবে না, ঐ খানেই দিনকতক থাকতে হবে।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর বাড়ী।

ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সাধুটীর বয়স ষাট বৎসরের উপর হইবে। দেখিয়া বোধ হয়, যৌবনে শরীরে অপরিমিত বল ছিল। এক্ষণে

চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মস্তক জটাজুট পরিপূর্ণ, শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু বদন মণ্ডলের শোভা সম্পাদন করিতেছে। মস্তকে যেরূপ কয়েক বৎসরের ময়লা সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, শ্মশ্রু সম্বন্ধে সেরূপ অবস্থা নাই। দিনের মধ্যে দুই তিন বার চিরুণি সংযোগে তাহার সংস্কার করা হয়। প্রত্যহ নিয়মপূর্ব্বক গোপালজীর পূজা করেন। চারি পাঁচটী শিষ্য রহিয়াছে। সকলেই বলিষ্ঠ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সকলেরই পরিধান গৈরিক বসন। অভ্যাগত, অতিথিদিগের প্রতি যত্নের ক্রুটি নাই। তজ্জন্য সাধু সন্ন্যাসী হউক, আর গৃহী হউক, কেহ আসিলে শীঘ্র ঠাকুর বাড়ী হইতে যাইতে চাহে না। দুই চারি দিন করিয়া সকলেই থাকিয়া যায়। গোপালের দুইবার ভোগ হয়। সকলেই প্রসাদ পায়। প্রাতে অন্নভোগ হয়, রাত্রে মালপুয়া। ঠাকুরের আয় নিতান্ত কম নহে। নিষ্কর ভূমি আছে, তাহাতে উৎপন্ন চাল, ডাল প্রভৃতি ঠাকুরের ভোগে ব্যয়িত হয়। পাঁচ সাতটী গরু আছে, তাহাদের দুগ্ধও ঠাকুরের ভোগে লাগে।

পাঁচ রাত্রি নির্ব্বিবাদে গত হইল। বিপিনবিহারী অনেক সুস্থ হইলেন। সাধুটী কাহারও সহিত বেশী কথা কহেন না। শিষ্যেরাও আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত। অভ্যাগত অতিথি সকলে আমোদ আহ্লাদে দিনাতিপাত করে। কাহারও ইচ্ছা হয় ত ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু দেয়, যাহার কিছু নাই, তাহার নিকট হইতে আদায়ের জন্য পীড়ন করা হয় না। তবে অনেকেই যাইবার সময় কিছু না কিছু দিয়ে যায়। সাধু সন্ন্যাসিরা কিছু দেয় না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বিপিনবিহারী তাঁহাদের নিকট যে যৎসামান্য টাকা আছে তাহা প্রকাশ করেন নাই, গুপ্তভাবেই রাখিয়াছেন। সঙ্কল্প—যাইবার সময় ঠাকুরের ভোগের জন্য কিছু দিয়া যাইবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুর বাড়ী হইতে কবে প্রস্থান করিবেন পরামর্শ করিতেছেন এমন সময়ে দেখিলেন, অশ্বারোহণে একটী পুলিশ কর্ম্মচারী ঠাকুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একটী কুকুর। পুলিশ কর্ম্মচারীটী সাহেব। বিপিনবিহারী আত্ম পরিচয় গোপন করিয়া সাহেবের সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। মন্দিরের সম্মুখে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন। চতুর্দ্দিকে চারি পাঁচ হাত উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। কুকুরটী তাহার মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাহেব দেখিলেন, কুকুরটী কি দেখিয়া চীৎকার করিতেছে।

তিনি নিকটে যাইয়া কুকুরটীকে শান্ত করিয়া বিপিনবিহারীর সঙ্গে দুই একটী কথাবার্ত্তা কহিয়াই চলিয়া গেলেন। কি জন্য আসিয়াছিলেন, এবং কেনই বা অত শীঘ্র চলিয়া গেলেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। কেহ কিছু সন্দেহ করিল না।

ঠাকুর বাড়ী হইতে লোক উড়িয়া যায়, একথা পুলিশের কর্ণগোচর হওয়ায় অনুসন্ধানের জন্য সাহেবটী আসিয়া ছিলেন। বিপিনবিহারীর সঙ্গে সামান্য দুই চারিটী কথা আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র, এবং, সন্ন্যাসী বেশধারীকে শুদ্ধ ইংরাজীতে কথা কহিতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে ছিলেন এবং তৎসঙ্গে নানাপ্রকার সন্দেহও করিতে ছিলেন এমন সময়ে কুকুরটীর চীৎকারে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। কুকুরের নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, মনুষ্যের পদাঙ্গুষ্ঠের মত কি একটী মাটীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার কুকুর চীৎকার করিতেছে। তিনি তখন লোক উড়িয়া যাইবার কারণ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু একাকী কি করিবেন, প্রকাশ হইলে তাঁহার বিপদ হইবার সম্ভাবনা তাই তিনি অত শীঘ্র ঠাকুর বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

বিলম্ব না করিয়া পুলিশ ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিলেন। তাঁহারা কতকগুলি কনেষ্টবল লইয়া যাইতে বলিলেন কিন্তু তিনি বলিলেন এ কয়টীর কর্ম্ম নহে। পরে নিকটবর্ত্তী অন্য এক পুলিশ হইতে আরও কয়েকটী পাহারাদার ও দুই চারি জন দারোগা সংগ্রহ করিয়া এবং কতকগুলি হাতকড়ি লইয়া সেই দিন বৈকালেই উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের সহিত ঠাকুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তথাকার সাধু ও চেলাদিগের এবং তৎসঙ্গে অভ্যাগত অতিথি দুই চারিটীর হস্তে, যাহাদিগকে ঠাকুর বাড়ীর লোক বলিয়া সন্দেহ করিলেন, হাতকড়ি লাগাইলেন। অবশিষ্ট সকলে যাহাতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে না পারে, তজ্জন্য পাহারা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বিপিনবিহারীর হস্তে হাতকড়ি পড়িল। তাঁহারা ঠাকুর বাড়ীর লোক এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় তাঁহাদের ঐ দশা হইল! তখন কিছু বলিলে কোনও ফল হইবে না দেখিয়া কিছু বলিলেন না।

তৎপরে অবশিষ্ট কয়জনে যেখানে সেই কুকুরটী চীৎকার করিতে ছিল সেই স্থানে গমন করিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী সেই স্থান খনন করিতে আদেশ দিলেন! অল্পমাত্র খনন করিবার পর একটী সদ্যপ্রোথিত মনুষ্য দেহ বহির্গত হইল। দেখিয়া বোধ হইল, উহাকে গত রাত্রিতেই সমাহিত করা হইয়াছে। পরে সেই স্থানের নিকটেই অন্য স্থান খনন করা হইল, সেখানেও নরকঙ্কাল বহির্গত হইল। এইরূপে সেই প্রাঙ্গনের যে যে স্থান খনন করা গেল সেই সেই স্থানেই ঐরূপ মনুষ্যের অস্থি বাহির হইতে লাগিল। তখন ঠাকুর বাড়ী হইতে মনুষ্য উড়িয়া যাইবার যে গুজব উঠিয়াছিল তাহা বুঝিবার আর কাহারও বাকি রহিল না। পরে সকলকে সতর্ক নজর বন্দীতে রাখিয়া পুলিশে চালান দেওয়া হইল।

সর্দ্দার সাধুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করায় সমস্তই অম্লান বদনে স্বীকার করিল এবং ঐ কয়টী শিষ্য সাহায্যে যে এই লোমহর্ষণ কার্য্য সমাধা করিয়াছে তাহাও গোপন করিবার চেষ্টা করিল না। ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বিপিনবিহারী উভয়েই সে রাত্রি বদ্ধাবস্থায় রহিলেন। যদিও সর্দ্দার সাধু বলিল, উঁহারা ঠাকুর বাড়ীর কেহ নহেন, কয়দিবস মাত্র অভ্যাগত স্বরূপ অবস্থান করিতেছেন, তথাপি পুলিশ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিল না।

পরদিন জবানবন্দীর সময় সর্দ্দার সাধু কহিল, যৌবনাবস্থায় আমি একাকী এই রাস্তায় প্রভুত্ব করিতাম। একখানি তরবারি মাত্র আমার সহায় ছিল। সেই তরবারি সাহায্যে আমি রাস্তার যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতাম। কত লোক যে হত্যা করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। কাহাকেও বা বধ করিয়া দুইটী মাত্র পয়সা পাইয়াছি, কাহারও বা বধসাধন করিয়া যথেষ্ট স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাইয়াছি। যতদিন যৌবন ও বল ছিল ততদিন আমি সেই তরবারি ব্যতীত আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করি নাই এবং একদিনের জন্যও আমার কোনও দ্রব্যের অভাব হয় নাই। পরে যখন প্রৌঢ়াবস্থা গত হইল, শরীর ক্রমশঃ বলহীন হইতে লাগিল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া এই কৌশল অবলম্বন করিলাম। ঠাকুর বাড়ীতে কাহারও আসিবার আপত্তি হইবে না মনে করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলাম এবং গোপালজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলাম। চারি পাঁচটী শিষ্য করিলাম এবং আমার অভিপ্রায় জানাইয়া দীক্ষিত করিলাম।

অনায়াসে প্রভূত অর্থাগম হইবে দেখিযা তাহারা লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। গোপালজীর সম্মুখে বৃহৎ প্রাঙ্গন উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত করিয়া দিলাম, যাহাতে বাহিরের লোক মৃতদেহ প্রোথিত করিবার সময় দেখিতে না পায়। যাত্রীগণ নিঃশঙ্কচিত্তে আসিয়া তথায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। আমিও উহাদিগের সহিত বাহ্যিক সরলভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলাম। সকলেই দুই একদিন থাকিতে আরম্ভ করিল। রাত্রিতে ঠাকুরের মালপুয়া ভোগ হয়। আমি যাহাদিগের নিকট কিছু ধন সম্পত্তি আছে মনে করিতে লাগিলাম, তাহাদিগকে মালপুয়ার সঙ্গে এক প্রকার বিষ মিশ্রিত করিয়া দিতে লাগিলাম। তাহার প্রভাবে তাহাদের কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রার আবেশ হইত, সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিত না। শিষ্যেরাও সেই অবস্থায় যাহা কিছু আছে অপহরণ করিয়া তাহাদিগকে প্রাঙ্গনে প্রোথিত করিত। প্রায় আট দশ বৎসর এইরূপে অতিবাহিত করিয়াছি। পরশু রাত্রিতে একটীর ঐরূপে প্রাণ বিনাশ করিয়াছি অসাবধানতা বশতঃ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত ঘটনা যথাযথ বিবৃত করিলাম এক্ষণে আপনাদের যাহা অভিরুচি হয় করুন।

আদালত গৃহের সমস্ত লোক বৃদ্ধের মুখে এই সমস্ত কথা শুনিয়া এবং তাহাকে নির্ভীকচিত্তে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। বিচার পতি তাহাকে ও তাহার পাঁচটী শিষ্যকে সেশনে চালান করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বিপিনবিহারী খালাস পাইলেন।

বিপিনবিহারীর ইচ্ছায় একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করা হইল। কখন বা গাড়ীতে কখন বা গাড়ী হইতে নামিয়া পদব্রজে এইরূপে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

নানাস্থানে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় বন্ধুর বাটীতেই রহিলেন। বাটীতে পঁহুছিয়া মাত্র বালিকা কয়টী আসিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়কে প্রণাম করিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তিনি তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট শরীর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। যেটীর বিবাহ হইয়াছে তাহাকে শ্বশুরালয় হইতে আনয়ন করা হইল। তাঁহার

স্বামীও আসিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তিনি তাহার সৎসাহসের প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সমাজের ভয়ে ভীত না হইয়া তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, সেরূপ কার্য্য অতি অল্প লোকেই করিতে পারে। তুমি একটী দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছ। অপর দুইটী পাত্রকেও দেখিলেন।

দশ বার বৎসর পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন। দেখিলেন, কত নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, কত বাটীর অধিস্বামী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, দেখিয়া তাঁহার বৈরাগ্য পুনরুদ্দীপিত হইল। মনে করিলেন, আমাকেও ত একদিন ইহ ধাম ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত বার বৎসর স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এবম্বিধ চিন্তা করিতে করিতে গুরুদেবকে স্মরণ হইল। প্রেমানন্দের পত্র খানির কথা মনে পড়িল।

বিপিনবিহারীকে বলিলেন শীঘ্রই আমি কণখলে যাইব।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এলে কিছুদিন থেকেই যাও না কেন? আবার কতদিন দেখা হবে না। আর মেয়ে দুটীর বিবাহ দেখে গেলে ভাল হয় না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, না, আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না। আমি বেশীদিন থাকিব না। বিবাহ দেখিবার জন্য বৃথা সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না।

বিপিনবিহারী দেখিলেন, জেদ করা বৃথা চুপ করিয়া রহিলেন।

উভয়ে মিলিয়া একদিন কালীঘাটে গমন করিলেন। যেখানে গুরুদেব কয়েক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন সেই ঠাকুর বাটিতে গমন করিলেন। সেই সমস্ত পরিচিত স্থান দেখিয়া উভয়ে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, পরস্পর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। তৎপরে উভয়ে শ্মশানে, যেখানে গুরুদেবের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও উভয়ের ঐ প্রকার অবস্থা হইল। বিপিনবিহারী একবার বন্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, বন্ধুর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। উভয়ে কোনও কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে পৌঁছিয়া বিপিনবিহারী বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেদান্ত শাস্ত্রে বলে সমস্তই মিথ্যা। তবে গুরুদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমাদের মন ওরূপে অভিভূত হইল কেন?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, বেদান্তে বলে, ব্রহ্মব্যতীত সমস্তই মিথ্যা। তবে একথাও বলে যতদিন না ব্রহ্মজ্ঞান হয় ততদিন মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়।

দুই দিন পরে কণখলে যাইবার জন্য গাড়ীতে উঠিলেন বিপিনবিহারী হাওড়া পর্য্যন্ত বন্ধুর সহিত আগমন করিলেন।

বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথ মূর্ত্তি, তথা হইতে আড়াই ক্রোশ দূরে তপোনাথ, এবং পাঁচ ক্রোশ দূরে ত্রিকূটনাথ দর্শন করিলেন। তখন বৈদ্যনাথে অত্যন্ত ব্যাঘ্রের উৎপাত ছিল। বৈদ্যনাথ দেবের মন্দির মধ্যে রাত্রিকালে যাওয়া যাইত না। সন্ধ্যার সময়েই মঠে ব্যাঘ্র বিচরণ করিত। এক্ষণে অনেক বন জঙ্গল কাটিয়া ফেলায় এবং মনুষ্য সমাগম অপেক্ষাকৃত অনেক অধিক হওয়ায় ব্যাঘ্রের উৎপাত এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। কেবল একখানি মাত্র ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী ছিল। এখনকার বৈদ্যনাথের সহিত তখনকার বৈদ্যনাথের অনেক প্রভেদ।

৺কাশীধামে বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি, অন্নপূর্ণা, দুর্গামাতা, কালভৈরব প্রভৃতি এবং কাশী হইতে দুই এক ক্রোশ দূরে গোইবি মঠ, শঙ্কর মঠ, জগন্নাথেরমন্দির, অসি ও বরুণা নদী প্রভৃতি দর্শন করিলেন। অসিতীরে দেখিলেন, একটী সাধু রহিয়াছেন, কৌপীন মাত্র অবলম্বন, মৌনী। কোনও ছত্রে যাইয়া আহার করিয়া আসেন। দিবসে দুইবার স্নান করেন, কেবলমাত্র অবগাহন করিয়া উঠিয়া আসেন। আর একটী সাধু দেখিলেন, তিনিও কাহারও সহিত বেশী কথা কহেন না। কেহ কোনও কথা বলিলে কিম্বা জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "ও সব বাত ছোড় দেও, আগাড়িকা বাত বোলো।" তিনি সমস্ত দিন সহর মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার নাম খাবার দাস। আর একটী সাধু দেখিলেন, তাঁহার নিকট দিবা দ্বিপ্রহরের সময় পনর ষোলটী সাধু আসিয়া ভোজন করিয়া যান। ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এত গুলি সাধুকে প্রত্যহ খাওয়াইবার টাকা আপনি কোথা হইতে পান? তিনি কহিলেন,

বোম্বাই হইতে আমার একটী শিষ্য মাসে মাসে দুইশত টাকা পাঠাইয়া দেন, তাহাতে এই ব্যয়নির্ব্বাহ হয়। এই কয়টী সাধুকে আর আহারের জন্য অন্যত্র যাইতে হয় না। ইঁহারা সহর হইতে দুইক্রোশ দূরে এক নির্জ্জন বনমধ্যে সাধন ভজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করেন।"

যে কয়দিন কাশীতে ছিলেন একবার করিয়া তৈলঙ্গ স্বামীর নিকট যাইয়া উপবেশন করিতেন। একদিন বিশ্বেশ্বরের আরত্রিক দর্শন করিলেন।

তৎপরে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমুনাতীরে একদিন বসিয়া আছেন, একটী সন্ন্যাসিনী আসিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। নীলগিরি নিকট যে বাঙ্গালী রমণী তাঁহাকে বিপদে পতিত করিয়াছিল, সন্ন্যাসিনী সেই বাঙ্গালী রমণী। এখন আর পূর্ব্বেকার সে ভাব নাই। অনুতাপানলে তাহার বদনের ভাব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় একটু রহস্য পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন এবার কি মতলবে আসিয়াছ?

রমণী অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল।

তখন তিনি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর? তোমার আর তিনটী সঙ্গিনী কোথায়?

রমণী কহিল, আমরা চারিজনে এক সঙ্গেই আছি। সহর হইতে একটু দূরে একটী কুঞ্জ মধ্যে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি। তাহার মধ্যেই আমরা চারিজনে থাকি। এক এক দিন এক এক জন ভিক্ষায় বহির্গত হই। অদ্য আমার পালা, আমি আসিয়াছি। আপনাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া আপনার নিকটে আসিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্ত দিবস কিরূপে অতিবাহিত কর।

রমণী কহিল, মালা করি, আর হরি কথার আলোচনা করি। আমি পড়িতে জানি, মধ্যে মধ্যে এক একখানি পুস্তক পাঠ করি, আর সকলে শ্রবণ করে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহারা সকলে বুঝিতে পারে?

রমণী কহিল, মধ্যে মধ্যে বুঝাইয়া দিতে হয়।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কি পুস্তক পাঠ কর ?

রমণী কহিল, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত এই সব।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, নরোত্তম ঠাকুরের "পাষণ্ড দলন" ও প্রেমানন্দ দাসের "মনোশিক্ষা" এই দুইখানি পুস্তক যদি না পড়িয়া থাক, পড়িতে পার। এই দুখানি খুব ভাল, অনেক শিক্ষা পাইবে।

রমণী কহিল, যদি বৃন্দাবনে পাওয়া যায় দেখিব।

একটু পরে রমণী পুনরায় কহিল, বলিতে সাহস হইতেছে না, যদি আপনি একবার আমাদের কুঞ্জে যান।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তা যাচ্ছি, চল না।

উভয়ে বৃন্দাবন সহর পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রমণী তিনটী তখন তুলসী তলায় বসিয়া মালা জপ করিতেছিল। ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তিনিও আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেখিলেন, সকলের মুখশ্রী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার আর সেই ঢলঢলে ভাব নাই। মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে। একটী বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের নিকট ভেক গ্রহণ করিয়াছে। লক্ষ হরিনাম না করিয়া আর কেহ জলগ্রহণ করে না। তিনি তাহাদিগকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং যাহাতে, তাহাদের মন আর কুপথে গমন না করে সে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহারা আহারের জন্য অনুরোধ করিল। তিনি কহিলেন, আমার আহারের জন্য চিন্তা নাই, এক শেঠীর বাটীতে আমি আছি। এই বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঃ —

সৎপ্রসঙ্গ।

——:০:——

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চ। মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে বুঝিলাম বটে কিন্তু এখনও একটি সন্দেহ আছে এই যে, শাস্ত্র তবে তাঁহাকে নিরাকার ও বাক্য মনের অগোচর বলিয়াছেন কেন?

ব। শাস্ত্র তাঁহাকে কোনস্থলে নিরাকার, কোনস্থলে সাকার এবং কোনস্থলে সাকার নিরাকার উভয়ই বলিয়াছেন, নতুবা কেবলমাত্র নিরাকার বলিয়া ক্ষান্ত হইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় দোষ পড়িত, ভাই। সাকার বা নিরাকার কেবল ভাব ভেদ মাত্র, যিনি নিরাকার তিনিই ভাব ভেদে সাকার হইয়া সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণ করেন, এমনকি তীব্র ভক্তির আকর্ষণে স্থল বিশেষে গুরু বা ভক্তাধারে প্রকাশ মান হইয়া স্থূল চক্ষুর গোচর হন, যেমন নিরাকার বাষ্পে হিম প্রবেশ করিলে প্রথমে উহা জলে পরিণত হইয়া ক্রমে বরফের আকার ধারণ করে কিন্তু তিনেরই উপাদান এক, সেইরূপ একই ব্রহ্মের ত্রিবিধ ভাব, নিরাকার, নিরাকারসাকার ও সাকার, বাষ্পের কোন আকার না থাকিলেও যেমন উহাকে অনুভব করা যায় সেইরূপ ব্রহ্মের নিরাকার ভাব অনুভবের বিষয় মাত্র কিন্তু ঐ বাষ্প জলে পরিণত হইলে যেমন উহার বর্ণ ও তরলভাব প্রত্যক্ষীভূত হইলেও কোন নির্দ্দিষ্ট আকার থাকে না, সেইরূপ সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে হইতে সাধকের মন যখন পঞ্চম ভূমির উর্দ্ধে গমন করে, তখন তিনি পরা প্রকৃতিবিহারি চৈতন্যময়ের যে স্বরূপ জ্যোতী দর্শন পূর্ব্বক তদীয় অপার্থিব ভাবে তন্ময় হন, সেই জ্যোতীই শ্রীভগবা-নের নিরাকার সাকার ভাব, যাহার চরণে চর্ম্ম পাদুকা আছে তাহার পক্ষে যেমন পৃথিবীকে চর্ম্মাবরিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ যে মহাত্মার চিত্তক্ষেত্রে চৈতন্য জ্যোতী প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভব করেন ও ক্রমে জ্ঞানের শেষ সীমায় আরোহণ পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিয়া শুদ্ধা ভক্তির অধি-কারি হন, এই সময়ে সাধকের মন ষষ্ঠ ভূমির পারে চৈতন্য ভূমিতে বিচরণের শক্তিলাভ করে, তখন হিম সহযোগে জল যেমন বরফের আকার ধারণ করে,

সেইরূপ শুদ্ধা ভক্তিভাবে চৈতন্য জ্যোতী ঘনীভূত হইয়া সাধকের বাঞ্ছিত মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং এই জ্যোতীঘনরূপই শ্রীভগবানের সাকার ভাব। ভাই। শাস্ত্রে একস্থলে তাঁহাকে অশুদ্ধ মনোবুদ্ধির অগোচর বলিয়া আবার অন্যস্থলে শুদ্ধ মনোবুদ্ধির গোচর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ফলতঃ চিত্তই মনোবুদ্ধির আধার ভূমি, সুতরাং দূষিত পাত্রস্থ বারির ন্যায় চিত্ত অশুদ্ধ থাকিলে মনবুদ্ধিও অশুদ্ধ হইয়া যায়।

চ। দেখিতেছি চিত্তশুদ্ধিই সাধনতত্ত্বের মূল ও ভগবল্লাভের সোপান; এক্ষণে এই চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায় বলিয়া আমার পিপাসা দূর কর।

র। ভাই। ভগবল্লাভের জন্য তীব্র ইচ্ছাই চিত্তশুদ্ধির সহজ উপায়, এই ইচ্ছা সৎসঙ্গের সংযোগ করিয়া হৃদয়ে সত্ত্বগুণ সঞ্চারের কারণ হয়, অর্থাৎ জীব প্রথমে ত্রিতাপে আর্ত্ত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হয়, সুতরাং এই ভক্তিতে অন্য ভাব থাকায় ইহাকে হৈতুকী ভক্তি বলে, এই ভক্তির উদয় হইলে শ্রীভগবান সৎসঙ্গের সংযোগ করিয়া সাধকের চিত্তশুদ্ধির উপায় করিয়া দেন, পরে চিত্তশুদ্ধি জনিত জ্ঞান লাভ হইলে যখন শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয়, তখন আর অন্য ভাব থাকে না, মন সে সময়ে মুখ্য ভাবে ভগবল্লাভো-দ্দেশে ধাবমান হয়। সৎসঙ্গের পন্থা তিন প্রকার, সচ্চিন্তা, সাধুসঙ্গ ও সৎ পুস্তক পাঠ, এই ত্রিবিধ উপায়ে হৃদয়ে সত্ত্বগুণ সঞ্চারিত হইয়া চিত্তের মলিন আবরণ বিনষ্ট করে, জগৎ মায়াময় এবং মায়া ত্রিগুণাত্মিকা, তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ বিক্ষেপ শক্তি সম্পন্ন ও রজস্তমোগুণ আবরণ শক্তি সম্পন্ন, অতএব যাহারা রজঃ ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহাদের চিত্ত উত্তরোত্তর মলিনতার দ্বারা আবরিত হওয়ায় তাহারা পথভ্রান্ত হইয়া ক্রমশ মায়ার গভীরতম প্রদেশে অগ্রসর হয়, এবং এই অগ্রসর হওয়ার নামই অধঃপতন বা মৃত্যু; অপর পক্ষে সত্ত্বগুণের বিক্ষেপ শক্তিতে সত্ত্বগুণাশ্রিত ব্যক্তির চিত্তমালিন্য মার্জ্জিত হওয়ায় যত জ্ঞানের উন্মেষ হয় ততই সে জীবনের পথে অগ্রসর হয়, ও ক্রমে জীবনের সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক চৈতন্য ভূমিতে উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হয়। ভাই চৈতন্য জ্যোতী সর্ব্বব্যাপী ভাবে জীবের ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেবল এই চিত্ত মালিন্য বশতঃ সে অন্ধের ন্যায় আত্ম স্বরূপ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ত্রিতাপ যাতনা ভোগ করে, চক্ষুর মধ্যে তেজের অংশ আছে বলিয়াই উহাতে

বাহিরের আলোক প্রতিফলিত হইয়া জীবের দর্শন-শক্তির উন্মেষ করিয়া দেয়, কিন্তু ঐ চক্ষুর উপরিভাগে ছানি পড়িলে যেমন উহাতে তেজের অংশ বর্ত্তমান সত্ত্বেও বাহিরের আলোক প্রতিফলিত না হওয়ায় জীবের পক্ষে জগৎ অন্ধকারময় বলিয়া বোধ হয় ও ছানির পরিমাণবৃদ্ধির সহিত ঐ অন্ধকার ক্রমশঃ গভীরতর হয়, সেইরূপ জীবের মধ্যে পরমাত্মার অংশ থাকায় চক্ষুর দ্বারা সূর্য্যালোক দর্শনের ন্যায় সে আত্মার দ্বারা পরমাত্ম জ্যোতী প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক সেই আলোকে সংসার কারাগারের নির্গম পথ অবলম্বন করিয়া মুক্তিলাভ করে, কিন্তু রজঃতমের মলিনতায় চিত্ত আবরিত থাকিলে জীবের ভিতরে চৈতন্যাংশ বিদ্যমান সত্ত্বেও তাহাতে বাহিরের সপ্রকাশ চৈতন্য জ্যোতী প্রতিফলিত না হওয়ায় জীব অন্ধের ন্যায় বিচরণ করে ও রোগ শোকাদি গহ্বরে পতিত হইয়া যন্ত্রণা পায়, ভাই! জীবের হৃদয়ে যে পরমাত্মার অংশ আছে তাহা চিত্তের অন্তরালে থাকায় চিত্ত যতই রজস্তমোজাত সংস্কারের দ্বারা আবরিত হয়, জীব ততই মৃত্যু বা অধোগতির অভিমুখে অগ্রসর হয়, অপর পক্ষে হুঁকার জল লাগাইলে যেমন চক্ষুর ছানি কাটিয়া যায়, সেইরূপ সত্ত্বগুণের বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট হইলে জীব চক্ষুষ্মান হইয়া অনন্তজীবনের সুবর্ণময় পথ দেখিতে পায়, অতএব চিত্তই আত্মারূপ চক্ষুর উপরিভাগ এজন্য চক্ষু নির্ম্মল থাকিলে যেমন আলোক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ চিত্ত নির্ম্মল হইলে হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়, সাধক তখন এই জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্ম স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সংসার কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করে, ফলতঃ সত্ত্বগুণই চিত্ত নির্ম্মল করিয়া মুক্তিপ্রসূ জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া দেয়, এখন চিত্তশুদ্ধির উপায় বুঝিলে কি?

চ। সত্ত্বগুণই যখন চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়, তখন কিরূপে এই সত্ত্বগুণ সহজে লাভ হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।

র। সাধারণ লোকের জন্য শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ডে যে সকল বিধি নিষেধ ও ফলশ্রুতি আছে তাহা কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য, সুতরাং এই চিত্তশুদ্ধির উপায় অধিকার ভেদে বিবিধ, তবে উপনিষদে চিত্তশুদ্ধির যে সহজ উপায় লিখিত আছে তাহা এইরূপ :—

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ

অর্থাৎ আহার শুদ্ধ হইলে তদ্বারা সত্ত্বগুণ সঞ্চারিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়, এবং চিত্তশুদ্ধ হইলে সেই চৈতন্যময় পুরুষের অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বা ভগবদ্ভাব অব্যাহত থাকে অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হয়। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে ঐই আহার শব্দের অর্থ কি, হৃ ধাতু, হইতে আহার শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং হৃ অর্থে আহরণ করা, ফলে যাহা বাহির হইতে ভিতরে আহৃত হয় তাহাকে আহার বলে, স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে এই আহার দ্বিবিধ, খাদ্যাদির আহরণকে স্থূল ও শব্দাদি বিষয়ের ভাব আহরণকে সূক্ষ্ম আহার বলে, এই দ্বিবিধ আহার শুদ্ধ হইলে চিত্ত শুদ্ধির পূর্ব্ব লক্ষণ স্বরূপ প্রথমতঃ শরীর ও মনের গ্লানি নষ্ট হইয়া যায়, "কেননা যতক্ষণ মন প্রকৃতির অতীত স্থানে গমনের শক্তিলাভ না করে, ততক্ষণ, শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকায় স্থূল খাদ্যাদি শুদ্ধ হইলে তাহার উপাদান যেমন প্রথমতঃ শরীরকে সুস্থ করিয়া পরে মানসিক বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে, সেইরূপ মানসিক আহারের উপাদান স্বরূপ "ভাব" শুদ্ধ হইলে উহা প্রথমতঃ মনকে সুস্থ করিয়া পরে শারীরিক গ্লানি নষ্ট করিয়া দেয়, সুতরাং স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার আহার সত্ত্বগুণ বর্দ্ধক হইলে চিত্ত শুদ্ধির বিলম্ব হয় না। ভাই! এই জন্যই শাস্ত্রের বিধিমার্গে যে সকল অনুষ্ঠানাদির উল্লেখ আছে, হৃদয়ে সত্ত্ব-গুণ সঞ্চার করাই তাহার প্রথম উদ্দেশ্য, ফলে সত্ত্বগুণের দ্বারা চিত্তের শুদ্ধিক্রিয়া আরম্ভ হইলে উহা শরীর ও মনকে সুস্থ করিয়া হৃদয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়া দেয়, এবং এই শক্তিই সাধনমার্গের একমাত্র সম্বল ও ভগবল্লাভরূপ কল্প-বৃক্ষের বীজ স্বরূপ, এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

চ। সূক্ষ্ম আহার সম্বন্ধে ভালরূপ বুঝিলাম না।

ব। বাক্য বলিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ঐ বাক্যের ভাব হৃদয়ে আহৃত হয়, পরে বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ বহির্গত হয়, নদীস্রোত যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়, তথায় যেমন পলি ফেলিয়া যায়, সেইরূপ শব্দ বহির্গত হইলেও চিত্তক্ষেত্রে ভাবের পলি পতিত থাকে, এই পলি সত্ত্বগুণাত্মক হইলে বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা চিত্তের মলিনতা নষ্ট করে ও রজঃস্তমোগুণান্বিত হইলে আবরণ স্বরূপে চিত্তক্ষেত্রে সঞ্চিত থাকে, অর্থাৎ সৎপ্রসঙ্গে সত্ত্বগুণময় ভাব অর্জ্জিত হইলে চিত্ত মার্জ্জিত ও অসৎপ্রসঙ্গে রজঃস্তমোগুণময় ভাব সঞ্চিত হইলে চিত্ত আবরিত হয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করিলে আত্মোন্নতির পথ সরল হইয়া যায়।

চ। আমি না হয় সংবাক্য প্রয়োগ ও সৎসঙ্গ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সংসারে থাকিতে গেলে অনেক সময় বাধ্য হইয়া অসৎসঙ্গ করিতেও অসংবাক্য শুনিতে হয়, তাহার উপায় কি?

র। বাক্য বলিতে হইলে ঐ বাক্যের ভাব অগ্রে, ও শুনিতে হইলে পরে আহৃত হয়, ফলে সময় বিশেষে অসৎ ভাবোদ্দীপক বাক্য বাধ্য হইয়া শুনিলেও যদি তোমার ভাব ঠিক্ থাকে অথবা আসক্তি, দ্বেষ ও মোহ শূন্য হইয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলে হস্তে তৈল মর্দ্দন করিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিলে যেমন আটা লাগে না, সেইরূপ ঐ অসদ্ভাবের পলি তোমার চিত্তে সংলগ্ন হইবে না।

চ। শাস্ত্র শ্রীভগবানকে কোনস্থলে নির্গুণ ও কোনস্থলে সগুণ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ কি? যাঁহার গুণ নাই তিনি গুণযুক্ত হন কি প্রকারে?

র। নিঃ অর্থে এখানে নির্ব্বিশেষ বা অনন্ত, সূর্য্যের রশ্মির মধ্যে অগ্নি অনন্ত ভাবে থাকিলেও যেমন আমরা সেই অগ্নিকে প্রত্যক্ষ করিতে বা তাহার দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্য পাই না, কেবল তাপমাত্র অনুভব করিতে পারি, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য জ্যোতীর মধ্যে গুণ অনন্তভাবে থাকিলেও আমরা তাহার অনুভব ভিন্ন প্রত্যক্ষ বা সম্ভোগ করিতে পাই না, কিন্তু মাজ্জিত আতষ প্রস্তরে— সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া অগ্নিতে পরিণত হইলে তাহার দ্বারা যেমন আমাদের নানাবিধ কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেইরূপ চিত্ত নির্ম্মল হইলে তাহাতে সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য জ্যোতী প্রতিফলিত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া আমাদের ভাব ও আধার অনুযায়ি সগুণ ভাব ধারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে কৃতার্থ করেন।

চ। তিনি কি সময় বিশেষে নির্গুণ ও সময় বিশেষে সগুণ ভাব ধারণ করেন?

র। তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী তখন সকল সময়েই তাঁহার (নির্গুণ ও সগুণ) উভয় ভাব অব্যাহত থাকে, জল সর্ব্বব্যাপী হইলেও যেমন সমুদ্রের লবণাক্ত জলে আমরা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিতে পারি না, কিন্তু সেই বালুকা ভেদ পূর্ব্বক গ্রাম নগরাদির মধ্যগত হইয়া নদ নদীর আকার ধারণ করিলে আমাদের পিপাসা নিবৃত্তির উপযোগী হয়, সেইরূপ চৈতন্য শক্তি নির্গুণ হইলেও আংশিক রূপে প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া সগুণ ভাব ধারণ পূর্ব্বক সাধকের আধ্যাত্মিক পিপাসা নিবৃত্তি করেন।

চ। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যশক্তি অখণ্ড, সুতরাং তাহার অংশ হইবে কিরূপে?

র। এই অংশ শব্দ ব্যবহারিক ভাবে প্রয়োগ করিয়াছি, আধ্যাত্মিক ভাবে নহে; মনে কর তুমি অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া আছ, এমন সময় দেখিলে যে ঐ ঘরের একটি ছিদ্র দিয়া একটু সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিয়াছে, এস্থলে সূর্য্যালোক ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে সর্ব্বব্যাপী হইলেও তুমি অব্যক্তের মধ্যে থাকিয়া যেমন তাহার একটু ব্যক্ত অংশ প্রত্যক্ষ করিলে বলিয়া বোধ কর, সেইরূপ মলিন প্রকৃতির মধ্যস্থিত জীব সগুণ পরমাত্মার নির্ম্মল প্রকৃতিগত ব্যক্তভাব আংশিকরূপে নিজ আধারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে।

চ। তাঁহার নির্ম্মল প্রকৃতিগত ব্যক্তভাব যদি মলিন প্রকৃতিস্থিত জীবের প্রত্যক্ষের বিষয়, তবে আমরা দেখিতে পাই না কেন?

র। তাঁহার সগুণ ভাব ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দ্বিবিধ, এক টুকরা লৌহের মধ্যে যদি বিদ্যুৎশক্তি চালনা করা হয়, তাহা হইলে যেমন সেইশক্তি ঐ লৌহের একধারে সম বা পজিটিভ ও অন্যধারে বিষম বা নেগেটিভ ভাব ধারণ করে, এবং সেই একই শক্তি এইরূপে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া ট্রামগাড়ি চালনা ইত্যাদি বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করে, সেইরূপ অদ্বিতীয় চৈতন্যশক্তি অপরা প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া "সৎ ও অসৎ" এই দ্বিবিধভাবে জগৎ পরিচালনা করেন; প্রকৃতির নির্ম্মল ভাগকে বিদ্যা ও মলিন ভাগকে অবিদ্যা বলে, সুতরাং প্রকৃতিমধ্যগত সগুণ চৈতন্য শক্তি ও প্রকৃতির নির্ম্মলভাগে সৎ ও মলিনভাগে অসৎভাব ধারণ পূর্ব্বক জাগতিক কার্য্য সম্পন্ন করেন, জল যেমন নদীর মধ্যে ব্যক্ত ও স্থলভাগে অব্যক্ত, সেইরূপ তিনি সতের মধ্যে ব্যক্ত ও অসতের মধ্যে অব্যক্ত, আমরা অসতের মধ্যে রহিয়াছি বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পাই না; ভাই! আমাদের এই দেহভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের এক একটি ক্ষুদ্র মানচিত্র, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডস্থ একই প্রকৃতি যেমন নির্ম্মল হইলে বিদ্যা ও মলিন হইলে অবিদ্যা নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ আমাদের দেহভাণ্ডস্থ চিত্তরূপ প্রকৃতি মলিন হইলে তন্মধ্যস্থ চৈতন্যজ্যোতী অব্যক্ত থাকেন ও নির্ম্মল হইলে ব্যক্ত ভাব ধারণ করেন, ফলতঃ জীবহৃদয়ে তিনি অব্যক্ত থাকিলে সে অজ্ঞানান্ধকারে নানাবিধ দুঃখ পায়, এবং ব্যক্ত হইলে এই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অনন্ত আনন্দ সম্ভোগ করে।

চ। নির্গুণ অর্থে যখন অনন্ত গুণ সম্পন্ন, তখন নির্গুণকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম ও সগুণকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম কেন ?

র। বায়ুর গতি আমরা প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম, কিন্তু ঐ বায়ু যখন ধূমের দ্বারা আবরিত হইয়া গতিশীল হয়, তখন যেমন আমরা ঐ ধূমাবরিত বায়ুরগতি প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হই, সেইরূপ পরমাত্মা নির্ম্মল প্রকৃতিগত না হইলে আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হই না, ফল কথা এই যে জ্যোতী সূক্ষ্ম বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করিলে যেমন আমরা অন্ধকার দেখি, সেইরূপ অতিরিক্ত জ্যোতীতেও অন্ধকার দেখি, কেননা আমাদের আলসিত চক্ষু সে জ্যোতী ধারণা করিতে পারে না। সূর্য্য যদি অরুণের দ্বারা আবরিত না হইত, তাহা হইলে যেমন জগতে কেহই তাঁহার আলোক প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইত না, সেইরূপ মহান চৈতন্য জ্যোতী নির্ম্মল প্রকৃতির দ্বারা আবরিত না হইলে গুণাভিভূত মানবের মন তাঁহার ধারণাও করিতে পারে না। অপর পক্ষে সূর্য্য গভীর মেঘের দ্বারা আবরিত হইলে যেমন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা যায় না সেইরূপ মলিন প্রকৃতির দ্বারা আবরিত হইলে তিনি অব্যক্ত থাকেন। ফলে নদীতীরস্থ মানব নদীর পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে পরিণামে যেমন সমুদ্রে গমন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ গুণাভিভূত জীব বিদ্যা ভাব অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের নির্ম্মল প্রকৃতিগত প্রকাশভাব অবলম্বন পূর্ব্বক সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ যখন গুণাতীত অবস্থায় গমন করে তখন নির্গুণের অনন্ত স্বভাব তাহার হৃদয়ঙ্গম হয়, নতুবা তাহার পূর্ব্বে এই নির্গুণের আলোচনা বৃথা বলিয়া জানিও।

ক্রমশঃ

শ্রীহ——————শর্ম্মাঃ।

গান।

(১)

দিন যায় দীনবন্ধু বলে ডাক্‌রে রসনা।
পেয়ে সাধের মানব জনম হেলাতে হারাওনা॥
(মন) সদা বল আমার আমার,
দেখনা ভাবিয়ে একটী বার,

নয়ন মুদিলে সব অন্ধকার
কে কোথায় রবে বলনা॥

যাদের ভাব আপন ভাবে
তারা কি তোমার সঙ্গে যাবে?
(তোমার) মৃত্যু কালে খুঁজবে সম্বল
ঘৃণা করে ছোঁবেওনা॥

তাই বলি মন হও সচেতন,
হৃদে ভাব সেই নিরঞ্জন
অখিলের ধন, না ভজিলে মন
(ভবে) তরিতে পথ পাবেনা॥

(২)

হে হরি বিশ্বেশ্বর।
তার কিঙ্করীরে, কৃপানেত্রে হেরে
দীনবন্ধু কর পতিতে উদ্ধার॥

তব গুণ গান, করে যেইজন
কায় মনে অনুক্ষণ,
ভব পার লাগি অটল অনুরাগী
প্রেমোল্লাসে সেই সতত বিভোর।
কুসুমে হে হরি, দীনা হীনা হে
শ্রীচরণ তরি দাওহে আজ,
দুর্ব্বল সহায়, (তোমা) বলে দয়াময়
নিদয়া কেন হে তনয়া পর॥

(৩)

হরি হরি বল, নাহি অন্য বল
কেবল মহাবল, হরি নাম সম্বল।
ভাই বন্ধু সবে, সম্পদের সাথী,
অসময়ে শ্রী গোবিন্দ সারথি

তাই বলি মন, ডাক বলে মন
সেই অপারের কাণ্ডারী হরি দুর্ব্বলের বল ॥
বিষয় বালিশ শিয়রেতে দিয়া
ঘুমায়ে রয়েছ বিভোর হইয়া
(এখন) দেখনা চাহিয়ে, দিন যায় বয়ে
রিপুগণে হরে নিল তোর সম্বল ॥

(৪)

(মন) ছেড়েদে,
ভয় ত্যজে শ্রীহরি বলে পারে যাবি অবহেলে।
দেহ তরি সযতনে
জ্ঞান মাস্তুলে ভক্তি গুণে
শ্রীহরি কাণ্ডারী করি বাহ ধীরে প্রেম জলে ॥
থেক সদা সাবধানে
শ্রীহরি চরণ ধ্যানে
জীর্ণ তরি তুফানে, দয়না যেন চড়ায় ঠেলে।
শক্ত করে হাল ধরি
ভব সিন্ধু দিও পারি
(ভবের) তরঙ্গ দেখিয়া ভারি যেও নারে পথ ভুলে ॥
(ওমন) ভূবের পাক বুঝতে নারি
হুসিয়ারে চালাও তরি
(নাজানি) কখন আমার জীর্ণ তরি পাকে পড়ে ডুববে জলে
কবে আমার সুদিন হবে
পার হইয়া (এ) মহার্ণবে
পুলকে পাইব স্থান, শ্রীহরি চরণ কমলে ॥

(৫)

আর ভবের ভাবনা কি ?
ভয়হারী ভবেশ পদে শরণ নিয়েছি।

নয়ন চকোর নিতি শ্রীরূপ নেহারে
প্রেমামৃত পিয়ে সদা মানস চকোরে,
(ওরে) যেরূপে ভুবনোজ্জ্বল
আমি হৃদয়ে তা জেলেছি॥
ভুলিয়ে পরম তত্ত্ব ভ্রান্ত আমার মন
সুধা জ্ঞানে গরল পানে মগ্ন ছিল অনুক্ষণ
এখন চিনেছি সেধন শ্রীমধুসূদন,
আমি চিরানন্দে মেতেছি॥
পরমার্থ ভুলাইয়া রিপু ছয় জনা
সতত ফিরাত দিযে নানা কুমন্ত্রণা
এবে সব দেখে ফাঁকি, মুদে আঁখি
(হরির চরণ) ধ্যানে মগন হয়েছি॥
কি করিবে আর আমারে শমন দুরাচার
হৃদ পদ্মে বসে আছেন জগৎ মূলাধার।
আর নাহি শঙ্কা, বাজায়ে ডঙ্কা
চরণ মহামন্ত্রে পুজেছি॥
দীনা শ্রীমতী কুসুম কুমারী দেব্যা।

দীন আমি।

দীন আমি, "দীন নাথ"—
বলে সদা ডাকি।
দয়াবারি দানে যেন
নাহি পড়ি ফাঁকি॥
ধনখ্যাতি মান যশ
নাহি করি আশ।
কভু নাহি চাহি হতে
প্রতিভার দাস॥

দিওনা কখন হরি!
সাংসারিক সুখ?
দার্শনিক তর্কে যেন
হই আমি মূক॥

জ্ঞানের গৌরব কভু
আমি নাহি চাই।
তোমার ভকত সঙ্গ
যেন কভু পাই॥

প্রেম ভরে গাই সদা
তব গুণ গান।
তোমারে ডাকিতে হই
ব্যাকুল পরাণ॥

সংসার বিষয় সুখে
হইয়া বিরাগী।
সতত তোমার নামে
হই অনুরাগী॥

রাজীব চরণে তব
থাকে যেন মতি।
তোমার ভকত সনে
(যেন) হয় হে ভকতি॥

দীনাতি দীন—
শ্রীগৌর গোপাল সেন।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ।

—:০:—

ননীচোরা গোপীনাথ আবার ক্ষীরচোরা নাম ধরিয়াছেন। যুগে যুগে "চোর" নাম ধরিতে কৃষ্ণের যেন কত সাধ! বস্তুতঃ চৌর্য্যই ভগবল্লীলার মৌলিকতা। কারণ কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়। চৌর্য্যই ভক্তভগবৎসম্বন্ধ মূল। চৌর্য্যই ভক্তের ভাগ্য প্রতিষ্ঠিত, ও ভক্তে কৃপা বিস্তার করে। কৃষ্ণনামের মাধুর্য্য সুধাসার, মোহনতা ও সার্থকতা এই চৌর্য্যে। বংশে ছিদ্র না হইলে বংশী হয় না, মধুরধ্বনি উদ্ভুত ও নিঃসৃত হয় না, তেমন অমল কৃষ্ণে চৌর্য্যদোষ বিনাকৃত হইলে নিখিল মাধুর্য্যবারিনির্ঝরে বারিবিন্দু মাত্র থাকেনা। কৃষ্ণ চুরি ও লুকোচুরি খেলা দ্বারা ভক্তবৃন্দে রস পিয়ান, ভক্তজনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তের জন্য—ভক্তানুগ্রহে—ভগবান্‌কে এ কলঙ্ক ডালি বহন করিতে হইয়াছে। যে প্রেমময় ভক্তের জন্যে গোপীনাথকে "ক্ষীরচোরা" উপাধিটি ধারণ করিতে হইয়াছে। তাহার অপূর্ব্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিলেই এ সম্বন্ধে যথেষ্ট হইবে। যিনি ভগীরথের ন্যায় প্রথম প্রেমগঙ্গা শ্রীনবদ্বীপে আনেন এবং শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর চিত্তসার ভক্তিবীজে প্রথম বারি সিঞ্চন করেন, ইনি সেই শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী।

একদা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী সুখধাম বৃন্দাবনে আসিয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে গিরি-গোবর্দ্ধনে উপনীত হইলেন। তিনি সদা প্রেমোন্মত্ত, প্রেম গর গর, রাত্রিদিন ভেদ নাই; ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, স্থান অস্থান বিচার নাই। এই ভাবে শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডে আসিয়া তিনি স্নান করিলেন এবং স্নানান্তে সন্ধ্যাকালে তিনি এক তরু মূলে উপবিষ্ট হইলে, এক গোপবালক দুগ্ধভাণ্ড হস্তে আগমন করতঃ পুরীকে হাসিয়া বলিলেন "পুরী তুমি বসিয়া কি ধ্যান কর?" (অর্থাৎ যাঁহার ধ্যান কর তিনি সাক্ষাৎ, যাঁহার জন্য উপবাসী তিনি এই) "ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ অথচ মাগিয়া খাইতেছনা। ধর এই দুগ্ধ লইয়া পান কর।" অযাচিত বৃত্তি ভক্তির অঙ্গ। উহাতে নির্ভরতা ফলে ও চিত্ত প্রশস্ত হয়। প্রশস্ত জলাশয়ে পদ্ম ফুটে, প্রশস্তচিত্তে ভক্তি ফুটে।

পুরী বালকের সৌন্দর্য্য দর্শনে পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাহার অমৃতবর্ষিণী মধুর কথায় তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরীভূত হইল। পুরী জিজ্ঞাসিলেন, "বালক তুমি কে? আমি উপবাসী তুমি বা কেমনে জানিলে?" বালক বলিলেন, "আমি গোপ, (গুপ্ত, কিন্তু তোমার নিকট প্রকট) এই গ্রামে বাস করি আমার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে পারে না। যাচকের কথা কি অযাচকেও আমি দুগ্ধ বা অন্ন যোগাইয়া থাকি। জল নিতে আসিয়া স্ত্রীগণ তোমাকে দেখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা আমাকে দিয়া এই দুগ্ধ পাঠাইয়াছেন। আমি গোদোহনে যাই, পুনর্বায়, আসিয়া এই দুগ্ধভাণ্ড লইব।"

এই বলিয়া বালক অন্তর্হিত হইল। এই প্রভুর লুকোচুরি। ঠাকুর কল্পতরু, তাঁহার প্রেমরাজ্যে—তরুপাদমূলে—কাহারও কোনরূপ অভাব থাকেনা। সংসারেই কেবল আমিত্বমূলক অভাব। বালকের বচন শুনিয়া শ্রীমাধবপুরীর চিত্তে বড়ই বিস্ময় জন্মিল। তিনি দুগ্ধ পান করিয়া ভাণ্ডখানি অতি যত্নে ধুইয়া রাখিয়া দিলেন এবং বালকের পুনরাগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া জপে নিমগ্ন হইলেন। এই ভাবে প্রথম রাত্রি কাটিয়া গেল; রাত্রিশেষে যেমন তিনি তন্দ্রাগত হইলেন, আর অমনি স্বপ্ন দেখেন; সেই বালক সম্মুখে আসিয়া তাঁহার হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে এক কুঞ্জে লইয়া গেলেন।

কুঞ্জ দেখাইয়া বালক বলিলেন, এই কুঞ্জে আমি থাকি, কিন্তু শীতবৃষ্টিদাবাগ্নিতে মহাকষ্ট পাই। তুমি গ্রামের লোকজন আনিয়া এই কুঞ্জ হইতে আমাকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যাও, এবং তথায় একটী মঠ প্রস্তুত করিয়া প্রতিষ্ঠিত কর, বহুশীতল জলে আমার অঙ্গ মার্জ্জন কর। আমি এত দিন প্রতীক্ষায় ছিলাম; কবে মাধব আসিয়া আমার সেবা করিবে। তোমার প্রেমবশে তোমার সেবা অঙ্গীকার করিয়াছি, এখন তোমার উপলক্ষে দর্শন দিয়া সকল সংসার নিস্তার করিব। আমার নাম গোবর্দ্ধনধারী শ্রীগোপাল। ব্রজের স্থাপিত, আমি ইহার অধিকারী। আমার সেবকগণ ম্লেচ্ছভয়ে আমাকে এই কুঞ্জে লুকাইয়া পলাইয়াছে। ভাল হইল তোমাকে পাইলাম। তুমি অতি সাবধানে আমাকে গিরিশিখরে লইয়া যাও। এই বলিয়া বালক অন্তর্হিত হইলেন।

মাধবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগিয়া মনে মনে বিচার করিলেন আমি গোপালকেই দর্শন করিয়াছি অথচ চিনিতে পারি নাই। এই ভাবিয়া পুরী

গোসাঞি প্রেমাবেশে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং অনেক রোদন করিয়া গোপালের আজ্ঞাপালনার্থ কোনমতে মন সুস্থির করিলেন। প্রাতঃস্নান করিয়া তিনি গ্রামে প্রবেশ করিলেন এবং সকলকে ডাকাইয়া কহিলেন, গ্রামের ঈশ্বর গোবর্দ্ধনধারী এই কুঞ্জে লুকাইয়া আছেন; সকলে চল, আমরা যাইয়া তাঁহাকে বাহির করি। কুঞ্জ অতি নিবীড় দুষ্প্রবেশ্য অতএব সকলে কুঠার কোদালি লইয়া অগ্রসর হও। তাঁহার এই কৌতুহলজনক কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং অতি উৎসাহের সহিত কুঞ্জ কাটিয়া পথ করিয়া প্রবেশ করিলেন তখন ঠাকুরকে মাটি ও তৃণে আচ্ছাদিত দেখিয়া সকলেই হর্ষবিস্ময়ে বিহ্বল হইলেন। ঠাকুর পাইযা সকলে তুলিতে যত্ন করিলেন কিন্তু ঠাকুর মহাভারী সহজে উত্তোলন করা যায়না। তখন বহু বলিষ্ঠ লোকের সাহায্যে চেষ্টা ফলবতী হইল। অতঃপর তাঁহারা ঠাকুর লইয়া পর্ব্বতোপরি গেলেন এবং তথায় ঠাকুরকে একখানা প্রস্তরের আসনে বসাইযা অপর একখানি প্রস্তর পৃষ্ঠে অবলম্বন দিলেন।

গ্রামের ব্রাহ্মণগণ শত নবঘটে গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিযা ঠাকুরের অভিষেক আরম্ভ করিলেন। ভেরি তুরি প্রভৃতি নানাবাদ্য বাজিতে লাগিল, স্ত্রীগণ মঙ্গল গীত গাহিতে লাগিলেন; উল্লাসভরে কেহ নাচিয়া কেহ গাহিয়া মহামহোৎসবের অঙ্গ উজ্জ্বল করিলেন। গ্রামে লভ্য দধি দুগ্ধঘৃতাদি সমস্ত সমানীত হইল। সন্দেশাদি নানাবিধ ভোগ সামগ্রী উপহাব আসিল। নানা পুষ্প ও তুলসী এবং নববস্ত্রাদি সম্মুখে উপস্থাপিত হইল। প্রেমবিহ্বল শ্রীমাধবপুরী নিজে অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।—তিনি উত্তমবর্ণে অঙ্গময়লা ধৌত করিলেন এবং বহুসুগন্ধি তৈলে মার্জ্জন করিযা শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ করিলেন। অনন্তর পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে শতঘট দিযা মহাস্নান করাইলেন। পুনর্ব্বার তৈলসংযোগে শ্রীঅঙ্গ ততোধিক চিক্কণ করিযা শঙ্খগন্ধোদকে স্নান সমাধান করিলেন। অতঃপর ধূপদীপ দ্বারা বন্দন করিয়া ভোগরাগ লাগাইলেন। নবপাত্রে সুবাসিত জল সমর্পণ করতঃ আচমন দিয়া তাম্বুল নিবেদন করিলেন। আরতি শেষ করিয়া তিনি প্রাণের উল্লাসে কান্তপদযুক্ত সুমধুর স্তবাবলী পাঠ কলিলেন। তৎপর দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীগোপালের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিলেন। ভোগের আয়োজন কেমন বিরাট! তণ্ডুল, দাল ও গোধূম চূর্ণ গ্রামে যত ছিল সমস্তই গোপাল ভোগের জন্য যথাসম্ভব সমানীত হইল, তখন এই সব দ্রব্যসম্ভারে পর্ব্বত একেবারে পূর্ণ হইয়া গেল।

কুম্ভকার—গৃহে যত মৃদ্ভাজন ছিল সবই সেবাপ্রয়োজনে উপহার আসিল। অতি প্রত্যুষেই রন্ধন চড়িল। বিশবিপ্র কেবল অন্ন রাঁধিয়া স্তুপাকারে সাজাইতে লাগিলেন। পাঁচ বিপ্র বন্যশাক ফলমূল দিয়া ব্যঞ্জন ও নানা সূপ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কোন কোন বিপ্র বড়াবড়ি ইত্যাদি ভাজিতে থাকিলেন। নববস্ত্রোপরি পলাশপত্র পাতিয়া তাহাতে রাশি রাশি ঘৃতসংযুক্ত সুগন্ধি অন্নব্যঞ্জন ঢালিয়া রাখা হইল। রুটি পর্ব্বতাকারে স্তুপীকৃত হইল। তাহা বেরিয়া সূপাদি ব্যঞ্জন ভাণ্ড সব রক্ষিত লইল। পার্শ্বের আবার দধি দুগ্ধ মাঠাশিখরিণী পায়স মথণী স্থাপিত হইল। এইরূপ আড়ম্বরে পুরীগোসাঞি অন্নকুট করিয়া শ্রীগোপালে ভোগ সমর্পণ করিলেন। বহু ঘট ভরিয়া সুবাসিত বারি অর্পণ করিলেন। বহুদিনের উপবাসী গোপাল আজি উদর ভরিয়া সব খাইলেন। কিন্তু রহস্য এই যে শ্রীগোপাল সমস্ত ভোজন করিলেও গোপালের শ্রীকরস্পর্শে প্রসাদী সমস্ত অপূরন্তই থাকিল। ইহা কেবল মাত্র পুরী গোসাঞি অনুভব করিতে পারিলেন। কারণ তিনি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত সুতরাং তাঁহার নিকট ভগবানের এসব লীলাখেলার কিছুই লুকোচুরি নাই। ভক্তেরপ্রতি ভগবানের এইরূপ বিশেষানুগ্রহ থাকে। ভক্তের নিকট গুপ্ত থাকিলে লীলা রসশূন্য হইয়া পড়ে। পুরী গোসাঞি নবখট্টা আনাইয়া তদুপরি নববস্ত্রে শয্যারচনা করিয়া তাহাতে ঠাকুরের শয়ন দিলেন, তৃণটাটি দিয়া চতুর্দ্দিক আবরিত করিলেন এবং উপরে একটাটির আচ্ছাদন দিলেন। তৎপরে গ্রামবাসী আপামর সকলকে প্রসাদ দিবার জন্য ব্রাহ্মণগণের প্রতি আজ্ঞা জানাইলেন। সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীগণ প্রসাদ পাইলেন। গ্রামবাসীদের কথা নাই, দূরাগত দর্শক ও আবালবৃদ্ধ সকলেই সানন্দে প্রচুর প্রসাদ পাইলেন। পুরী গোসাঞির প্রভাব দেখিয়া সকলে ভাবিলেন পুনরায় বুঝি সাক্ষাৎ লীলার অন্নকূট প্রকট হইলেন। বৈকালে ঠাকুরের উত্থান করাইয়া পুরী গোসাঞি জলপানি ভোগ লাগাইলেন। গোপাল প্রকট হইয়াছেন এই সুসমাচার ইতস্ততঃ দেশ বিদেশ প্রচারিত হইল। নানাদিগ্দেশ হইতে দর্শকবৃন্দের সমাগম হইতে লাগিল। প্রতি দিন ভূরি ভূরি দধি দুগ্ধ ঘৃত তণ্ডুলাদি উপহার আসিতে লাগিল। এক এক গ্রামের লোক এক এক দিন পূর্ব্বানুরূপ অন্নকূট ভোগের আয়োজন করিলেন। এই ভাবে অহোরাত্র মহা মহোৎসব আনন্দ কল্লোল চলিতে লাগিল। কৃষ্ণে ব্রজ বাসী জনের স্বতঃ সিদ্ধ প্রীতি, আবার ব্রজজনের প্রতিও

কৃষ্ণের সহজ প্রীতি সুতরাং এককালীন প্রেমানন্দসিন্ধুর উচ্ছলন ঘটিল। শ্রীগোপালের মাধুরীময়ী আনন্দমূর্ত্তি দর্শনে দর্শকবৃন্দের পাপতাপ রোগ শোক অচিরে খণ্ডিত হইল।

মথুরা প্রবীণ সমৃদ্ধ লোক সকলের নিবাস ভূমি। সুতরাং স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ও ভক্ষ্য উপহারে অচিরে শ্রীমন্দির পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কোথা হইতে কত সামগ্রী আসিতে লাগিল তাহার নির্ণয় নাই। সকলই গোপালের মহিমা, গোপালের ইচ্ছা। তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় প্রভু, তাঁহার অভাব কিসে? নিত্য নিত্য ভেট সমাগমে ভাণ্ডার সতত পরিপূর্ণ থাকিত। এক ক্ষত্রিয় ধনী শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অতঃপর কেহ পাক মন্দির কেহ প্রাচীর ইত্যাদি ক্রমে প্রস্তুত করিয়া দিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন এবং জীবন সফল করিলেন। ক্রমে শ্রীগোপাল দশ সহস্র গাভী উপহার পাইলেন! গৌড় হইতে এক দিবস দুইটি বৈরাগী ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করিলেন। পুরী গোসাঞি তাঁহাদের পাইয়া নিজ শিষ্য করিয়া লইলেন এবং প্রহৃষ্ট চিত্তে গোপাল সেবার ভার তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। গোপালের এই সমারোহপূর্ণ রাজসেবা দর্শনে পুরীর আনন্দের সীমা নাই। এই ভাবে দুই বৎসর অতীত হইলে একদা রাত্রে গোপাল পুরীকে স্বপ্নে কহিলেন, "মাধব এত সেবা করিলে, তবু আমার অঙ্গের তাপ কোনমতে যায়না। মলয়জচন্দন প্রলেপ ভিন্ন এ তাপ আমার উপশমিত হইবে না।" ভক্ত দিয়া এবার আবার গোপাল কোন্ খেলা খেলান, দেখা যাউক্।

পুরী গোসাঞি গোপালের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া চন্দন আনিবার জন্য পূর্ব্বদেশ যাত্রা করিলেন এবং পূর্ব্বদেশে আসিয়া প্রথম শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আলয়ে পদার্পণ করিলেন। পুরীগোস্বামীর অপূর্ব্ব ও উদ্দাম প্রেমচেষ্টাদর্শনে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চিত্তে প্রভূত আনন্দ সঞ্চার হইল। এমন কি তিনি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর প্রেমকলিকার ভিখারী হইয়া অতিযত্নে তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র লইলেন। অতঃপর পুরীগোস্বামী দক্ষিণদেশ চলিয়া রেমুনায় গোপীনাথ দর্শন করিলেন। শ্রীগোপীনাথের রূপ মাধুরী সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত বড়ই হর্ষবিহ্বল হইল। তদবস্থায় তিনি তথন বহু নৃত্যগীত করিয়া বিশ্রামার্থে বসিলেন। তিনি জানিতে পাইলেন গোপীনাথের ভোগ অতি উত্তম। তখন তাঁহার অতিশয় সাধ জন্মিল ভোগের ব্যবস্থা ও সামগ্রী সম্বন্ধে জানিয়া শুনিয়া যাইয়া গোপালের তদনুরূপ

উত্তম ভোগ দিবার বন্দোবস্ত করেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে ভোগবিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন তাঁহার আভাস মাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইলে।

সেবাইত ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, সন্ধ্যায় ক্ষীরভোগ অর্পিত হয়, তাঁহার নাম অমৃতকেলি। উহা অমৃততুল্য দ্বাদশ মৃৎপাত্রে অর্পিত হয়। গোপীনাথের ক্ষীর সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে কুত্রাপি এমন ভোগ হয় না। এই কথা হইতেই যথা সময়ে ঠাকুরের ক্ষীরভোগ লাগিল। তখন পুরী গোস্বামী মনে মনে বিচার করিলেন যদি অযাচিত অল্পমাত্র ক্ষীরপ্রসাদ পাই, তবে উহার স্বাদ জানিয়া গোপালের ঐরূপ ক্ষীরভোগ দিব। চিত্তে বাসনার উদ্রেক দেখিয়া তিনি লজ্জিত হইলেন, কারণ তিনি ভক্ত; কিন্তু উহা নিজ রসনার তৃপ্তি ও উদর পূর্ত্তিরূপ আত্মসুখতাৎপর্য্যে ঘটে নাই। শুদ্ধ গোপালের উত্তম সেবা উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই লোভ উপজাত হইয়াছে। তথাপি তিনি একটুকু চমকিত হইলেন এবং অপরাধ জ্ঞানে বিষ্ণুস্মরণ করিলেন। আমরা বাসনার জালে এককালে জড়ীভূত—এমনি জড়ীভূত যে অপরাধ বলিয়া চিত্তে কখনও কিছু লাগেনা, কারণ ভক্তি জগতের নীচে সংসারে আত্মসুখই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া জানি ইহা এক সুদৃঢ় বিষময় কুসংস্কার। ভক্ত জীবন নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ, কারণ উহাতে পাঠক নিজের মুখ দেখিতে পারে অর্থাৎ পাঠক নিজ অজ্ঞতা ও দোষনিচয় অনুভব করিতে পারে। সাধুর উন্নত সুনির্ম্মল চরিত্র ও গুণ রীতি নীতি ব্যবহার যতই পর্য্যালোচনা করা যায় ততই তৎসঙ্গে সঙ্গে নিজ নীচ ঘৃণিত জীবনের চিত্র ফলিত হইয়া দেখা দেয় এবং আত্মধিক্কার জন্মায় বিশেষত অনুকরণবৃত্তির উদ্রেক হয়। এখন ভোগ সরিয়া আরতি বাজিল। আরতি দর্শনান্তে ঠাকুর প্রণাম করিয়া তিনি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পুরী বিরক্ত সন্ন্যাসী অযাচিতবৃত্তি অযাচিত পাইলে খান নোচেৎ উপবাসী থাকেন প্রেমামৃতাস্বাদনে মহন্তের ক্ষুধাতৃষ্ণা ঘুচিয়া যায়। পুরী গোস্বামী ক্ষুৎপিপাসা বিবর্জ্জিত। সামান্য ইচ্ছাটুকুও তিনি অপরাধ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন সুতরাং তিনি দূরে শূন্যহাটে গিয়া বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতে থাকিলেন। এদিকে পূজারী, ঠাকুর শয়ন দিয়া নিজকৃত্য সমাপনান্তে নিজে ও শয়ন করিলেন। পুরী গোস্বামীর বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে আশা করা যায় না। পাঠক মহাশয়গণ জানা

করেন কি? কিন্তু ভগবানের লীলা মরুভূমিতে যেমন উৎস তাদৃশ নৈরাশ্যের বুকে ও আশা স্ফূর্ত্তি পায়। আশা যদি ফলবতী হয়, কেবল উদ্যানে নয়, মরুভূমিতেও হয়।

ঠাকুর খাইযাছেন, ভক্ত উপবাসী থাকিবে, তাহা ঠাকুরের প্রাণে সহিবে কেন? ভক্ত ঠাকুরের প্রাণ স্বরূপ। ভক্ত যেমন ঠাকুরের সুখে সুখী ঠাকুরও তেমন ভক্ত সুখে সুখী। ভক্ত ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন, এতে ঠাকুরের নিদ্রা হয় কি? ভক্তের জন্য ভাবিবার অন্য কেহ না থাকিলেও অন্ততঃ মূলে ঠাকুর আছেন। ঠাকুরের কোন কর্ম্ম নাই, তিনি কর্ম্মাতীত, কিন্তু তাঁহার একটি কর্ম্ম আছে। তাহা তিনি পরিহার করিতে অসমর্থ। তিনি সেই কর্ম্মে সতত ব্যতিব্যস্ত থাকেন। তিনি নিরাময়, যদি রোগ থাকে, তবে এই একটি। তাহা কি?—ভক্ত বাঞ্ছা পূরণ করা। ভক্ত চূড়ামণি—শ্রীমাধব পুরীর বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য পূজারীকে ঠাকুর গোপীনাথ স্বপ্নে কহিলেন "পূজারী, উঠ, দ্বার উন্মোচন কর। আমি সন্ন্যাসীর জন্য এক খানা ক্ষীর ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছি। তোমরা মদীয় মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া অনুভব করিতে পার নাই। মাধব সন্ন্যাসী হাটে বসিয়া আছে, এই ক্ষীর লইয়া অবিলম্বে তাহাকে দাও।" স্বপ্ন দর্শনে পূজারী চকিতবৎ গাত্রোত্থান করিয়া স্নানে গেলেন এবং স্নানান্তে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ধড়ার অঞ্চলতলে ক্ষীর প্রাপ্ত হইয়া অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তৎপর স্থান লেপন করিয়া সযত্নে ক্ষীর হস্তে বাহির হইলেন। পূজারী ঠাকুরের আজ্ঞাক্রমে হাটের দিকে চলিলেন এবং 'এখানে মাধব সন্ন্যাসী কে আছেন, গোপীনাথের প্রেরিত এই প্রসাদী ক্ষীর গ্রহণ করুন" ঘনঘন ফুৎকারীতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিয়া পূজারী মাধব সন্ন্যাসী সমীপেই উপস্থিত হইলেন। পূজারী মাধবেন্দ্রের উদ্দেশে ইহাও কহিলেন যে আপনার জন্যে গোপীনাথ এই ক্ষীর চুরি করিয়া রাখিয়াছেন, আপনি সুখে ইহা ভক্ষণ করুন। আপনার সমান ভাগ্যবান্ ত্রিভুবনে মিলে না?—কথা শুনিয়া মাধবপুরী-গোস্বামী পূজারীকে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। পূজারীর সম্মুখে ক্ষীর স্থাপন করিয়া সন্ন্যাসীকে দণ্ডবৎ নমস্কার করিলেন। পূজারী মুখে ক্ষীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুরী প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পুরীর অপূর্ব্ব প্রেম দর্শনে পূজারী বিস্মিত

হইয়া নিশ্চয় কৃষ্ণ ইহাঁর বশ, এই সিদ্ধান্ত করিয়া পুরীজীকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন।

প্রেমাবেশে মাধব প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পাত্র ধৌত করিলেন এবং উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ঠিকারি সব সযত্নে বহির্ব্বাসে বন্ধন করিলেন। এরূপ করিবার অভিপ্রায় পাঠকগণ একটু ধ্যান করিলেই উপলব্ধি ও আস্বাদন করিতে পারিবেন। এহেন অপূর্ব্ব কৃপামিশ্র দুর্লভ অমৃতক্ষীর ভোগ প্রসাদ যে পাত্রে লব্ধ হয় সে পাত্রের গৌরব কত, প্রসাদ সংযোগে সে পাত্রের মিষ্ট ও স্বাদুতা কত, যিনি প্রসাদের মর্ম্ম জানেন, তিনি বুঝিতে পারেন। ভক্তগণ, আপনারা কি প্রসাদের স্বাদুতা লোভে বিমুগ্ধ হইয়া কখনও পাত্রখানা পর্য্যন্ত উদরস্থ করিতে চাহেন না? চাহেন, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় সম্ভবপর নহে, তাই নিরস্ত থাকেন। প্রসাদ রস মৃৎপাত্রে বিদ্ধ হয়। প্রসাদ রূপ সংসঙ্গের মহিমায় মৃত পাত্রও সং হয়, প্রসাদ সংশ্রবে প্রসাদত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পাত্র ত্যাগ করিলে প্রসাদে যতটুকু মর্য্যাদা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়, পাত্র ত্যাগ না করিলে ততোধিক প্রদর্শিত হয়। কিন্তু এরূপ বিচার করিয়া আদর প্রদর্শন চলিবে না। বিশিষ্ট ভক্তের প্রাণে ভগবৎ সম্বন্ধি কিছু উপস্থিত হইলে, এমন ক্ষুধা বা লোভ জন্মায় যে তাহার আর মাত্রা থাকে না এবং ভক্ত সেই সামগ্রী অলৌকিক মাত্রায় ব্যবহার করেন। প্রসাদ সমস্ত খাইয়া অবশেষ পাত্র চাটিতে হয়। পাত্র চাটিবার মাত্রা বৃদ্ধি হইলেই পাত্র খাইতে হয় প্রসাদ পাত্র ভাঙ্গিয়া চাড়া চর্ব্বণ করা মাধবের অলৌকিক ব্যবহার, অলৌকিক প্রসাদ মর্য্যাদা এবং অলৌকিক-প্রসাদ লালসা।। শ্রীমাধবেন্দ্র মেটে পাত্রখণ্ড বহির্ব্বাসাঞ্চলে সযতনে বাঁধিয়া লইয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছেন, কিন্তু কয়েক খানা সোনার মোহর পাইলে কি তিনি ঐরূপ বাঁধিতেন?—না, তবে পাঠকগণ, এই চাড়ার মূল্য স্থির করুন। ভগবন্নামে ছার বস্তুও অমূল্য আবার মহামূল্য বস্তুও ভগবদ্বিস্মরণে ছার-গণ্য। মাধব প্রতিদিন একখানি করিয়া ঠিকারি ভক্ষণ করিতে থাকিলেন। প্রসাদের কথা বলা বাহুল্য, উহারই কিবা মহিমা, ভক্ষণ করিতেই মাধবের অদ্ভুত প্রেমাবেশ হইত। মাধবের যা হইত, সকলেরই তা যে হইবে এমন কথাও সিদ্ধান্ত নহে।

ঠাকুর চুরি করিয়া মাধবকে ক্ষীর প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়াছেন, এই প্রতিষ্ঠা শ্রবণে পরদিন বহুলোক সংঘট হইবে এই আশঙ্কায় শ্রীপুরী রাত্রি শেষে গোপী-

নাথ প্রণাম করিয়া তথা হইতে নীলাচলে প্রস্থান করিলেন। তথায় শ্রীজগন্নাথ প্রভুর শ্রীমূর্ত্তি সন্দর্শনে তিনি একান্ত প্রেমবিহ্বল হইলেন। পুরীর অদ্ভুত প্রেমবিকার দর্শনে সকল লোক বিস্মিত হইলেন। তাঁহার প্রেমের অপূর্ব্ব খেলা সর্ব্বত্র খ্যাত হইল। শ্রীমাধবেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ভয়ে লুকাইয়া ফিরেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠায় তাঁহাকে ছাড়েনা, প্রতিষ্ঠা তাঁহার সঙ্গে লাগা। যিনি প্রতিষ্ঠা চাহেন না, তিনিই প্রতিষ্ঠিত হন ইহা ধ্রুব। পুরীই তাহার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রতিষ্ঠা ভয়ে তিনি নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া সঙ্গত মনে করিলেন, কিন্তু চন্দনাহরণ প্রয়োজনে পলাইতে অশক্ত হইলেন। তিনি জগন্নাথের সেবকগণকে গোপালের স্বপ্নাদেশ বৃত্তান্ত জানাইলেন। শ্রীগোপাল চন্দন মাগিতেছেন শুনিয়া ভক্তগণ বড়ই উল্লাসিত হইলেন এবং চন্দনসংগ্রহে যত্নবান্ হইলেন। সেকালে দূরদেশে যাত্রায় পথ সতত সঙ্কটময় ও বিপদ সঙ্কুল ছিল। পথিককে দস্যু হস্তে ভীষণরূপ উপদ্রুত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত। শ্রীপুরী ভগবৎ সেবায় জীবন পণ করিয়া এবং তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীভগবৎ কৃপা মূলে রাজ পাত্র ও রাজ পাত্রী সাহায্যে সত্বর নির্ব্বিঘ্নে অথচ বহুকষ্টে চন্দন সংগ্রহ করিলেন। পুরী গোসাঞি চন্দন লইয়া সানন্দে পুরী হইতে রেমুণায় প্রত্যাগত হইলেন।

তিনি গোপীনাথকে বহুবার নমস্কার করিয়া প্রেমোৎফুল্লচিত্তে নৃত্যগীত করিতে লাগিলেন। সেবকগণ পুরীকে এবারে পাইয়া আনন্দে বহুসম্মান সহকারে ক্ষীর প্রসাদ ভিক্ষা করাইলেন। অতঃপর গোসাঞি দেব মন্দিরে শয়ান হইলেন। রাত্রির শেষ ভাগে তিনি স্বপ্নে দেখেন গোপাল বলিতেছেন, "মাধব, শুন, আমি কর্পূর চন্দন পাইলাম। এই সব চন্দন সকর্পূর ঘর্ষণ পূর্ব্বক গোপীনাথের অঙ্গে লেপন কর। গোপীনাথ ও আমার একই তনু জানিবে। গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন লিপ্ত হইলেই আমার তাপ বিদূরিত হইবে। তুমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিওনা।" বলিয়া গোপাল অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীপুরীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভঙ্গে তিনি গোপীনাথের সেবকদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, প্রভুর স্বপ্নাদেশ হইল, তোমরা এই কর্পূর চন্দন ঘর্ষণ করিয়া গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন কর; তাহাতেই শ্রীগোপাল শীতল হইবেন। ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তাঁহার আজ্ঞাই প্রবল, আমাদের বিচার করিবার কোন অধিকার নাই। গ্রীষ্মকালে চন্দন পরিবেন আনন্দে সেবক গণের চিত্ত উথলিয়া উঠিল। শ্রীপুরী সেবকদের চারিজনকে চন্দন

ঘর্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা প্রতিদিন গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন পরাইতে নিযুক্ত থাকিলেন। চন্দন নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীপুরী তথায় অবস্থান পূর্ব্বক গোপীনাথের চন্দন পরা দর্শন করিলেন, এবং নিজে কৃতার্থমনা হইয়া গ্রীষ্মের পর পুনরায় নীলাচলে যাইয়া পরম সুখে চাতুর্মাস্য কাল কাটাইলেন।

কৃষ্ণ ভক্তির বশ এ সত্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আমাদের শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী। যে সে সামান্য ভক্তকে কৃষ্ণ এতবার স্বপ্নাদেশ করেন না। ভক্ত কৃষ্ণের গড়ান জিনিষ। কৃষ্ণ পরীক্ষার অনলে পোড়াইয়া ভক্তস্বর্ণালঙ্কার নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া শ্রীঅঙ্গে ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কার গুলি তাঁহার ভক্ত, যথা নাগ নূপুর হইয়াছেন—একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

শ্রীগোপাল যেন শ্রীপুরীর চোখে জগন্নাথ পানেই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিলেন, এবং স্বয়ং গোপীনাথের অঙ্গে অগ্রসর হইলেন। নচেৎ পুরীগোসাঞি গোপীনাথের ভোগানুরূপ ভোগ দিবার যে সাধ জন্মিয়াছিল তাহা পূর্ণ করিতে নীলাচল না যাইয়া শ্রীগোপালের পাদমূলে ত্বরিতে চলিয়া যাইতেন। সে সাধ রেমুণাতে অবস্থান করিয়াই পূর্ণ করিয়াছেন। পুরীগোস্বামী গোপালের আজ্ঞায় তাঁহাকে চন্দন আনিয়া পরাইলেন, কিন্তু আজ্ঞা পালন করিয়া পুনরায় শ্রীগোপালাঙ্ঘ্রি মূলে উপস্থিত না হওয়া কি অপরাধ, নয়?—না, শ্রীগোপাল শ্রীপুরীর সঙ্গেই প্রথমতঃ রেমুণায় তৎপর নীলাচলে গিয়াছেন। নচেৎ অপরাধ হইত বটে যেখানে মাধবেন্দ্র গিয়াছেন, সেখানে গোপালও গিয়াছেন সিদ্ধান্ত মানিতে হইবে। মাধব জানিয়াই অবশেষে নীলাচল গিয়াছেন। মাধবের নীলাচল গমনই উহার বিশিষ্ট প্রমাণ। মাধবকে ছাড়িয়া গোপাল যাইবেন না, এজন্যেই চন্দনাহরণ সূত্রে তাঁহাকে আগে পাঠাইলেন এবং এহেন ভক্তের মহিমা দেশবিদেশ প্রচার করাইলেন। সমস্তই যেন শ্রীজগন্নাথদেবের ইঙ্গিত। নীলাচল ভাগবতী রাজধানী হইতে চলিল। ইহা লীলার নিগূঢ়তা।

পরমরসোজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া নীলাচল পথে রেমুণায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন এবং তখন তিনি গোপীনাথ দর্শনে প্রেমপুলকিত ও ভাব বিকারোদ্বেলিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক শেষে প্রভু সুস্থ হইয়া ভক্তিসহকারে

গোপীনাথের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। তখন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তিনি প্রণাম করিতেই গোপীনাথের পুষ্পচূড়া তাঁহার শ্রীমস্তকে পড়িয়া গেল। প্রভুর আনন্দের সীমা নাই; তিনি চূড়া পাইযা বড় ভাগ্য মানি নৃত্য করিতে লাগিলেন। এখানেও কৃষ্ণ অচল গোপীনাথ এবং সচল গৌরাঙ্গের অভেদত্ব প্রচার করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে স্বয়ং ভগবান্ তাহা তিনি কেবল সঙ্কেতে ভক্তবৃন্দকে অবগত করিয়াছেন, শ্রীমুখে কখনও ব্যক্ত করেন নাই। ইহাও এলীলার নিগূঢ় রহস্য।

শ্রীবৈষ্ণবানুগত
শ্রীকালীহর দাস বসু।

কৃষ্ণ ভাবোচ্ছাস !!

—:o:—

কৃষ্ণবিনা সুখ নাই মধুর সংসারে,
কৃষ্ণ সুখ, সুখ কৃষ্ণ, ত্রিলোক মাঝারে;
হাসির হিল্লোলে কৃষ্ণ, গানের ঝঙ্কারে,
কৃষ্ণত্যাগী। কৃষ্ণ কিন্তু জড়াযে তোমারে;
কৃষ্ণপ্রাণ, প্রাণকৃষ্ণ জীব কলেবরে,
কৃষ্ণজ্ঞান, জ্ঞানকৃষ্ণ জ্ঞানীর অন্তরে;
গোপনে লুকাযে কৃষ্ণ হৃদয়ার ভিতরে,
ঢেলে দেন প্রেমামৃত হৃদয় কন্দরে,
প্রেমকৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেম প্রেমিকের মনে,
কৃষ্ণ শোভা, কৃষ্ণ বল যুবার যৌবনে;
কৃষ্ণ বিনা গতি নাই জঙ্গম-চরণে,
কৃষ্ণ বিনা স্বাদ নাই সুমধুর ধনে;

কৃষ্ণ যশ, কৃষ্ণ রস রসিকের মুখে,
লুকায়ে আছেন কৃষ্ণ সকলের সুখে;
সর্ব্ব-সুখে সঙ্গোপনে কৃষ্ণের প্রচার,
ভকত দেখয়ে নিত্য, দেখিবে কে আর?
কৃষ্ণ ধান্য, কৃষ্ণ মান্য, কৃষ্ণ তেজ মেধা
কৃষ্ণ বুদ্ধি, কৃষ্ণ শুদ্ধি. কৃষ্ণ নাম সুধা,
কৃষ্ণ ধর্ম্ম, কৃষ্ণ পুণ্য, পিপাসার জল,
ফিকির যুক্তির কল, কৃষ্ণই কৌশল,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কৃষ্ণ, গ্রীষ্মের পবন,
পাচক-ঠাকুর কৃষ্ণ করেন রন্ধন,
কৃষ্ণ বিনা মুক্তি নাই সাধুর সন্ধানে,
কৃষ্ণবিনা ভক্তি নাই ভাগবত ধ্যানে,
যোগীর যোগ্যতা নাই, যোগ্যতা কোথায়?
ছাড়ি দয়াময় কৃষ্ণ, শক্তির আলয়,
তবু কৃষ্ণ ভুলে রহি এইতো বিকার,
বিশ্বাস সে কৃষ্ণে নাই এইতো ধিক্কার,
বিশ্বাস অটল ছি ছি করি আপনায়,
লিখে কৃষ্ণ, কহি আমি লিখি কবিতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস কবিরাজ।

প্রফুল্ল।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমি বলিলাম সত্য। কিন্তু মা সে যদি আমাকে ভালবাসা না দেখাইত তাহা হইলে বোধ হয় আমি তাকে কখনই ভাল বাসিতাম না। আর তাকে যদি ভাল না বাসিতাম তাহা হইলে বোধ হয়, তার চক্ষে জলধারা দেখে আমি আপনা ভুলে তার সঙ্গে এ পাপ পথে আসিতাম না।

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে তিনি বলিলেন—'কি বল্লে—ভাল বাস্‌তে? এখন কি আর তাকে ভাল বাসনা?

আমি বলিলাম—'না। সে আমার মাকে ফাঁকি দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়েছে। অকপট-চিত্ত বন্ধুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছে। তার বিধবা মাতার সর্ব্বস্ব অপহরণ কোরে এনেছে। সে চোর সে ইতর। ভগবান করুন পুনরায় তার মুখ দর্শনের পূর্ব্বে যেন আমার মৃত্যু হয়।"

তিনি পুনরায় ঈষৎ হাস্যে আমাকে বলিলেন—"আচ্ছা হতভাগ্য নরেশ যদি আবার এসে তেমনি ক'রে তোমার পায়ে ধ'রে কাঁদে—তা হ'লে তুমি কি কর?

আমি এবার মেঘ-গম্ভীর স্বরে বলিলাম—"কি করি তবে শুন্‌বে মা? আমি তা হ'লে আমার শরীরের সমস্ত বলটুকু একত্র করে, আমার বাঁ পায়ের দ্বারা তার মুখের উপর এমনি ক'রে পদাঘাত করি। রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে যেন বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া আমি সজোরে গাড়ীর তক্তার উপর পদাঘাত করিলাম। মাথার উপর গাড়ীর আলোটা মুহূর্ত্তের জন্য থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা দেখা যাইবে', তোমার পরীক্ষা অতি সন্নিকট। রাত্র প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঠিক্ অরুণোদয়ের পূর্ব্বে আমরা কটকের ষ্টেশনে পৌছাইব। যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার, তা হ'লে তোমাকে আমি সঙ্গে করে "ভুবনেশ্বরে" নিয়ে যাব। সেখানে আমার গুরুদেবের মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি একজন মহাপুরুষ বিশেষ, যাতে তোমার প্রতি তাঁর কৃপা হয় আমি প্রাণ দিয়া তাহা করিব।

আমি সজল নেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—"মা আমি মহাপাতকী; তিনি কি আমাকে কৃপা করিবেন?

নিশ্চয় করিবেন—তিনি জোরের সহিত বলিলেন নিশ্চয় করিবেন। তিনি আবার বলিলেন—"যদি যথার্থ অনুতাপের বহ্নি তোমার অন্তঃকরণে জ্বলিয়া থাকে তাহা হইলে পাপের পূতিগন্ধ তোমার নিকট কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে মা'? আমার বেশ বোধ হচ্ছে তুমি নিশ্চয় তাঁর কৃপা পাবে। তিনি মহাপুরুষ, তাঁর কৃপা পাইলে তুমি ভগবৎ প্রেমের অধিকারিণী হইবে।

তাঁহার স্নেহমাখা আশ্বাস বচন গুলি আমার কর্ণকুহরে যেন সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি, হর্ষ ও বিষাদের সংমিশ্রণে নীরবে কেবল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলাম।

তিনি বোধ হয় আমাকে অন্য মনস্ক করিবার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা হ্যাঁ মা—চন্দ্রপুরে তোমার বাপের বাড়ি বল্লে নয়?

আমি। হ্যাঁ।

তিনি। সেখানে তোমার আর কে আছে?

আমি। উপস্থিত সেখানে আমার মা ভিন্ন আর অপর কেহ নাই। আমার এক দাদা আছেন তিনি কলিকাতা বাগবাজারে এক বাবুর বাড়ীতে থেকে কলেজে পড়াশুনা করেন

শুনেছি সে বাবু আমার দাদাকে বড় ভাল বাসেন। তিনি খুব বড় লোক পাটের মহাজিনি করেন। তিনি—

আমার কথায় বাধা দিয়া তিনি বল্লেন—থাম, তোমার দাদা বাগ্‌বাজারে থাকেন? আচ্ছা তোমার দাদার নাম কি বল দেখি?

আমি বলিলাম—আমার দাদার নাম সুশীলচন্দ্র।

তিনি একেবারে যেন বিস্মিত হইয়া আমাকে বলিলেন তুমি সুশীলের বোন্? পোড়া কপালি কেন তোমার এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল? সুশীলের মত সচ্চরিত্র দেব চরিত্রে আছে কি না সন্দেহ। সে আমারই আশ্রয়ে থাকে আমার বাড়ী বাগবাজারে। আমার স্বামী পাটের ব্যবসা ক'রে থাকেন। সুশীলের উপর আমরা অনেক আশা ভরসা ক'রে রেখেছি। সে আমাকে মার অধিক ভক্তি করে থাকে। আর ভগবান জানেন্ আমি তাকে সন্তানের অধিক স্নেহ ক'রে থাকি। অভাগিনী, তুমি কি সত্য সত্যই সুশীলের ভগ্নি?

আমি নির্ব্বাক হইয়া কেবল তাঁহার মুখপানে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি আবার আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নাম কি প্রফুল্ল?

আমি বলিলাম হ্যাঁমা, আমিই সেই কালামুখী প্রফুল্ল।

তিনি এবার নাম ধরিয়া আমাকে বলিলেন—"প্রফুল্ল। বুঝিলাম সংসার বৃক্ষে তোমরা ভাই বোনে একবৃন্তে তিক্ত-মধুর দুইটি ফল ফলিয়াছিলে। ভগবানের এ অদ্ভুত রহস্য বুঝিতে পারিলাম না।"

আমি বলিলাম মা, তুমি ভগবানের এ সামান্য রহস্যটুকু বুঝিতে পারিলে না, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কুম্ভকারে মাটির কলসী নির্ম্মাণ করে, কোনটা

ভগবতীর সম্মুখে মঙ্গল ঘট রূপে ব্যবহৃত হয়, আবার কোন কোনটা হয়ত শ্মশানের মুক্ত বাতাসে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু সকল গুলি একই মাটিতে একই কারিকারের হাতে নির্ম্মিত। এ সংসারে আমাদের ভাই বোনের গতিও সেইরূপ বুঝিয়া লইবে।

আমার কথা গুলি শুনিয়া তিনি সস্নেহে আমার ললাট চুম্বন পূর্ব্বক আমাকে বলিলেন—"মা আমার—আমার কথায় তুমি মনে কষ্ট কোর না। তোমার মুখে যে এমন সার গর্ভ কথা শুনিতে পাইব, এমন আশা আমি একমুহূর্ত্তের জন্যও করি নাই এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার চিত্তের যেরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বুঝিলাম সারা জীবনে সহস্র প্রলোভনে আর তোমার পদস্খলন হইবে না।"

আমি নতমুখে বলিলাম—"মা জানি না, যদি কিছু আমার চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তবে সে কেবল আপনারই সঙ্গগুণে হইয়াছে। আপনি আমার দাদাকে সন্তানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন আজহতে আপনি আমারও মা হলেন। আপনার ঋণ এ জীবনে আমি পরিশোধ করিতে পারিব না"। সেই দিন হইতে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, আমি বরাবর তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিতাম।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে পূর্ব্বদিক ফর্সা হইয়া আসিল। দূরে কালো মেঘের ক্ষীণ রেখার ন্যায় নীলাচলের নীরদ রেখা অস্পষ্ট দৃষ্টি গোচর হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের শাখা প্রশাখার উপর নানান বর্ণের ছোট বড় পক্ষীকুল একত্রে সমবেত হইয়া প্রভাতি আলাপে যেন অরুণদেবের আহ্বান গীতি গাহিতে লাগিল। দুঃখের মধ্যে গাড়ীর অবিরাম ঘর্ঘর শব্দ হেতু সে বিহগ কাকলি আদৌ শ্রুতি গোচর হইতেছিল না ক্রমে গাড়ীর গতি যেন মন্থর হইয়া আসিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে ইংরাজের পুষ্পক রথ আমাদিগকে বড় নদীর বিস্তৃত পুলের উপর তুলিল। মা আমাকে বলিলেন—"এইবার আমরা কটকের ষ্টেশনে পৌঁছাইব। কটকের নাম শুনিয়া আমার বুকের মধ্যে যেন একটা তড়িৎ স্রোত বহিয়া গেল। মা তাহা লক্ষ করিলেন; তাঁহার নিকট ভাঁড়াইতে পারিলাম না। "খটা খট্ খটাখিট্" শব্দ করিতে করিতে চকিতের মধ্যে মহানদীর মহা সেতু পার হইয়া আমাদের গাড়ী কটকের ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল।

গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছাইবা মাত্র কত লোক গাড়ী হইতে নামিল, আবার কত লোক মোট্ ঘাট্ লইয়া ব্যস্ততার সহিত গাড়ীতে উঠিতে আরম্ভ

করিল। সেই "নামা উঠার" জনতার মধ্যে দেখিলাম আমাদের পার্শ্বের কামরা হইতে নরেশচন্দ্রও অবতরণ করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি প্রৌঢ় বয়স্ক ভদ্রলোককেও সেই কামরা হইতে নামিতে দেখিলাম। কিন্তু সে ভদ্র-লোকটির চলনের গতি দেখিয়া বোধ হইল যেন কোন গূঢ় অভিসন্ধি সাধনের জন্য তিনি গুপ্তভাবে নরেশের সঙ্গ লইয়াছেন। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া বেশ করিয়া গায় মাথায় কাপড় টানিয়া মাথা হেট্ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

নরেশ ব্যস্ততার সহিত গাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া ডাকিল "প্রফুল্ল।"

আমার মুখে কোন সাড়া শব্দ নাই। আমি নিঃশব্দে মাথা হেট্ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হতভাগ্য নরেশ আবার বলিল "প্রফুল্ল! শীঘ্র নেমে এস।" এই কথা বলিয়া যেমন দরজা খুলিতে যাইবে, অমনি সেই ভদ্রলোকটি গোয়েন্দার মত পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। মা সেই বাবুটিকে দেখিয়া মাথায় ঈষৎ কাপড় টানিয়া দিলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম উনি কে? তিনি বলিলেন উনিই আমার স্বামী। আমি লজ্জায় যেন মরমে মরিয়া আরো মাথা হেট্ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

ভদ্রলোকটি দৃঢ়ভাবে নরেশের হাত দুইটি ধরিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন স্ত্রীলোকের কামরায় তোমার কি আবশ্যক?

নরেশ যেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া উত্তর করিল "আপনি কে? আপনার সে কথা শুনিবার আবশ্যক কি? আপনি আমার হাত ছাড়িয়া দিন। আমি চোর নই।"

ভদ্রলোকটী আবার তেমনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তুমি চোরের অধম।' তার পর আমাদের প্রতি অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন, এই দুইটি স্ত্রীলোকে কাল সমস্ত রাত্র যে সকল কথা পরস্পরে বলাবলি ক'রেছিল, পাশের কামরায় থাকার জন্য তার অধিকাংশ কথাই আমার কর্ণগোচর হইয়া ছিল। তুমিও যে কিছু শুনিতে পাও নাই—এমন নয়। তোমার ভাব গতিক দেখিয়া তোমার প্রতি কাল আমার বিশেষ সন্দেহ হইয়াছিল। তুমি যে সকল ষ্টেশনে কাল নামিয়াছিলে আমি ছায়ার ন্যায় সেই সকল ষ্টেশনে তোমার পশ্চাদনুসরণ

করিয়াছিলাম। তোমার দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার সেই সন্দেহ এখন সত্যে পরিণত হইয়াছে। এখন তোমায় জিজ্ঞাসা করি "প্রফুল্ল তোমার কে?

নরেশ আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল "প্রফুল্ল আমার ভগ্নী—না না—আমার স্ত্রী।

ভদ্রলোকটি এবার ক্রোধ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—পাপিষ্ঠ জগদীশ্বর এখনও তোমার বাক্‌রোধ করিলেন না কেন? সংসারে তোমার মত এইরূপ কত ধূর্ত্ত নর পিশাচ প্রত্যহ কুহকি মায়া বিস্তার পূর্ব্বক কত শত অল্পবুদ্ধি যুবতীর সর্ব্বনাশ করিতেছে তার আর ইয়ত্তা নাই। তোমাকে এখনও বলিতেছি, যদি নিজের মঙ্গল চাও তা হ'লে পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, নহিলে তোমাকে জেল খাটিতে হইবে।

নরেশ উন্মাদের ন্যায় বলিল—"আমি জেলের ভয় করি না। আপনি আমার প্রফুল্লকে গাড়ী হ'তে নামিয়ে দিন, আমি প্রফুল্লকে বুকে করে নিয়ে হাসতে হাসতে আগুনের সাগরে ঝাঁপ দিতে পারি। আপনি আমাকে জেলের ভয় কি দেখান? প্রেমিকের নিকট কারাগার আর নন্দন কানন উভয়ই সমান।"

ভদ্রলোকটি আবার বলিলেন হতভাগ্য তোমাকে যদি প্রেমিক বলা যায়, তাহা হইলে প্রকারন্তরে প্রেমের অবমাননা করা হয়। প্রেম এক, কাম আর। প্রেমে কামনার গন্ধ থাকে না।

নরেশ আবার সেইরূপ ভাবে বলিল—"না থাকে না থাক্। আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমার প্রফুল্লকে ছেড়ে দিন।" এই কথা বলিয়া হতভাগ্য নরেশ ভদ্রলোকটির পা দুইটি জড়াইয়া ধরিল।

ভদ্রলোকটি এবার নরেশের হাত দুইটি ধরিয়া স্বীয় পদপ্রান্ত হইতে উঠাইলেন। তাহার পর তাহাকে মৃদুভাবে বলিলেন "হতভাগ্য তুমি—তুমি একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ। লোক লজ্জা, ইহকাল, পরকাল, কিছুই কি তুমি মান না?

ক্রমশঃ

শ্রীকালিপদ বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

৬ষ্ঠ সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

ভাবিতোঽহং ভবেনাথ ত্বয়ৈব গুণকর্ম্মসু।

অভিমানমহাব্যাধেঃ ত্রাহিমাং করুণানিধে॥

হে করুণাময়! এই সংসারে তুমিই আমাকে গুণানুসারে নানাবিধ কর্ম্ম দ্বারা নিরন্তর ভাবাইতেছ, কখন বা সত্বগুণে কখন বা রজোগুণে আবার কখন বা তমোগুণে অভিভূত করাইয়া ভাবে অভাবে সুখে ও দুঃখে নানাভাবে রাখিতেছ; তোমার খেলার জয় হউক! আমার কোন বিষয়েই কিছু কর্ত্তৃত্ব নাই। এক এক সময় অভাবনীয় বিষয়ে তোমারই কৃপায় ভাবলাভ করিয়া, তোমার ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বিশ্বব্যাপী তোমার ভালবাসা অনুভব করত পরমানন্দ লাভ করি; আবার দুর্ভাগ্যবশত এক একটী সামান্য বিষয়ে কর্ত্তৃত্বাভিমান আসিয়া সেই ভাবের বিমুগ্ধতা, সেই বিশ্ব প্রেমিকতা এবং সেই আত্মহারা আনন্দ ভাব একেবারে ভুলাইয়া অভাবে বিমুগ্ধ করে। দীনতারণ!—ভাবেও বিমুগ্ধ হই, অভাবেও বিমুগ্ধ হই, বিমুগ্ধতা সমান হইলেও ফলভোগ বিভিন্নরূপে হইতে থাকে।

তোমার কৃপায় যখন ভাবের বিমুগ্ধতা আসে তখন প্রাণ জুড়াইয়া যায়, কোন চিন্তা থাকে না, সুখে প্রাণ আপ্লুত হয়, জগৎ ও জগৎ জীবে এক অমৃতময় ভাব অনুভব করিতে থাকি, আর অভাবের বিমুগ্ধতায় তোমায় ভুলিয়া মায়া কুহকিনীর মোহে পতিত হইয়া অসৎ ভাবনায় অভিভূত হইয়া কেবল দুঃখই অনুভব করিতে থাকি, তোমার চিন্তা, তোমার ভাব, তোমার ভালবাসা একেবারে ভুলিয়া যাই, হতাশে প্রাণ ব্যাকুল হয়, আর নানা প্রকার অশান্তি ও যন্ত্রণা, ভোগ করিতে থাকি। অন্তর্যামিন! অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হইয়া তোমায় ভুলিয়া যে যন্ত্রণা পাই, জগতে এমন বস্তু নাই, যাহার দ্বারা সেই যন্ত্রণা সেই অভাব এবং সেই মহাদুঃখের কিছু মাত্র উপশম করিতে পারি, এমন ব্যথার ব্যথী বন্ধুও প্রায় পাই না, যাহাকে সেই প্রাণের বেদনা বলিতে পারি। এমন কি, সে যন্ত্রণা বুঝাইবার ভাষাও পাই না। তাই বলি, হে নাথ! যদি ভাল বাস, তবে এক এক বার ভাব ভুলাইয়া প্রাণে অসৎভাব আনিয়া কষ্ট দাও কেন? থাকিয়া থাকিয়া যে অভাবরূপ মহাবিপদ আসে, সেই হৃদয়বিদারক অভাব নাশের নিমিত্ত কত কান্দিলাম, কত ডাকিলাম এবং কত ব্যাকুল প্রার্থনা তোমায় জানাইলাম, তবুও কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল না? তবুও কি তোমার ভালবাসায় দিন রাত মাতিয়া থাকার যোগ্য হইলাম না? দীনশরণ! আমি ছাড়িব না—যতদিন না নিরন্তর ভাবে রাখিবে, যতদিন না থাকিয়া থাকিয়া ভাব ভোলানরূপ খেলা ত্যাগ করিবে, —আর যত দিন না অভিমান নাশ করিবে, ততদিন প্রাণের ব্যাকুলতা তোমায়ই জানাইব, না পাইলে কখনই প্রার্থনা করিতে বিরত থাকিব না।

হে করুণানিধান! অভিমানরূপ মহা ব্যাধিতে অধ্যাত্ম দেহ জীর্ণ শীর্ণ হইতেছে, এ মহারোগের ঔষধ কেবল তোমারই করুণা। দীনের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া দীন হীনকে—এই মহা ব্যাধির হাত হইতে ত্রাণ কর-অভিমানের বীজ, স্বরূপ অজ্ঞান নাশ করত দীব্যজ্ঞান দাও কৃতার্থ হইয়া যাই। রোগীর রোগ নাশ হইলে যেমন বলকারক দ্রব্য ব্যবহারে সুস্থ ও সবল হয়, আমিও অভিমান ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সেইরূপ তোমার ভালবাসা-রস পানে অন্তরাত্মাকে সুস্থ ও সবল করি, এই ভবব্যাধি হইতে আরোগ্য কর, তোমার শ্রীচরণে দীনের আজ ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

প্রফুল্ল।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নরেশ বলিল—"না, আমি কিছুই মানিতে চাহি না। আমি চাই শুধু আমার প্রফুল্লকে। আপনি কেন তাতে হন্তারক হন্? আপনি আমার পিতা, আমি আপনার পুত্র। আপনাকে অধিক আর কি বলিব, যদি প্রফুল্লকে না পাই তা হ'লে আজ নিশ্চয় আপনার সম্মুখে আত্মঘাতী হইব।"

নরেশের কাতরতা দেখিয়া বোধ হয় ভদ্রলোকটির প্রাণে কিঞ্চিৎ স্নেহের উদয় হইল। তিনি স্নেহ সহকারে বলিলেন, নির্ব্বোধ! লোকে একটা সামান্য মাটীর হাঁড়ি কলসী কিনিতে গেলে, কিনিবার পূর্ব্বে তাকে বেশ কোরে দু'বার বাজিয়ে দেখে তবে তার মূল্য দেয়। আর তুমি যার জন্য লজ্জা, ভয়, মান, মর্য্যাদা, ইহকাল, পরকাল, সকল পরিত্যাগ কোরে শেষে আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিতে প্রস্তুত হ'য়েছ, তাকে কি একদিনের জন্যও কখনও একবার ভাল কোরে বাজিয়ে দেখেছিলে? যাকে তুমি অতটা আপনার বলিয়া মনে করিতেছ সে কিন্তু প্রকৃত তা নয়। সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। প্রফুল্ল যদি তোমার সহিত যাইতে চায় যাক্। আমার তাতে কোন আপত্য নাই। এই বলিয়া তিনি নরেশের হস্ত ছাড়িয়া দিলেন।

নরেশ আমাকে গাড়ী হইতে নামিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা করিতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহার কাতরুক্তিতে কর্ণপাতও করিলাম না। রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে ও অভিমানে হতভাগ্য কাঁদিতে কাঁদিতে আমাকে বলিল প্রফুল্ল! পাষাণী! তুমি কি সেই প্রফুল্ল?

আমি এবার গর্ব্বিতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গ্রীবা হেলাইয়া বলিলাম "হ্যাঁ আমি সেই প্রফুল্ল। সেই বাল্যকালের সংসার অনভিজ্ঞা অকলঙ্ক চরিত্রা সরলা প্রফুল্ল। দিনে দিনে একটু একটু করিয়া যাকে তুমি নরকের পাপ পথে অগ্রসর

স্রোতে এনেছ—আমি সেই প্রফুল্ল। কিন্তু তখনকার সে প্রফুল্ল আর এখনকার এ প্রফুল্লতে একটু তফাৎ আছে। যে প্রফুল্ল আপন হারা হয়ে তোমাকে প্রাণ ঢেলে দিতে উদ্যত হয়েছিল, আর এ প্রফুল্ল এই সতী প্রতিমার কৃপায় আজ আপনাকে চিনিয়াছে, তোমাকে চিনিয়াছে। সাবধান। আর আমার কাছে এস না, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কোর না। নখ দিয়ে তোমার পাপ চক্ষু উপাড়ে ফেলিব। নর পিশাচ! এখনও কোন্ সাহসে তুমি আমার আশা কর? আমার মার বুকে তুমি শেল হেনেছ—তোমার মাথায় এখনও আকাশের বজ্র ভেঙ্গে পড়ে না? আমি আর বলিতে পারিলাম না, দুঃখে ও অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলাম।

হতভাগ্য নরেশ এতক্ষণ এক দৃষ্টে কেবল আমার মুখপানে তাকাইয়াছিল। ভদ্রলোকটি এবার ঈষৎ হাস্যে নরেশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন অবোধ! এখনও কি তোমার চৈতন্য হয় নাই?

চৈতন্য? নরেশ ঘোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "চৈতন্য না হওয়াই ভাল ছিল। সুখময় নিদ্রার পর এ বিষময় চৈতন্য আমার অন্তঃকরণে কেবল দুর্নিবার জ্বালাময় অন্তর্দাহ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। আমি আর দাঁড়াইতে পারিতেছি না। মা বসুমতী তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। আমি কি করিলাম? কার জন্য আমার অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের কালি মাখাইলাম? হায়! দুদিন পূর্ব্বে আমার এ চৈতন্য হইল না কেন? নরেশ ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নরেশের অবস্থা দেখিয়া ভদ্রলোকটির প্রাণে বোধ হয় দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি নরেশকে বলিলেন ছিঃ কেঁদনা। সংসারের হাটে হাট করিতে আসিয়া অনেকে তোমার মত ঠকিয়া যায়। তুমি একজনকে ঠকাইয়া নিজে ঠকিয়াছ। এখন আর তুমি কাঁদ কেন? তোমার চক্ষে কান্না ভাল দেখায় না।

নরেশ। আপনি যথার্থই অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে আমার চক্ষে আর কান্না ভাল দেখায় না। আমার এখন মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি আজ গাড়ীর চাকার নীচে পড়িয়া আত্মহত্যা করিব।

বাবু। অবোধ তাহাতে তোমার কি ফল হইবে? কার জন্য তুমি আত্মঘাতী হইবে? এখনও তোমার অভিমান? কার উপর তুমি অভিমান কর?

যদি পার তবে ঐ দুষ্ট অভিমানের স্থলে অনুতাপের ধারা বহাইতে চেষ্টা কর। অপরের দোষ গুণ বিচার করিবার তোমার কোন আবশ্যক নাই। তুমি নিজে যে একজন ঘোর অপরাধি, কেবল এই কথা মনে করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি নিশ্চয় তোমার প্রাণে শান্তি দিবেন। তুমি প্রেমের কাঙ্গাল; তিনি প্রেমের রাজা। তাঁর প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই; সে প্রেম মধুর হ'তেও মধুর। যদি ভাগ্যক্রমে সে সচ্চিদানন্দ প্রেমের এক কণিকা লাভ করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে তোমার প্রাণে চিরানন্দ বিরাজ করিবে। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া প্রেমধারা গড়াইয়া পড়িল।

নরেশ আগ্রহের সহিত বলিল "আমি তাই চাই। যে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই, আমি সেই প্রেম চাই। কিন্তু কোথায় গেলে, কার কাছে যাইলে সে প্রেম পাইতে পারি আপনি আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিতে পারেন? তা যদি পারেন—তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করি না।"

ভদ্রলোকটি এবার অপেক্ষাকৃত স্নেহ সহকারে বলিলেন—"বাবা উতলা হইও না তোমাকে বলি শুন, আমার গুরুদেবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, মনের একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস এবং সংগুরুর কৃপা এই দুয়ের একত্র সম্মিলন হইলে সে প্রেমিক চূড়ামণি আপনি আসিয়া ধরা দেয়।

নরেশ। বাবা আমি মহাপাপী। মনের বিশ্বাস থাকিলেও সংগুরুর কৃপা লাভ আমার মত চণ্ডালের ভাগ্যে কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? জগতে এমন মহাজন কে কোথায় আছেন যিনি নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া আমার মত পাতকীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবেন?

ভদ্র। বাবা! গুরুর জন্য দেশ বিদেশ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয় না। সময় পূর্ণ হইলে শ্রীভগবান গুরুরূপে আপনি আসিয়া দর্শন দেন। তোমার সেই সময় পূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখ—আমি তাঁহার দাস, তোমাকে তাঁহার কাছে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। তুমি আমার সহিত চল। বহু দেবালয় বেষ্টিত সাধুজনের আবাস স্থল "ভুবনেশ্বর" তীর্থে সেই মহাপুরুষ তোমাকে কোল দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

নরেশ করযোড়ে সজলনেত্র লোচনে ভক্তি গদ্‌গদ্‌ চিত্তে বলিল, "বাবা আপনি কে মহাজন? আপনার কথায় আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হচ্চে।"

ভদ্রলোকটি নরেশের কথায় উত্তর দিয়া বলিলেন, "বাবা আমি অতি অভাজন। তুমি আমার সহিত চল, বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান নিশ্চয় তোমার মনো বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

নরেশ মন্ত্র চালিতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাদনুসরণ পূর্ব্বক পুনরায় গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

আবার ঠংঠং করিয়া ষ্টেশনের ঘণ্টায় ঘা দিল। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর গাড়ীর ইঞ্জিন যেন ক্লান্ত শরীরে কিছু বল সঞ্চয় করিয়া আবার হুহুঙ্কার রবে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ছুটিতে লাগিল। ছোট বড় কতকগুলি ষ্টেশন পার হইয়া যথা সময়ে আমরা "ভুবনেশ্বর" ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছাইলাম। ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে আমি ধীরে ধীরে মার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। দেবদাস বাবু (ভদ্রলোকটির নাম দেবদাস বাবু) আমাদিগকে ষ্টেশনের এক পার্শ্বে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নরেশকে সমভিব্যাহারে লইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনুমানে বুঝিলাম দেবদাস বাবু কটক হইতে ভুবনেশ্বর পর্য্যন্ত আমাদের দুইজনের অতিরিক্ত মাসুল জমা দিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিলেন। আমরা সকলে ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দুই খানি গো-শকট ভাড়া করা হইল। এক খানিতে জিনিষপত্র লইয়া মা ও আমি দুইজনে বসিলাম এবং অপর এক খানিতে নরেশ ও দেবদাস বাবু বসিলেন। গাড়ীদ্বয় চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর যাইয়া দেবদাস বাবুর ইঙ্গিত ক্রমে এক বহুদিনের পুরাতন বটবৃক্ষ বেষ্টিত জীর্ণ অট্টালিকার সম্মুখে আমাদের গাড়ী দাঁড়াইল। আমরা একে একে গাড়ী হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সকলে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

বাটীটির প্রথম মহলে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম যেন দিনমানে অমানিশার মসিময়ি অন্ধকার ঢালিয়া রাখিয়াছে। আমি ভয়ে ভয়ে বেশ করিয়া মায়ের হাত চাপিয়া ধরিলাম। মা বলিলেন ভয় নাই। তুমি আমার হাত ধরিয়া বরাবর আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস; এ বাটীর সকল পথ আমার জানা আছে। কতক-দূর যাইয়া একটা চৌকাট পায়ে ঠেকিল। মা দেবদাস বাবুকে বলিলেন বোধ

হয় দরজা বন্ধ আছে। দেবদাস বাবু শীকল ধরিয়া নাড়া দিতে আরম্ভ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীতর হইতে শব্দ হইল "কস্তং"? দেবদাস বাবু উত্তরে বলিলেন—"আমি বাবার দাস; সস্ত্রীক কলিকাতা হইতে আসিতেছি।" প্রশ্নকারী ভীতর হইতে বলিল "আগচ্ছ"। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলিয়া গেল; আমরা সকলে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি এ স্থানটি বেশ সূর্য্যালোকে আলোকিত। আমার চক্ষে যেন রাত্র প্রভাত হইল। যিনি ভিতর হইতে প্রশ্ন করিতেছিলেন, দেখিলাম তিনি একজন বৈষ্ণব। আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া তিনি বরাবর একটি কক্ষের মধ্যে লইয়া গেলেন। যাইয়া দেখিলাম একটি উচ্চ আসনের উপর এক তেজঃপুঞ্জ অসামান্য জ্যোতিবিশিষ্ট মহাপুরুষ বসিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এবং কক্ষতলে কয়েকজন বৈষ্ণব স্থিরভাবে বসিয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। মহাপুরুষের ললাটে তিলক রেখা অঙ্কিত; কণ্ঠে তুলসীর মালা এবং শ্মশ্রু গুম্ফবিমণ্ডিত সুচারু বদনকমল সন্দর্শনে তাঁহাকে একজন বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি বলিয়া বোধ হইল। দেবদাসবাবু ও মা তাঁহার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তাঁহাদের দেখা দেখি আমি ও গলাধ অঞ্চল দিয়া প্রণত হইলাম। নরেশ তাঁহাকে প্রণাম করিল কি না—সে দিকে আমার তখন লক্ষ্য ছিল না। বোধ হয় সেও প্রণাম করিয়া থাকিবে। মহাপুরুষ আসন হইতে নীচে অবতরণ করিয়া প্রথমে দেবদাসবাবুর শারীরীক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; পরে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এ দুইটি কে?"

দেবদাস বাবু বলিলেন, প্রভু! ইহাদের পরিচয় ইহাদেরই মুখে শুনিতে পাইবেন। আসিবার সময় এই দুইটী ভ্রান্ত জীবকে আমরা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছি।

মহাপুরুষ এক বার আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টিতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল; আমি আতঙ্কে শীহরিয়া উঠিলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে মহাপুরুষের দৃষ্টি নিকটস্থ বৈষ্ণব মণ্ডলীর উপর নিপতিত হইল। তাঁহারা মহাপুরুষের ইঙ্গিতক্রমে সকলে কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন। পরক্ষণে মহাপুরুষ সঙ্ক্ষেপে আমার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। আমি কোন কথা গোপন করিলাম না বা করিতে পারিলাম না। জ্ঞানের সঞ্চার হইতে সেই দিনের শেষ মুহূর্ত্ত

পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে একে একে সকলি প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি আমার এইরূপ সরলতায় বোধ হইল আমার প্রতি যেন কিছু সন্তুষ্ট হইলেন। ঈষৎহাস্যে তিনি আমাকে বলিলেন "মা তোমার কোন আশঙ্কা নাই। পাপ কার্য্যের পর যাহার প্রাণে অনুতাপের উদয় হয় ভগবান তাহার সকল পাপ মার্জ্জনা করেন। সেই অনুতাপের বহ্নি তোমার হৃদয় ক্ষেত্রে জ্বলিয়া কুষিত কাঞ্চনের ন্যায় তোমার হৃদয়কে আরো উজ্জল ও খাঁটি করিয়াছেন। এখন ঐ শুদ্ধ হৃদয়ের পবিত্র আসনে শ্রীভগবানের প্রেম-ঘন-মোহন মুরতি বসাইতে পারিলে আর তোমার ভবিষ্যতে পতনের আশঙ্কা থাকিবে না।"

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম বাবা আপনি যদি কৃপা করেন তবে—

তিনি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন তোমার কোন আশঙ্কা নাই। আমার বাক্যের উপর তুমি নির্ভর কর। কৃপাময় শ্রীভগবান নিশ্চয় তোমায় কৃপা করিবেন। আমি হর্ষে ও বিষাদে বায়ু-বিকম্পিত নব কিশলয়ের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার চরণ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

এইবার মহাপুরুষ মার প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিলেন,মা! অদ্য তোমরা "লক্ষ্মীনিবাসে" অবস্থান করগে যাও। আগামী কল্য ফাল্গুনি পূর্ণিমা; ঐ পুণ্যাহ তিথিতে শ্রীমন্মহা প্রভু গৌরাঙ্গদেব মর্ত্ত্যধামে জন্ম পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কল্য এই বালাকে আমি বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত করিব, দীক্ষিত করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রতি আমার কিছু কঠোর আদেশ আছে।

মা কর যোড়ে বলিলেন, আজ্ঞে করুন।

মহাপুরুষ বলিলেন, দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে আমি ইহার মস্তক মুণ্ডন করাইতে ইচ্ছা করি। যদিও কোন কোন শাস্ত্রকার মহাত্মগণ স্ত্রীলোকের মস্তক মুণ্ডন একান্ত নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন; তথাপি আমার মতে যে নারী রূপ যৌবনে অন্ধ হইয়া ভ্রম ক্রমেও একবার বিপথগামী হয় সেই নারীর কৃত কর্ম্মের দণ্ড স্বরূপ তাহার মস্তক সদাসর্ব্বদা মুণ্ডিত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

মা আমার মুখপানে একবার তাকাইলেন। তাঁহার সে চাহনির অর্থ আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া লইলাম। পরক্ষণে আমি হাসিতে হাসিতে মহাপুরুষকে

বলিলাম প্রভু। আমার নিকট কাচি থাকিলে আমি এই দণ্ডে এ চুলের রাশি কাটিয়া আপনার শ্রীচরণে উপঢৌকন দিতে পারিতাম।

মহাপুরুষ বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করি গোবিন্দের পাদপদ্মে তোমার অচলা ভক্তি হউক। যাও মার সহিত "লক্ষ্মী নিবাসে" বিশ্রাম করগে যাও। কাল তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।"

আমি করযোড়ে তাঁহাকে আবার বলিলাম—"প্রভুর নিকট আমার আর একটি নিবেদন আছে।

তিনি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "কি বলিবে বল।

আমি বলিলাম "প্রভু এ কালামুখ লইয়া সংসারে ফিরিতে আর আমার বাসনা নাই। আমার একান্ত ইচ্ছা—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আপনার চরণ সেবা করিয়া এই পবিত্র মঠের এক পাশে পড়িয়া থাকি।

মহাপুরুষ ঈষৎ হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"মা! তোমার এ প্রার্থনা পূরণ করিতে আমি একেবারে অক্ষম। আমার এ মঠে কোন স্ত্রীলোকের সপ্ত রাত্রের অধিক থাকিবার অধিকার নাই। যাহাদের সহিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ-সূত্রে আমি আবদ্ধ আছি তাহারাও এ স্থানে আসিলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মঠ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বলা বাহুল্য তোমাকেও যাইতে হইবে।"

আমি বাষ্প পূরিত নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বলিলাম "প্রভু। সংসারে যে আমার স্থান নাই।

মহাপুরুষ আবার তেমনি হাসিলেন। আবার তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "সংসারে বিড়াল কুকুরের থাকিবার স্থান আছে, আর তোমার থাকিবার স্থান নাই? এমন কথা বলিলে বিশ্বপাতা ভগবানের নিকট অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইতে হয়।"

মা সস্নেহে আমার গলা জড়াইয়া আমাকে বলিলেন, "পাগলি সে ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না। যাঁর ভাবনা তিনি ভাবিবেন, কাল সমস্ত রাত্র গাড়ীতে আদৌ ঘুমাওনি, চল স্নান আহার করিয়া একটু বিশ্রাম করিবে চল।"

মহাপুরুষ আমাকে লক্ষ করিয়া বলিলেন। অমন স্নেহময়ি মার কোলে থাকিয়া তুমি আশ্রয়ের ভাবনা কর? আশীর্ব্বাদ করি মার মত ভগবানে ঐরূপ

দৃঢ় নির্ভরতা তোমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হউক। যাও এস্থানে আমার অন্য কার্য্য আছে, তোমরা বিশ্রাম করগে যাও।"

মা আমার হাত ধরিয়া ধীরপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্রমশঃ।

কালীপদ বিশ্বাস।

সৎপ্রসঙ্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চ। তুমি বলিতেছ যে নির্গুণ অর্থে নির্ব্বিশেষ গুণ সম্পন্ন, ফলে এই অর্থ বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাবানুযায়ি হইলেও অনেক মহাত্মা নিঃশব্দের নাস্তি অর্থ করিয়া নির্গুণ অর্থে গুণহীন বলিয়াছেন কেন?

র। তদানিন্তন দেশকাল পাত্রের অবস্থা বুঝিয়া ভগবান শঙ্করাচার্য্য নির্গুণ শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহার গূঢ় অর্থ ও শাস্ত্রকার ঋষিগণের প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াও কতকগুলি সাধন সম্পত্তিহীন অথচ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি কেবল তর্কের খাতিরে সর্ব্বশক্তিমান ও অনন্ত গুণাকর পরমেশ্বরকে শক্তিহীন, গুণহীন প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়া সাধারণের হৃদয়ে সংশয়ের অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছেন, মহাত্মাগণের মধ্যে কেহ কেহ যে নিঃশব্দের নাস্তি অর্থ করিয়াছেন তাহার ভাব এই যে, "বালক পুত্র যদি কোন দুরারোহ বৃক্ষের উচ্চ শাখাস্থিত সুমধুর ফল পাড়িবার জন্য ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিবার বিফল প্রয়াস পায়, তাহা হইলে যেমন তাহার পিতা তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য বলেন যে, পুত্র ঐ ফলটিতে আদৌ মিষ্ট রস নাই, সেইরূপ শ্রীভগবানের নির্গুণ ভাব জীবের ধারণা করিবার শক্তি না থাকায় মহাত্মাগণ নিঃশব্দের নাস্তি অর্থ করিয়া সগুণ ভাবের উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কেননা ত্রিগুণের মধ্যে অবস্থিত জীবের পক্ষে অনন্ত গুণের ধারণা করা পঙ্গুর সাগর লঙ্ঘনের

ভাব সাধ্যাতীত, সুতরাং যাহা শক্তির বহির্ভূত তাহা আমাদিগের পক্ষে না থাকারই তুল্য, আলোকের অতিরিক্ত কম্পন ও অতি মৃদু কম্পন আমাদিগের চক্ষে যেমন অন্ধকাররূপে প্রতীয়মান হয় সেইরূপ বিদ্যার অতীত চৈতন্যের নির্গুণ ভাব ও অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের অব্যক্ত ভাব এই উভয়ই আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষের অতীত বলিয়া জানিও, ফলতঃ পেচকের চক্ষু সূর্য্যালোক ধারণা করিতে সক্ষম না হওয়ায় তাহার পক্ষে যেমন সূর্য্যালোক বলিয়া কোন পদার্থ নাই সেইরূপ নির্গুণ চৈতন্যের অনাবিল জ্যোতী আমাদিগের ধারণাতীত হওয়ায় উহা নাস্তি মনে করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়াশ না করাই শ্রেয়ঃ, এবং এই জন্যই অভিধানে অনেক প্রকার অর্থ থাকা সত্বেও কোন কোন মহাত্মা নিঃশব্দের নাস্তি অর্থ করিয়াছেন জানিবে, কিন্তু পেচকের পক্ষে সূর্য্যালোক দর্শনগম্য না হইলেও ঐ আলোক চন্দ্রে প্রতিবিম্বিত হইলে যেমন প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, সেইরূপ নির্গুণ চৈতন্য—জ্যোতী ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার নির্ম্মল অংশে অর্থাৎ বিদ্যা প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ব্যক্ত ভাব ধারণ করিলে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হই।

চ। অনেক বড় বড় পণ্ডিত বলেন যে মায়ার দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট ও পরিচালিত হইতেছে সুতরাং জগতে যাহা কিছু দেখা যায় সমস্তই মায়ার খেলা, নিরাকার ব্রহ্মের ইহাতে কোন হাত নাই।

র। লাট সাহেবের দ্বারা ভারত শাসিত হইতেছে, সম্রাটের ইহাতে কোন হাত নাই বলা, আর মায়ার দ্বারা জগৎ পরিচালিত হইতেছে, ভগবানের ইহাতে কোন হাত নাই বলা একই কথা, কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে লাট সাহেব যেমন সম্রাটের শক্তি ভিন্ন মুহূর্ত্তের জন্যও শাসন কার্য্য করিতে পারেন না, মায়াও সেইরূপ শ্রীভগবানের শক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, শ্রীভগবান স্বীয় শক্তিরূপিণী মায়ার দ্বারা গৌনভাবে জগৎ পরিচালনা করিতেছেন, অতএব তিনি মায়ার মধ্যে নাই বলিলে যেমন তাঁহার সর্ব্বব্যাপীত্বে দোষ পড়ে, তিনি নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না বলিলে তেমনি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায় আঘাত করা হয়। ভাই। শব্দার্থ তার্কিকগণের আনন্দের বিষয় হইতে পারে কিন্তু প্রকৃত ভগবৎলাভার্থি সাধক তাহার

হৃদয়ঙ্গম করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হন, এবং ভাবময় শ্রীভগবানের দ্বারাই সেই ভাব তাঁহার হৃদয়ে সংক্রামিত হয় জানিবে।

চ। শ্রীভগবান চৈতন্য স্বরূপে গুণাতীত হইয়াও যখন তিনি গুণের মধ্যেও আছেন, তখন কি তিনি আংশিক ভাবে গুণে লিপ্ত?

ব। গৃহাকাশকে যেমন মহাকাশের অংশ বলিয়া মনে হয় এবং ঐ গৃহাকাশ ধূমময় হইলে যেমন উহা ধূমের সহিত লিপ্ত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ প্রকৃত পক্ষে তিনি অখণ্ড ও নির্লিপ্ত হইলেও খণ্ড ও লিপ্তের ন্যায় দেখায় মাত্র।

চ। গুণাতীত শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

ব। গুণাতীত অর্থে গুণের প্রভু, দাসের ক্ষমতা যেমন প্রভুর অধীন, গুণ সেইরূপ শ্রীভগবানের উপর শক্তি চালনা করিতে পারে না। কয়েদীগণ যেমন কারারক্ষীগণের অধীন, জীবগণ সেইরূপ গুণের অধীন, কিন্তু কারাগারের অধ্যক্ষ রাজকীয় শক্তিতে শক্তিমান থাকায় ঐ বন্দীগণ নতশিরে তাঁহার আদেশ পালন করে এখানে যেমন রাজশক্তি কারাধ্যক্ষ রূপে কারাগারের মধ্যে অবস্থান করিলেও বন্দীগণ তাঁহার উপর ক্ষমতা বিস্তার করা দূরে থাকুক বরং তাঁহার দ্বারা নিয়মিত ও পরিচালিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান চৈতন্যশক্তি স্বরূপে গুণের মধ্যে অবস্থান করিলেও গুণ তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না।

চ। সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের চৈতন্য শক্তি যদি স্বগুণ ভাবে সৎ ও অসৎ উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান, তবে সতে শান্তি ও অসতে অশান্তি বোধ হয় কেন?

ব। আমাদের চক্ষুর ধারণানুযায়ি আলোকের প্রকাশ থাকিলে সহজেই গম্য পথ দৃষ্ট ও করণীয় কার্য্য সমাধা হয়, কিন্তু আলোকের অতি মৃদু প্রকাশে আমাদের দর্শন শক্তির উন্মেষ না হওয়ায় যেমন গম্য পথাদি বিঘ্ন সংকুল হয়, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য জ্যোতীর প্রকাশ ভেদই সতে শান্তি ও অসতে অশান্তির কারণ, অথবা যেমন নির্ম্মল জলে তৃষ্ণা শান্তি ও লবনাক্ত জলে তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়—নির্ম্মল বায়ু শান্তিপ্রদ ও ধুম মিশ্রিত বায়ু অশান্তিপ্রদ, সেইরূপ বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য শক্তি সংকর্ষে শান্তি, ও অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য শক্তি অসংরূপে অশান্তির কারণ হয়, ভাই! পানাপুকুরে অপরিষ্কার

জলে ব্যাধির উৎপত্তি হয় ও নদীর নির্ম্মল জল ব্যাধি নাশক, কিন্তু উভয়ই যেমন জল শব্দবাচ্য হইলেও আধার ভেদে ফল ভেদের কারণ হয়, সেইরূপ বিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য শক্তি সদ্ভাবোদ্দীপক সাত্ত্বিকী শক্তির উন্মেষ করায় শান্তি ও অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্য শক্তি অসদ্ভাবোদ্দীপক রজস্তম শক্তির উন্মেষ করায় অশান্তির কারণ হয়।

চ। এক্ষণে বুঝিলাম যে চৈতন্য শক্তি সর্ব্বব্যাপীরূপে সদসতের মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ যে শ্রীভগবানকে লাভ করিতে হইলে সদসতের পারে যাইতে হয়, কেননা তিনি সদসতের পারে আছেন, অতএব কথাটা একটু বিস্তার করিয়া বুঝাইয়া দাও।

র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এক খণ্ড লৌহে বিদ্যুৎ শক্তি সংক্রামিত হইলে উহা একদিকে সম ও অন্যদিকে বিষম ভাব ধারণ করে, অথচ ঐ লৌহ খণ্ডের পারে বিদ্যুৎ শক্তি যেমন অনন্ত ভাবে বিদ্যমান, সেইরূপ চৈতন্য শক্তি প্রকৃতির বিদ্যা বা নির্ম্মল ভাগে সৎ ও অবিদ্যা বা মলিন ভাগে অসৎ ভাব ধারণ করিয়াও প্রকৃতির পারে অনন্ত ভাবে বিদ্যমান, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রকৃতির পারে স্বরূপ ভাবে ও মধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাবে আছেন, সতে এই প্রতিবিম্ব ব্যক্ত ও অসতে অব্যক্ত, মুক্তি লাভেচ্ছু সাধকের আত্ম স্বরূপ জ্ঞান হইলে পরমাত্ম স্বরূপ জ্ঞান হইতে বিলম্ব হয় না, কিন্তু আত্মস্বরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে হইলে প্রথমে সতের সাহায্য আবশ্যক, স্বর্ণ হইতে খাদ বাহির করিতে হইলে সোহাগার সাহায্য আবশ্যক হয়, কিন্তু পরিশেষে ঐ খাদকে সঙ্গে লইয়া সোহাগাও অন্তর্হিত হইলে যেমন স্বর্ণের নির্ম্মল ভাব প্রকাশ পায়, সেইরূপ সচ্ছক্তির দ্বারা চিত্তের অসদাবরণ উন্মোচিত হইবার পরে যখন সৎ বা অসৎ কিছুই বর্ত্তমান থাকে না তখন নিত্য জ্যোতীষ্মান আত্মার স্বরূপ ভাব প্রকাশ পায়, মনে কর চন্দ্র—জীবাত্মা ও সূর্য্য—পরমাত্মা; সূর্য্য জ্যোতীতে চন্দ্রের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্ম জ্যোতীতে নিত্য জ্যোতীষ্মান, কিন্তু চন্দ্র মেঘের দ্বারা আবরিত হইলে যেমন জগৎ অন্ধকার হয় ও বায়ুর দ্বারা ঐ মেঘ অপসারিত হইলে চন্দ্রের স্বরূপ ভাব প্রকাশিত হওয়ায় জগৎ আলোকিত হয়, সেইরূপ অসতের মলিনতায় চিত্তাকাশ আবরিত থাকিলে পরমাত্মার সহিত নিত্যযুক্ত জীবাত্মার স্বরূপ অব্যক্ত থাকায় হৃদয় অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন

হয়, অসচ্ছক্তি বর্দ্ধস্তমো গুণের স্ফুরণ করে এবং রজস্তমো গুণ ভ্রান্তি ও মোহের প্রসূতি, সুতরাং জীবের মন ঐ অন্ধকারে বিভ্রান্ত ও মুগ্ধ হইয়া আত্ম স্বরূপ ভুলিয়া যায় ও পাঞ্চভৌতিক দেহে আমিত্ব বুদ্ধি আরোপ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালায় দগ্ধ হয়, কিন্তু সচ্ছক্তির দ্বারা স্বরূপ প্রকাশকর সাত্ত্বিকী বুদ্ধির উন্মেষ হওয়ায় অসতের মালিন্য নিরাকৃত হইলে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যখন আত্মার বিমল প্রভায় চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত হয়, তখন অন্ধকারে গমন করিতে করিতে কাহারও পশ্চাদ্ভাগ সহসা আলোকিত হইলে যেমন সে ফিরিয়া চায়, সেইরূপ বহির্মুখ মন স্বীয় গতি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বিস্ময় মুগ্ধ হইয়া অন্তরস্থ আত্মার বিমল প্রভা অবলোকন করে, ও চুম্বকের দ্বারা আকর্ষিত লৌহ খণ্ড যেমন ঐ চুম্বকে সংলগ্ন হইলে ক্রমে উহাতে তাহার শক্তি সংক্রামিত হয়, সেইরূপ মুগ্ধ মন আকর্ষিত হইয়া আত্মায় সংলগ্ন হইলে ক্রমশঃ উহা আত্মভাবে অনু-প্রাণিত হয়, ভাই। মন এই অবস্থাপন্ন হইলে সে সদসতের পারে চলিয়া যায় ও জীব ভাব হইতে মুক্ত হইয়া শিবভাবে বিহার করে, এই জন্যই শাস্ত্র বলেন,—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ"।

চ। জীব কি জীবাত্মা হইতে বিভিন্ন ?

র। জীব শব্দ ভাববাচক, মন যখন মায়ার মধ্যে অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণ করে তখন তাহার জীব ভাব, এবং মায়িক ভ্রমজাল হইতে মুক্ত হইয়া যখন আত্মায় সংলগ্ন হয় তখন তাহার শিবভাব, মন এই শিবভাবে নীত হইয়া আত্মস্বরূপ অবগত হইলে যখন তাহার ভ্রমাত্মক জীব ভাব তিরোহিত হয় তখন সে আত্মার সহিত যুক্তভাবে মুক্তির অপার আনন্দ অনুভব করে। কিন্তু আত্মা পরমাত্মার সহিত নিত্যযুক্ত থাকায় নিত্য শিবভাবাপন্ন।

চ। জীবাত্মা যদি পরমাত্মার সহিত নিত্যযুক্ত। তাহা হইলে যোগ—সাধনের আবশ্যক কি ?

র। এই যোগ আত্ম স্বরূপের সহিত মনের যোগ, মায়িক বাসনায় কুহকে মন বহির্ম্মুখ হইলে উহা রাজসিক অহংকারের বশবর্ত্তী হওয়ায় ভ্রমে পতিত হয়, ও আত্মাতে ভ্রমাত্মক সুখ দুঃখের আরোপ করিয়া বৃথা কষ্ট পায়, নদীর

নির্ম্মল প্রবাহ পশ্চাতে থাকিলেও বৃথা মরিচীকার উদ্দেশে ধাবমান হইয়া পিপাসার তাড়নায় আকুল হয়, ফলে এইরূপে একবার কর্ম্মবীজ বপিত হইলে যতদিন না উহা জ্ঞানানলে দগ্ধ হয়, ততকাল কর্ম্মফল ভোগের জন্য জন্ম মৃত্যু প্রসবিতা বাসনা মরিচীকার পশ্চাতে অবিরত ধাবমান হয়, কিন্তু বহু জন্ম ঘুরিয়াও যখন এই দারুণ অভাব ও পিপাসার নিবৃত্তি হয় না বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া তাহাকে ভীষণতম আধ্যাত্মিক মৃত্যুর সন্নিহিত করিয়া দেয়, তখন সে অবিদ্যার কুহক—বাসনার প্রতারণা ও নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পরিত্রাণের জন্য আকুল প্রাণে শ্রীভগবানের শরণাগত হইলে কিরূপে তিনি সৎসঙ্গের সংযোগ পূর্ব্বক সচ্ছ্রদ্ধার উদ্দীপন করিয়া চিত্তাকাশে ঘনীভূত অসতের ঘন ঘটা অপসারিত করিয়া দেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি যদি শ্রীভগবানের কৃপায় চিত্তশুদ্ধি ও মনে বিবেক শক্তি সংক্রামিত হইলে সে ঐ শক্তিবলে অন্তর্ম্মুখ হওয়ায় নির্ম্মল চিত্তাকাশস্থিত আত্মার বিমল প্রভাব দ্বারা মুগ্ধ ও আকর্ষিত হইয়া তৎসহ যুক্ত হয়, এবং এই যুক্ত হওয়াকে যোগ ও যুক্ত হইবার চেষ্টা করাকে যোগ সাধনা বলে, নচেৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মার সহিত নিত্যযুক্ত ও পরমাত্ম জ্যোতিতে নিত্য জ্যোতীষ্মান বলিয়া জানিও, ভ্রম মনের উপর কার্য্য করিতে পারে কিন্তু আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

> জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস ইহা ভুলি গেল,
> এই লাগি মায়া ফাঁস গলায় লাগিল।

চ। ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না, উপমার দ্বারা বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলে ভাল হয়।

ব। কোন কোন সচ্চরিত্র যুবক সৎসঙ্গের বিমল আনন্দ ত্যাগ করিয়া কৌতূহল বশতঃ মাতাল ও বেশ্যাগণের আমোদ প্রমোদ দেখিবার জন্য তাহাদের সঙ্গ করে, এবং সঙ্গ করিবার প্রথম অবস্থায় অন্তঃ শক্তির উপর নির্ভর করায় বাসনার প্রতারণা বুঝিতে না পারিয়া মনে করে যে ঐ কুসঙ্গ কখনই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না, কিন্তু পরিশেষে যখন অসৎসঙ্গের কুহকময়ী শক্তিতে অভিভূত হইয়া উহাদের পরিণাম বিষময় বিধ্বংস আমোদে যোগদান করে তখন মোহ তাহার জ্ঞানকে আবরিত করায় যেমন সে আপনার বংশমর্য্যাদা ও পদগৌরব ভুলিয়া দারুণ কষ্টে নিপতিত হয়, সেইরূপ মন প্রথমতঃ বাসনার

প্রতারণায় রাজসিক অহংকারের উপর নির্ভর করিয়া বিদ্যার অধিকার হইতে অবিদ্যার অধিকারে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু পরিশেষে উহার কুহক শক্তিতে মুগ্ধ ও অভিভূত হইলে যখন ঐ মুগ্ধভাব সংক্রামিত হইয়া চিত্তকে অসত্যের মলিনতায় আবরিত করে, তখন সে আত্মস্বরূপ ভুলিয়া ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ হয়, এবং যাবৎ সৎসঙ্গের দ্বারা সদ্বৃত্তি উদ্দীপিত হইয়া ভ্রমের কারণ স্বরূপ চিত্ত মালিন্য বিনষ্ট না করে, তাবৎ জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া বিমল আনন্দ ভোগে বঞ্চিত থাকে।

চ। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ যে আমাদের শাস্ত্র জ্ঞানলাভের পরে সংসার করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু আমার সংশয় হইতেছে এই যে, জ্ঞানলাভ পূর্ব্বক যে সংসারের স্বরূপ বুঝিয়াছে, সে মোহময় ভোগের পথে কেন বিচরণ করিবে? যদি করে, তাহা হইলে কর্পূর যেমন বায়ুতে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ নানাবিধ সাংসারিক তাপে তাহার জ্ঞান সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে কিনা।

ব। ভক্তি। যাহার জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহার অহংকারাদি শুদ্ধ হওয়ায় সংসারের মোহ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, কেননা তাহার আমিত্ব রূপ যন্ত্র আর তাহার নিজের দ্বারা ধ্বনিত হয় না, ঐ যন্ত্র শ্রীভগবানে নিবেদিত হওয়ায় তিনিই তাহাতে সুর সংযোগ করেন, ফলতঃ সাধকের আত্ম সমর্পণ সিদ্ধ হইবার পরক্ষণ হইতেই অবিদ্যা মায়া তাহার কর্ম্ম চক্র ত্যাগ করে, কিন্তু চাকা-ঘুরাইতে ঘুরাইতে ত্যাগ করিলেও যেমন পূর্ব্ববেগ বশতঃ কিছুক্ষণ ঘুরিয়া তবে স্থির হয়, সেইরূপে শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণের পরে সাধকের সঞ্চিত ও ক্রিয়মান কর্ম্মফল বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল জীবনব্যাপী ভোগ করিতে হয়, অথচ সুবিধার মধ্যে এই যে, ঐ ভোগে তীব্র আশক্তি না থাকায় উহাতে কঠোরতা থাকে না, অর্থাৎ নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়, কেননা সংসারের অনিত্যতা অবগত ও নিত্যে লক্ষ্য থাকায় অবিদ্যা তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, অবিদ্যাই আশক্তিকে অনিত্যে চালনা করিবার মূল, সুতরাং অবিদ্যার বিক্রম প্রতিহত হওয়ায় সাধকের আশক্তি নিত্য হইতে বিচ্যুত হয় না, সে যে প্রারব্ধ ক্ষয় করিবার জন্যই সংসারে আছে, ভগবদ্‌কৃপায় তাহার এ ধারণা সর্ব্বদা অটুট থাকে, সুতরাং সে রাজসিক বাসনার প্ররো-

চনায়, লোক সম্মানের প্রয়াসে বাহ্যিক সংসার ত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইতে চায় না, ভাই। ত্যাগ বাহিরে নাই—অন্তরে, তবে অকাল ত্যাগী সন্ন্যাসী আশ্রমীদিগের শিক্ষার জন্য কোন কোন নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার ত্যাগ অন্তর পূর্ণ করিয়া বাহিরে বিকাশ পায় মাত্র, নচেৎ মুমুক্ষু সাধকের অন্তরে ত্যাগের উন্মেষ হইলে তাহার সংসার ও অরণ্যে ভেদ ভাব তিরোহিত হওয়ায় ভগবান তাহাকে যে অবস্থাতে রাখেন, সেই অবস্থাতেই সে ধীরভাবে প্রারব্ধ ভোগ করিয়া মুক্ত হয়, এবং এইরূপে শ্রীভগবানের কৃপায় লব্ধজ্ঞান সাধকের হৃদয়ে ভাব বদ্ধমূল থাকায় ইহা গোল মরিচের ন্যায় জ্ঞান কর্পূরকে অবিদ্যা বায়ুতে বিলীন হইতে দেয় না, তবে—জ্ঞান সূর্য্য প্রারব্ধ বশে কামাদি রিপুরূপ রাহুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সাময়িক আচ্ছন্ন হইলেও পুনরায় অধিকতর তেজে প্রকাশমান হয়। এই প্রারব্ধ ক্ষয় করিবার জন্য সাধকের যে ভোগের আবশ্যক হয়, আপন স্বরূপ জ্ঞান থাকায় সে ভোগে তাহার আশক্তি থাকে না, রাজপুত্র যদি কোন অপরাধ বশতঃ পিতা কর্তৃক কিছুদিন ছদ্মবেশে ভিখারীগণের সহিত অবস্থান করিতে আদিষ্ট হয়, তাহা হইলে ভিখারীগণের ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যাদির প্রতি কি তাহার আশক্তি থাকিতে পারে? তবে—প্রয়োজনের জন্য সাময়িক একটু আশক্তির ভাব আসিলেও সোনার তরবার যেমন নামে তরবার হইলেও তাহার দ্বারা হিংসাদি কার্য্য চলে না, সেইরূপ সাধক যে অমৃতের সন্তান, এ জ্ঞান হৃদয়ে অটুট থাকায় তাহার আশক্তিহীন ভোগ কর্ম্মবীজ প্রসব করিতে পারে না, অতএব জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর ভোগ বাহ্য দৃষ্টিতে এক প্রকার বোধ হইলেও ভাবের প্রভেদে ফল ভেদের কারণ হয়, যে বায়ুতে দীপাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, সেই বায়ুতেই যেমন মহাগ্নি প্রবল ভাব ধারণ করে, সেইরূপ অজ্ঞানীর অহংশক্তি ভোগের নিকট তুচ্ছ হইলেও ঐ ভোগ জ্ঞানীর চৈতন্য শক্তির নিকট সর্ব্বদা নতশীর ভাবে অবস্থান করে, ফলতঃ অজ্ঞানী ভোগের দাস হওয়ায় ভোগ প্রথমতঃ তাহার আধ্যাত্মিক রত্নাদি অপহরণ পূর্ব্বক পরে তাহাকে বিনষ্ট করে, কিন্তু জ্ঞানী ভোগের প্রভু হইয়া ভোগ করে বলিয়া ভোগ তাহার অনিষ্ট করা দূরে থাকুক বরং কার্য্য সিদ্ধির সহায় হয়, ভাই। কোন পথিক অরণ্য পার হইবার সময় দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত হইলে যেমন সে তাহার দ্বারা হৃত সর্ব্বস্ব ও নিহত হয়, কিন্তু ঐ দস্যুকে স্ববশে আনয়ন

করিতে পারিলে সে ঐ পথিকের পথদর্শক রূপে অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে অরণ্য পার করিয়া দেয়, সেইরূপ সংসার কানন পার হইবার সময় অজ্ঞান পথিক ভোগ দস্যুর দ্বারা বিজিত হইলে, সে তাহার আধ্যাত্মিক ধনরত্ন অপহরণ পূর্ব্বক তাহাকে বিনষ্ট করে, কিন্তু জ্ঞানী পথিক ভগবদ্‌কৃপালব্ধ চৈতন্য শক্তি বলে ভোগ দস্যুকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হওয়ায় সে তাহাকে সংসার অরণ্য পার হইবার সাহায্য করে ও প্রারব্ধ বাসনাপ্রসূত প্রবৃত্তিগুলিকে বিপরীত গামী হইয়া তাহার অনিষ্ট করিতে দেয় না. অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মপথে সাধকের প্রারব্ধ বাসনা জনিত ভোগের তৃপ্তি হয়, অধর্ম্ম পথে ভোগ করিতে গিয়া পুনরায় কর্ম্মবীজ বপিত হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া মনে করিও না যে জ্ঞানী সাধক ঐ ভোগ দস্যুকে বিশ্বাস করিয়া অসাবধান হয়, কেননা দস্যুগণ সদাই অবিশ্বাসি, সুতরাং সংসার অরণ্য পার হইবার সময় যে সর্ব্বদা সাবধানে আপনার স্বরূপ জ্ঞান অব্যাহত ও ভোগের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখে বলিয়া তাহার কার্য্যসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগ তাহার ইচ্ছার অধীন থাকে ও কার্য্যসিদ্ধির পরে তুচ্ছ বলিয়া গন্য হয়। ভাই। বাসনার আকর্ষণে আমাদের দেহতরী ভোগরূপ জলধির মধ্যে পতিত হইয়াছে, যাহার জ্ঞানরূপ দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র আছে সে সহজেই তরঙ্গময় ভোগবারি ভেদ করিয়া পারে যাইতে পারে, কিন্তু অজ্ঞানীরা দিসেহারা হওয়ায় তাহাদের দেহতরী দুস্তর ভোগ জলধির মধ্যে নিমজ্জিত হয়, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ যে জ্ঞানরূপ দিক্‌-নির্ণয় যন্ত্র লব্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পারে যাওয়া যায় না, তাহাকে ভোগের মধ্য দিয়াই ভোগের পারে যাইতে হয়, এবং পারে যাইলে ভোগ ও ভোগ্য দেহ অনাবশ্যক হওয়ায় সাধকের নিকট তুচ্ছ বলিয়া গন্য হয়, ফল কথা এই যে জ্ঞানীর ভোগ নির্ব্বীজ, অর্থাৎ তাহাতে বর্ত্তমান বাসনার বীজ না থাকায় ভবিষ্যত ভোগ সৃষ্ট হয় না, কিন্তু অজ্ঞানীর বাসনা বীজযুক্ত ভোগে আশক্তি বারি সিঞ্চিত হওয়ায় উহা শত শত ফল প্রসব করিয়া তাহাকে বহুজন্ম সংসার রূপ ভৌম নরকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, এবং এইরূপে সে অবিদ্যার আবর্ত্তে কখন নিম্নস্তরে কখন বা উদ্ধস্তরে ভাসমান হইয়া সুখ দুঃখের কষাঘাতে অবিরত জর্জ্জরিত হয়।

চ। ভোগের প্রভু হইয়া ভোগ করাই যখন সঙ্গত, তখন ভোগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে তাহার প্রভু হওয়া যায়।

র। প্রকৃত সাধক ভোগের লালসা করে না, অথচ স্বয়মাগত ভোগগুলিকে বিবেক বুদ্ধিবলে বাছিয়া লইয়া অভ্যর্থনা করে এবং যাবৎ ভোগের সঙ্গ করে তাবৎ আপনার স্বরূপ জ্ঞান অব্যাহত রাখে, ফলে যদবধি জীবের স্বরূপ জ্ঞান না হয়, ততদিন অহংকার শুদ্ধ না হওযায় সে ভোগের অধীন থাকে, খর স্রোতা নদীতে পতিত হইলে যেমন উজানে সন্তরণ করিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া স্রোতের অনুকূলে সন্তরণ করিলে প্রাণ রক্ষার সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ এ অবস্থায় ভোগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার প্রভু হইবার বৃথা চেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক তাহার অনুকূলে গমন করিলে সময়ে তাহাকে বশীভূত করিবার সম্ভাবনা থাকে, কেহ বিস্তৃত জমীদারির মালিক হইলেও যাবৎ সে নাবালক থাকে, তাবৎ তাহার স্বরূপ জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ সে তাহার পদগৌরব ও শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকে, এ সময়ে সে তাহার কর্ম্মচারীগণের অধীন থাকায়, সামান্য একটি পয়সার আবশ্যক হইলে ভিখারীর ন্যায় তহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়, এমন কি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহারই *দেহরক্ষক কোন সামান্য দাসের দ্বারা শাস্তি প্রাপ্ত হয়।*

অতএব এ অবস্থায় তাহাদিগের সহিত বিবাদ পূর্ব্বক নিজের ধন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন না করিয়া বরং তাহাদিগের অনুকূল কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ কিন্তু কালে সেই নাবালক সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন তাহার স্বরূপ বুঝিতে পারে, তখন সেই সকল কর্ম্মচারি ও দেহ রক্ষিগণ যেমন নতশীরে তাহার আদেশ পালন করে, সেইরূপ অজ্ঞানীর স্বরূপ বোধ না থাকায় নাবালকের ন্যায় আপন দাসের অধীন থাকিয়া কষ্ট ভোগ করে, আপনার ধনে কর্তৃত্ব থাকে না, কিন্তু জ্ঞান লাভের পরে সাবালক হইলে যখন ভোগের উপর প্রভুত্ব লাভ করে তখন আপনার আধ্যাত্মিক ধন সম্পত্তি বুঝিয়া লইয়া তৃপ্তির পথে অগ্রসর হয়। ভাই! তোমাদের ধারণা যে বাহ্যিক সংসার ত্যাগ না করিলে সাধনা হয় না, সুতরাং এই ভুল ধারণা পরিবর্ত্তন করিবার জন্যই এ সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইল, নিশ্চয় জানিও যে অহংকারের দ্বারা ত্যাগ সিদ্ধ

হয় না, যাহারা এইরূপ লোক দেখান ত্যাগ করে, তাহার ত্যাগ সম্পূর্ণ বাহ্যিক হওয়ায় বিপরীত ফল প্রসব করে, গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্,
ইন্দ্রিয়ার্থান বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।

অর্থাৎ বাহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া যে কামনার বস্তু মনে স্মরণ করে— সেই মূঢ় মিথ্যাচারের অপরাধে অধঃপতিত হয়।

ভাই। চুম্বক পর্ব্বতের দিকে জাহাজ যত অগ্রসর হয় ততই তাহার লৌহ শলাকাগুলি যেমন আপনা হইতে খুলিয়া যায় সেইরূপ ভগবল্লাভার্থি সাধক সাত্বিক অস্মিতা আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের দিকে যত অগ্রসর হয়, তাঁহার কৃপাশক্তি বলে ততই তাহাদের ত্যাগ আপনা হইতে সিদ্ধ হয়, এবং সেই ত্যাগই প্রকৃত ও আন্তরিক বলিয়া জানিও, নচেৎ অহংকার ও লোক মুখাপেক্ষার ভিত্তিতে প্রকৃত ত্যাগরূপ অট্টালিকা গঠিত হইতেই পারে না, চতুর সাধক ক্রমশঃ এই ঈশ্বর দত্ত ত্যাগরত্ন লাভ করিয়া আপনার আনন্দে আপনি বিভোর থাকে, প্রবৃত্তি তরঙ্গময় সংসারে অবস্থান করিয়াও এই ত্যাগের বলে অক্লেশে পার হইয়া যায়, সাধক অপরকে উদার ভাবে এই অপার্থিব রত্ন লাভের উপায় বলিয়া দেয় বটে কিন্তু নিজের লব্ধরত্ন গুপ্তভাবে হৃদয় কন্দরে লুকাইয়া রাখে, কাহাকেও তাহার সন্ধান বলে না, কেননা সে যে ঐ ত্যাগ রত্ন লাভ করিয়াছে, তাহা অপরকে বুঝাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে পাছে সম্মানাকাঙ্খার গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় ও সেই পথে রাজসিক অহংকার রূপ চোর প্রবেশ করিয়া তাহার মুক্তি ফল প্রসূ অমূল্য ধন অপহরণ করে, এই আশঙ্কায় সে সর্ব্বদা সাবধান থাকে। ফলতঃ সার জানিও যে, ত্যাগ অহংশক্তির দ্বারা লাভ করা যায় না, আকুল অন্তরে যে সাধক ভগবল্লাভের পথে অগ্রসর হয়, এই ত্যাগ আপনা হইতে তাহাকে আশ্রয় করে, সন্ন্যাস ত্যাগের নিত্য সহচর, অথবা "সন্ন্যাস ও ত্যাগ" এক জিনিষেরই এ পিঠ, ও পিঠ, এই জন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ।

কাম্য কর্ম্মের ন্যায় অর্থাৎ সমস্ত কামনা ভগবানে অর্পণ করাকে সন্ন্যাস বলে, ও সর্ব্ব কর্ম্মের ফল কামনা ত্যাগ করাকে ত্যাগ বলে। ইহার ভাবার্থ এই যে, অপরাপর কর্ম্মফল হইতে বাসনার প্রত্যাহার করিয়া অকপট ভাবে ভগবৎ কামী হইলেই সেই দয়াময়ের কৃপায় এইত্যাগ ও সন্ন্যাস রূপ দুর্লভ রত্নযুগল আপনা হইতে লব্ধ হয়।

যিনি প্রকৃত আত্মোন্নতি প্রয়াসী, তিনি যেন এই সার কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন, কেননা ইহাই সাধনার মূলমন্ত্র স্বরূপ, সংসার অরণ্যগামী পথিক যদি রক্ষা কবচের ন্যায় এই সার বাক্যটি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন তাহা হইলে তিনি নির্ব্বিঘ্নে পারে যাইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীহ———শর্ম্মাঃ।

কলিকাতা হইতে হিমালয়।

—:•:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হিমালয়ে।

ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রেমানন্দ স্বামী ব্রহ্মচারী মহাশয় এবং বিপিনবিহারী একত্র আছেন। বিপিনবিহারীর মাতার মৃত্যু হইয়াছে। বালিকা কয়টীরও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মাতার মৃত্যুর পর আর তাঁহার কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা গেল না। পত্রদ্বারা বন্ধুকে মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিলেন। পত্র দ্বারাই পরামর্শ হইতে লাগিল। ফলে এই হইল কলিকাতার বসত বাটী কোনও নিকটাত্মীয়কে বাস করিবার জন্য প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট বিষয়ের অৰ্দ্ধেক কতক অনাথাশ্রমে, কতক সেই বালিকা গুলিকে কতক বা অন্যান্য সৎকার্য্যে বণ্টন করিয়া দিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধেক সম্পত্তি লইয়া কণখলে প্রেমানন্দ স্বামী ও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলেন। কিছুদিন পরে কণখল

হইতে পঞ্চাশ ষাট ক্রোশ দূরে হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে প্রায় এক সহস্র বিঘা জমি ক্রয় করিলেন এবং তাহার মধ্যে তিনটী মনোনুত গুহা নির্ব্বাচন করিয়া সে গুলি বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। গুহা তিনটী পরস্পর অধিক দূরবর্ত্তী নহে। নির্ঝরিণী আঁকিয়া বাঁকিয়া তিনটী গুহার সম্মুখ দিয়াই প্রবাহিত হইতেছে। এক সহস্র বিঘা জমির মধ্যে নানাবিধ ফুল ও ফলের গাছ আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতখণ্ডও আছে। হিংস্র জন্তুরও অভাব নাই, তাই গুহা তিনটীর দ্বার প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। প্রেমানন্দ স্বামী যে গুহাটীকে আশ্রয় করিলেন তাহার প্রবেশদ্বার এত সঙ্কীর্ণ যে গুহা মধ্যে যাইবার সময় এক প্রকার শুইয়াই প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া একটী চারি বর্গ হস্ত পরিমিত প্রকোষ্ঠের মত স্থানে উপনীত হওয়া যায়। গুহার অপর পার্শ্বদিয়া যথেষ্ট আলোক গুহার মধ্যে প্রবেশ করে। তিনি এই গুহাতে সাধন ভজনে দিনাতিপাত করেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বিপিনবিহারী উভয়ের গুহা দুইটী পরস্পর অধিকতর নিকটবর্ত্তী। একটী অপরটী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে অবস্থিত। ব্রহ্মচারী মহাশয়ই উপরেরটী আশ্রয় করিয়াছেন। গুহা তিনটীর নিকটে দুইখানি প্রস্তর এরূপ ভাবে দণ্ডায়মান যে, মধ্যে যথেষ্ট স্থান আছে এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ অল্প পরিসর হইয়া গিয়াছে। তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের সহিত নানাবিধ পার্ব্বতীয় গুল্মলতাদি মিলিত হইয়া একপ জমাট বাঁধিয়াছে যে, বৃষ্টি হইলেও তাহার মধ্য দিয়া একবিন্দু জল পতিত হয় না। সেই স্থান রন্ধনের জন্য মনোনীত করিয়াছেন। পশ্চাদ্দিক হইতে পর্ব্বতের একটী ক্ষুদ্র শৃঙ্গ উত্থিত হওয়ায় সে দিক এক প্রকার নিরুদ্ধই আছে। প্রেমানন্দকে আর রন্ধন করিতে হয় না। দুই বন্ধুতে মিলিয়াই রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

তাঁহাদের ক্রীত ভূমিতে দুই এক ঘর প্রজা বাস করে, তাহারা সেই স্থানের পার্ব্বতীয় লোক। তাহাদিগের নিকট হইতে আর ইঁহারা কর গ্রহণ করেন না। তবে তাহারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য উপহার স্বরূপ মধ্যে মধ্যে দান করে। ইঁহারা ও অনেকটা আবাদীস্থানে ফসলাদি উৎপাদন করেন। তাহার ভার সেই প্রজাদিগের উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন। আপনাদিগের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া অবশিষ্ট তাহাদিগকেই প্রদান করেন।

তিনজনই স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট সময় সাধনে অতিবাহিত করেন। কখন কখন দুই বন্ধুতে মিলিয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনের জন্য পর্ব্বতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। কখন বা ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি হইয়া পড়িলে নিকটবর্ত্তী কোনও গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রজনী যাপন করেন। একদিন দেখিলেন একটী ব্যাঘ্র দৌড়িয়া পলায়ন করিতেছে, পরক্ষণেই অপর একটী ব্যাঘ্রকে তদনুসরণে প্রবৃত্ত দেখিলেন। কোন দিন ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন, সন্ধ্যা হইয়া পড়িয়াছে, গগণমণ্ডল ঘন ঘটাচ্ছন্ন। উপায়ান্তর না দেখিয়া আশ্রয়ান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। একটী ক্ষুদ্র গুহায় কোনও প্রকারে দেহ রক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছেন, দেখিলেন পার্শ্বে একটী বিষধর সর্প। সেও প্রকৃতির ভীষণতা দেখিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহারাও তাহাকে উত্যক্ত করিলেন না সেও কিছু বলিল না। বৃষ্টি থামিয়া গেলে সর্পটী চলিয়া গেল। তাঁহারা দুইজনে সে রাত্রি সেইখানেই রহিলেন। এইরূপে মধ্যে মধ্যে বিপদে পতিত হইয়াছেন বটে কিন্তু কখনও কোনও অনিষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের মনে কখনও একদিনের জন্যও কাহারও অনিষ্ট কামনা সমুদিত হয় নাই, বোধ হয়, তাঁহাদের স্বর্গীয় প্রভাব বিমোহিত হইয়া স্বভাবতঃ হিংস্র প্রাণীদিগেরও তাঁহাদিগকে হিংসা করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।

পার্ব্বতীয় প্রজারা মধ্যে মধ্যে সপরিবারে তাঁহাদের নিকট আসে। তাঁহারাও কখন কখন তাহাদের বাসস্থানে গমন করেন। তাহারাও সুবিধাজনক গুহা দেখিয়া বাসোপযোগী করিয়া লইয়াছে তাঁহাদের স্বভাব অত্যন্ত সরল, এখনও সভ্যতার কুটিল ও জটিল ভাব তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। স্ত্রীলোকেরা যুবতী বৃদ্ধা নির্ব্বিশেষে তাঁহাদের সহিত অকপটভাবে কথাবার্ত্তা কহে। বিপিন বিহারী তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে প্রথম প্রথম অল্প অল্প সঙ্কুচিত হইতেন বটে কিন্তু তাহাদের বদন মণ্ডলে যে সরলভাব দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সে সঙ্কোচ ভাব অধিকদিন স্থায়ী হইল না। তাহাদের স্বাস্থ্যও অত্যন্ত উত্তম। দেখিয়া বোধহয় পীড়া কি তাহারা জানে না। প্রকৃতি মাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া আজন্ম স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করে। কখনও অত্যাচার অনিয়ম করে না এবং স্বভাবসুলভ স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করিয়া ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া তাহাদিগকে পীড়ার মুখ প্রায়ই দেখিতে হয় না। তাঁহারা

তাহাদিগের নিকট গমন করিলে তাহারা সমস্ত কার্য্য উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করে এবং তাঁহাদের মুখ হইতে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘণ্টারব।

একদিন বিপিনবিহারী কহিলেন, ভণ্ডুল গ্রামের নিকটে একটী গুহা আছে, মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হয় সেই গুহাতে এক রাত্রি যাপন করি।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আমারও মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কখনও বলি নাই। আচ্ছা, আজ চল যাওয়া যাক্।

প্রজারা যে স্থানে বাস করে সে স্থানকে তাহারা ভণ্ডুল নামে আখ্যাত করিয়াছে। প্রেমানন্দ স্বামীর অনুমতি লইয়া উভয়ে রাত্রির উপযোগী খাদ্য দ্রব্য উপযুক্ত পাত্রাবরণী ও দুইখানি কম্বল লইয়া সেই গুহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যাইতে যাইতে বিপিনবিহারী কহিলেন আমাদের বংশগত একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমাকে অদ্য কহিব। তোমাতে আমাতে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। আমার বাবার মৃত্যুর সময়ে আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে এতদিন বলি নাই। বলিবার অবসরও পাই নাই, আর সকল সময় মনেও থাকে না। আজ কি জানি কেন হঠাৎ মনে হইল, তাই বলিতেছি।

ব্রহ্মচারী মহাশয় স্বভাবের সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন, এক্ষণে বন্ধুর কথায় মনোনিবেশ করিলেন।

বিপিনবিহারী বলিতে লাগিলেন, আমাদের বংশে কাহারও মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইলে কিম্বা কোনও অভাবনীয় বিপদ সমাগত হইলে, আমাদের মহাদেবের ঘরে যে ঘণ্টা ঝোলান আছে তাহা আপনা আপনি দুলিতে থাকে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি নিজে কখন দেখেছ, না, কেবল শুনিয়াই আসিতেছ?

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমার বাবার মৃত্যুর সময় আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কেবল দোলা নয়, দোলাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ ঘণ্টার বাদ্য নিকটস্থ সকলেই শুনিতে পাইত, আমাদের বংশে কেহ অন্যত্র থাকিলেও সেই ঘণ্টাবাদ্য শুনিতে পায়।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তুমিও বরাবর বিশ্বাস করে আসছ।

বিপিনবিহারী কহিলেন, বিশ্বাস করি আর না করি আমার বাবার মৃত্যুর পর শুনিলাম যে, আমাদের কোনও আত্মীয় সে সময়ে বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি ঐ বাদ্য শুনিতে পাইয়া ছিলেন। তখনই মনে করিলেন যে, হয় আমাদের বংশে কেহ মরিবে, না হয় ত আমাদের কাহারও কোনও বিষম বিপদ হইবার সম্ভাবনা। বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, আমার বাবা মরিয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানে আর কখনও ঐ ঘণ্টা ধ্বনি শুনিয়াছ?

বিপিনবিহারী কহিলেন, না।

তৎপরে অন্যান্য কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে ভণ্ডুল গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া গ্রামবাসীদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া তাঁহারা গমনোদ্যত হইলেন।

বিপিনবিহারী কহিলেন, দুইখানি খাটিয়ার যোগাড় দেখিলে হয় না?

অনেকেই আপন আপন খাটিয়া দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু ব্রহ্মচারী মহাশয় দেখিলেন, যে, যাহারই নিকট হইতে খাটিয়া লইবেন, তাহাকেই সে রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করিতে হইবে। কাহারও বেশী একখানি খাটিয়া নাই। সুতরাং তাঁহার ওরূপ ভাবে লইতে ইচ্ছা হইল না।

তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া একজন একখানি খাটিয়া আনিয়া বলিল, আমার একখানি পুরাতন খাটিয়া আছে তাহাতে এক রাত্রি থাকিতে আমাদের কোনও কষ্ট হইবে না। আপনি এইখানি লইতে পাবেন। সমস্ত গ্রাম হইতে একখানি মাত্র খাটিয়া সংগ্রহ হইল। অগত্যা একখানিই লইলেন। গ্রামের একটী লোক খাটিয়াখানি পঁহুছিয়া দিবার জন্য সঙ্গে চলিল। ক্রমে উচ্চ

নিম্ন স্থান অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সেই গুহাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লোকটী খাটিয়া খানি রাখিয়া অল্প মাত্র বিশ্রাম করিয়াই চলিয়া গেল। কেন না বেশী বিলম্ব হইলে গ্রামে পঁহুছিতে রাত্রি হইয়া পড়িবে।

উভয়ে গুহার অভ্যন্তর ভাগ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেক গুলি প্রস্তর খোদিত দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি গুলি আমাদের বাঙ্গালার দেব দেবীর ন্যায় মত নহে। কোনটী বা কালিকা মূর্ত্তি, কোনটী বা দেখিয়া বুঝিলেন মহাবীর মূর্ত্তি। এ আরও কতকগুলি রহিয়াছে দেখিলেন। সকল গুলিরই ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, কষ্টে বুঝিয়া লইতে হয়। কিন্তু মধ্যে যে মূর্ত্তিটি রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। সেটী একটী শিবলিঙ্গ। একটী উচ্চ বেদীর উপর স্থাপিত।

শিবলিঙ্গটী দেখিয়া বিপিনবিহারীর আপন বাটীর শিবলিঙ্গকে স্মরণ হইল, বলিলেন, আমাদের লিঙ্গমূর্ত্তিটী ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া উভয়ে সঙ্গে করিয়া যে খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছিলেন তদ্দ্বারা রাত্রি কালীন ভোজন সমাপন করিলেন, কেননা রাত্রিতে জলের জন্য নিম্নে অবতরণ করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠিবে। উভয়ে আহারাদি ক্রিয়া সমাপণ করিয়া আপন আপন বিছানা ঠিক করিয়া লইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কম্বল খানি খাটিয়ার উপর বিছান হইল। বিপিনবিহারী গুহার মধ্যে দুইখানি পুরাতন তক্তা দেখিতে পাইয়া বন্ধুর সাহায্যে তাহাদের একপ্রান্ত একটী ধাপের উপর স্থাপন করিলেন ও অপর প্রান্ত দুই চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর দ্বারা সমোচ্চ করিয়া লইলেন এবং তদুপরি আপন কম্বল বিছাইলেন। এরূপ ভাবে উভয়ের বিছানা হইল যে, তাঁহাদের সম্মুখে লিঙ্গ মূর্ত্তিটী রহিল।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। তাঁহারা উভয়ে গুহার বাহিরে প্রস্তরের উপর বসিয়া আছেন। চন্দ্রোদয় হইয়াছে চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। কোনও শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। কেবলমাত্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীটী কুলকুল শব্দে নিম্নদেশে প্রবাহিত হইয়া প্রকৃতির গম্ভীরতার পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং মৃদুমন্দ বায়ুভরে বৃক্ষপত্র গুলি সঞ্চালিত হইয়া, পত্রের উপর যে জোছনারাশি পড়িতেছিল আহা

যেন তাহাদের ভাল লাগিতেছে না, এরূপ ভব প্রকাশ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একটী নিশাচর পক্ষী আসিয়া সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিতেছে।

রাত্রি প্রায় দশটা হইল। উভয়ে শয়ন করিবার জন্য গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুহাভ্যন্তর অন্ধকারে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের নিকট অন্ধকার গাঢ়তর বলিয়া বোধ হইল। কেননা এতক্ষণ জ্যোৎস্নালোকে বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ অন্ধকারে আসিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরে স্ব স্ব নির্দ্ধারিত স্থানে উপবেশন করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে দেখিলেন গুহার এক পার্শ্ব হইতে জ্যোৎস্নালোক আসিয়া লিঙ্গমূর্ত্তির উপর পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অন্য সমস্ত স্থান অন্ধকারময়। তবে ঐ জ্যোৎস্নার প্রভাবে অন্ধকারের গাঢ়তা কিয়ৎ পরিমাণে কমিয়া গেল। উভয়ে কোনও কথাবার্ত্তা কহিতেছেন না।

অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আজ যেন কিছুই ভাল লাগিতেছে না।

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমারও যেন মনটা ভার ভার বোধ হইতেছে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, কেন বল দেখি?

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন স্বামীজির ততটা ইচ্ছা ছিল না যে আমরা আজ এখানে আসি, তবে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া সম্মত হইলেন।

উভয়ে পুনরায় নীরব হইলেন।

কিয়ংক্ষণ পরে বিপিনবিহারী কহিলেন, আমার মনে কেবল সেই আমাদের মহাদেবের ঘরের ঘণ্টার কথা উদয় হইতেছে। কত চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে উহা মন হইতে যায় কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আমি দেখছি ঐ রকম মনে করে করে তুমি আজ একটা ঘটনা ঘটাবে। কোথায় তোমার মহাদেবের ঘর, আর কোথায় তুমি, আর কবে একটা ঘটনা হয়ে গিয়েছে, সেই ভাবনা নিয়ে তুমি এখন আছ। আসিবার সময় ও কথা না বলিলেই ছিল ভাল। এখানে আসা গেল এক রাত্রি আমোদে কাটাইবার জন্য, তা যেরূপে রাত কাটছে বরাবর মনে থাকবে।

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমি কি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক ও কথা মনে করছি, সন্ধ্যার পর হইতে কেমন ও কথা আমার মন থেকে যাচ্ছে না। আমার ইচ্ছা হচ্ছে, গুহার ভিতর হইতে বাহিরে যাইয়া শয়ন করি।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, মিছামিছি আর বাহিরে যাইয়া কি হইবে? বিছানা লইয়া বিব্রত হইতে হইবে। দুখানি খাটিয়া থাকিত তাহা হইলে না হয়, লইয়া যাওয়া যাইত। আর ভোর হইতে ক ঘণ্টাই বা বাকী আছে, তারপর চলে যাওয়া যাবে।

তাহার পর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিদ্রার আবেশ হওয়ায় তিনি শয়ন করিলেন। বিপিনবিহারীও আর বসিয়া থাকিতে না পারিয়া শয়ন করিলেন। বিপিনবিহারী শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই নিদ্রা হইল না। ব্রহ্মচারী মহাশয় বন্ধুর ঐরূপ অবস্থা দেখিলেন বটে কিন্তু অল্প অল্প নিদ্রার আবেশ হওয়ায় কিছু বলিলেন না তাঁহার নিকট নির্ঝরণীর ঝুলঝুল ধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন এমন সময়ে বিপিনবিহারী তাঁহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিলেন। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। অন্ধকারে দেখিলেন, কাহার হস্ত তাঁহার বক্ষোপরি রহিয়াছে। উঠিয়া দেখিলেন, বন্ধুর। বন্ধুও উঠিয়া বসিলেন।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনিতে পাইতেছ কি?

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি শুনিতে পাইব?

বিপিনবিহারী কহিলেন, কেন, কোনও ঘণ্টা ধ্বনি? কোনও ঘণ্টা ধ্বনি কেন, এ ঠিক সেই আমাদের মহাদেবের ঘরের ঘণ্টার শব্দ। বোধ হয়, আমাদের কোনও নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু কিম্বা কোন আসন্ন বিপদ উপস্থিত।

এই কথা বলিয়া বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তুমি দেখছি, পাগল হয়ে উঠলে। রাস্তায় আসতে আসতে যে সেই ঘণ্টার কথা তুলেছ, আর ক্রমাগত সেই ঘণ্টার কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছ, তাহা দেখিয়া আমি মনে করিতেছিলাম একটা ঘটনা ঘটাইবে। তাই বা হয়। তোমার যদি নিতান্তই ইচ্ছা হয়, না হয়, এস বাহিরে যাই।

বিপিনবিহারী কহিলেন, নাহে না আমি কিছুই বানিয়ে বলছি নি। আমি স্পষ্টই সেই ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাচ্ছি॥

ব্রহ্মচারী মহাশয় তখন বন্ধুর হাত ধরিয়া "এস খানিক বাহিরে যাই" বলিয়া যেমন উঠিবার উপক্রম করিলেন, অমনি তিনিও সেই ঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তখন তিনিও আশ্চর্য্য হইলেন। হাত ছাড়িয়া দিলেন, আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। আবার হাত ধরিলেন, আবার শুনিতে পাইলেন। হাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন, আর শুনিতে লাগিলেন, সেই ধ্বনিতে পর্ব্বত গুহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে যেন সেই শব্দে গুহা ভরিয়া গিয়াছে। তিনিও কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন কিন্তু বাহিরে চিন্তার ভাব না দেখাইয়া বলিলেন "ও কিছু নয় কেন মিছামিছি একটা চিন্তায় অভিভূত হইয়া মনকে কষ্ট দাও, বাহিরে এস যাই।" কিন্তু বিপিনবিহারী কোনও উত্তরও দিলেন না, বাহিরেও গেলেন না।

এইরূপে উভয়ে বসিয়া আছেন এমন সময়ে বিপিনবিহারী ভয়ে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিলেন এবং বলিলেন, ওখানে ও কি? ও কিছু দেখিতে পাইতেছ কি?

ব্রহ্মচারী মহাশয় দেখিলেন সেই লিঙ্গমূর্ত্তির উপর যেন কলসে কলসে জোছনা আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জোছনার বড় বড় গোলা ঐ স্থানে লাফাইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়ে এক দৃষ্টিতে সেই সমস্ত ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহাদের উল্লম্ফন স্থগিত হইল এবং একে অপরের সহিত মিশিয়া যেন একটী আকার ধারণ করিল। একখানি শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়া মূর্ত্তিটী দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপিনবিহারী মূর্ত্তিও চিনিতে পারিলেন, বলিলেন, আমার মাতার মূর্ত্তি? দেখিলেন, তাঁহার মুখ অত্যন্ত বিষণ্ণ। যেন কোনও দুঃখে অভিভূত। বিপিন-বিহারী কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। ক্রমেই অবসন্ন হইতে লাগিলেন। এবং বন্ধুর শরীরে ভর দিয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্ত্তিটা দেখিলেন, সেই মূর্ত্তিটী অত্যন্ত বিমর্ষভাবে তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল অবশেষে তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া, যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে, এইভাবে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া গুহার অভ্যন্তর ভাগে চলিয়া গেল। উভয়ে সঙ্কেত অনুসারে মূর্ত্তির পশ্চাদ্গমন করিলেন। কিন্তু উঠিয়া কিয়দ্দূর গমন

করিয়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। যে দিকে মূর্ত্তিটী চলিয়া গেল সেদিকে এমন কোনও পথ নাই যে বাহিরে যাওয়া যায়। তাঁহারাও অন্ধকারে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলেন না। কেন না আরও দুই চারি বার এ গুহাতে আসিয়া ছিলেন এবং বিশেষ করিয়া দেখিয়া ছিলেন যে সেদিকে বাহিরে যাইবার পথ নাই। অধিকন্তু গুহা মধ্যে প্রস্তর খণ্ড ইতস্ততঃ একরূপভাবে পড়িয়া আছে যে পদস্খলন হইবার বাধা নাই। এইরূপ পরামর্শ করিয়া শিব-লিঙ্গের পশ্চাৎ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন এমন সময়ে এক ভীষণ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। উভয়ে স্তম্ভিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন, যেখানে তাঁহাদের বিছানা ছিল, ঠিক সেই স্থানে উপর হইতে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর পতিত হইয়া খাটিয়া ও তক্তা দুইখানি নিপেষিত করিয়া ফেলিয়াছে। দেখিয়া উভয়ে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। উভয়েই বুঝিলেন এক ভয়ানক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন।

এই ঘটনার পর আর তাঁহারা গুহার মধ্যে রহিলেন না, বাহিরে আসিয়া বসিলেন। যদিও শীত বোধ হইতে লাগিল তথাপি আর গুহার মধ্যে যাইতে সাহস করিলেন না। রাত্রি শেষ হইলে উভয়ে ভগুল গ্রামে যাইয়া তাহাদিগকে ঘটনাটী বলিলেন এবং যাহার খাটিয়া লইয়াছিলেন তাহাকে একখানি নূতন খাটিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে বলিলেন যাহা ব্যয় হইবে দিবেন।

আশ্রমে প্রত্যাগমন করিবার সময় বিপিনবিহারী বলিলেন, এখনও কি বলিতে চাও যে আমি মনে মনে চিন্তা করিয়া এই ঘটনাটী ঘটাইলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তাহা আর কি প্রকারে বলি? যখন আমরা কোন মতেই ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম না তখন আর একটী মূর্ত্তি পরিগ্রহ আবশ্যক হইল। তোমার মাতার বিষন্ন মূর্ত্তি ব্যতীত ঐ সময়ে অন্য মূর্ত্তি ততটা চিত্তাকর্ষক হইত না। আমরাও হয়ত ঐ স্থান ত্যাগ করিতাম না।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি আমার মাতা আমাদের সাবধান করে নাই?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তাহা কি প্রকারে বলি। যখন এ ব্যাপারটী তোমাদের বংশানুগত, আসন্ন বিপদ বা কাহারও মৃত্যুকালে উপস্থিত হইলে ঐ ঘণ্টা ঐরূপে পূর্ব্বাহ্ণেই সতর্ক করিয়া দেয় তখন আর তোমার মাতা কিরূপে

বরাবর সকলকে সতর্ক করিয়া আসিতেছেন। অবশ্যই কোন দেবতা তোমাদের প্রতি সদয় হইয়া এইরূপে সতর্ক করিয়া দিয়া থাকেন। হয়ত তোমাদের কোনও পূর্ব্বপুরুষের কোনও কর্ম্মে তুষ্ট হইয়া এইরূপ করিয়া আসিতেছেন। সে যাহা হউক, যদি আমি একাকী ঐ স্থানে থাকিতাম তাহা হইলে বোধ হয় অদ্যই আমার ইহলীলা শেষ হইয়া যাইত। তোমার জন্যই এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তোমাকে সাবধান করিবার জন্যই ত ঘণ্টা বাজিয়া ছিল? আমি আরও কতবার বিপদে পড়িয়াছি কখনও ত ঘণ্টা বাজে নাই? তাই বলিতেছি তুমি আমার কাছে ছিলে বলিয়াই এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

বিপিনবিহারী কহিলেন, তা কি বলা যায়, গুরুদেব রক্ষা করিতেন।

এইরূপে কথোপকথন করিতে করিতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রেমানন্দ সকল কথা শুনিলেন, কিছু বলিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"এ আবার কি?"

এই ঘটনার পর যখন রাত্রিকালে কোনও গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইত, কেমন একটু ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু ইহার পর আর বেশী বাহির হইতেন না। ব্রহ্মচারী মহাশয় আর বৃথা কালক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। গুরুদেবের উপদেশাবলী হইতে কেবল এই কথাটী তাঁহার মনো মধ্যে উদয় হইতে লাগিল "সময় অমূল্য বলিয়া জানিবে। কেবল কথায় জানিলে হইবে না, প্রতি কার্য্যে তাহা প্রকাশ করিবে।" তিনিও তদনুসারে সাধনে গাঢ়তর মনোনিবেশ করিলেন। বিপিনবিহারীও বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া সাধনে অপেক্ষাকৃত অধিক যত্নবান হইলেন।

অপরাহ্ন সময়। উভয়ে একটী শিলাখণ্ডে বসিয়া আছেন। গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্মকাল হইলেও অনাবৃত দেহে থাকিবার যো নাই। উভয়েরই গাত্রে আবশ্যক মত আবরণ আছে।

বিপিনবিহারী কহিলেন, কত চেষ্টা করি, মন ত আর স্থির হয় না। সাধনে উপবিষ্ট হইলে মনে এত নানাবিধ বিষয় উদয় হইতে থাকে যে, অন্য সময়ে তত হয় না। ছাই পাঁশ কত কি যে মনে আসে তা আর বলিতে পারি না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, প্রথম প্রথম ঐ রকমই হইয়া থাকে। ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে কল্পনার হ্রাস হইতে থাকে।

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমি ত এই তিন বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, কিছুই হইতেছে না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, ইহার ত আর সময় স্থির নাই যে, এতদিনের মধ্যে মন স্থির হইবেই হইবে। কাহারও বা তিন মাসে হয়, আবার কাহারও বা তিন বৎসরেও হয় না। গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া কেবল মাত্র অভ্যাস করিতে থাক, কৃতকার্য্য হইবে। একবার লাইনে বসিলে যেমন গাড়ী অনায়াসেই বহু দূর অগ্রসর হয়, সেইরূপ মনস্থির হইলে সাধন পথে শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে থাকিবে।

বিপিনবিহারী কহিলেন, বলতে বেশ, কিন্তু এদিকে যে গোড়াতেই থামা পড়েছে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, অপর একজন কেহ ত আর তোমার মনস্থির করিয়া দিবে না। এ কার্য্যের ভার তোমারই হস্তে।

বিপিনবিহারী কহিলেন, তা ত ঠিক কথা।

কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তোমার নিকট আমি কোনও কথা গোপন করি নাই, তুমিও কর নাই। এ সমস্ত কথা কাহাকেও বলা উচিত নয় কিন্তু তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি এখন চেষ্টা করিলে কোথায় কি হইতেছে দেখিতে পাই এবং কে কি বলিতেছে শুনিতে পাই। সেদিন সাধনে বসিয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল, বালকেরা কি করিতেছে, মধুসূদনই বা কিরূপ অবস্থায় আছে। অমনি যেন চক্ষের নিকটে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম তাহারা বড় হইয়াছে। তখন রাত্রি প্রায় আটটা হইবে, আপন আপন পাঠে নিযুক্ত আছে। মধুসূদন কাহাকে একখানি পত্র লিখিতেছে। কৌতুহল পরতন্ত্র হইয়া দেখিলাম পত্রখানি আমাকেই লিখিতেছে। এইরূপ অবস্থায় সাধন ভঙ্গ হইয়া গেল। পত্রখানি এখনও আসে নাই। অনাথ আশ্রম হইতে পত্র আসিতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। এখনও দশ বার দিন বাকী আছে, দেখা যাউক ঠিক হয় কি না।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

ভক্তি।

৭ম সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবত সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌॥

প্রার্থনা।

ভাবনা ভাবিতাস্মাহং ভ্রমামি কর্ম্ম বর্ত্মসু।
ভাবং দেহি দয়াসিন্ধো ভববন্ধবিমুক্তয়ে॥

হে দীনজন বন্ধো! তোমারই ভালবাসায় সুদুর্লভ মানব জীবন লাভ করিয়াছি বুঝিয়া, তোমার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া, হৃদয়ক্ষেত্রকে যতই পরিষ্কার ও ভাবময় করিতে বাসনা করিতেছি ততই যেন কোটি কোটি সঞ্চিত কর্ম্মের সংস্কার প্রকাশিত হইয়া নানাপ্রকার দুর্ভাবনায় অভিভূত করিতেছে। শারীরিক ব্যাধি অপেক্ষা মানসিক ব্যাধিকেই আমি বিশেষ ভয় করি, হে দীন দয়াল দুর্ভাবনা রূপ মহাব্যাধির তাড়নায়, সাধনভজন সকলই যেন বিফলে যায়, কিছুতেই শান্তি হয় না। প্রাণ খুলিয়া তোমায় ভাবিব, আর যখন তোমায় ভাবিব তখন তোমার ভালবাসায় আপ্লুত হৃদয় হইয়া তোমাকেই ভাবিব—এক একবার এই শুভ ভাবনা বলবতী হইলেও অন্তর্নিহিত দুর্ভাবনায় আশা পূর্ণ করিতে দেয় না। হে দয়াসিন্ধো! কর্ম্ম-পথে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার

দুর্ভাবনায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, কত যে বাসনা ও ভাবনার বীজ হৃদয়েতে বপিত রহিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই, অবসর পাইলেই অঙ্কুরিত হয়। ভাবনাময় অকূল পাথারে ভাসিতেছি—দীননাথ যদি এই জীবন তরি অসৎ ভাবনা সাগরে ডুবিয়া যায় তবে তোমার নামেই কলঙ্ক রহিবে আর কলি-কলুষ নাশন প্রাণ মন-জুড়ান তোমার নামগুণ কীর্ত্তন ও প্রচার করিতে অসমর্থ হইব—হে প্রভো। কৃপাকর, একমাত্র তোমাতেই ভাব ও ভাবনা দাও, তোমার করুণার বিষয় ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয় নিহিত দুর্ভাবনার গুপ্ত বীজ নষ্ট করি, বল দাও, দীনের আজ ইহাই প্রার্থনা।

দীনবন্ধু—

নির্ম্মাল্য।(১)

—:০: —

কে শুনাবে হরিনাম আমারে ডাকি,
আমি যখন ঘুমায়ে থাকি।

স্নেহ মাখিয়া সুরে, আসিবে আমার তরে,
আঘাত করিতে রুদ্ধ দ্বারে।

মরম পরশি মম, কাঁদিবে অনাথ সম,
বসনে নয়ন ঢাকি।

কার ভক্তি পরশনে, স্থাবর জঙ্গম সনে,
প্রকৃতি ধরিবে প্রেমতান।

চারিদিকে সুধাময়, বহিবে নব মলয়,
তাঁহারি সৌরভ মাখি।

আমারে ভুলায়ে নিবে, বৈরাগ্য চন্দন দিবে,
চক্ষে দিবে জ্ঞানের অঞ্জন।

নবীন বয়স হেরি, মোর সনে প্রেম করি,
পাগল করিতে আঁখি।

(২)

কি হ'লে তুমি ভালবাসো,
কি হ'লে মুখের পানে চেয়ে তুমি হাসো।
আমার এ ভগ্ন প্রাণে, কিসে যে জোয়ার আনে,
বলে দিয়ে প্রাণের আঁধার নাশো, তুমি নাশো।
কারে বা ভুলে যাব, একদিন কেঁদে নেব,
কেমনে ছিন্ন আমি করিব এ পাশ।
তোমারে লুকাইয়ে, কাহারে হৃদয়ে,
রেখেছি গোপনে কেন নাহি ভাব।
আমার এ সংসার, কর নাথ ছার খার,
ভিখারী করে দিতে একবার তুমি এসো।

'নির্ম্মাল্য'।(২)

—:০:—

আমার এ আদরের সুখগুলি খেলা,
ফুরাবে কি যোগেশ্বর? প্রমোদের মেলা,
ভাঙ্গিবে কি? ছিঁড়িবে কি চারু পুষ্পদাম,
রচিত মঞ্জুল মালা? এ ক্রীড়ার ধাম,
টুটিবে কি? যেথা স্নেহ সুধার সন্ধানে,
বাড়ায়েছি আমার এ আপন প্রাঙ্গনে,
ভ্রমর গুঞ্জন স্নিগ্ধ মোহিনী লতিকা,
আমার এ মরমের কিরণ বর্ত্তিকা?
বিভূতি ভূষণ ওগো শ্মশানেন্দ্র রাজ,

আমারে পরাবে তব উদাসীন সাজ,
দেখাবে কি সুবিশাল বিমুক্ত প্রান্তর,
অনন্ত পরশ ভীত, বিশোক, বিক্ষুব্ধ,
মরু ধুম বিভ্রমের অমবাচ্ছাদনে,
শয়ান গভীর শ্বাস স্পন্দিত পরাণে?
তুমি আমি মাঝে তার ভস্ম চারিভিতে,
দূর হতে দূরান্তরে নভ পরশিতে,
রহিয়াছে, রহিবে নিশব্দ ভাষায়,
আত্ম বিসর্জ্জন বহ্নি আছিল হেথায়।

শ্রী:—

শঙ্কর বক্ষে-রাঙ্গা-পা-দু'খানি।

(গান—মূলতান—একতালা।)

(একবার) হের রে নয়ন
যোগীবরের বিশাল বক্ষে শোভে মায়ের রাতুল চরণ।
ভোলার ভাব কিছু বুঝিতে নারি,
(আছে) নারীর চরণ বক্ষেতে ধরি',
পেয়ে পরশ কোমল, হরষ কত হ'ল,
কে করিবে তার নিরূপণ।
রাঙ্গা চরণ পা'বার প্রবল অভিলাষে,
ভোলা ভ্রমে কেবল ভিখারীর বেশে,
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেশে দেশে, শেষে—
বুকে নিল বৈমারের শ্রীচরণ।

আবার একি হেরি ভোলার আকার,
স্পন্দনের চিহ্ন নাহি দেহে তার,
(এ যে) ঠিক্ শবাকার, স্থির নির্ব্বিকার,
কোন ভাবে হ'ল নিমগন।

এ ভাব বুঝিবার নয়, বলিবার নয়,
অনুভবের যদি যোগ্য কিছু হয়,
(এ ভাব) যে জন বুঝেছে, সেই ত মজেছে,
বলিতে বাক্ তার না হয় স্ফুরণ।

শঙ্কর বক্ষে শ্রীচরণ-কমল,
দেখিবার সাধ যদি হয় প্রবল,
তবে, ভাব ভক্তি কেবল কর রে সম্বল,
(কর) জ্ঞান-আঁখির উন্মীলন।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে,
সোনামুখী—গরীব ভাণ্ডার।

প্রেম-ভিখারী।

(১)

শুনি বিভো।
তুমি বড় দয়াময়,
দীনের পরম বন্ধু।
অকুণ্ঠ করুণা দানে,
তুমি করুণার সিন্ধু॥

(২)

থাকিতে অনন্ত রাশি,
বিশাল বিশ্ব ভবনে।
কেন না দিতেছ কিছু,
দীন হীন অভাজনে॥

(৩)

তব কাছে আছে কত,
পারিজাত সুমোহন।
মন্দারের মালাচয—
নন্দনের সুশোভন॥

(৪)

আমি পাইতেছি পুষ্প—
তীব্রগন্ধ, রস শূন্য।
তার চাকচিক্যে ভুলে—
প্রাণ, পূতিগন্ধ পূর্ণ॥

(৫)

ব্রহ্মাণ্ডের চারিধারে,
প্রেমের ফোয়ারা ছুটে।
সে প্রেমে মজে না মন,
কুপথে চ'লেছি ছুটে॥

(৬)

পাপে মন সদা লিপ্ত,
মত্ত মোহ-কোলাহলে।
বিশ্বোদর প্রেম কথা—
পাপ সঙ্গে গেছি ভুলে॥

(৭)

সুপথ ভুলালে কেন?
কিছুই বুঝিতে নারি।
আত্মহারা হ'য়ে থাকি,
বহে নয়নেতে বারি॥

(৮)

ফুলে, ফুলে পড়ে তব—
অনন্ত প্রেমের বিন্দু।
তোমার করুণা স্রোতে—
ভাসে তারা, রবি, ইন্দু॥

(৯)

প্রেমের কণিকা আমি—
পাই না, পাই না, হায।
পরাণ পড়িয়া থাকে—
নীরস, মরুর প্রায॥

(১০)

হু, হু, ধূ, ধূ, হো, হো করি',
সদাই জ্বলিছে মন।
(তবু) তোমার কৃপার কণা—
করিলে না বিতরণ?

(১১)

ডাকিছে, তোমায পাপী,
কর পাপ নিবারণ।
দাও, মাত্র এক "বিন্দু,"
বেশী নহে আকিঞ্চন॥

(১২)

পাব না চাহিলে বেশী,
শুধু এক বিন্দু চাই।
"বিন্দু"তে, সিন্ধুর সনে—
মিলিব, সংশয় নাই॥

(১৩)

তাই বলি, প্রেমময় ।
এক বিন্দু প্রেম কণা-
দাও হে হৃদয মাঝে,
থেমে যা'ক এ বেদনা ॥

(১৪)

তুমি ওহে রসরাজ,
হৃদয় সরস কর ।
সরস হইয়া হোক
উপবন মনোহর ॥

(১৫)

সেই উপবন মাঝে—
ব'স, জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া ।
রূপ-সুধা পান করি,
জুড়াক তাপিত হিযা ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে,

"সোনামুখী—গরীব ভাণ্ডার ।"

প্রফুল্ল ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।)

——:০:——

পরদিন যথা সময়ে মুণ্ডিত মস্তকে শুভ্র থান পরিধান করিয়া আমি মহা-পুরুষের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলাম। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমার নূতন দেহে যেন নূতন প্রাণ পাইলাম। সে ভাব, সে আনন্দ কেবল প্রাণে প্রাণে বুঝিবার বিষয়—অপরকে বুঝাইবার নয়, তাহা হইলে বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম।

আমরা যে মহলে থাকিতাম তাহার নাম লক্ষ্মীবিলাস। স্থানটী বেশ নির্জ্জন অথচ চন্দ্র সূর্য্যের মুখ প্রত্যহ দেখিতে পাইতাম। আমাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষের ঠিক সম্মুখে আর একটি প্রশস্ত কক্ষ ছিল। ঐ কক্ষটি দিবা রাত্র দীপালোকে আলোকিত থাকিত। কক্ষগাত্রে একখানি সুদীর্ঘ নারায়ণের অনন্তশয্যার পট সংলগ্ন ছিল। পটখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলে আর দৃষ্টি ফিরাইতে ইচ্ছা করিত না। সহস্র ফনা বিশিষ্ট অনন্ত নাগের সুকোমল শয্যার উপর নারায়ণ গাত্র ঢালিয়া শুইয়া আছেন আর পদপ্রান্তে পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী স্বীয়

অঙ্গে পতির পদযুগল যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া নিবিষ্ট মনে সেবা করিতেছেন। বস্তুতঃ সে দৃশ্যপটখানি দেখিলে বোধ হয় কুলটার প্রাণেও ক্ষণেকের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইয়া পতিব্রতার ভাব জাগাইয়া দেয়।

আমি প্রত্যহ সেই কক্ষের এক প্রান্তে বসিয়া নাম জপ করিতাম। মা সকল সময়ে আমার নিকট থাকিতেন না। শুনিলাম মঠের সকল স্থানেই তাঁহার নাকি যাতায়াতের অধিকার ছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় পার্শ্বস্থিত কক্ষ হইতে আমি শঙ্খ ঘণ্টার বাদ্য শুনিতে পাইতাম। অনুমানে বুঝিলাম পার্শ্বস্থিত কোন দেব মন্দিরে ঠাকুরের আরতি হইতেছে। একদিন মার নিকট আমি ঠাকুরের আরতি দেখিবার আগ্রহ জানাইলাম। মা বলিলেন যাবৎ ষষ্ঠ নিশা অতিবাহিত না হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তোমাকে এই স্থলেই থাকিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে অন্যত্র গমনাগমনের তোমার প্রতি প্রভুর আদেশ নাই। আমি আর দ্বিরুক্তি করিলাম না।

দেখিতে দেখিতে একদিন দুইদিন করিয়া সাত দিন গেল। আমাদের শেষদিন উপস্থিত হইল। সেই দিন সন্ধ্যার সময় মা আসিয়া আমাকে বলিলেন "আমাদের সময় অতীত প্রায়। কাল প্রাতঃকালে অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। চল, আজ তোমাকে গোবিন্দজীর আরতি দেখিয়ে আনি চল।"

আমি বলিলাম, মা! প্রভু কি আমার প্রতি ঠাকুর বাড়ীতে যাইবার আদেশ দিয়াছেন?

মা বলিলেন "তাঁর আদেশ না পাইলে আমার সাধ্য কি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই। চল, আর বিলম্ব কোর না, আরতির সময় উপস্থিত প্রায়।

বলিতে বলিতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। আমরা দ্রুতপদে সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

একটি আঁকা বাঁকা অপ্রসস্থ পথ অতিক্রম করিয়া মা আমাকে এক সুবিস্তৃত প্রাঙ্গন মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম প্রাঙ্গনের ঠিক্ মধ্যস্থলে এক সুবৃহৎ নাটমন্দিরে কতকগুলি বৈষ্ণব একত্রে মিলিত হইয়া খোল-করতাল-শঙ্খ-ঘণ্টা সংযোগে আরত্রিকের বাদ্য বাজাইতেছেন।

নাটমন্দিরের ঠিক সম্মুখে সারি সারি সুচারু স্তম্ভ বিশিষ্ট ঠাকুর দালানে সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট দারুময় সিংহাসন স্থাপিত, তদুপরি ধাতু নির্ম্মিত গোবিন্দজীর অপূর্ব্ব যুগল মূর্ত্তি বিরাজিত। গুরুদেব যুগলমূর্ত্তির ঠিক সম্মুখে যেন বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া ঠাকুরের আরতি করিতেছেন। আরতি করিবার সময় থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার দেহের স্পন্দন হইতেছে। কখনও কখনও বা গুরুদেবের সুন্দর বদন কমলে ঈষৎ হাস্য-রেখা লক্ষিত হইতেছে বাস্তবিক গুরুদেবের তৎকালীন সে পবিত্র মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া দেখিলে মনে হয় যেন সাক্ষাৎ ভগবানের জ্যোতী পূর্ণভাবে তাঁহাতে বিরাজ করিতেছে

কতক্ষণ পরে আরতি সাঙ্গ হইল সকলে শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইল আমিও প্রণাম করিলাম। মুহূর্ত্তের জন্য ঠাকুরবাড়ী যেন নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করিল।

গুরুদেব ঠাকুরদালান হইতে নাটমন্দিরে নামিয়া আসিলেন। ফাল্গুনের নাতিশীতোষ্ণ মধুর মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত রজনীতেও গুরুদেবের সুপ্রসস্থ ললাট প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা পাঁতীর ন্যায় বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম বাহির হইতেছিল। তিনি নাটমন্দিরের ঠিক মধ্যভাগে আসিয়া উপবেশন করিলেন, ভক্ত মণ্ডলী তাঁহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন আমি মার হাত ধরিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গুরুদেব ভক্তমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া মধুর কণ্ঠে মধুর সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তেমন প্রাণস্পর্শী সঙ্কীর্ত্তন আমার জীবনে কখনও শুনি নাই। আমি অবাক হইয়া কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে রাধারাণীর জয় দিয়া সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ হইল।

ভক্তমণ্ডলী এইবার গুরুদেবের পরিচর্য্যায় রত হইলেন। দেবদাস বাবু তাঁহার চরণ সেবা করিতে লাগিলেন। দেবদাসবাবুর দেখাদেখি আমারও মনে একবার গুরুদেবের চরণ সেবা করিতে সাধ হইয়াছিল। মা বলিলেন প্রভু স্ত্রীলোকের সেবা গ্রহণ করেন না। এমন কি প্রভুর চরণস্পর্শেও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। আমি মনে মনে ভাবিলাম এ কঠোর নিয়ম বোধ হয় কেবল আমার মত কলঙ্কিত আত্মা রমণীর পক্ষে সাধারণ নারীর পক্ষে নয়। পাছে আমি

মনে ব্যথা পাই সেইজন্য মা আমাকে মিথ্যা বুঝাইলেন। পরক্ষণে দেখি, দুইটী অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোক ঠাকুর দালান হইতে নাটমন্দিরে নামিয়া আসিলেন। তাঁহারা এতক্ষণ সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গোবিন্দজীর গাত্রে চামর ব্যজন করিতেছিলেন। তাঁহাদের বেশ ভূষা যদিও ঠিক স্ত্রীলোকের মত কিন্তু তাঁহাদের চলন দেখিলে মনে যেন কেমন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা নাট-মন্দিরে আসিয়া একজন গুরুদেবের গাত্রে ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং অপর একজন হস্তস্থিত রজত-পাত্র হইতে সুবাসিত চন্দন লইয়া গুরুদেবের শ্রীঅঙ্গে লেপন করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মা, এ সব ব্যাপার কি? আপনি এইমাত্র বলিলেন প্রভুর চরণ স্পর্শেও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই, কিন্তু ঐ দেখুন ঐ স্ত্রীলোকটি প্রভুর ললাট দেশে কেমন অকুণ্ঠিত ভাবে চন্দন লেপন করিতেছে।

মা ঈষৎ হাসিয়া আমাকে বলিলেন—'উঁহারা স্ত্রীলোক নন—পুরুষ। প্রভুর কৃপায় উঁহারা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া এখন গোপীভাবে ভগবানের সাধন ভজন করিয়া থাকেন। পুরুষের কোন তৃষ্ণাই এখন আর উঁহাদের প্রাণে নাই। ব্রজের গোপীরা যে ভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিতেন উঁহারাও সেইভাবে গোবিন্দজীর সেবা করিয়া থাকেন।

মার কথা শুনিয়া আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"হ্যাঁ মা উঁহাদিগকে সাধারণ কথায় লোকে বুঝি "নেড়া নেড়ি" বলে?

মা আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষ হানিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ছিঃ অমন কথা বলিতে নাই; অপরাধ হয়।"

আমি ভয়ে মুখ নত করিলাম।

মা আবার তেমনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"দেখ জগতে কাহাকেও কটু বলিতে নাই। প্রত্যেক জীবে শ্রীভগবান বিরাজ করেন। কাহাকেও কটু বলিলে প্রকারান্তরে ভগবানচন্দ্রকে গালি দেওয়া হয়। বিশেষ ভগবানের ভক্তকে ব্যঙ্গ পরিহাস করিলে বা মন্দ বলিলে ভগবানের বক্ষে বড়ই আঘাত লাগে। সাবধান। ভবিষ্যতে আর কখনও পরিহাস বাক্য জীহ্বাগ্রে উচ্চারণ

করিও না।" আমি নিবিষ্ট মনে যাব কথা গুলি শুনিতেছিলাম, এমন সময়ে গুরুদেব আমাদিগকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। আমরা প্রভুর নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক অঙ্গুলাগ্রে তাঁহার চরণ রজ গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিলাম। আমরা প্রভুর নিকটে যাইবামাত্র তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে সেই স্ত্রী-বেশী পুরুষ দুইটী সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

গুরুদেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, নাম জপে প্রাণে এখন আনন্দ অনুভব করিতেছ ত?

আমি। প্রভু! দাসীর প্রতি আপনার কৃপার যেমন সীমা নাই—আমার এ আনন্দ অনুভবেরও বুঝি সেইরূপ সীমা নাই। প্রভুর কৃপায় আমি এখন বেশ সদানন্দে আছি। তবে এক ভাবনা, এ পবিত্র আশ্রম পরিত্যাগের পর এ আনন্দ অনুভব যদি আমার অদৃষ্টে না থাকে।

গুরু। নিশ্চয় থাকিবে। কাল ভুজঙ্গের বিষ একবার মস্তকে উঠিলে আর কি তাহাকে সহজে নামাইতে পারা যায়? ভগবানের প্রেমধারা জীবের প্রাণে একবার বহিলে সহস্র কোটী বাধা বিঘ্নেও আর তাহার পতনের আশঙ্কা থাকে না। তোমার কোন ভয় নাই। একটি কথা—গুরুবাক্যের উপর নির্ভর রেখো।

আমি করযোড়ে বলিলাম—"যে আজ্ঞা প্রভু।"

গুরুদেব এইবার দেবদাসবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দেখ দেবদাস! জীবের যদি ভগবানের উপর ঐকান্তিক নির্ভরতা থাকিত তাহা হইলে আনন্দময়ের সংসারে আজ কাহাকেও অশান্তি উপভোগ করিতে হইত না। ভ্রান্ত জীব আপনার বুদ্ধিদোষে আপনি কষ্ট পায়।"

দেব। আজ্ঞে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি!

গুরু। দেখ, ভগবান বাঞ্ছাকল্পতরু, কারুর মনোবাঞ্ছা তিনি অপূর্ণ রাখেন না। তাঁর নিকট ঐকান্তিকমনে যে যাহা চায়, তিনি তাহাকে তাহাই দেন। প্রেমের কাঙ্গাল নরেশ চন্দ্র সামান্য প্রেমের জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হয়েছিল। বাঞ্ছাকল্পতরু প্রেমময় শ্রীভগবান তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বিশুদ্ধ গোপী-প্রেম দানে তার প্রাণ বিভোর করিয়াছেন।

দেব। বাস্তবিক নবেশের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের বিষয় ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। পুরুষের কোন ভাবই এখন আর তাহাতে লক্ষিত হয় না। লজ্জা, সরল, নম্রতা, শীলতা, সকল বিষয়েই সে এখন সম্পূর্ণরূপে নারীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়। তার প্রত্যেক কার্য্যকলাপ দেখিলে মনে হয় যেন সত্য সত্যই সে ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছে। কাল বৈকালে এইখানে বসিয়া আমরা তার সহিত শ্রীভগবানের লীলা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলাম, কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল; কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভক্ত নবেশ উত্তর দিল—"শ্রীমতের হাতের বাঁশী মাটিতে পড়িয়া গিয়াছে," এই কথা বলিয়া ব্যস্ততার সহিত সে ঠাকুর দালানের পানে ছুটিয়া গেল আমরাও কৌতুহলচিত্তে তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই ঠাকুরের বাঁশী নীচে পড়িয়া রহিয়াছে। আমি কতক্ষণের জন্য অবাক হইয়া নবেশের মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। নবেশ যেন আমার সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। প্রভু! অল্পদিনের মধ্যে এরূপ পরিবর্ত্তন আমার জীবনে কখনও শুনি নাই।

গুরু। শুনিয়াছ বিস্তর, মনে না থাকিতে পারে। মানুষ সারা জীবনে একটু একটু করিয়া অনন্ত পাতকের রাশী সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপা হইলে এক ফুৎকারে ইন্দ্রজালের ন্যায় জীবের সকল পাতক বিনষ্ট হইয়া যায়। বিল্বমঙ্গল, অজামীল, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহাত্মগণ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, নবেশ দাদা গুরুদেবের কৃপায় এখন গোপীভাবে ভগবানের সাধন ভজন করিতেছেন। যে দুইটি স্ত্রীবেশধারি পুরুষ ইতিপূর্ব্বে গুরুদেবের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন—নবেশ দাদা তাহাদেরই মধ্যে একজন। ভগবানের অপার মহিমার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আমি যেন আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম এবং নবেশ দাদার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের জন্য আমি মনে মনে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। অন্যান্য শাস্ত্র কথা প্রভৃতির আলোচনার পর সে রাত্রের মত নাট মন্দিরের মজ্‌লিস্ ভঙ্গ হইল। পরদিন প্রভাতে কাক কোকিলের কলরবের সহিত আমরা গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া সেই পবিত্র মঠ পরিত্যাগ করিলাম।

ষ্টেশনে আসিয়া দেবদাস বাবু আমাদের টিকিট কিনিলেন। যথাসময়ে পুরী হইতে গাড়ি আসিল, আমরা গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম। আঁকা বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া গাড়ী আবার হুস হুস শব্দে ছুটিতে লাগিল। পরদিন ভোরের সময় আমাদের গাড়ি বাগনানে আসিয়া পৌঁছিল। বাগনানের ষ্টেশন ঘরের পানে চাহিয়া আমার সেই দিনের সেই পাপ কথা মনের মধ্যে স্মরণ হইল। আমার মাকে দেখিবার জন্য আমার বড় মন কেমন করিতে লাগিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। দেবদাস বাবুর পরিবার আমাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন কেঁদনা, আমি আজই বাড়ীতে যেয়ে সুশীলকে এখানে পাঠিয়ে দিব, সে এসে তোমার মাকে এখান হ'তে নিয়ে যাবে। তুমিত জান মা, এ দেশে তোমার আর মুখ দেখাইবার স্থান নাই।

আমি নতমুখে নীরব হইয়া বসিলাম। পাঁচ মিনিট পরে ঠং ঠং করিয়া আবার ষ্টেশনের ঘণ্টায় ঘা দিল, গাড়ী আবার ছুটিতে লাগিল। দমাদম্ শব্দে দামোদরের লৌহময় পুল অতিক্রম করিয়া বেলা সাতটার সময় আমাদের গাড়ী রাজাপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। উলুবেড়িয়া ষ্টেশনের পরই রাজাপুর ষ্টেশন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন শ্রীক্ষেত্রের গাড়ী বরাবর কলিকাতা হইতে ছাড়িত না। তখন শ্রীক্ষেত্রে যাইতে হইলে ষ্টীমার যোগে কলিকাতা হইতে উলুবেড়িয়ার নিকট রাজাপুর খাল পর্য্যন্ত যাইতে হইত, রাজাপুর হইতে রেলের গাড়ী পুরীধামে যাতায়াত করিত।

আমরা ষ্টেশনে নামিয়া দেখি, অদূরে নদীগর্ভে নিশান তুলিয়া ষ্টীমার খানি আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেবদাস বাবু একজন মুটের মাথায় 'মোট্ মাট্' তুলিয়া দিয়া ব্যস্ততার সহিত আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া ষ্টীমারে আসিয়া উঠিলেন। আমার জীবনে আমি এই প্রথম ষ্টীমারে উঠিলাম। অল্প সময়ের পর ষ্টীমারের কর্ণভেদী কর্কশ বাঁশী জল স্থল কাঁপাইয়া বাজিয়া উঠিল। পরক্ষণে কয়েকবার 'ভুস্ ভাস্' শব্দে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ষ্টীমার খানি নদী বক্ষে সাঁতার দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

আমরা নদীর দুই পার্শ্বে ঘর বাড়ী গাছ পালা প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে বেলা আন্দাজ নয়টা সাড়ে নয়টার সময় বড়বাজারের ঘাটে আসিয়া পৌঁছাইলাম।

কলিকাতা সহর আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। ষ্টীমারের উপর হইতে অদূরে সারী সারী অট্টালিকার শোভা সন্দর্শনে কলিকাতা সহরটি আমার চক্ষে যেন পুরাণের অমরাবতি বলিয়া বোধ হইল।

ষ্টীমার হইতে নামিয়া দেবদাস বাবু একখানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিলেন। গাড়ীর ভিতর একদিকে মা (দেবদাস বাবুর পরিবার) ও আমি বসিলাম এবং অন্যদিকে দেবদাস বাবু বসিলেন। গাড়ী ঘর্ ঘর্ শব্দ করিতে করিতে এ রাস্তা সে রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেবদাস বাবুর অনুমতি ক্রমে বরাবর বাগবাজার পানে ছুটিল। যথা সময়ে আমরা দেবদাস বাবুর বাটীতে আসিয়া পৌঁছাইলাম।

দেবদাস বাবুর সদর দরজায় যখন আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল, সেই সময়ে বাটীর ভিতর হইতে একটি সদ্য প্রস্ফুটিতা যুথিকার ন্যায় আন্দাজ নয় দশ বৎসরের কুমারি বালিকা সুন্দর ললাটের উপর ক্ষুদ্র নিবিড়-কৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ দুলি লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার মুখ খানি যেন ছাঁচে ঢালা। রংটি বেশ মাটা মাটা। দেহের গঠন ছুহারা, খুব মোটাও নয় খুব রোগাও নয়—বেশ মানান সই। মোটের উপর মেয়েটি আমার চক্ষে বেশ সুন্দরী বলিয়া বোধ হইল। মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া দেবদাস বাবুর পরিবারকে জড়াইয়া ধরিয়া আদর-মাখা স্বরে বলিল—

"মা, আমার জন্য কি এনেছ মা?"

মা সস্নেহে বালিকার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—তোমার জন্য তোমার এই দিদিমনিটিকে এনেছি। এঁকে খুব ভালবেসো, যত্ন কোরো। কেমন, পারবে ত? এই কথা বলিয়া মা আমাকে দেখাইয়া দিলেন।

বালিকা বেশ করিয়া একবার আমার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। মরি মরি! সে চাহনিতে যেন কত সরলতা বিরাজ করিতেছে। অনুমানে বুঝিলাম এই বালিকা দেবদাস বাবুর কন্যা। বালিকা গ্রীবা হেলাইয়া ধীরে ধীরে সরল ভাবে উত্তর করিল—হ্যাঁ পারব।

আমি আর থাকিতে পারিলামনা। সাদরে বালীকার মুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে তুলিয়া লইলাম। বালিকাকে কোলে লইয়া আমরা ভিতর বাটীতে

প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে পার্শ্বের ঘর হইতে যেন কাহার অস্পষ্ট রোদনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মা চমকিত হইয়া বালিকাকে কহিলেন সুষমা কাঁদে কে?

বালিকার নাম সুষমা। সে বলিল সুশীলদাদার মা ম'রে গেছে, বোন ম'রে গেছে, তাই সুশীলদাদা কাঁদ্‌চেন। পিসিমা তাঁকে এত বুঝান তবু তিনি কেবলি কাঁদেন। তুমি সুশীলদাদাকে একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে ব'লবে চলত মা। তুমি বুঝিয়ে ব'ল্‌লে আর কাঁদবেন না। এই বলিয়া বালিকা মার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল।

সুষমার কথাগুলি শুনিতে শুনিতে আমার মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম বাটীতে প্রথম প্রবেশ করিবার সময় ভাবনা হইয়াছিল দাদাকে এ কালামুখ কেমন করিয়া দেখাইব। তখন সে ভাবনা দূরে গেল। আমি সুষমাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। দেবদাস বাবুর দয়াবতী স্ত্রী স্বীয় অঞ্চল দ্বারা আমার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আমাকে বাটীর ভিতর লইয়া চলিলেন। বালিকা সুষমা যেন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত পরে সকল বিষয় অবগত হইলাম। শুভ্র উত্তরীয় থান পরিহিত অবস্থায় আমার দাদা দেবদাস বাবুর সহিত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দাদার সে রুক্ষ ম্লান মূর্ত্তি দেখিয়া আমার চক্ষু ফাটিয়া যেন সপ্ত সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। আমি চক্ষে অঞ্চল দিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলাম। দেবদাস বাবু ও তাঁহার পরিবার যথাসাধ্য আমাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। শুনিলাম যে দিন আমি গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তাহার পরদিন আমার মাতা দুঃখে ও লজ্জায় বাবুদের বাঁধাঘাটের জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। আমি কালামুখী আমার মার আত্মহত্যার কারণ—একথা এখনও মনে হইলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়।

দেবদাস বাবু ও তাঁহার পরিবারের যত্নে শোকের ক্রমশঃ উপশম হইতে লাগিল। যথাসময়ে দাদা গঙ্গাতীরে মার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। দেবদাস বাবু সেই উপলক্ষে প্রায় হাজারের উপর ব্রাহ্মণ কাঙ্গালী ভোজন

করাইলেন। দেবদাস বাবুর কার্য্যকলাপ দেখিয়া মনে মনে শত সহস্রবার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং প্রত্যহ সন্ধ্যা আহ্নিকের পর ভগবানের নিকট আমি তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতাম।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। একদিন মা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ প্রফুল্ল, আমার অনেক দিনের বাসনা তোমার দাদার সহিত আমার সুষমার বিবাহদি। তোমার যদি এবিবাহে কোন আপত্য থাকে আমার নিকট অকপট চিত্তে প্রকাশ করিয়া বলিতে পার। আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলাম—মা, অমৃত পানে কার অসাধ হয়? আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? অমন রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী চাঁদ পানা মেয়ে আমার দাদার বৌ হবে—এহ'তে আর সৌভাগ্যের কথা কি আছে? আজ আপনাকে বলি, আমাদের ভাই বোনের প্রতি আপনাদের সন্তানাধিক স্নেহ বাৎসল্য দেখিয়া এ আশাকে আমি অনেকদিন হ'তে হৃদয়ে পুষিয়া রাখিয়াছি। ভগবানের কৃপায় আমার এ আশা নিতান্ত দুরাশা না হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি উত্তর করিলেন প্রফুল্ল। তোমার আশা বোধ হয় শীঘ্র পূর্ণ হইবে সুশীলের সহিত সুষমার বিবাহ দিবার জন্যই আমরা ভুবনেশ্বরে গুরুদেবেরনিকট গিয়াছিলাম। তিনি গণনা করিয়া বলিলেন এ বিবাহ—সম্মীলনে "রাজ যোটক্" ফল নিহিত আছে, পাত্র পাত্রী উভয়েই পরিণামে সুখী হইবে। আমার ইচ্ছা আগামী শুভ বৈশাখ মাসে শুভ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফেলি। গোবিন্দের মনে কি আছে বলিতে পরিনা।

আমি হাসিয়া বলিলাম মা। আপনার মন কি গোবিন্দের মন ছাড়া? আমি বেশ বুঝিতে পারি আপনার হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দ রাত্র দিন বিরাজ করেন। আপনার ইচ্ছাই গোবিন্দের ইচ্ছা। আপনার এ ইচ্ছা নিশ্চয় পুর্ণ হইবে।

তিনি বলিলেন তাই হউক—"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কিন্তু বাছা আমাকে অত কোরে বাড়িওনা। আমি অতি তুচ্ছ, প্রার্থনা কর যেন আমি গোবিন্দের দাসীর দাসী হবার উপযুক্ত হতে পারি।" এই কথা কয়টি বলিবার সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় জল ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। আমি মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম।

দিন যায়, দিন থাকেনা। ক্রমে বসন্তের অন্তে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে নব বর্ষে শুভ বৈশাখ মাসে, শুভ দিনে শুভ লগ্নে, দেবদাস বাবু আমার দাদার হস্তে একমাত্র কন্যা সুষমাকে যথা রীতি অর্পণ করিলেন। বালিকা সুষমা পিতৃভবনে নব বধূটি সাজিয়া দিনে দিনে আরো যেন দ্বিগুণ সুষমা বিস্তার করিতে লাগিল। কিন্তু সকল সুখ মানুষের কপালে চিরস্থায়ি হয় না। বিবাহের পর বৎসরে দেবদাস বাবুর পরিবার একদিন সহসা বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। সতী সাধ্বী চিরতরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া পার্থিব জগতের পার্থিব মায়া পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী শূন্য নারায়ণ কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন। প্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগে কাতর হৃদয় দেবদাস বাবু ছয় মাস পরে কাল রোগে প্রাণ ত্যাগ করিয়া পত্নীর অনুগমন করিলেন। দেবদাস বাবুর বিপুল বিষয় সম্পত্তি আমার দাদার হস্তে পতিত হইল। বলা বাহুল্য আমার দাদার অদৃষ্ট চক্রে একটা ঘোরতর ভাগ্য বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হইল। দাদা "এল এ" পাস করিয়া "বিএ" পড়িতেছিলেন, বিষয় কর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া তাহাকে এইবার পড়া শুনা বন্ধ করিতে হইল।

সংসারে দেবদাস বাবুর এক বিধবা ভগ্নী আছেন। তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। বস্তুতঃ তাহারি যত্নে এ ভগ্ন সংসারে এখনও আমরা যেন পর্ব্বতের অন্তরালে আছি। দেব দ্বিজে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি। সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া প্রত্যহ তিনি চারি পাঁচ ঘণ্টা কাল পূজা আহ্নিক করেন। সৎসঙ্গের এমনি মহিমা, তাহার দেখাদেখি আমারও পূজা আহ্নিকের অনুরাগ দিন দিন যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। সুষমা কিন্তু এ কার্য্যে আমাদের প্রধান সহায়। সে প্রত্যহ পূজার জন্য ফুল তুলে, চন্দন ঘসে এবং তুলসী চয়ন করে।

আপনাদের আশীর্ব্বাদে এবং গুরুদেবের কৃপায় আমি এখন বেশ মনের আনন্দে আছি প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি পিসীমার সহিত গঙ্গাস্নান করিতে যাই এবং সন্ধ্যাকালে তাঁহার সহিতও বাগবাজারের প্রসিদ্ধ মদন মোহন জীউর আরতি দেখিয়া ও অবসর মত ভাগবতাদি সৎগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি এখন অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি।

সমাপ্ত।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

উচ্ছ্বাস।

—:০:—

হে দয়াল দীনবন্ধো, অবতার শিরোমণি।
মধুর মূরতি তব আজো ভুলিনাই
কষিত কাঞ্চন হেন, সুন্দর বরণ তব,
হৃদয়ে লিখিয়া আছে মনে আছে তাই ॥
হরি অনুরাগে আঁখি, নিরবধি ছল ছল,
সদয় চাহনি তার আজো মনে পড়ে।
অধম তারণ তরে, ঘুরে বেড়াও দ্বারে দ্বারে,
মনে হলে পাষাণের আজো অশ্রু ঝরে ॥
যোগী জন মন চোর, ভুবন মোহন রূপ,
ভকত মাঝারে নৃত্য আঁখিনীর ধারা
অমৃত ছানিয়া যেন, গঠিত সে দেহ খানি,
আজো মনে হলে হায়! হই আত্মহারা ॥
কত শত পাপী জনে, যাচি না করেছ পার,
হে ভারতের ব্রাহ্মণের গৌরব রবি!
দয়া করে রেখে গেছ, হরি নাম তরি খানি,
কেমনে ভুলিব তব করুণার ছবি ॥

অসহায়।

কেহ ঘৃণা ক'রে, ফেলে গেল মোরে;
কেহ বা উপেখি বলে না কথা।
অধম ভাবিয়া, কথা না কহিয়া,
ঘৃণা হাসি হেসে দিতেছে ব্যথা ॥

পাতকী বলিয়া, সুদূরে থাকিয়া,
বরষিছে কেহ গঞ্জনা রাশি।
কত জনে হায়। ব্যথা দিয়ে যায়,
ব্যথিত হৃদয়ে নিকটে আসি॥
কেহবা ছলিয়া, আলোক বলিয়া,
গভীর আঁধারে লইয়া যায়।
সাধুভাব ভানে গহন কাননে,
ফেলিয়া আমারে আসিতে চায়।
আমি নিরাশ্রয়, ওহে দয়াময়,
কবে তব দয়া পাইব আমি।
আর কত দিন, কাঁদিবে এ দীন,
অসহায়প্রায়, জগত স্বামী॥

গঞ্জনা।

ওহে হরি। তুমি অগতির গতি
বল, আমার গতি কেন হবে না?
"অধমতারণ" বলিয়া অনন্ত
কেন, অধম অপরাধ সবেনা?
এ পতিত বুঝি পড়িয়া থাকিবে
কাঁদিবে সতত কেহ নাই যেন।
পদধূলি যদি এদীনে না দিবে
"দীনবন্ধু" নাম ধরেছ হে কেন?
অকূল পাথারে আর কেহ নাই
কাঁদিতেছি তাই হয়ে নিরাশ্রয়;
এ আতুরে যদি নাহি হবে দয়া
তবে তুমি কিসে হলে 'দয়াময়'?

কেন তুমি শুধু ভকত জনের ?
কেন, পাপী তাপী তোমায় পাবেনা ?
"দীননাথ" নাম ছেড়ে দাও তুমি
তোমায়, দীন জনে কভু চাবে না ?

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

কলিকাতা হইতে হিমালয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বিপিনবিহারী কহিলেন, তা হলে ত তুমি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছ ? আচ্ছা আমাদের বাটীর কোথায় কি হইতেছে, মনে করিলে বলিতে পার ?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন। তুমি যে ভাবে কথাটী বলিলে ও বড় খারাপ। ওতে সাধনে অগ্রসর হওয়া যায় না। সাধনের প্রথমাবস্থায় যেমন চিত্তস্থির করা দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, সাধনের এই অবস্থায় কৌতূহল পরতন্ত্র হইলে ঠিক সেইরূপ ব্যাপার হয়। সে দিন আর আমি সাধনে অধিক মনোযোগ দিতে পারিলাম না মনে করিতে লাগিলাম, আমার ত একটা ক্ষমতা হইয়াছে। তখনই মনে করিলাম, আর কখনও পরীক্ষা করিয়া দেখিব না। কেন না উহাতে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। একবার জানিতে পারিলেই হইল যে আমার ঐ ক্ষমতা আছে, আর উহাতে মনোনিবেশ করা উচিত নয়। গুরুদেবও একদিন বলিয়াছিলেন, বিভূতি দর্শন হইলে সাবধান হইবে। ইহা যদিও অষ্টবিভূতির অন্তর্গত নয় তথাপি এক প্রকার ক্ষমতা বটে।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিনের পর আর কখনও ঐরূপ—করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে ?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, হাঁ, তাহার পর দিবসেই মনে হইল, ঐ ক্ষমতা আমার আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিব। দেখিলাম, ভণ্ডুর গ্রামের নিকট

সেই গুহাতে প্রস্তরখানি সেই ভাবেই রহিয়াছে। এবারে কিন্তু দেখিলাম, চেষ্টা করিয়া কিছু পরিশ্রান্ত হইলাম। স্বামীজিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, কেবল যদি ঐরূপ করিতে থাক ক্রমে তুমি সাধনচ্যুত হইতে থাকিবে এবং ঐ ক্ষমতাও তোমার থাকিবে না। কেন না অতি অল্প দিন হইল ঐ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছ। কেবলমাত্র সাধনপথে অগ্রসর হইয়া যাও, ওদিকে মনোনিবেশ করিও না। ও সমস্ত কত আসিবে কত যাইবে। তদবধি আমি আর ওদিকে মন দিই না। আজ তুমি সাধনের কথা উত্থাপন করিলে, আর তোমার নিকট সকল কথাই বলি, তাই বলিলাম।

অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া উভয়ে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং আশ্রমে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আচমনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তর নিজ নিজ গুহা-ভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সেরাত্রি ব্রহ্মচারী মহাশয় কোনমতেই মনকে স্বকীয় আয়ত্তে রাখিতে পারি-লেন না। ক্রমাগত মন বাহ্য বিষয়ে গমন করিতে লাগিল। আসন হইতে উঠিয়া গুহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিলেন। শীতল বায়ু সেবন করিলেন, শীতল সলিলে মুখ নেত্রাদি ধৌত করিলেন, পুনরায় গুহার মধ্যে গমন করিয়া সাধনে বসিলেন। সেবারও সেই প্রকার হইল। এইরূপে দুই তিনবার চেষ্টা করিলেন। প্রতিবারেই বিফল মনোরথ হইলেন অবশেষে প্রেমানন্দ ও বিপিন-বিহারী স্ব স্ব গুহা হইতে বহির্গত হইয়া আহার করিলেন এবং যথা সময়ে আপন আপন নির্দ্ধারিত স্থানে শয়ন করিলেন।

রাত্রিতে তাঁহার আর নিদ্রা হইল না। কম্বলের উপর একবার এপাশ এক-বার ওপাশ করিতে লাগিলেন। হস্ত ও পদদ্বয়ের তলভাগ ও মস্তকের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বোধ হইতে লাগিল। চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। কম্বলের উপর উঠিয়া বসিলেন, একটু যেন সুস্থ বোধ করিলেন। কিয়ৎক্ষণপরে পুনরায় শয়ন করিলেন। আবার সেইরূপ হইল। মস্তকের উপরিভাগ ও হস্তপদের তলভাগ এতাদৃশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল এবং দেহের প্রদাহ এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে তিনি আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না; উঠিয়া বসিলেন। আর শয়ন না করিয়া বাহিরে আসিলেন। শীতল বায়ু সংসর্গে দেহের উত্তাপ অনেক হ্রাস পাইল; তিনিও অনেক সুস্থ হইলেন।

শেষ যামাদ্ধে দেখিলেন, এক জন রক্তাম্বর পরিধায়ী পুরুষ যেন কি অনু-সন্ধান করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক এক বার ভূমি হইতে কি উঠাইয়া লইতেছেন এবং উত্তোলিত দ্রব্যকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া যেন সেটীর অন্বেষণ করিতেছেন না একরূপভাবে নিক্ষেপ করিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখিলেন যে, পুরুষটী অন্য কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল আপন মনেই কি যেন অন্বেষণ করিতেছেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুরুষটী তাঁহার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। দুই একটী প্রশ্ন করিলেন, কোনও উত্তর পাইলেন না। মনে করিলেন, হয়ত বধির হইবেন। উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতেও বিশেষ ফলোদয় হইল না। পুরুষটী তখন সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিলেন। সেই একই ভাব, নিম্নদিকে দৃষ্টি ও এক এক বার একটী করিয়া দ্রব্য, প্রস্তরখণ্ডই হউক, আর তৃণ গুচ্ছই হউক, উঠাইয়া লইতে-ছেন, আর কিয়ৎক্ষণ পরে, পরীক্ষা করিয়া নিক্ষেপ করিতেছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পুরুষের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারী মহাশয়ও দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর যাইবেন না, কিন্তু যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও গতিবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। বলপূর্ব্বক চেষ্টা করিলেন। কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। সেই পুরুষটী তখন দৌড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনিও যেন চুম্বকে লৌহবৎ আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত সমভাবেই দৌড়িতে লাগিলেন। ক্রমে বেগ এত অধিক হইল যে ব্রহ্মচারী মহাশয় হাঁফাইতে লাগিলেন কিন্তু কোন মতেই বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, সমুদ্র তরঙ্গে নিমজ্জিত পুরুষ যেমন ক্রমাগত আত্ম রক্ষার্থ প্রয়াস পাইতে পাইতে অবসন্ন হইয়া তরঙ্গের উপর অঙ্গ ঢালিয়া দেয়, ব্রহ্মচারী মহাশয়ও সেইরূপ ক্রমাগত গতি বেগ সম্বরণের চেষ্টা করিতে করিতে বায়ু সমুদ্রে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। এইরূপে নিশ্চেষ্টভাবে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন কিন্তু তিনি ভূপতিত হইলেন না। যেন কোন এক আশ্চর্য্য শক্তিবলে তাঁহার শরীর বিধৃত হইয়া রহিল। পরে

তাঁহারা ভূপৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইলেন এবং শূন্যমার্গে চলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন সেই পুরুষটী একটী পর্ব্বত শিখরকে লক্ষ্য করিয়া উঠিতে লাগিলেন। তৎপরে শিখরের পর শিখর অতিক্রম করিয়া একটী গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহটীও একটী পর্ব্বত শিখরের উপর স্থাপিত।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই পুরুষটী স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কোনও কথা কহিলেন না। ব্রহ্মচারী মহাশয় এত অবসন্ন হইয়াছিলেন, যে শুইয়া পড়িলেন। তখন সেই পুরুষটী একটী দ্রব্য তাহার নাসিকার নিকট ঘুরাইতে লাগিলেন। সেই দ্রব্যের গুণে তাঁহার শরীরে যেন বলসঞ্চার হইতে লাগিল। অবিলম্বে তাঁহার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইল। তিনি পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলেন। তাঁহাকে সুস্থ হইতে দেখিয়া সেই পুরুষটী বলিলেন, ঐ সমস্ত যে দ্রব্য দেখিতেছ উহাতে হস্ত প্রদান করিও না।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয় মনে করিলেন, "এ আবার কি?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

(জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।)

অনেকক্ষণ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন। সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত আলোচনা করিতে লাগিলেন।

গত রাত্রিতে সাধনের সময় কোন মতেই মন স্থির করিতে পারেন নাই। শরীরাভ্যন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত বোধ হওয়ায় বাহিরে আসিলেন। তাহার পর রক্তবস্ত্র পরিধায়ী আশ্চর্য্য পুরুষটীকে দেখিলেন। কোনও কথাবার্ত্তা না কহিয়া এমন কি তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত না করিয়া, তাঁহাকে এমনি মোহিত করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহার আর নিজের বিন্দুমাত্র সামর্থ্য বা স্বাধীনতা রহিল না। বজ্জু বদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। কেবল যদি আস্তে আস্তে তাঁহার অনুগমন করা হইত, তাহা হইলে কতকটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। যে ভাবে সেই পুরুষটীর সহিত আসিতে হইল, ক্রমে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ায় যেরূপে শূন্যমার্গে অঙ্গ ঢালিয়া

দিতে হইল, সে সমস্ত আন্দোলন করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না।

ভোর হইয়াছে। গৃহমধ্যে উষালোক প্রবেশ করিতেছে। গৃহটীর চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, কেহই নাই, তিনি একা কী রহিয়াছেন। সাহসে ভর করিয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, এত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম, সামান্য একটী শিকড়ের আশ্চর্য্য ক্ষমতাতে সমস্ত ক্লান্তিভাব কোথায় চলিয়া গেল। পূর্ব্বাপেক্ষা যেন অধিক বল পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শরীর যেন অধিকতর কর্ম্মক্ষম হইয়াছে, মনে করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত দ্রব্য স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সে গুলির নিকট যাইয়া দেখিলেন, কতকগুলি হাঁড়ী রহিয়াছে, সমস্ত গুলিই সরা ও বস্ত্রদ্বারা বিশেষ রূপে আবদ্ধ কতকগুলি বোতল রহিয়াছে, প্রত্যেকটীর মুখ ছিপিবদ্ধ। একখানি বৃহৎ খল রহিয়াছে। দুইটী—অগ্নি রাখিবার আধার ও একটী প্রদীপ জ্বালিবার পাত্র রহিয়াছে দেখিলেন। কোনও দ্রব্য স্পর্শ করিতে সাহস করিলেন না, ভয় হইল, যদি কোনও বিপদ হয়। পুরুষটী সম্বন্ধে তাঁহার অদ্ভুত ধারণা হইতে লাগিল। মনে মনে নানাপ্রকার ভয়ও হইতে লাগিল। মনে করিলেন এ আবার কি বিপদ উপস্থিত।

গুরুদেবকে মনে পড়িল, তাঁহার উপদেশাবলীও স্মরণ হইতে লাগিল। তিনি বলিয়াছেন, যিনি সৎ, চিৎ, ও আনন্দ স্বরূপ তাঁহাকে কখনও কোন অবস্থাতেও ভুলিবে না। তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়াই বিপদে সম্পদে, সুখে দুঃখে, আশায় নিরাশায়, সকল অবস্থাতে থাকিবে। স্বপনেও তাঁহাকে ভুলিবে না। তাহা হইলেই বিপদও সম্পদ বলিয়া বোধ হইবে দুঃখ ও সুখ বলিয়া বোধ হইবে এবং নৈরাশ্যের মধ্যেও আশার সঞ্চার দেখিতে পাইবে। গুরুদেবের এই কথা আলোচনা করিয়া এরূপ অবস্থাতে পতিত হইয়াও ভগবৎ স্মরণ করিয়া মনকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন।

দেখিলেন, গৃহদ্বার খোলা রহিয়াছে। বাহিরে আসিলেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গৃহটী একটী পর্ব্বত শিখরের উপর স্থাপিত। একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর কাটিয়া গৃহের মত করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে কেবল পর্ব্বত শ্রেণী। একটীর পশ্চাতে একটী এইরূপে পর্ব্বত মালাতেই দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইয়া গেল। পর্ব্বতের গাত্র

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

রক্তাম্বর।

সাধন ভঙ্গ হইলে ব্রহ্মচারী মহাশয় দেখিলেন, যে সবিতৃদেব অস্তাচলে অবতরণ করিবার আয়োজন করিতেছেন তাঁহাকে দেখিয়াই দিক নির্ণয় করিলেন। প্রায় সমস্ত দিবস অতীত হইল গত রাত্রিতে অত পরিশ্রমও হইয়াছে কিন্তু ক্ষুধার লেশ মাত্র নাই। তাই বলিয়া যে পেট ভার কি অন্য কোনও প্রকার শরীরের গ্লানি কিম্বা শরীর দুর্ব্বল তাহাও কিছু অনুভব করিলেন না। মনে করিলেন, এক প্রকার মন্দ নয়। কিয়ৎক্ষণ বাহিরে থাকিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই সমস্ত দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল। নিকটে গমন করিলেন কিন্তু স্পর্শ করিতে সাহস করিলেন না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে রক্তাম্বর পরিধারী পুরুষটী আগমন করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি কিছুই বলিলেন না। তাঁহার মস্তক ঠিক যে মুণ্ডিত তাহা নয়, মস্তক একবারে কেশহীন। সমস্ত মস্তক হইতে চুল উঠিয়া গিয়াছে। শ্মশ্রু ও গুল্ফেরও ঐ দশা। শরীর নাতি দীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব, নাতি স্থূল, নাতি সূক্ষ্ম। বর্ণ নাতি শুভ্র, নাতি কৃষ্ণ। এদিকে একরূপ হইলেও দেহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দৃঢ়। তাঁহার নাম আমরা এখনও জানিতে পারি নাই। কখনও যে পারিব সে আশাও নাই। সুবিধার জন্য এখন হইতে তাঁহাকে রক্তাম্বর নামে অভিহিত করিব।

রক্তাম্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কোনও কষ্ট হইয়াছে কি?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আজ্ঞে না।

রক্তাম্বর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল কি?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আজ্ঞে না। কিছুই আহার করি নাই বটে কিন্তু কিছু মাত্র ক্ষুধা নাই এবং তজ্জন্য কোন কষ্টও হইতেছে না।

ক্রমশঃ।

আর একটীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আশ্রমের কার্য্য বেশ চলিতেছে! টাকা কড়ি নিয়মমত আদায় হইতেছে। যদিও পূর্ব্বেকার মত লোকের তত আগ্রহ নাই, তথাপি আশ্রমের কার্য্য নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের খবর ভাল। তাঁহার আর একটী পুত্র হইয়াছে। তাঁহার মাতা মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মচারী মহাশয় ও বিপিনবিহারীর সংবাদ লইয়া থাকেন। নেপাল বোধ হয় আর অধিক দিন বাঁচিবে না। মধ্যে একবার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। যদিও সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে তথাপি তাহার শরীর এরূপ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে যে শীঘ্রই ইহধাম পরিত্যাগ করিবে। শেষকালে মধুসূদন লিখিয়াছেন, তাঁহার এ সমস্ত কার্য্য ভাল লাগিতেছে না। বড় ছেলেটীর হস্তে সমস্ত ভার দিয়া তিনি চলিয়া আসিতে ইচ্ছা করেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছেন।

পত্রখানি উভয়ে পড়িলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় আসিয়া উত্তর দিবেন এই ভাবিয়া একস্থানে রাখিয়া দিলেন। বেলা প্রায় চারিটা হইল। তখনও আসিলেন না দেখিয়া বিপিনবিহারী প্রেমানন্দের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। যে যে স্থানে তিনি উপবেশন করিতেন, সমস্তই দেখিলেন, কোথাও তাঁহার দেখা পাইলেন না। ভণ্ডুল গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেহ কিছু বলিতে পারিল না। সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশ করিবামাত্র যেন একটু ভীত হইলেন। সমস্ত ঘটনা একে একে মনে পড়িতে লাগিল। দেখিলেন, সেই প্রস্তরখানি সেই রূপেই পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টাও করে নাই। কেইবা করিবে, তাহার ভিতরে ত আর কেহ যায় না। সেই শিবলিঙ্গটী দেখিলেন তাহাও সেই ভাবে রহিয়াছে। সমস্ত গুহা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন দেখিলেন, সমস্তই সেই ভাবে রহিয়াছে। কিন্তু বন্ধুর কোনও নিদর্শন পাইলেন না। গুহা হইতে বাহিরে আসিলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ভণ্ডুল গ্রামেই রাত্রি অতিবাহিত করিবার মানস করিলেন।

ইহার পরে উভয়ে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আহারের সময় উপস্থিত হইল ; তখনও আসিলেন না দেখিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। আহারাদি করিয়া উভয়ে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একখানি পত্র আসিল। পত্রখানি ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নামে আসিয়াছে। বিপিনবিহারী লেখা দেখিয়া চিনিতে পারিলেন মধুসূদন পত্রখানি পাঠাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এক এক খানি পত্র আসে। কখনও বা অনাথ-আশ্রম হইতে কখনও বা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বা অন্য কোনও পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে, কখনও বা কলিকাতা হইতে। বিপিনবিহারীর নামে একখানি পত্র লিখিলে সেখানি যথাস্থানে পঁহুছিতে এবং তাহার উত্তর আনিতে মাস দুই আড়াই অতিবাহিত হয়। সুতরাং পত্র প্রায়ই আসে না। বিপিনবিহারী পত্রখানি খুলিলেন না, এক পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, যখন অনাথ আশ্রম হইতে আসিয়াছে তখন আর উহাতে গোপনীয় কিছুই নাই। আর এখানে আমাদের পর পরের গোপনীয়ই বা কি আছে। তুমি খুলিতে পার।

বিপিনবিহারী কহিলেন, তিনি যদি বৈকালে আসেন, আসিয়া খুলিবেন।

এ কথা বলিয়া পত্রখানি খুলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, পত্র খোলার জন্য তিনি কি কখনও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ?

বিপিনবিহারী কহিলেন, না, বরং খুলি নাই বলিয়া যেন অসন্তোষের ভাব দেখাইয়াছেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, তবে আর তুমি ওরূপ করিতেছ কেন ?

বিপিনবিহারী অগত্যা পত্রখানি খুলিলেন। মধুসূদনের স্বাক্ষর রহিয়াছে দেখিলেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—

দুইটী ছেলে কার্য্যক্ষম হওয়ায় কাহাকেও কিছু না বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। অনুসন্ধানে জানিয়াছেন, এক ছাপাখানায় কার্য্য শিখিতেছে। যেটী সকলের বড় সেটী বেশ লেখা পড়া শিখিতেছে। চিঠি পত্র লিখিতে পারে। চোবেজী ভাল আছে। যে স্ত্রীলোকটীকে ব্রহ্মচারী মহাশয় রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সে একটী গৃহস্থের বাটীতে চাকরী পাওয়ায় চলিয়া গিয়াছে। তাহার স্থলে

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বুঝিতে পারিলেন না—

বিপিনবিহারী প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন ব্রহ্মচারী মহাশয় তখনও বাহিরে আসেন নাই। প্রত্যহ তিনি বিপিনবিহারীর উঠিবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করেন। বন্ধুর জন্য কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সাধনের জন্য স্বকীয় গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া পুনরায় বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন যে তিনি আসিলেন না অথচ বেলা হইতে লাগিল তখন তাঁহার মনে হইল, একবার ভিতরে যাইয়া দেখি, কি করিতেছেন। দেখিলেন, গুহাদ্বার খোলাই আছে। ভিতরে যাইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখিতে পাইলেন না। মনে করিলেন কোথাও গমন করিয়াছেন। কিন্তু এতক্ষণ কি করিতেছেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। প্রেমানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা বলিলেন।

প্রেমানন্দ শুনিয়া বলিলেন আমিও প্রাতঃকাল হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। মনে করিতে ছিলাম তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব। তা দেখিতেছি তুমিও কিছু জান না।

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কি মনে করেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, আমিও ত কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না। কোন দূরদেশে গমন করিলে বলিয়া যাইতেন। নিকটেই কোথাও আছেন। বেলা হইয়াছে এখনই আসিবেন।

বিপিনবিহারী কহিলেন, কয়েক দিবস কিন্তু দেখিতেছি বেশী কথাবার্ত্তা কহেন না। মনে মনে যেন কি ভাবেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, সাধনের সময় মধ্যে মধ্যে মনের ওরূপ অবস্থা হয়। তাঁহার মনের ওরূপ অবস্থা আমিও লক্ষ্য করিয়াছি। তাই বলিতেছি নিকটে কোথাও আছেন এখনি আসিবেন।

ভাগে সাধন করিতে হইবে। রাত্রিকালে তিনি আসিবেন। এরূপভাবে সাধন করিবে যেন তিনি জানিতে না পারেন। জানিতে পারিলেই বিপদ হইবার সম্ভাবনা। যতদিন তাঁহার অধিকারে থাকিবে ততদিন তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা একেবারে থাকিবে না। নিদ্রাভাব বশতঃ কষ্টও ততটা অনুভব হইবে না। দিবাভাগে একান্তমনে সাধনে নিবিষ্ট থাকিবে। এইরূপে সাধন করিতে করিতে যখন অষ্টবিভূতির কোন একটী তোমার আয়ত্ত হইবে তুমিও তখন তাঁহার অধিকারের বহির্ভূত হইবে। তখন এখানেই থাক আর অন্যত্রই থাক কোন স্থানেই তিনি তোমার কিছু করিতে পারিবেন না। যখন তিনি রাত্রিকালে এস্থানে আগমন করিয়া আপন মনোভাব ব্যক্ত করিবেন তখন একেবারেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইও না। তাহা হইলে নানা প্রকার সন্দেহ করিতে পারিবেন। তুমি ত আর নির্ব্বোধ নও বুঝিয়া কার্য্য করিবে। আমি এক্ষণে চলিলাম, আবার আসিব।

এই বলিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ গৃহমধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রণাম করিবারও অবসর পাইলেন না। বাহিরে আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন ইনি কে? তাহার জ্যোতির্ম্ময় মুখশ্রী মনে করিয়া তাঁহার মনে কোনও প্রকার সন্দেহ স্থান পাইল না। তাঁহার সমস্ত কথা একে একে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এক একবার মনে ভয়েরও উদয় হইতে লাগিল, আবার সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়া মনকে শান্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভাবিতে ভাবিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। তিনিও আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, ক্ষুধা তৃষ্ণার লেশমাত্রও নাই। বৃথা সময় ক্ষেপ করা উচিত নহে মনে করিয়া সাধনে উপবিষ্ট হইবেন সঙ্কল্প করিলেন। একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইলেন কোথাও একখণ্ড মেঘ দেখিতে পাইলেন না, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিবেন মনে করিলেন। পরক্ষণেই ভাবিলেন তাহার নিকট দ্বার বন্ধই বা কি আর খোলাই বা কি? সূর্য্যকিরণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ত আর তিনি আসিতেছেন না। অন্য কোনও প্রাণি যে এ স্থানে আসিবে তাহারও পথ নাই। সুতরাং তিনি নিশ্চিন্ত মনে সাধনে উপবেশন করিলেন।

এই স্থানে আনয়ন করিবেন, অথবা অন্য কোনও প্রকারে তোমার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহার আধিপত্যের অতীত হইতে পারিলে আর তিনি কিছু করিতে পারিবেন না অর্থাৎ তাঁহার দ্রব্যের ক্ষমতা তোমার নিকট প্রতিহত হইয়া যাইবে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নিস্তব্ধ হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার প্রশান্ত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি দেবতা কি দানব হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পুনরায় কহিলেন, এক্ষণে তোমার কি কর্ত্তব্য বলি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মচারী মহাশয় আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তিনি কহিতে লাগিলেন, ইঁনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই সম্মত হইবে। আপন মতে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিবেন এবং বিবিধ দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিবেন। তাহার ফল এই হইবে যে তোমার মন ক্রমশঃ সেই সমস্ত পদার্থে লিপ্ত এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই সাধনমার্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকিবে। অতএব অতি সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে। যদি তুমি তাঁহার কথায় অসম্মতি প্রদান কর তাহা হইলে তোমাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদান করিবেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, সাধকের শরীর দ্রব্যগুণ বলে এরূপ নির্ব্বীর্য্য করিয়া দেন যে তাঁহার আর সে জন্মে সাধনমার্গে পুনঃ প্রবেশ করা হয় না। তাই বলিতেছি অতি সাবধানে কার্য্য করিতে হইবে।

একটী কথা তোমাকে বলি সদা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। সূর্য্যকিরণ যতক্ষণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ ইঁহার কোনও ক্ষমতা থাকে না। যদি কোনও দিবস আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন থাকে সে দিবস মনে করিও না যে উনি কিছু করিতে পারিবেন না। স্থূল কথা এই, দ্রব্য লইয়াই ইঁহার ক্ষমতা। সূর্য্যকিরণে দ্রব্য গুলি শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে এবং সূর্য্যকিরণ অপসৃত হইলেই সে গুলিতে শক্তি পুনরাগমন করে। তজ্জন্য তিনিও সূর্য্যকিরণ অপসৃত হইলে যাহা কিছু করিবার করেন। দেখিবে মেঘাচ্ছন্ন দিবস ব্যতীত দিবাভাবে তিনি আসিবেন না। এখন তিনি নিশ্চেষ্ট অবস্থায় একটী অন্ধকারময় গুহার মধ্যে বাস করিতেছেন। বাহিরে আসিলেই নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় হইবেন। তুমি এক্ষণে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহ সহকারে সাধনে মনোনিবেশ কর। এক্ষণে দিবা-

সোপানে আরোহণ করিবার উদ্যোগ করেন, তখনই ইনি সেই সাধকের সাধন মার্গে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করেন। এমন কি সময়ে সময়ে প্রাণ হানি করিবারও চেষ্টা করিয়া থাকেন। যখন তোমরা দুইজনে সেই গুহার মধ্যে ছিলে, তখন ইনিই প্রস্তর পাতদ্বারা তোমাদের প্রাণ বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তোমার বন্ধুর কুলদেবতা ঘটারব দ্বারা তাঁহাকে দূর হইতেই সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহার আর অন্য ক্ষমতা নাই দেখিয়া আমিই তাঁহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে সে যাত্রা রক্ষা করি। আমাদিগের এমন ক্ষমতা নাই যে, যখন উনি কাহারও অনিষ্ট কল্পনা করেন তখন তাঁহার কার্য্যে কোনও বাধা প্রদান করি, তবে আমরা যতদূর পারি সাধকদিগকে সাবধান করিয়া দিই এবং বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় প্রদর্শন করি। মনে করিও না যে উহার ক্ষমতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা কাহারও নাই। তবে তাঁহারা পৃথিবীর সামান্য সামান্য ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন না বলিয়া উহার প্রতাপ একরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাঁহারা পরম পুরুষে মিলিত হইবার জন্য স্ব স্ব নির্দ্ধারিত স্থানে এক মনে একান্তে অবস্থান করিতেছেন। এ সকল বিষয়ে কালক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। সাধক ব্যতীত অন্য কাহারও অনিষ্ট উনি করেন না, করিতে পারেনও না। আবার সেই সাধক যদি সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবার যোগ্য হন, তাহা হইলেই তাঁহার দৃষ্টি তৎপ্রতি সমধিক আকৃষ্ট হয়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে উনি যে দ্রব্যগুলির শক্তিতে শক্তিমান সেগুলি সাধারণ লোকের প্রতি প্রয়োগ করিলে কোনও কার্য্য করে না। যাঁহারা অষ্ট বিভূতির কোনও একটী আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকটও সে শক্তি প্রতিহত হইয়া যায়। যাহারা সাধন করিতে করিতে অষ্ট বিভূতি পাইবার যোগ্য হইয়া উঠেন, অথচ তখন পর্য্যন্ত একটীও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই ইঁহার অধিকার মধ্যে প্রবেশ করেন। অতঃপর কাল যদি সাধক তাঁহার দৃষ্টিপথের অতীত থাকিয়া অতিবাহিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নচেৎ তোমার যে অবস্থা হইয়াছে তাঁহাদিগকেও সেই অবস্থাতে পতিত হইতে হয়। আমি তোমাকে এস্থান হইতে এখনি লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে তুমি ত আর হাঁর আধিপত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। তিনি হয়ত পুনর্ব্বার তোমাকে

ঘন বিটপী রাজি সমাচ্ছন্ন। নিম্নে অবতরণ করিবার কোনও পথ দেখিতে পাইলেন না। পুরুষটী যে কোন দিক দিয়া চলিয়া গেলেন তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মনে করিলেন, তাঁহার আবার যাইবার আসিবার বাধা কি। যেরূপে আসিয়াছেন সেইরূপেই গিয়াছেন। তিনি আর সেস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কোনও পথ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বহির্গত হইয়া গেল।

পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইচ্ছা হইল, দ্রব্যগুলি দেখেন, কিন্তু নিষেধ বাক্য মনে করিয়া সে গুলিতে আর হাত দিলেন না। কিয়ৎক্ষণ গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিয়া একস্থানে বসিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্বামীজি ও বিপিন কি মনে করিতেছেন। মনে করিতেছেন আবার আসিবে। যাওয়া সম্বন্ধে আমার নিজের ত কোনও ক্ষমতা দেখিতেছি না। যদি সেই পুরুষটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক রাখিয়া আসেন তাহা হইলে হইতে পারে। নচেৎ— এমন সময়ে দেখিলেন, গৃহ মধ্যে এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অঙ্গের দ্যুতি এ প্রকার যেন বস্ত্রের মধ্য হইতেও তাহার আভা বহির্গত হইতেছে বলিয়া বোধ হইল। দেহের দৈর্ঘ্য চারিহস্ত পরিমিত, সমস্ত অঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, পদ্মপত্র সদৃশ নেত্র যুগল। বয়স অনুমান করা সহজ নহে। মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু গাত্রচর্ম্ম এখনও লোলভাব ধারণ করে নাই। লোল-ভাব ধারণ করা দূরে থাকুক যৌবনেও চর্ম্মের ওরূপ মসৃণতা মানবদেহে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। পরিধানে কৌপীন ও একখানি উত্তরীয় ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। দেখিলেন, সে গুলি কোনও প্রকারে রঞ্জিত নহে। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মনে ভক্তির উদয় হইল এবং তাহার উত্তেজনাতেই দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তখন কহিলেন, বৎস, ভীত হইও না। যিনি তোমাকে এই স্থানে লইয়া আসিয়াছেন, তিনি অতীব প্রভাবশালী পুরুষ। তাঁহার একটী দোষ এই যে সেই ক্ষমতার তিনি সদ্ব্যবহার করেন না। একটী কারণ এই তিনি যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সাধন লব্ধ নহে। দ্রব্য গুণ দ্বারা ঐ সমস্ত ক্ষমতা তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যখন কোনও সাধক সাধনার উচ্চ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

৮ম সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥

প্রার্থনা।

ভোগৈশ্বর্য্যখ্যাতিকীর্ত্তিষু তথালাভাদরাদিষু।

ত্বয়ি ভাবং নিরাসক্তিং দেহি মে দীন-বৎসল ॥

হে দীনতারণ! কত খেলাই যে খেলিতেছ, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না, আশা বা প্রার্থনা না করিলেও তোমার প্রিয়ভক্তগণ দ্বারা তুমি অলক্ষিত ভাবে কত যত্ন কত আদর এবং কত মান সম্ভ্রমই যে পাঠাইতেছ, তাহার সীমা নাই, ভাবিলে প্রাণ ব্যাকুল হয়, এক একবার ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মহারা হইয়া যাই, হৃদয়বল্লভ! তোমারই ভালবাসায় যতক্ষণ প্রাণে ভাব থাকিবে ততক্ষণ ভোগ ও ঐশ্বর্য্যাদির দ্বারা যতই ভুলাইতে চেষ্টা করিবে কিছুতেই ভুলিব না, বরং হৃদয়ে হৃদয়ে দৃঢ়বিশ্বাসই জাগিয়া উঠিবে যে, এই মান এই সম্ভ্রম ও এই খ্যাতি প্রতিপত্তি ইহার কিছুই এই মাংস দেহের নহে; এ সকলই আমার হৃদয়নাথের। আশীর্ব্বাদ কর, যাহা পাই তাহাই যেন ভালবাসার সহিত তোমাতে অর্পণ করিয়া তোমার আবেশে ভোগ করিতে পারি, জগতের ব্যাপারে

অভিমান এবং দেহে অহং বুদ্ধি আসিয়া যেন ভাব ছাড়া না করে, দীনশরণ। তুমিই অন্তরে এবং তুমিই বাহিরে নানাপ্রকার ভালমন্দ খেলা দিতেছ ও খেলিতেছ, তুমি ব্যথার ব্যথী তুমিই আমার সহায় সম্পদ তুমিই আমার সাধন ভজন।

হৃদয়নাথ উপস্থিত সময়ে আর কোন সাধন ভজনে মন মাতাইতে পারি না, কেবল তোমার গুণ নুবাদ শ্রবণ কীর্তন, তোমারই নাম গুণ স্মরণ মনন, এবং তোমারই প্রসঙ্গে থাকিতে বাসনা হইতেছে, জানিনা এ আবার তোমার কি রকম খেলা। লীলাময়! যে খেলা তোমার খেলিতে ইচ্ছা হয় খেল; কিন্তু দীনের চিরদিনের প্রার্থনা, যেন তোমায় না ভুলি, আর খেলিতে খেলিতে দেহে অহং বুদ্ধি ও অভিমান না আসে, একেবারে তোমার করিয়া লও, একবারও যেন আমিত্বের দ যিত্বে ফেলিয়া হৃদয়কে ভাব শূন্য করিও না, হৃদয় বিহারি। এই দেহে আমিত্ব আসিলেই ভাব হারাইয়া অহঙ্কারের প্রেরণায় কামাদি রিপুর বশে যাইয়া নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়, সে যাতনা, সে হাহাকার এবং সেই মর্ম্মবিদারক দুর্ভাবনার বিষয় লোক সমাজে কেহ জানিবার না থাকিলেও অন্তর্য্যামি রূপে তুমি সকলই জান। দীননাথ! এক একবার ভাব কাড়িয়া লইয়া আর দুর্ব্বলকে ভয়ানক পরীক্ষায় ফেলিও না, দীনের ইহাই প্রার্থনা।

দীনবন্ধু।

কবে?

—:o:—

দীন বেশে ভবে রব, কত কাল আর?
অন্তরের যাতনায়, আকুল পরাণ।

পাপের মন্থন-দণ্ডে, বিষাদ তুফান—
উঠিয়া, হৃদয় মোর, করে তোলপাড়।
বিধে হিয়া জর জর, অহো কি যাতনা

কক্ষে কক্ষে ঘেরিয়াছে আঁধার ভীষণ;
শোকের প্রবল বাত্যা, তাহে অনুক্ষণ—
বহিতেছে মহাশব্দে, সহে না সহে না।
হে বিভু! কবে বা বল, প্রাণের আঁধার,
শোক, তাপ, দুঃখ, জ্বালা করিবে হে দূর?
কবে প্রাণ প্রেমানন্দে, হবে ভরপুর?
সুখ-দুঃখ, শান্তি-রূপে হবে একাকার।
বসায়ে তোমারে কবে, হৃদি-সিংহাসনে।
হেরিব মধুর রূপ, মানস নয়নে॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

তুমিই কেবল।

——:০:——

জর জর দেহ খানি, অধীর হৃদয়,
পরিশ্রান্ত, বড় ক্লান্ত, অন্তর পষাণ,
সংসারের দুঃখ, তাপ আর নাহি সয়,
এ জগতে নাহি মোর জুড়াবার স্থান।

জ্বলিছে ধূ ধূ ধূ রবে, অন্তর-অনল,
কত উচ্চ অভিলাষ, হ'ল ছারখার,
আশা-লতা ছিন্ন, এবে অশ্রুই সম্বল,
"প্রিয়" কিছু বলিবার, না আছে আমার।

সংসারের মহা ঘোর বিভ্রমে পড়িয়া,
দেখি নাই দূর হ'তে কি মায়ার ছল।
তাই ডুবে, ডুবে পাপে হুহু করে হিয়া,
অবিরাম ধারে বক্ষে পড়ে আঁখি জল।

এ আঁধারে আলো দিতে কেবা আছে বল।
দীনের আশ্রয় হরি, তুমিই কেবল ॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

কেগো ঐ?

—:o:—

বল সখি! বল মোরে,
বল বল ত্বরা করে,
কেগো ওই জগতমোহন?
বিধাতা অমৃতছানি,
গড়ায়েছে রূপ খানি,
কেগো সখি! ভুবনভূষণ ॥
নবীন নীরদ কাল,
জগতে করেছে আলো
কেগো কে ঐ ব্রজের বালক?
অমল যমুনা কূলে,
দাঁড়ায়ে কদম মূলে,
ওই বুঝি জগত পালক?
বিধু মুখে মৃদু হাস
পরিধানে পীত বাস,
বল ওকে নয়ন রঞ্জন?
চূড়াখানি প্রাণহরা,
মুরলীটি মুগ্ধকরা,
ইনি কিগো বিপদ ভঞ্জন?

বন মালা দোলে গলে,
বাঁশরিটি রাধা বলে,
বল কে ঐ কমল লোচন ?
নূপুরের কত শোভা,
যোগীজন মন লোভা,
ইনি কিগো বিপদমোচন ?

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

শ্রীশ্রীযুগলাষ্টক স্তোত্র।

——:০:——

বিরাজিত চূড়া চিত বিমোহন।
শিখি পাখা বাঁকা কিবা সুশোভন।
কবি বিলোকন, যুগল মিলন,
নমি পুনঃ পুন শ্রীরাধামোহন।

পিচ্ছিল পুচ্ছকে দিতে প্রলোভন,
ঘন ঘটা কেশ কুঞ্চিত বন্ধন!
ভ্রূযুগ অঙ্কন, অতি অতুলন।
নমি পুনঃ পুন শ্রীরাধামোহন।

নয়ম নয়ন সুবাঙ্কম কেন ?
কি কারণ দোঁহে দিটি অনুক্ষণ ?
নাসাতে শোভন নোলক দোলন।
নমি পুনঃ পুন শ্রীরাধামোহন।

বিশ্ব বিনোদন তিলক লেপন।
শ্রবণে কুণ্ডল দিতেছে হেলন,
অলিক দেশেতে অলকাবচন,
নমি পুন পুন শ্রীরাধামোহন

হাসি কিবা মরি বিজুরি বরণ,
সিন্দুর অম্বরে করে বিচরণ;
গণ্ডেতে মণ্ডিত তাহার কিরণ,
নমি পুনঃ পুন শ্রীরাধামোহন!

রীতিরঙ্গে গলে বেড়ে আভরণ,
কৌস্তভ, হারেতে ক্রমে বিহরণ,
বিনাসূতে যেন খচিত ভূষণ,
নমি পুনঃ পুন শ্রীরাধামোহন!

দাগিত কল্পিত ভৃগুর চরণ,
কর চতুষ্টয়ে বাঁশরি ধারণ,
রাধারস সদা কর বিতরণ,
নমি পুনঃ পুন শ্রীরাধামোহন।

সজ্জিত বসন শ্যাম সম্মিলন,
রুণু ঝুণু রবে নূপুর নর্ত্তন,
হৃদি নীপমূলে দাও শ্রীচরণ,
নমি পুনঃ পুনঃ শ্রীরাধামোহন।

"হে দীনতারণ পতিত পাবন!
বিদায় সময়ে এই আকিঞ্চন,
যুগল রূপেতে দিও দরশন,
জয় জয় জয় যুগল মিলন।।।"

স্তুতি গীতি।

—:০:—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়খেমটা।

জয় রাজরাজেশ্বর। ত্রিপুর ঈশ্বর করুণা সাগর, বিতর করুণা।
আসি যেন বারে বারে, পাইহে তোমারে, থেকোহে অন্তরে, অন্তরে যেওনা ॥

এ নয়নে যেন যুগলরূপ হেরি, এ বদনে যেন বলি হরি হরি, দুটী করে ধরি,
পদ সেবা করি, যেন নাম সুধা রসে ভাসে এ রসনা।

শ্রুতিমূলে শুনি নুপুরের ধ্বনি, বাঁশরি নিনাদে হয় প্রতিধ্বনি,
যে ধ্বনি শ্রবণে বিহ্বলা গোপিনী, শুনি সুরধুনি আর উথলা যমুনা।

নাসা পথে যেন চন্দন সুবাস, আঘ্রাণে প্রয়াস পায় তব দাস,
কুসংসর্গরূপী যেন কুবাতাস, প্রবাসে বা বাসে কখন দিও না।

সতত হৃদয়ে হইয়ে উদয়, দেহাকাশ আলো কর জ্যোতির্ম্ময়,
যুগল চরণে দাওহে আশ্রয়, বিদায় সময়ে নিদয় হইও না।

আত্মবশে যেন থাকে রিপুগণ, ওহে মন চোরা ক'রনা বারণ,
তারা বরণের বল করেছে ধারণ, করিয়ে তাড়ন শিখাও সাধনা।

মানস প্রসূনে, বুদ্ধি ধূপদানে, জ্ঞান-প্রদীপে নির্ম্মল কিরণে,
বিবেক নৈবেদ্য আত্মগন্ধসনে যেন এ দীন বিপিন করে আরাধনা ॥

দীনহীন—
শ্রীবিপিনবিহারী দাস ঘোষ রায়,
(কবিরঞ্জন)।

বুড়োর কথা।

—:০:—

(১)

তোমার মুখে শুধু কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতে কখন শুনি নাই, যখনই ভগবানকে ডাক তখনই "রাধাকৃষ্ণ" বল—অর্থ কি ইহার বলিতেই হবে বুড়ো।

বলিতে বাধা নাই, যদি সবিশ্বাসে শুন যে, রাধা ছাড়া কৃষ্ণের কৃষ্ণ হওয়াই হয় নাই, রাধা ছাড়া কৃষ্ণ হইতে হইলেই তাঁকে মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নৃসিংহ কত কি বিকট মূর্ত্তিধারণ করিতে হইয়াছে, তা কি তুমি জান না? মধুর, মধুর হইতে মধুর, অনুপম মধুর হোতে হোলেই তো কৃষ্ণকে শ্রীরাধার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া দাঁড়াইতে হয়, নহিলে কৃষ্ণের মাধুর্য্য কৈ থাকে, অত অসীম মাহাত্ম্য কৈ থাকে? কে চায় তাঁকে যদি শ্রীরাধার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ হইয়া দাঁড়াইতে তিনি না জানেন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যই শ্রীরাধা, কৃষ্ণের গৌরবই শ্রীরাধা, কৃষ্ণের মূর্ত্তিমান প্রেমই শ্রীরাধা। এই দুয়ে পৃথক করা কি যায় হে তার্কিক।

"রাধাকৃষ্ণ" নামে, এই দুই জনে, একেবারে অভিন্নভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, মিশিয়া আছেন, এই মহেশ্বর মহেশ্বরীর মহাসংযোগ বিশ্লেষণ করে কার সাধ্য তাই বল ভাই তার্কিক। 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাধাকৃষ্ণ', 'রাধাকৃষ্ণ'।

রাধা ছাড়া কৃষ্ণ কেউ নন, রাধা ছাড়া কৃষ্ণকে দেখা যায় না, রাধা ছাড়া কৃষ্ণকে চেনা হয় না, 'রাধা ছাড়া কৃষ্ণকে চাই না,' তাই বল সবে নামোন্মাদে উচ্চৈস্বরে রাধাকৃষ্ণের অবিভাজ্য, অবিশ্লেষণীয় নাম। কৃষ্ণের কৃষ্ণত্বই শ্রীরাধা, অনুপম বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যই শ্রীরাধা। ত্রিভুবনের সার স্বর্গ, স্বর্গের সার, বৃন্দাবন, শ্রীবৃন্দাবনের সার শ্রীরাধা, শ্রীরাধার সার শ্রীকৃষ্ণ, আবার শ্রীকৃষ্ণের সার শ্রীরাধিকা। তাই শ্রীরাধার পূজায় শ্রীকৃষ্ণ পূজিত, তাই ভক্তের সেবায় শ্রীকৃষ্ণ সেবিত। রাধা, আরাধক, দুই এক, আরাধকে, শ্রীরাধায় পার্থক্য নাই, যেহেতু আরাধকের শক্তিভক্তিপ্রেমই শ্রীরাধা, ভক্তের আদর্শই ভক্ত চূড়ামণি প্রেমরূপিণী শ্রীরাধা।

বুড়োর কথা।

—:০:—

(২)

কেবল কৃষ্ণাবতারেই মানুষের সঙ্গে ঠিক সমানভাবে, একএবাদ্বিতীয় ভগবানের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থিতির বৃত্তান্তে বুঝা যায় যে, ইতিপূর্ব্বে অমন অভিন্নভাবী প্রেম বুঝিবার মনের অবস্থা মানবের কখনই হয় নাই, এবং ভগবানকে শুদ্ধ ভালবাসা যে কঠোরতপস্যার, কঠিন যোগসাধনের উপায়ান্তর, ইহাও জানিবার যোগ্যতা জন্মে নাই, তাই তত্‌কালে, নয় রাজা, নয় দণ্ডবিধাতা, নয় উপদেষ্টা, এবম্বিধ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভাবেই ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন এমন সমতা ইতিপূর্ব্বে আর কখনই দেখা যায় নাই। অন্য কোন অবতারে ভগবান কখন অনন্যানুরাগিণীর সর্ব্বস্বত্যাগিনীর পায়ে ধরিয়া সাধেন নাই, সাধিয়াছেন শুদ্ধ এই শ্রীকৃষ্ণাবতারে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীমতীর শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষায় সর্ব্বেশ্বরের এর চেয়ে মধুর ভাব আর কি কিছু হইতে পারে? তবে তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই কবে কি মধুরতর মধুরতম ভাবে আসিবেন কে বলিতে পারে? এমন প্রেম আর কখন দেখিব না, এতটা বলা অত্যুক্তি হইলেও হইতে পারে, অতটা বলা না যাক্, এতটুকু তো বেশ বলা যায় যে, এমন সর্ব্বৈশ্বর্য্যশূন্য নম্রতা, এমন, নির্ব্বিভেদভালবাসা, এমন অভিন্নভাবে মনুষ্য সংসর্গ, অদ্যাপি একবারও দেখা যায় নাই, সেই আদি কালের আরম্ভ হইতে এই কলিকালের এতকাল পর্য্যন্ত। ইহা পিতা পুত্রের, গুরু শিষ্যের, রাজা প্রজার, রক্ষাকর্ত্তা রক্ষিতের দিয়া বাৎসল্য নয়, ইহা সমানসদৃশের আসল নিষ্কাম প্রেম—শ্রীবৃন্দাবনের বাহিরে, আর কুত্রাপি, কেহ কখন এই পায়েপড়া পরমেশ্বরকে দেখিয়াছ কি না বলিতে কেউ পার—ঐ গোলোক ঐ ধ্রুবলোক ঐ ব্রহ্মলোক, ঐ সর্ব্বলোকের দেবদেবীগণ কেহ কি কখন দেখিয়াছ ভগবানের এমন বিচিত্র ঐশ্বরিক অনুরাগ?

বুড়োর কথা।

(৩)

একি তোমার অত্যদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই আমার বুদ্ধিবিদ্যা ভক্তিপ্রেম—ধনমান—পুণ্যধর্ম্ম—স্বেচ্ছাসামর্থ্য, তোমারই রেণু কণা কণিকা আমি, কিম্বা তুমিই আমি, ভগবন্। আবার তুমিই আমার পরমারাধ্য ভগবান!! তুমিই আমার পূজার শক্তি, আবার তুমি আমার পূজ্য পরমেশ্বর॥ তুমিই আমার পুষ্পতুলসী—মালাচন্দন, আবার তুমিই আমার পুষ্পতুলসী পাইবার, মালাচন্দন পরাইবার একএবাদ্বিতীয় প্রাণেশ্বর, তোমার অসীম ঐশ্চর্য্যে তুমিই সম্পূর্ণ ঈশ্বর, তোমার অনন্তধনে তুমিই অনন্ত ধনী, একএবাদ্বিতীয় ধনপতি (কোথায় কে কি পাবে যৎকিঞ্চিৎ তুমি না দিলে ভগবন্।) আবার তুমিই আমার কুটীর-কুঞ্জের যৎকিঞ্চিৎ ফলফুলনৈবেদ্যের ভিক্ষুক!! একি ভালবাসা ভগবন। একি ঐশ্বরিক পিতৃ-বাৎসল্য বিশ্বপিতঃ। তোমার অক্ষম অবগণ্ড শিশুর হাতে, শিশুর উপযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ মণ্ডা-মিঠাই দিয়া, তাহারই এক চিমটী কণাগুঁড়া পাইবার জন্য আবার তুমিই প্রার্থিত! ইহাতে তোমার উদরের কতটুকু পূর্ত্তি বা তৃপ্তি, হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডোদর অনন্ত। ইহা কেবল তোমার বিশ্ব-পিতৃ-প্রেম-পরিতৃপ্তির জন্য নয় কি হে বিশ্বপ্রতিপালক॥ 'ইহাই কি প্রেম দিয়া প্রেম ভিক্ষা, প্রেম-পরীক্ষা? ইহাই কি তোমার সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারী প্রেম?

হে প্রেম-ভিক্ষুক। তোমার প্রেম-ভিক্ষার প্রয়োজনই তোমার অনন্ত প্রেম। হে চিত্তাকর্ষক। তোমার চিত্তে চিত্তে চিরাধিষ্ঠানের চিহ্ন প্রমাণই জীবের প্রেম, প্রীতি, প্রণয়—যাহার যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে। হে প্রেম-পণ্ডিত! তোমার প্রেম-পাণ্ডিত্যের পড়ুয়াই বৈষ্ণব—রাধাভাবদীক্ষিতবৈষ্ণব—যিনি তোমার সৃষ্টি-পাণ্ডিত্য, শাসন-পাণ্ডিত্য, বিচার-পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য, শস্ত্র-পাণ্ডিত্যাদি অনন্ত প্রকার পাণ্ডিত্যের কিছুরই প্রত্যাশী নহেন, চাহেন মাত্র তোমার প্রেমে তোমাকে ভাল বাসিতে, এমনি সরস সম্পূর্ণ মনে, যেন সংসারের অনুরাগে বার বার কত শত বার প্রাণেশ্বরকে ভুলিয়া প্রাণধারণের নীচ প্রবৃত্তিটা আর না মাথার মধ্যে আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস কবিরাজ।

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী।

—:o:—

প্রায় চারিশত বৎসর গত হইল বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারক ও এমন কয়েক জন ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, যে, আজ অবধি বঙ্গের ও অন্যান্য স্থানের ধর্ম্ম পিপাসাতুর ভক্তগণ ঘরে ঘরে প্রতিদিন সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহাদের নাম গান করিয়া ভব যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছেন। তাহার মধ্যে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ও তাহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম বা শ্রীবল্লভ ভক্তির অপূর্ব্ব শক্তিতে ভক্তমধ্যে রত্নরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রিয় যজুর্ব্বেদী কুমারদেবের পুত্র ছিলেন।

"শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদগুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্ব্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ॥

* * *

কুমার দেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রাণ॥
রূপ সনাতন শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।
স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চ্চিত অতিশয়॥"

ভক্তি রত্নাকর।

কুমার দেব যশোহরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদে বাসস্থান করিয়া ছিলেন। কুমারদেব অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন, প্রবাদ আছে তিনি দৈবাৎ যবন দর্শন করিলে, প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। কুমার দেবের অনেক গুলি সন্তান সন্ততি হইয়াছিল, তন্মধ্যে সনাতন জ্যেষ্ঠ, রূপ মধ্যম ও অনুপম বা বল্লভ কনিষ্ঠ। ইহারাই বৈষ্ণব সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বাল্যকালে নানা বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। ইহারা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির নিকটে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া ছিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বৈষয়িক বুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল ছিল।

ঐ সময়ে গৌড়ের নবাব সৈয়দ হোসেন্ সাহা তাহাদের বিষয় বুদ্ধি পরিচয় পাইয়া, সনাতনকে প্রধান সচিবের পদে এবং রূপকে অপর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ছিলেন।

তৎকালীন যে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা রাজ কার্য্যে যবন সহবাসে থাকিতেন, তাহারা সমাজচ্যুত হইতেন। কাজেই তাহারা সমাজচ্যুত হইয়া মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়া সনাতন দবির খাস ও রূপ সাকার মল্লিক নামে অভিহিত হইতেন। যদিও ইহারা সমাজচ্যুত হইয়া ছিলেন, তত্রাচ ইহাদের হিন্দু ধর্ম্মে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। কার্য্যের অবকাশ পাইলেই ভক্তি গ্রন্থাদি অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গে কাল যাপন করিতেন। নবাব সৈয়দ হোসেন সাহা ইহাদের কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া অনেক বিষয় সম্পত্তি দান করিয়া ছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহা প্রভুর অলৌকিক অবতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া' ছিলেন। যে শক্তির বলে দিনমণির উদয়ে কমলিনী প্রস্ফুটিত হয়, গগনে চাঁদ হাসিলে জলাশয় কুমুদিনী হাসে, সাগরের জল আনন্দে ফুলিয়া পড়ে, ইহাও সেই শক্তি। তবে জড় জগতে, আকর্ষণ বলে, জীব জগতে প্রেম বলে। এই শক্তির বলে গ্রহগণ উপগ্রহগণকে সঙ্গে লইয়া সূর্য্য মণ্ডলের চতুষ্পার্শ্বে দিবানিশি ঘুরিতেছে। ঐ শক্তির বলে জীবগণ নিজ জনকে স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া শ্রীভগবানের চতুষ্পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জড় জগতের প্রেম সীমাবদ্ধ কিন্তু করুণাময় মানবগণকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছাক্রমে সাধন ভজনের দ্বারা এই প্রেমকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের উদয়ে সনাতন ও রূপের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া, ধর্ম্ম পিপাসায় আকুল হইয়া, ভব যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু উত্তরে' একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন যথা :—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গ রসায়নং" ॥

অর্থাৎ পরপুরুষে অনুরক্তা নারী গৃহকার্য্যে নিযুক্তা হইয়াও মনেমনে উপপতির চিন্তায় নিমগ্না হইয়া আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ বিষয় কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও সদা চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখী রাখিবে।

কিছুদিন পরে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব নীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাভিলাষে ভাগীরথীর উভয় তীরবর্ত্তী নগরবাসীগণকে "হরিভক্তির" প্রবল বন্যায় প্লাবিত করিয়া রাজকেলি গ্রামে উপনীত হইলেন। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের গগণ ভেদী নিনাদে মানব গণকে ভক্তি তরঙ্গে স্তম্ভিত ও চমকিত করিয়া তুলিলেন, তখন শ্রীগৌরাঙ্গ মুখারবিন্দ নিঃসৃত হরি-নামামৃত পান করিবার আশায় সংসার সরো-বরের জন চাতক কুল আকুল জন স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৌড় নগরে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। হোসেন সাহা একজন হিন্দু কর্ম্মচারীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি গোপন করিয়া বলিলেন যে, একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুই চারিজন লোক যাতায়াত করে। অনন্তর একদিন নবাব প্রধান উজীর দবিরখাস বা সনাতনকে নির্জ্জনে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যেঃ—

"যে তোমারে রাজ্য দিল সে তোমার গোঁসাযা।
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিয়া॥

চৈঃ—চ।

হোসেন সাহা তাঁহার মাহাত্ম্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং যাহাতে প্রেম-ভক্তি প্রচার করিতে পারেন তার উপায় করিয়া দিলেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ উভয় ভ্রাতা শ্রীচৈতন্য-চরণ দর্শন লালসায় নিশীথকালে যাত্রা করিলেন; এবং গল বস্ত্র হইয়া, দন্তে তৃণ করিয়া, কর যোড়ে অতি দীন হীনের ন্যায় শ্রীচরণে পড়িলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদের বিনয় দৈন্য দর্শনে প্রীত হইয়া বলিলেন, তোমরা আমার পুরাতন অনুচর, তোমাদের জন্যই আমার এখানে আগমন। তোমরা শ্রীহরির কৃপায় শীঘ্রই উদ্ধার পাইবে।

এক্ষণে বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হও, পরে আমার সঙ্গে মিলিত হইও।" এই বলিয়া উভয়কে আলিঙ্গন দিলেন এবং নিত্যানন্দ, হরিদাস প্রভৃতিকে কৃপাবলোকন করিতে বলিলেন।

সনাতন ও রূপ বিদায় হইবার সময় প্রভুকে বলিলেন, এস্থান হইতে শীঘ্র প্রস্থান করুন, কারণ যবনের দেশ এবং লোক সংঘট্ট করিয়া তীর্থ যাত্রা ভাল নয়। শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ সময়ে শ্রীবন্দাবন যাওয়া স্থগিত রাখিয়া নীলাচলে ফিরিয়া ছিলেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন শ্রীচৈতন্য চরণ পাইয়া চরিতার্থ হইলেন এবং শ্রীহরির চরণাশ্রয়ই যে জীবের প্রধান উদ্দেশ্য ও শান্তি লাভের পরম কারণ এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ় অঙ্কিত হইল। তাহাদের বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ধনে মানে নবাবের নিম্নেই পরিগণিত হইতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের অন্তরাত্মা যথার্থ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। যে মুহূর্ত্তে মানবের মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ধন, মান, সম্ভ্রম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতির আসক্তি হ্রাস হয়। যে পর্য্যন্ত মন ঐ বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকে, সেই পর্য্যন্ত মন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। হে বৈরাগ্য! তুমিই ধন্য, তুমি না আশ্রয় দিলে, জীবের উদ্ধারের উপায় নাই, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই মহাদেব, নারদ, প্রহ্লাদ, বুদ্ধদেব, নিমাইচাঁদ, রূপ, সনাতন, রঘুনাথ দাস, নরোত্তম ঠাকুর, লালা বাবু প্রভৃতি মহাত্মাগণ, জগতে চিরদিন পুজিত হইতেছেন। তোমার প্রভাবেই জীব মাতৃস্নেহ, প্রণয়িনীর প্রেম, শিশুর বাৎসল্য প্রেম, ও ধনের তীব্র আসক্তি তুচ্ছ ভাবিয়া পথের ভিখারী হয়। হে বৈরাগ্য। তুমি যাহাকে আশ্রয় দাও সেই ধন্য।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন কার্য্যস্থল ত্যাগ করিয়া গোপনে বিত্তাদি জ্ঞাতি, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, ও বৈষ্ণবকে দান করিলেন। শ্রীরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভকে সঙ্গে করিয়া গৌরচন্দ্রের উদ্দেশে প্রযাগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রীসনাতন অসুস্থতার ভান করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন। নবাব তাঁহাকে বারম্বার ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, পরে তাঁহাকে রাজ কার্য্যে অমনোযোগী দেখিয়া বিরক্ত হইলেন

এবং কারাগারে বন্ধ রাখিয়া উড়িষ্যার যুদ্ধে গমন করিলেন। রূপ প্রয়াগে আসিয়া একদিন বিন্দু মাধব দর্শনে বাহির হইয়াছেন, পথে সহস্র লোক প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতেছে দেখিয়া, তথ্য জানিবার জন্য অগ্রসর হইয়া দেখেন, পরমারাধ্য গৌরাঙ্গদেব সোনার পুতুলের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে কীর্ত্তন কোলাহল থামিলে, এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন। তখন রূপ ও বল্লভ দন্তে তৃণ করিয়া ঐ স্থানে গিয়া দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ—বিষয় পাশ মুক্ত ভ্রাতাদ্বয়কে দেখিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন।

"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥"

ভগবান বলিতেছেন, চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিত হইলেই আমার ভক্ত হওয়া যায় না, অতি নীচ জাতীয় চণ্ডালও ভক্তিতে আমার প্রিয় হয়। এইরূপ যে ব্যক্তি নিম্নিখন ভক্ত হয় দান করিতে হইলে সেই ভক্তকেই দান করিবে, ও তাঁহার নিকট হইতে ভাব ধন গ্রহণ করিবে, তিনি আমার ন্যায় পূজ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ রূপ ও বল্লভকে বসিতে বলিলেন এবং সনাতনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরূপ বলিলেন, সনাতন কারাগারে বন্দী আছেন শ্রীচৈতন্য দেব বলিলেন সনাতন কারামুক্ত হইয়াছে। তথায় বল্লভ ভট্ট নামক জনৈক জ্ঞানী ভক্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে রূপ ও বল্লভ ভট্টকে দূর হইতে প্রণাম করিলেন। ভট্ট আলিঙ্গন করিতে যাইলে, "আমরা অস্পৃশ্য নীচ" বলিয়া অপসৃত হইতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহাদের দৈন্য বিনয় দেখিয়া পুলকিতান্তঃকরণে রহস্য করিয়া, তাঁহাদিগকে অতি হীন জাতি বলিয়া স্পর্শ করিতে নিবারণ করিলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রভুর রহস্য বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "যাঁহাদের মুখে দিবানিশি শ্রীহরির নাম তাঁহারাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ" বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিলেন। প্রয়াগে অবস্থান কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চারিয়া "ভক্তিতত্ত্ব" "কৃষ্ণতত্ত্ব" "রসতত্ত্ব" ও ভাগবত সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিলেন।

"কৃষ্ণতত্ত্ব রসতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্ব প্রান্ত
সব শিখাইলে প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত"

চৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমার্দ্র হৃদয়ে রূপ গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং কাশী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। শ্রীরূপ সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, যখন বৃন্দাবনের এত নিকটে আসিয়াছ, তখন বৃন্দাবন দর্শন করিয়া নীলাচলে যাইও। সনাতন কিছুদিন বন্দিশালায় যন্ত্রণা ভোগ করতঃ, অবশেষে কারাধ্যক্ষকে সাত হাজার মুদ্রা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া গৌর উদ্দেশে বন পথে পাথরা পর্ব্বতে উপনীত হইলেন। ঐ পর্ব্বতে ভুঁঞা নামক একজন দস্যু কুটুম্বাদি সহিত বাস করিত। দস্যুবর হাত গণিয়া যাহার যাহা থাকিত জানিতে পারিত। সে ঈশানের কাছে পঞ্চদশ মোহর আছে জানিয়া সনাতনকে অত্যন্ত সমাদর করিতে লাগিল। রাজ মন্ত্রী সুচতুর সনাতন ইহার কারণ জানিবার জন্য, ঈশানকে সঙ্গে কিছু পাথেয় আনিয়াছ কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ঈশান পঞ্চদশ মোহরের বিষয় বলিল।

তখন সনাতন একটি ঈশানকে দিয়া অবশিষ্ট চৌদ্দটি ভুঁঞাকে দিলেন। ভুঁঞা বলিল তুমি অতি বুদ্ধিমান আমি অদ্য নিশাকালে এই মোহরের জন্য তোমাদিগকে হত্যা করিতাম। যাহা হউক আমি মোহর গ্রহণ করিব না। ভুঁঞা তুষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে লোক দিয়া নিশাকালেই পর্ব্বত পার করিয়া দিলেন। সনাতন ঈশানকে নিশাবসানে বিদায় করিলেন।

সনাতন হাজিপুরে উপণীত হইয়া এক বাগানে বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভগ্নীপতী শ্রীকান্ত নবাবের অশ্ব খরিদ করিবার জন্য ঐ বাগানে বাসা লইয়াছিলেন।

শ্রীকান্ত তাহার পরিচিত স্বর শুনিয়া বাসা হইতে আসিয়া দেখেন যে, রাজমন্ত্রী দবির খাস বা সনাতন মলিন বসন পরিয়া ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া কৃষ্ণ নাম জপ করিতেছেন। তিনি সনাতনের দীন বেশ দর্শনে কাতর হইয়া গৃহে বসিয়া কৃষ্ণ নাম জপ করিতে বলিলেন, কিন্তু সনাতন কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার ঐরূপ কঠোর বৈরাগ্যের অবস্থা দেখিয়া শ্রীকান্ত আর কিছুই বলিতে

সাহস করিলেন না। শ্রীকান্ত শীত নিবারণের জন্য শাল আনিলেন, তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া ত্যাগ করিলেন, তিনি একখানি বনাত দিলেন, তাহাও পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে শ্রীকান্তের অনুরোধে একখানি কম্বল লইয়া গৌর উদ্দেশে পশ্চিম যাত্রা করিলেন। তিনি উন্মত্তের ন্যায় হা গৌরাঙ্গ! হা গৌরাঙ্গ! বলিয়া কাশী ধামে পৌঁছিলেন, এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের ঘরে বাস করিতেছেন।

সনাতন আপনাকে নীচ অধম জানিয়া ভিতরে প্রবেশের অযোগ্য জানিয়া বহির্দ্বারে বসিলেন। সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতনের আগমন জানিতে পারিয়া, চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "দ্বারে যদি কেহ বৈষ্ণব থাকে লইয়া আইস"। তিনি আসিয়া বলিলেন "বৈষ্ণব কোথায়"? একজন কাঙ্গাল দরবেশ বসিয়া আছে। তিনি তাঁহাকেই সঙ্গে আনিতে বলিলেন। তখন সনাতন দুই হস্তে ও দন্তে তৃণ লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে পড়িলেন।

দুই গুচ্ছা দুই করে, এক গুচ্ছা দন্তে ধ'রে,
পড়িল গৌরাঙ্গ রাঙ্গা পায়।

দুনয়নে শত ধারা, রাজ-দণ্ড-জন পারা,
অপরাধী আপনা মানয়॥

তোমার চরণ নাহি, ভজি মোর গতি এহি,
সংসার ভ্রমণে সদা ফিরি।

কদর্য্য বিষয় ভোগ, কামাদি ষড়বর্গ রোগ,
তাহে ভ্রমি সুখ বুদ্ধি করি॥

নীচ সঙ্গে সদা স্থিতি, নীচ ব্যবহারে মতি,
নীচ কর্ম্মে সদাই উল্লাস।

এ হেন দুর্ল্লভ জন্ম, পাইয়া কি কৈনু কর্ম্ম,
কেবল হইল উপহাস॥

শরণ লইনু প্রভু, হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু
করুণা কটাক্ষ মো'রে কর।

ও রাঙ্গা চরণে মতি, ত্রৈলোক্যের সার গতি
এ অধম জনারে বিচার॥

ভক্ত মাল।

প্রেমার্দ্র চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব সনাতনের দৈন্য বিষাদ শুনিয়া নয়নে প্রেমধারা বহিতে লাগিল ও সনাতনকে প্রেমালিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সনাতনও প্রভুর স্পর্শের অযোগ্য জানিয়া পশ্চাতে হাঁটিতে লাগিলেন। প্রভু তাঁহার বাধা বিপত্তি না মানিয়া ঘন ঘন গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। উভয়ের স্পর্শে উভয়ের ভাব সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। যেমন বেগবতী নদী নানা বাধা অতিক্রম করিয়া ঠেলিয়া ঢুলিয়া তাহার একমাত্র লক্ষ্য সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ ভক্ত শিরোমণি সনাতন বন্ধন মুক্ত হইয়া শ্রীগৌর সাগরে মিলিত হইলেন। সনাতন? তুমিই ধন্য, তুমি আজ তোমার জীবনের লক্ষ্য পাইলে। নদী সকল যখন সাগরে মিলিত হয়, তখন সাগরের জল ও নদীর জল প্রভেদ থাকে না, সেইরূপ সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গে মিলিত হইয়া মন্ত্রীত্ব পদ ঘুচাইলেন। প্রভু সনাতনকে তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন. এবং তপন মিশ্রকে সনাতনের ফকির বেশ ত্যাগ করাইয়া গঙ্গা স্নান করাইয়া আনিতে বলিলেন। সনাতন গঙ্গা স্নান করিয়া আসিলে, তপন মিশ্র একখানি নূতন বস্ত্র দিলেন। সনাতন নূতন বস্ত্র না লইয়া একখানি পুরাতন বস্ত্র চাহিলেন। তপন মিশ্র নিজের পরিধেয় বস্ত্র খানি দিলেন উহা দুইখণ্ড করিয়া একখণ্ড কৌপিন ও অপর খণ্ডখানি বহির্ব্বাস করিলেন। রাজ মন্ত্রী সনাতন এখন দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতনের ঈদৃশ কঠোর বৈরাগ্য দর্শনে শ্রীচৈতন্যদেব আনন্দিত হইলেন, এবং তাহার ভোট কম্বল খানির উপর বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। সনাতন, প্রভুর মনোভাব বুঝিয়া একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কম্বলখানি দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে একখানি জীর্ণ কাঁথা লইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, সুবৈদ্য কখনও রোগের শেষ রাখে না।

অনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গদেব সনাতনকে শক্তি সঞ্চারিয়া নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞান শিখাইলেন। তিনি রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমের কাছে যে সকল তত্ত্ব শুনিয়া ছিলেন, সেই সকল তত্ত্ব সনাতনকে দুই মাস ধরিয়া শিক্ষা দিলেন; এবং বৃন্দাবনে ভক্তি গ্রন্থাদি প্রকাশ করিতে অনুমতি করিলেন। তদনন্তর শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকাশী ধাম হইতে শ্রীনীলাচলে যাইতে উৎসুক হইলেন এবং শ্রীসনাতনকে কহিলেন, "আমার কাঙ্গাল কান্থা-করঙ্গধারী ভক্তগণ যাইলে যত্ন করিও"। পরদিন সনাতনও বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

প্রভু নীলাচলে আসিবার কিছুদিন পরে, শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে শ্রীচৈতন্য উদ্দেশে নীলাচলে আসিলেন। শ্রীরূপ কিয়ংদিন প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়া, তাঁহার আদেশ ক্রমে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। শ্রীসনাতনও বৃন্দাবন হইতে নীলাচলাভিমুখে ফিরিলেন। এইরূপ অনাহার, অনিদ্রা অস্বাস্থ্যকর জলপান করিয়া শ্রীসনাতনের রাজসেবা ভক্ষ্য ভোগে পরিপুষ্ট দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু হইয়া রস নির্গত হইতে লাগিল। অসুর শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া রথচক্রে তুচ্ছ দেহকে ত্যাগ করিব বাসনা করিলেন। সনাতন নীলাচল পৌঁছিয়া হরিদাসের সাধন কুঠিরে উপনীত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রতিদিন একবার শ্রীহরিদাসের কুঠীরে আসিতেন। ঐ দিবস শ্রী গৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে হরিদাসের কুঠীরে আসিয়া সনাতনকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিবার জন্য যেমন অগ্রসর হইলেন, সনাতন "প্রভু রক্ষা করুণ, অস্পৃশ্য কণ্ডুরসে আপ্লুত দেহ' বলিয়া পশ্চাদগামী হইলেন। কিন্তু যে যতই অস্পৃশ্য হউক, শ্রীভগবানের কাছে সকলেই সমান। যিনি এবার আচণ্ডালে হরিনাম সুধা বিতরণ করিয়া জীবের পবিত্রাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি কি এই ভক্তবর সনাতনের দেহ কণ্ডুরসে আপ্লুত দেখিয়া ঘৃণা করিবেন? শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলপূর্ব্বক সনাতনকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। সনাতনের দেহ পূর্ব্ববৎ হইল। একদিন অন্তর্য্যামী প্রভু বলিলেন, "সনাতন? দেহত্যাগ করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, একমাত্র ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়; আর তুমি আমাকে দেহ সমর্পণ করিয়া আবার বিনাশ করিতে চাহিতেছ, ইহা তোমার কিরূপ বিচার?' আমি যাঁই আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি। তোমার দ্বারা বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, ভক্তি

গ্রন্থাদি প্রচার ও বৈরাগ্য শিক্ষা করাইব ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব তুমি কিছুদিন এখানে থাকিয়া, পরে বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণসেবা ও ভক্তিতত্ত্ব প্রচার কর।" হরিদাস কহিলেন, "সনাতন তুমিই ধন্য। তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। প্রভু তোমার দেহকে নিজস্ব ধন বলিলেন। প্রভুর নিজের দ্বারা যাহা হইবে না, তাহা তোমার দ্বারা করাইবেন।" সনাতন নীলাচলে কিছু-দিন থাকিয়া, রথ যাত্রার সময় গৌড়ীয় ভক্ত বৃন্দের সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়া বৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের বৈরাগ্যের তীব্র অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; বৃন্দাবনে আসিয়া তাহারা প্রতিদিন একএক রাত্রি একএক বৃক্ষতলায়, এক এক কুঞ্জে একএক দিন, আশ্রয় লইতেন। কখন মাধুকরী, কখন স্থূল ভিক্ষা, কখন অনশনে, কখন বা এক পয়সার চানা ভাজায় দিন যাপন করিতেন। দিবানিশি জপে, সঙ্কীর্ত্তনে ও গ্রন্থানুশীলনে কাটাইতেন, কেবল চারিদণ্ড মাত্র নিদ্রা যাইতেন। একদিন সনাতন যমুনায় স্নান করিতে গিয়া একটী অমূল্য রত্ন দেখিতে পাইলেন। তিনি কোন দরিদ্রকে রত্নটী দিবেন ভাবিয়া, স্পর্শ না করিয়া কিছু মাটী চাপা দিয়া রাখিলেন, কিছু দিন পরে রত্নের বিষয় ভুলিয়া গেলেন। এ জগতে কোন সূত্রে কি ঘটনা হয় কে বলিতে পারে? মানকর নিবাসী জীবন নামক জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থাকাঙ্ক্ষী হইয়া কাশী-ধামে বিশ্বেশ্বরের কাছে আরাধনা করেন। মহাদেব তাঁহার প্রার্থনায় প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নাবেশে আদেশ করেন যে, "শ্রীবৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর কাছে যাইলে বাসনা পূর্ণ হইবে।" ব্রাহ্মণ ঊর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৃন্দাবনে পৌছিয়া সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। জীবন সনাতনকে প্রণাম করিলে সনাতনও প্রণাম করিলেন। সনাতন কহিলেন, "মহাশয়! আপনার এখানে কি জন্য আগমন?" ব্রাহ্মণ সনাতনের মিষ্টবাক্যে আপ্যায়িত হইয়া, স্বপ্নাবস্থায় যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। শ্রীসনাতন বলিলেন "আমি ভিক্ষাজীবী রত্ন কোথায় পাইব?" সনাতনের বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। শ্রীসনাতন ব্রাহ্মণের কাতরতা দেখিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। দৈবাৎ রত্নের বিষয় মনে পড়িল, এবং ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া যমুনা তীরে লইয়া গেলেন। সনাতন বাম হস্তের অঙ্গুলি হেলাইয়া মৃত্তিকা খুঁড়িতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ

রত্নান্বেষণ করিতে না পারিয়া, গোস্বামীকে অন্বেষণ করিয়া দিতে বলিলেন। শ্রীসনাতন "স্নান করিয়া স্পর্শ করিবনা" বলিলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায় খুঁড়িতে খুঁড়িতে রত্ন পাইলেন, এবং সনাতনকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। ব্রাহ্মণ পথে আসিতে আসিতে নানাবিধ চিন্তায় অভিভূত হইলেন। গোস্বামী এমন রত্ন কেনই বা দিলেন? নিজে রাখা দূরে থাকুক স্পর্শ পর্য্যন্ত করিলেন না, এমন কি ঘৃণায় ফিরিয়াও চাহিলেন না। আমি এই অপদার্থ দ্রব্যের জন্য এত কাল ঈশ্বরের কাছে বৃথা আরাধনা করিলাম, এই অনিত্য জিনিসের জন্য নিত্য বস্তু হারাইয়াছি, হায়! আমায় ধিক। ব্রাহ্মণের তখন বৈরাগ্যের উদয় হইল, ক্রমে অনুতাপ পরে কি উপায়ে ভব যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইব চিন্তা আসিল। ব্রাহ্মণ সনাতনের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয় ভাবিলেন। ধন্য সাধু সঙ্গ। যাহার অদৃষ্টে একবার ঘটিয়াছে সেই ধন্য!

"ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি-রেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা"

মোহ মুদ্গর।

ব্রাহ্মণ সেই রত্ন তৎক্ষণাৎ নদী গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া সনাতনের চরণে পড়িলেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহাকে শক্তি সঞ্চারিয়া কৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিলেন।

শ্রীসনাতন প্রায় মথুরার কোন চৌবের স্ত্রীর নিকট ভিক্ষার জন্য যাইতেন। ঐ নারীর একটী শ্রীমদন মোহন বিগ্রহ ছিল, সনাতন তাঁহার ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইতেন। কিন্তু তাঁহার আচার মত সেবা না দেখিয়া দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে নিত্য আচার মত সেবাদি পালন করিতে বলিতেন। চৌবের স্ত্রী সে কথা না শুনিয়া পূর্ব্ববৎ ইচ্ছা মত শুদ্ধ প্রেম ভাবে সেবা করিতে লাগিলেন। সনাতন আর একদিন গিয়া দেখেন যে শ্রীমদন মোহন চৌবের বালকগনের সহিত আচার বিচার না মানিয়া অন্নাহার করিতেছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহার আনন্দ ঘন, শ্যাম সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন,

পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া চোরের স্ত্রীকে কর যোড়ে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীসনাতন তখন তাহার পুত্রের পাত্রাবশিষ্ট অন্ন চাহিলেন, এবং তাহা পাইয়া কৃত কৃতার্থ হইলেন। ঐ দিন নিশাকালে শ্রীসনাতন স্বপ্নে দেখিলেন যে শ্রীমদনমোহন বলিলেন "তুমি আমাকে এখান হইতে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া তুলসী দল দিয়া সেবা কর" এবং চোরের স্ত্রীকে আদেশ করিলেন যে "তুমি আমাকে সনাতনকে সমর্পণ কর।" সনাতন অতি প্রত্যূষে আনন্দে বিভোর হইয়া চোরে ঠাকুরাণীর নিকট উপনীত হইয়া বিনয় বচনে বলিলেন, শ্রীমদনমোহনের বৃন্দাবনে থাকিবার মানস হওয়াতে আমায় লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন। চোরের স্ত্রী সনাতনকে মদনমোহন দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সনাতন হৃষ্ট চিত্তে মদনমোহন লইয়া আপন আশ্রমে উপনীত হইলেন। সূর্য্য ঘাটের নিকট একটি মনোরম কুঠির বাঁধিয়া ঠাকুরকে রাখিলেন। কিয়ৎকাল পরে দৈবযোগে একজন পণ্য ব্যবসায়ী মহাজন মথুরার পণ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে ছিলেন। হটাৎ নৌকা গুলি চড়ায় আটকাইয়া গেল, মহাজন সর্ব্বনাশ হইল ভাবিয়া হাহাকার করিতে করিতে নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ঘোর নিশাকালে একজন সন্ন্যাসী সাধুকে ভক্তি গদ গদ ভাবে কৃষ্ণনাম জপ করিতেছেন, এবং সম্মুখে এক তেজময় বিগ্রহ দর্শন করিয়া অতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন "প্রভু আমায় রক্ষা করুণ, আমি উপায় বিহীন হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এবার বানিজ্যে যত লাভ হইবে তাহা আপনার শ্রীচরণে অর্পণ করিব এবং একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এই শ্রীবিগ্রহের সেবাদির শৃঙ্খলা করিয়া দিব। শ্রীসনাতন মহাজনের প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত হইতে বলিলেন। মহাজন নৌকারোহণ করিবা মাত্র নৌকা বায়ু বেগে মথুরায় পৌছিল। মহাজনের সেবারে শ্রীমদন মোহনের কৃপায় দ্বিগুণ লাভ হইল। তিনি অসঙ্কোচিতান্তঃকরণে ঐ লব্ধ মুদ্রায় একটী বৃহৎ মন্দির ও নাট্যশালাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং শ্রীবিগ্রহ সেবার নানা প্রকার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। শ্রীমদন মোহনের ঐ প্রাচীন

মন্দির অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে এবং পার্শ্বে শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির ও বিরাজ করিতেছে।

শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীও বৃন্দাবনে আসিয়া বৈরাগ্যের কঠোর নিয়ম সকল পালন করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণে মন অর্পণ করিয়া অনাহার অবস্থায় একান্ত চিত্ত হইয়া কৃষ্ণ নাম জপ করিতে লাগিলেন। ভক্ত বৎসল শ্রীভগবান ভক্তের কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া গোপাল রূপে গ্রাম্য বালকের বেশ ধরিয়া, একটী দুগ্ধের ভাণ্ড আনিলেন। শ্রীরূপ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া দুগ্ধ পান করিলেন। সেই অলৌকিক দুগ্ধের আস্বাদ তাঁহাকে অমৃত অপেক্ষা মধুর লাগিল, এবং তিনি যতই দুগ্ধ পান করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রেম সিন্ধু উথলিতে লাগিল, অতত্ত্ব তিনি সেই বালক ও দুগ্ধ ভাণ্ডকে দেখিতে পাইলেন না।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরে যাহা এখনও ভগ্নাবস্থায় তীর্থ যাত্রি ও অন্যান্য দর্শক বৃন্দকে স্তম্ভিত ও চকিত করিতেছে এবং যাঁহার নীল নীরদ শ্যাম মূর্ত্তি দেখিয়া আত্মহারা হইতে হয়, তাহা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েন। তিনি নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যেন শ্রীগোবিন্দ তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন যে "আমি মৃত্তিকাভ্যন্তরে যোগ পীঠে যথায় প্রতিদিন একটি গাভী দুগ্ধ ক্ষরণ করে, তথায় অবস্থান করিতেছি তুমি মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া সেবাদি কর।" পর দিবস তিনি শ্রীগোবিন্দজীকে উঠাইয়া সিংহাসনে স্থাপন করিলেন এবং অভিষেকাদি করিয়া সেবার বন্দোবস্ত করিলেন। পরে ১৫১২শকে রাজা মানসিংহ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন কথিত আছে বাদসাহ আরঙ্গজেব আগরা হইতে ইহার আলো দেখিতে পাইতেন, হিন্দু মন্দির তাহার প্রাসাদাপেক্ষা উচ্চ হইবে অসহ্য বোধ করিয়া উপরের তিন তোলা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখনও অবশিষ্ট চারি তোলা দর্শক বৃন্দের আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া আছে। এক্ষণে ঐ মন্দিরে শ্রীমহাপ্রভু ও পার্শ্বের নূতন মন্দিরে শ্রীগোবিন্দজী বিরাজ করিতেছেন।

ঐ সময় আকবর বাদসাহ দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের মহা প্রভাব অবগত হইয়া আগ্রা হইতে শ্রীবৃন্দাবন ধামে তাঁহাদের দর্শনাভিলাষে

উপনীত হইলেন। বাদসাহ বিনয় বচনে শ্রীসনাতনকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসীর রাজ দর্শন অবৈধ জানিয়া অবনত মস্তকে নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। "দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আকবর ইহাতে অসম্মান বোধ না করিয়া, পুনরায় বহু স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। সনাতন বাদসাহকে একজন ঈশ্বর প্রেমিক ভক্ত জানিয়া অবশেষে আলাপ করিলেন। বাদসাহ সাধুসঙ্গে পরিতুষ্ট হইয়া সনাতনকে কহিলেন "প্রভুপাদ আপনার যদি কোন বাসনা থাকে আমাকে আজ্ঞা করুণ।" শ্রীসনাতন কহিলেন আমি ভিক্ষাজীবী আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। কিন্তু বাদসাহ তাঁহাকে বারম্বার উপরোধ করিতে লাগিলেন। সনাতন অবশেষে কিছু রহস্য করিয়া, শ্রীভগবান ভিন্ন মানুষ। জীবের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেনা, ইহা বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত কহিলেন আপনি যখন পুনঃ পুনঃ জেদ করিতেছেন তখন আমার সাধন স্থানটী যমুনায় পড়িয়া গিয়াছে আপনি বাঁধিয়া দেন।

"অর্থ তো তোমার স্থানে কিছু নাহি চাহি।
এক যে বাসনা তবে যদি শুন কহি॥
এইযে যমুনা তীর আমার আশ্রয়।
ভাঙ্গিয়া পড়িল জলে অল্প স্থান হয়॥
এই স্থান টুকি মোর বান্ধাইয়া দেহ।
আর কিছু মুঞি তব স্থানে নাহি চাহোঁ॥"

শ্রীভক্তমাল।

বাদসাহ দেখিলেন যে ঐ স্থান নানাবিধ মণি মুক্তা প্রভৃতির দ্বারা গঠিত, এমন কি তাঁহার সমস্ত রাজভণ্ডার শেষ করিলেও ঐ স্থানের কিয়দংশও গঠিত হইবেনা। তখন তিনি ভক্তি গদ গদ ভাবে বিহ্বল হইয়া শ্রীসনাতনের মহিমা অবগত হইয়া বহুস্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন। তখন বাদসাহের রাজ অভিমান দূর হইল।

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী বহুবিধ ভক্তি ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তি রসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি,

বিদগ্ধমধাব, ললিতমাধব, দানকেলিকৌমুদী, গোবিন্দ বিরুদাবলী মথুরা-মাহাত্ম্য, হংসদূত, লঘুভাগবতামৃত, স্তবমালা, উদ্ধবসন্দেশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন বহুবিধ বিলুপ্ত প্রায় তীর্থ সকল পুনরুদ্ধার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব লীলা সাঙ্গ করিবার কয়েক বৎসর পরে ইঁহারা অপ্রকট হন। এখনও শ্রীধাম বৃন্দাবনে ইঁহাদের সমাধি মন্দিরে যাইয়া বহুতর ভক্তি পিপাসাতুর ভক্ত নয়ন জলে ধৌত হন॥

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসু।

কলিকাতা হইতে হিমালয়।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

রক্তাম্বর কহিলেন, তোমরা যে যোগ সাধন কর তাহাতে ত প্রত্যহ দুবেলা খাওয়া চাই। তাই যদি হইল, তাহা হইলে, তোমাদের সহিত আর অন্যান্য জন্তুর প্রভেদ রহিল কি?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আপনারা মহাপুরুষ, আপনাদের নিকট কিছুই অসম্ভব নয়। আহারাভাবে আমাদের দেহ শীর্ণ হইয়া পড়ে। শীত গ্রীষ্ম সুখ দুঃখ প্রভৃতিতে এখনও কাতর হইতে হয়।

রক্তাম্বর কহিলেন, কেন, আজ ত কিছুই খাও নাই, কোনও কষ্ট হইয়াছে কি?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আজ্ঞে না, কিন্তু তাহাত আপনার অনুগ্রহেই। অনেকস্থান ভ্রমণ করিয়াছি, এমন কোনও স্থান দেখি নাই যেখানে আহার না পাইলেও চলে। আপনার এই স্থানেই কেবল তাহা দেখিলাম।

রত্নাম্বর কহিলেন, এ স্থানের মাহাত্ম্য এমনি যে শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি তোমাকে কষ্ট দিতে পারিবে না। এখানে কিছুদিন থাকিয়া দেখ, কষ্ট বোধ হয় চলিয়া যাইও।

ব্রহ্মচারী মহাশয় এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না। মনে করিলেন তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত ত এখান হইতে যাইবার কোনও উপায় দেখি না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কিছু বলিলেন না দেখিয়া রত্নাম্বর কহিলেন, চুপ করিয়া রহিলে যে, থাকিবার ইচ্ছা নাই না কি?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আজ্ঞে সে জন্য নয়, তবে যাঁহাদের সহিত এক সঙ্গে ছিলাম তাঁহাদের জন্য মনটা কিছু উতলা হইয়াছে। আর তাঁহারাই বা আমার অদর্শনে কি ভাবিতেছেন? এই সমস্ত ভাবিতেছি।

ঈষৎ হাস্য করিয়া রত্নাম্বর কহিলেন, তবে আর তুমি এতদিন সাধন করিয়া কি করিলে? যদি মায়াকেই জয় করিতে না পারিলে তবে সংসার ত্যাগ করিলে কেন? সংসার ত্যাগ করিলেই যদি সাধু হওয়া যাইত, তাহা হইলে দেখ, মৎস্যেরা স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করে না, তাহারা তোমার মতে মস্ত সাধু।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আপনার নিকট সত্য কথাই বলিতেছি, এতক্ষণ একাকী থাকিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কথা মনে পড়িতেছিল।

রত্নাম্বর কহিলেন, তোমার যদি এখানে থাকা অভিপ্রেত হয়, এবং আমাদের মতে দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা হয়, তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। আমরা যেখানে থাকি সেখানে অনেক লোক আছে। পাঁচজনে একত্র থাকিলে আর তাহাদিগকে মনে পড়িবে না। আর যদি একান্তই মন ব্যাকুল হয়, তাহার উপায় আছে, এখানে বসিয়াই তাহাদের গতিবিধি দেখিতে পাইবে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আপনার কথায় ও আপনার কার্য্য প্রণালী আলোচনা করিয়া আমার মনে উত্তরোত্তর বিস্ময়েরই আবির্ভাব হইতেছে। সমস্ত দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

রত্নাম্বর কহিলেন সে সমস্ত কথা এখন থাক, পরে সমস্তই জানিতে পারিবে মনুষ্য শরীর ধারণ করিয়া যদি দুই চারিটা শক্তিলাভই না করিলে তাহা

হইলে আর কি হইল? সকলেই ত সাধন ভজন করে, শক্তি লাভ হয় কয়জনের ?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, মুক্তিলাভের জন্যই সাধন ভজন করা। শক্তির জন্য কি আর কেহ সাধন করে। শক্তি, সাধনের আনুষঙ্গিক ফল।

রক্তাম্বর কহিলেন, ওটা তোমার বুঝিবার ভ্রম। শক্তিলাভের জন্যই সকলে সাধন করে। বাহিরে সাধুগিরি দেখাবার জন্য মুখে বলে, শক্তি চাই না মুক্তি চাই। কিন্তু শক্তি কয়জন লোক পায় ?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ঠিক, শক্তিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

রক্তাম্বর কহিলেন, আর মুক্তি যে বল্‌ছ ও আর কিছুই নয়। যেমন গাঁজার দম্ লাগিয়ে লোকে বম্ মেরে থাকে কিম্বা সিদ্ধির ঝোঁকে লোকে বুঁদ হ'য়ে থাকে, মুক্তিটাও একটা ঐ রকম জানিবে। ওতে আর কিছুই নাই।

রক্তাম্বরের মুখে মুক্তির ব্যাখ্যা শুনিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মনে একটু হাস্যের উদয় হইল। কিন্তু তিনি তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া রাখিলেন।

রক্তাম্বর কহিতে লাগিলেন, কেবল কতকগুলি অকর্ম্মণ্য লোক কায কর্‌বার ভয়ে, মুক্তি বলে' একটা ধূয়া তুলে' চক্ষু মুদে' বসে' থাক্‌ত। আর খাবার সময় খেত' আর মজা কর্‌ত। তারাই শাস্ত্রের মধ্যে মুক্তি বলিয়া ঐরূপ একটা ফাঁকা কথা লিখে গেছে। ও একটা শাস্ত্রের ফাঁকি বলে জানবে। যতদিন এই পৃথিবীতে আছ শক্তি লাভ কর, অন্যের প্রতি আধিপত্য কর, আমাদের ত এই মত।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, এ জগৎ সমস্তই ত নশ্বর। পরমায়ু বৃদ্ধিতে ফল কি ?

রক্তাম্বর কহিলেন, জগৎ নশ্বর না তুমি নশ্বর। তুমি কল্যকার ছেলে হয়ে বল্‌ছ জগৎ নশ্বর। তোমারি পিতা পিতামহ ক্রমে কত পুরুষ এই জগতে এলেন গেলেন, তুমিও কবে চলে যাবে তার ঠিক রাখ না, আর বল্‌ছ জগৎ নশ্বর। এই জগৎ চিরকাল এই ভাবেই আছে। মানুষ আসে আর যায়।

যাইয়া কি কেহ কখন ফিরিয়া আইসে। ওসব শাস্ত্রের জ্যাঠামি এখানে খাটবে না। আমাদের সমস্ত প্রত্যক্ষ লইয়া কায। ঐ যে সমস্ত দ্রব্য দেখিতেছ উহাতে হাতে হাতে ফল দেখতে পাবে। যথার্থ ব্যবহার জান না বলিয়াই তোমাকে হাত দিতে বারণ করিয়া ছিলাম। ও সব তোমারই হইবে। আমাদের ভাণ্ডারে ও সমস্ত দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণ আছে। এখানে কতকগুলি রাখিয়াছি, নূতন লোককে শিক্ষা দিবার জন্য।.

বলিতে বলিতে সেই সমস্ত দ্রব্যের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ও তাঁহার সমীপে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

বক্তাম্বর পুনরায় কহিতে লাগিলেন, আমাদের ইচ্ছা জগতের দুঃখ দূর করি। অর্থাভাবেই লোক সংসারে নানাপ্রকার দুঃখ ভোগ করে। সংসারের বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে করিতে যখন তাহা অসহ্য হইয়া পড়ে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া লোকে সন্ন্যাসী হয়। তাহা না হইলে প্রভুত ধনসম্পত্তি, সুন্দরী বনিতা, সুশোভিত অট্টালিকা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কবে কে সন্ন্যাসী হইয়াছে বল? বিষয় উপভোগ করা মানব মনের একটা ধর্ম্ম। উপভোগ করিতে করিতে যখন কোন একটী বিষয় তৃপ্তিকর বলিয়া বোধ হয় না, তখন মানব অভিনব অন্য কোন বিষয় উপভোগের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। এইরূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লিপ্ত থাকিতে যখন যৌবন গত হইয়া বার্দ্ধক্য আগমন করে, ইন্দ্রিয় নিচয় শিথিল হইয়া পড়ে তখন ধর্ম্মের ভান করিয়া বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করে। শাস্ত্রও পঞ্চাশের পর বানপ্রস্থের বিধান করিয়া এই কথারই সমর্থন করিয়াছে। তবে যে কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়, অমুক বড় লোকের ছেলে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল উহার মূল অনুসন্ধান, করিলে দেখিতে পাইবে, হয় ত তাহার পিতা মাতার সহিত কিম্বা কোনও পরিজনের সহিত বিবাদ হইয়াছে, কিম্বা তাহার পত্নী পরপুরুষে আসক্ত হইয়াছে, অথবা তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে এইরূপ কোন না কোন কারণ দেখিতে পাইবেই পাইবে। নতুবা মানব কখন সহসা বিষয় ত্যাগ করে না। যদি বিষয় ত্যাগ করাই ভগবানের ইচ্ছা হইত তাহা হইলে আর তিনি এ সমস্ত বিবিধ বিষয় সৃজন করিতেন না। যদি তাঁহার এরূপ অভিপ্রায়

হইত যে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিষয় ত্যাগ করিলেই তাহার শ্রেয়ঃ হইবে তাহা হইলে তাঁহার এ সমস্ত সৃজন না করিলেই হইত।

এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে জগতের দুঃখ দূর হইলেই লোকে আর গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর ভেক লইবে না। আমরা এমন একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, যাহাতে স্বর্ণরৌপ্যাদি প্রস্তুত হয়। যখন দেখিব যে এত অধিক প্রস্তুত হইয়াছে যে জগতের দুঃখের কতকটা হ্রাস হইবে, তখন একবার বিতরণ করিব। কিন্তু প্রক্রিয়াক এরূপ সিদ্ধহস্ত হওয়া আবশ্যক যে বিন্দুমাত্র হস্ত কম্পিত হইলে সমস্তই ভস্মে পরিণত হইয়া যায়। আমি একাকী আর কত করিব। তজ্জন্য সহকারী আবশ্যক। কতকগুলি সহকারী প্রাপ্ত হইয়াছি বটে কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহারা সকলে কার্য্যক্ষম হইতে পারে নাই। কেহ যদি একবার কৃতকার্য্য হইল ত পাঁচবার সমস্ত দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিল। এইরূপে অনেক সময় অযথা চলিয়া যাইতেছে। তোমাকে ধ্যান ধারণায় বৃথা সময় নষ্ট করিতে দেখিয়াই এই স্থানে আনিয়াছি। এতদিন তোমার সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে জানিবে। এক্ষণে যাহাতে জগতের কল্যাণ হয় তাহাতে চিত্ত নিবেশ কর। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে জগতের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইলে ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন। বৃথা ধ্যান ধারণায় কি হইবে? দেখ, এখানে থাকিলে তোমাকে আহার চিন্তায় ব্যস্ত হইতে হইবে না, কত সুবিধা। রাত্রিতে নিদ্রারও আবেশ হইবে না। দিবাভাগেও দেখিবে নিদ্রার জন্য ততটা ইচ্ছাও হইবে না। তবে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হয় দিবাভাগে নিদ্রা যাইতে পার। কেন না আমার গুরুদেব বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন যেন দিবাভাগে কোনও কার্য্য কিম্বা পরীক্ষা করা না হয়। আমরাও তাঁহার আদেশ মত দিবাভাগে কোনও কার্য্য করি না। তাই আমাকে সমস্ত দিবস দেখিতে পাও নাই।

তৎপরে রক্তাম্বর অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিলেন। প্রদীপ ইতিপূর্ব্বেই জ্বালিয়াছিলেন। কুণ্ডোপরি একটী পাত্র স্থাপন করিলেন। একটী বোতল হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ সেই পাত্রে ঢালিলেন। এক ঘণ্টা কি দেড়ঘণ্টা পরে যখন উহা বেশ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তখন আর একটী শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ উহাতে মিশ্রিত করিলেন। উভয়ে মিশ্রিত হইয়া পীতবর্ণ ধারণ

করিল। পুনরায় একঘণ্টা পরে একটী মৃৎপাত্র হইতে রক্তবর্ণের এক প্রকার চূর্ণ উহাতে প্রদান করিলেন, তাহাতে গৃহটী এক প্রকার সৌগন্ধে পরিপূর্ণ হইযা গেল। এবং ঐ তরল পদার্থ অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইল। পরে অপর একটী মৃৎপাত্র হইতে তাম্রবর্ণের এক প্রকার কঠিন দ্রব্য লইযা উহাতে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয দেখিলেন তাম্রবর্ণ দ্রব্যটী প্রদান করিবামাত্র পাত্রের সমস্ত দ্রব্য এক একটী মার্ব্বেলের মত গোলাকার ধারণ করিল এবং সে গুলি ঠিক স্বর্ণ বর্ণের হইল। এতক্ষণ রক্তাম্বর একটী কথাও কহেন নাই। এক্ষণে বলিলেন, এইবার যে প্রক্রিযা করিতে হইবে তাহাতেই সিদ্ধ হস্ত হওযা আবশ্যক তাহাতে সিদ্ধ হস্ত হইতে পারিতেছে না বলিযাই অনেকে ইহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই কথা বলিযা একটী পাত্র হইতে একটী শিকড বাহির করিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে দীপ শিখাতে প্রজ্বালিত করিযা ঐরূপ প্রজ্বলিত অবস্থাতেই পাত্রমধ্যস্থ গোলা সমূহে স্পর্শ করাইযাই উঠাইযা লইলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত গোলা একত্র হইযা জমাট বাধিয়া গেল। অগ্ন্যাধার হইতে পাত্রটী নামাইলেন পরে শীতল হইলে ব্রহ্মচারী মহাশয দেখিলেন ঠিক স্বর্ণের মত হইযাছে। নিম্নের অৰ্দ্ধেক ভস্মের মত হইযা গিযাছে, উপরের অৰ্দ্ধেক বিশুদ্ধ স্বর্ণে পরিণত হইযাছে।

রক্তাম্বর কহিলেন, একবারের প্রক্রিযায ইহার অধিক প্রস্তুত হয না এবং এক রাত্রিতে দুই বারের অধিক করা যায না। কারণ, তৃতীযবার করিতে করিতে দিবস হইযা পড়িলে সে বারের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইযা যাইবে। আর ঐ যে দেখিলে শিকড়টী জ্বালাইযা উহা জ্বলিতে জ্বলিতে পাত্রস্থিত দ্রব্যে স্পর্শ করাইয়া উঠাইযা লইলাম ঐ স্থানেই গোলযোগ। কেনন সকলে ঐ স্থানে আসযাই গোলমালে পড়ে। একটু বিলম্ব হইলেই শিকড়টী ছাই হইযা যায, আর সমস্ত না জ্বলিলেও কোন কার্য্য হয না। ঐ ব্যাপারটীতে সিদ্ধ হস্ত হইলেই হইল অন্য কার্য্য গুলি এমন কিছু কঠিন নয। সমস্তই ত দেখিলে। তাই বলিলাম তোমাকে প্রত্যক্ষ ফল দেখাইযা দিব।

তৎপরে রক্তাম্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়কে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে বলিলেন। তিনি পূর্ব্বাপর সমস্তই করিলেন। শেষকালে যখন শিকড়টী প্রজ্বা-

জ্বালাইবার জন্য ক্ষিপ্রহস্তে দীপশিখার নিকট লইয়া গেলেন, অমনি প্রদীপটী উলটাইয়া পড়িয়া গেল।

রত্নাম্বর কহিলেন, ও শিকড়ে আর কায হইবে না, আর একটী শিকড় লইয়া দেখ।

ব্রহ্মচারী মহাশয় আর একবার চেষ্টা করিলেন। সেবারে পাত্রের নিকট লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই শিকড়টী ছাই হইয়া গেল।

দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আচ্ছা, আপনি ঐ কার্য্যটা করুন, তাহা হইলে আর এ প্রক্রিয়াটী নষ্ট হইবে না।

রত্নাম্বর শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল কি? কয়েকজনে মিলিয়া সমস্ত করিত আর আমি কেবলমাত্র শেষ প্রক্রিয়াটী করিতাম। যিনি সমস্ত প্রক্রিয়া করিবেন তিনি ব্যতীত অপরে আর তাহাতে হস্তার্পণ করিতে পারিবে না, করিলে ফলোদয় হইবে না। আদ্যোপান্ত সমস্তই সহজ, কেবলমাত্র সামান্য একটুর জন্য প্রস্তুত হয় না। আমার নিকটে যাহারা আছে তাহাদের মধ্যে কেবল দুইজনমাত্র এ কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছে, তথাপি মধ্যে মধ্যে সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। উহাদের সিদ্ধ হস্ত হইতে দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

দুইবার প্রক্রিয়ার পরি আর তিনি রহিলেন না। বলিলেন, আমি এক্ষণে আসি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধনচ্যুতি।

রত্নাম্বর প্রস্থান করিলে পর ব্রহ্মচারী মহাশয় বাহিরে আসিলেন। তখনও ভোর হয় নাই। আর একটী আশ্চর্য্য দেখিলেন, যদিও ভোর হয় নাই। আর একটী আশ্চর্য্য দেখিলেন, যদিও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যেই রহিয়াছেন, তথাপি কিছুই শৈত্যানুভব হইতেছে না। উত্তরীয় বস্ত্রখানি আসিবার সময় কোথায় ফেলিয়াছে কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান করিয়া আছেন, কিন্তু কোনও কষ্ট হইতেছে না। একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই যে শৈত্য বস্তুন ইহাও

কি দ্রব্যগুণে হইতেছে? তাহারই বা আশ্চর্য্য কি? দ্রব্যগুণে যখন তিনি এই স্থূল শরীরকে যথেচ্ছভাবে চালিত করিতে পারেন, অদৃশ্যও করিতে পারেন, আবশ্যক হইলে শূন্যমার্গে গমনাগমন করিতে পারেন, তখন যে শৈত্যস্তম্ভন করিতে পারিবেন না, তাহারই বা মানে কি?

এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে রজনী অবসান হইল। ক্রমে প্রাচীদিক ঈষৎ ভাস্বরিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গ কুলও ডাকিল না। মানব কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল না। একাকী এই নিস্তব্ধ প্রকৃতির অভিনব দৃশ্য দর্শন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। তখন বেলা প্রায় আটটা হইবে। কোন দিক হইতে যে তিনি আগমন করিলেন এবং কিরূপেই বা আসিলেন, তাহা কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং ব্রহ্মচারী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে সেই ধূলিশূন্য অনাবৃত মেজেতে উপবেশন করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, আমার আগমন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছ। তুমিও যদি দৃঢ়তর উৎসাহের সাধনে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তুমিও এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে এবং তখনই তুমি ইঁহার অধিকারের অর্থাৎ ইঁহার আয়ত্তী ভূত দ্রব্যশক্তির বহির্ভূত হইবে। আর ছয় মাস কাল অতীত হইলেই তুমি এই শক্তি লাভ করিতে পারিতে এবং আমরা যে স্তরে বাস করিতেছি তথায় তোমার অবাধিত গতি হইত। এক্ষণেও যদি তুমি ইঁহার প্রলোভনে বিমোহিত কিম্বা ইঁহার ভ্রূভঙ্গীতে ভীত না হইয়া আপন মনে সাধনে নিরত থাক, তাহা হইলেও সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যতই ইঁহার সম্বন্ধ এবং ইঁহার কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবে এবং কৌতূহলা[illegible] হইবে, ততই দেখিবে, সাধন মার্গে অগ্রসর হওয়া দূরে থাক, ক্র[illegible] মার্গ হইতে বিচ্যুত হইতে থাকিবে। তাই বলি, আমাদের সম্ব[illegible] উঁহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান না দিয়া [illegible] নিশ্চিন্ত মনে সাধনে মনোনিবেশ করিবে। ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

৯ম ও ১০ম সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্‌ ॥

প্রার্থনা।

রসে রূপেচ গন্ধেচ শব্দে স্পর্শে জগন্ময়।

সততং তব সদ্রূপং জ্ঞাত্বাপ্তুং শান্তি মুৎসহে ॥

হে জগন্ময়! তোমার মহিমা বিশ্বব্যাপী। সর্ব্বজীবে তোমার অধিষ্ঠান এবং সর্ব্বজীবে তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা ভাবিলেও বিমুগ্ধ হইয়া যাই। সকল বস্তুতে তোমার অস্তিত্ব জ্ঞানদ্বারা কথঞ্চিৎ বুঝিবার নহে ও সতত অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু হে অমিন্দময়! তোমারই দয়ায় যখন তোমার বিশ্বব্যাপীভাব হৃদয় মধ্যে উদয় হয়, যখন বুঝি তোমারই শক্তি বলে জগৎ চালিত ও পালিত, আর যখন জ্ঞান হয় তুমিই জীবের জীবনরূপে সতত বর্ত্তমান তখন কি যে অনির্ব্বচনীয় ভাব আসে, প্রাণ মন কিরূপ ভাবে যে পুলকিত [illegible] প্রত্যেক জীবে ও প্রত্যেক বস্তুতে কি যে ভালবাসা ও আপন জ্ঞান [illegible] তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা পাই না। আবার যখন আপন ইন্দ্রিয় [illegible] দোষে অসৎ সঙ্গে পড়িয়া ভাবছাড়া হইয়া শূন্য হৃদয়ে অভাব ও অসন্তোষ

প্রভৃতি সহচরগণের সহিত সংসার ক্ষেত্রে ঘুরিতে থাকি তখন যে কি যাতনা তাহাও ব্যক্ত করিতে পারি না, তখন কর্ম্ম করিতে বা কাহারও সহিত কথা বলিতে কিম্বা কাহারও কথা শুনিতেও কষ্ট বোধ হয় প্রাণে যেন নিরন্তরই অভাব অভাব ভাব জাগিতে থাকে। হে আনন্দময়! তোমার ভাবে মন মাতিলে জগতে মন্দ বলিয়া পর বলিয়া ও অসৎ বলিয়া কিছুই থাকে না, সকলই প্রেমপূর্ণ, সকলই ভালবাসার উদ্দীপক, আর সকলই যেন অমৃতময় হয়। আর মনে হয় বালক বালিকার সরলভাবে যুবা ও যুবতীর ভাব ও সৌন্দর্য্যে তুমিই যেন খেলিতেছ।

হে প্রেমময়! তুমি রূপে, তুমি রসে, তুমি গন্ধে, তুমি শব্দে আবার তুমিই স্পর্শে বিরাজমান। হে রসময়! আশীর্ব্বাদ কর রসনাদ্বারা রস আস্বাদন করিতে যাইয়া যেন রসের স্বরূপ রূপে তোমায় স্মরণ করিতে পারি। তোমাছাড়া কোনরূপেরই অস্তিত্ব নাই, তুমিই রূপের রূপ, জগতের যেদিকে চাহিব সেদিকেই যেন রূপের খেলায় সৌন্দর্য্যের আধার রূপে তোমায় প্রত্যক্ষ করিতে পারি জগৎ না দেখিয়া জগতের রূপে যেন তোমায়ই দেখিতে পাই। তুমি গন্ধের আধার, কুসুম—সৌরভে যেন তোমার ভাব কুসুমের গন্ধই অনুভব হয়। হে কৃপানিধান! কৃপাকর শব্দ ব্রহ্মরূপে তুমিই বিরাজমান তোমার আশ্রয় ব্যতীত কাহারও কোন ব্যবহার চলিতে পারে না, প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে তুমিই একমাত্র আশ্রয়, প্রত্যেক শব্দে যেন তোমার অস্তিত্ব অনুভব করিয়া নিন্দা ও স্তুতি সমজ্ঞান করিতে পারি, আর আশীর্ব্বাদ কর, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ও মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে যেন তোমারই নামধ্বনি শুনিতে পাই। আর তুমিই জগৎ ও তোমাতেই জগৎ এই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম যে কোন বস্তুকে স্পর্শ করি না কেন তাহাতেই যেন তোমার শান্তিময় কোমল স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়া ধন্য ও সুশীতল হইতে পারি।

হৃদয় নাথ ভাল বাসিয়া সাধ মেটে না তাই সকল বস্তুতে তোমায় রাখিয়া সকল স্থানে তোমায় দেখিয়া জগৎ তোমাময় করিয়া তোমায় ভাল বাসিয়া সাধ মিটাইতে আশা করি আশা পূর্ণ কর আর কিছু চাহিবার নাই দীননাথ দীনজন তোমারই—

দীনবন্ধুশর্ম্মা।

কয়েকটি প্রশ্নোত্তর।

(অনাথ-বন্ধু সমিতির জন্য লিখিত।)

প্রশ্ন। কেন ভাই তোমরা বৃথা কাজে সময় নষ্ট কর? এই পরিশ্রম নিজের জন্য করিলে কত ফল পাইতে, সংসারের উপকার হইত, তাহা না করিয়া গরীবের পেট ভরাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে কি নিজের পেট ভরিবে?

উত্তর। ভাই! তুমি এই সমিতি পরিচালনের জন্য সাহায্য কর বা না কর, তাহাতে কিছু আসে যায় না, কেননা সদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্য মাত্রই ঐশ্বরিক শক্তিতে চালিত হয়, কিন্তু তোমার সহানুভূতির অভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, যে সকল মহাত্মার নিকট জীবন সমস্যা মীমাংসিত হইয়াছে, তাহারা নিজের ও জগতের স্বরূপ অবগত হইয়া ত্রিতাপ নিবৃত্তির যে সুবর্ণময় পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি সদ্বৃত্তি গুলি সেই পথের পাথেয় মাত্র, জগতের স্বার্থকে যে নিজের স্বার্থ বলিয়া মনে করে, তাহার প্রকৃত স্বার্থ জগদীশ্বরের দ্বারা পূর্ণ হয়, নদীর সহিত যুক্ত থাকিলে যেমন দীর্ঘিকার জল ফুরায় না, সেইরূপ জগতের স্বার্থের সহিত নিজের স্বার্থ যুক্ত করিলে সে স্বার্থ কখনও নষ্ট হয় না। স্ব অর্থে আত্মা, সুতরাং আত্মার অর্থ বা উন্নতিকেই প্রকৃত স্বার্থ বলে, পশুভাব অপগত না হইলে কেহ এই মহান স্বার্থ চিনিতে পারে না কিন্তু যে মানব শুভাদৃষ্ট বলে এই চতুর্বর্গ ফল প্রদ স্বার্থকে চিনিতে পারে, দৈব তাহার প্রতি অনুকূল হয় ও অযাচিত ভাবে নিজের ভাণ্ডার হইতে সুখ শান্তি অর্পণ পূর্ব্বক তাহার প্রত্যেক অভাব পূর্ণ করে, টাকায় অভাব পূরণ হয় না, অভাব পূরণ হয় ভাবে, শ্রীভগবানের আদিষ্ট পথে চলিলে তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ এই ভাবের উদয় হয় এবং এই ভাবই আত্মোন্নতি বা প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধির বীজ স্বরূপ ইহা অজ্ঞান বিষ্ঠাপূর্ণ অহং ঘটকে কখন স্পর্শ করেনা, ভাই! কোন পশুর গ্রীবায় রজ্জুর ফাঁস লাগাইয়া যদি উহা একটি বৃক্ষের সহিত বদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে ঐ পশুর দ্বারা রজ্জু যত আকর্ষিত হয়,

ততই উহা তাহার গ্রীবায় দৃঢ় বদ্ধ হইয়া যেমন তাহাকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে, সেইরূপ পশু ভাবাপন্ন মানব অহংকার বৃক্ষের স্বার্থ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ থাকায় ভ্রমান্ধ হইয়া ঐ সর্ব্বনাশকর স্বার্থকে যে পরিমাণে আকর্ষণ করে, সেই পরিমাণে যন্ত্রণা ভোগ পূর্ব্বক শেষে মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়, মৃত্যু শব্দের অর্থ অধোগতি, এবং ভ্রমই এই অধোগতির কারণ, সদ্‌গুরুর কৃপায় যে ভাগ্যবান প্রকৃত স্বার্থকে জানিতে পারে সে এই অনর্থকে স্বার্থ মনে করিয়া প্রবঞ্চিত হয় না, নদীতে সন্তরণ করিতে গিয়া কাষ্ঠ ভ্রমে কুম্ভীরকে অবলম্বন পূর্ব্বক মৃত্যুর বদন বিবরে প্রবেশ করে না। অনিত্য জগতে শান্তি সুখ উপভোগ পূর্ব্বক কালপূর্ণ হইলে সে ছিন্ন পাদুকার ন্যায় দেহ ত্যাগ করিয়া উর্দ্ধগতি বা জীবনের পথে নিত্যধামের উদ্দেশে অগ্রসর হয়।

প্র। তুমি যাহা বলিলে তাহার প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, প্রকৃত কথা এই, যে, যেরূপ দশা পড়িয়াছে তাহাতে নিজের সংসার চলাই দায়, ইহার উপর পরের জন্য অর্থ দান করিবার ক্ষমতা না থাকায় তোমাকে ওরূপ কথা বলিয়াছি।

উ। ভাই! অহংকার ত্যাগ কর, তোমার ধারণা যে তুমি নিজের শক্তিতে সংসার চালাইতেছ, কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে এ ধারণা ভ্রমের অন্যতম বিকার মাত্র। সংসার ভগবানের আমরা কেবল কর্ম্মফলানুযায়ি যোগ্যতানুসারে কিছু দিনের জন্য এক একটি পদে অধিষ্ঠিত আছি মাত্র, তবে আমাদের মধ্যে কেহ ভগবদাদিষ্ট সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া উর্দ্ধস্তরে উন্নীত হয় কেহবা অহংকারের প্ররোচনায় অসৎ পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মুগ্ধ প্রাণে কর্ম্মগ্লানি সঞ্চয় করিয়া অধোগামী হয় মাত্র, একবার নিবিষ্ট চিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি যে, ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে কে তোমার মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছিল? কাহার অদৃশ্য হস্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইতে ক্ষুদ্র কীটের পর্য্যন্ত আহারের সংস্থান করিতেছে? যে শক্তিতে অহং বুদ্ধি আরোপ করিয়া নিজের উন্নতি ও শান্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছ, তোমার সেই সংসার প্রতিপালনের শক্তি কাহার প্রদত্ত? ভাই! দুর্গন্ধময় গৃহস্থিত আবদ্ধ বায়ু যেমন অস্বাস্থ্যকর, সেইরূপ এই ঐশ্বরিক শক্তিকে যদি তুমি স্বার্থ গন্ধময় অহংকারের সংকীর্ণ গৃহে আবদ্ধ রাখ, তাহা হইলে এই শক্তিই কি তোমার অধোগতির কারণ

হইবে না? ফলতঃ শাস্ত্রাদিষ্ট ভগবদ্বাক্য যদি বিশ্বাস কর তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে দানেই শক্তি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া জীবকে উন্নতির পথে লইয়া যায়। বায়ু বহির্গত হইবার উপায় না থাকিলে যেমন গৃহে স্বাস্থ্যকর বায়ু প্রবেশ করে না, এবং পূর্ব্বপ্রবিষ্ট বায়ু ক্রমে দূষিত হওয়ায় গৃহস্থিত জীবের অমঙ্গলের কারণ হয়, অথবা হৃদ্‌পিণ্ডে রক্ত সঞ্চিত হইয়া উহা শীড়ায় শীড়ায় সঞ্চালিত না হইলে যেমন ঐ সঞ্চিত রক্ত দুষ্ট হইয়া জীবের মৃত্যুর কারণ হয়, সেইরূপ জ্ঞান শক্তি, অর্থ শক্তি, দৈহিক শক্তি প্রভৃতি যাহার যে শক্তি আছে, দান ভিন্ন কেবল সঞ্চিত হইলে ঐ শক্তিই তাহার অধোগতি বা আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ হয় জানিও, ফলতঃ দানের পথ রুদ্ধ করিলেই যে আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া সঞ্চিত শক্তি অশান্তি প্রদ হয়, ইহা ধ্রুব সত্য, এবং অনুসন্ধান করিলে এই সত্য সম্বন্ধে বহু প্রমাণ পাইতে পার। অদ্য আমার সময় থাকিলে এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রমাণ প্রয়োগ করিতাম, কিন্তু শ্রবণ জনিত জ্ঞানের অপেক্ষা অনুসন্ধান জনিত বিজ্ঞান অধিক ফলপ্রদ জানিও, যদি বল তুমি অক্ষম, কিন্তু ইহা কি জাননা যে 'সদিচ্ছার পূরণকারী শ্রীভগবান।" ভাই। কত অর্থ কতরূপে খরচ হইয়া যায়, বিলাসের জন্য আবশ্যকাতিরিক্ত ব্যয় কি তুমি কর না? আজ যদি তোমার পুত্রের সঙ্কট ব্যাধি হয় তাহা হইলে যেমন করিয়াই হউক তোমাকে ডাক্তারের প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে, কিন্তু তোমার বাটীর পার্শ্বে একজন দরিদ্রের পুত্র যদি অন্নাভাবে মারা যায় তাহা হইলে তুমি অক্ষমতার দোহাই দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে বিমুখ হইবে, ফলে ইহা নিশ্চয় জানিও যে অন্যের তিল প্রমাণ বিপদে যদি তুমি নিস্বার্থ ভাবে সাহায্য কর, তাহা হইলে সেই সদ্ভাবের তেজে তোমার তাল প্রমাণ বিপদ ভস্ম হইয়া যাইবে। ইহাই ঐশ্বরিক নিয়ম, মুগ্ধ অজ্ঞানীরাই কেবল স্বার্থের ঠুলি চক্ষে লাগাইয়া অন্ধভাবে এ তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করে না বলিয়াই বিপদের আবর্ত্তে পতিত হইয়া যন্ত্রণা পায় এবং ভবিষ্যতে অধিকতর যাতনার বীজ বপন পূর্ব্বক আপনাকে বিজ্ঞ মনে করে, তাই বলিতেছি যে এরূপ পরিণামে ভয়ঙ্কর বিজ্ঞতাকে বিদায় দানপূর্ব্বক মূর্খের ন্যায় শাস্ত্রাদিষ্ট পথে গমন করিয়া সুখ শান্তির অধিকারী হও এবং নিজের প্রকৃত স্বার্থকে অবগত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ কর।

ভগবৎ প্রেরণায়—প্রেমের আকর্ষণে আমরা যেরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইয়াছি, যদি সহরের প্রত্যেক অংশে এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠা হয় ও সে অংশের উপায়হীন আতুরগণকে আহারের অন্নও, ব্যাধির ঔষধ দান করা হয়, তাহা হইলে অন্ন বা ঔষধের অভাবে তাহারা অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না।

পদে কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে বিস্ফোট হইলে যেমন সমস্ত শরীর অসুস্থ হয়, সেইরূপ সমাজ শরীরের পদাঙ্গুলিতুল্য দীন দরিদ্রগণের হতাশের দীর্ঘশ্বাস কোন না কোন অশান্তির আকারে ধনীগণের মধ্যে সংক্রামিত হয়, এ তত্ত্ব স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন জীবগণের বুদ্ধির অগম্য হইলেও ইহা ধ্রুব সত্য, ফলতঃ আমাদের এই সমিতি প্রতিষ্ঠা কেবল দরিদ্র গৃহীতাগণের মঙ্গলের জন্য নহে ইহাতে দাতা ও গৃহীতা উভয়েরই মঙ্গল, এবং মধ্যবর্ত্তী থাকায় আমাদেরও মঙ্গল, অতএব যে কার্য্যে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল নিহিত, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।

মনে করিও না যে, আমরা কেবল অন্ন ও ঔষধ যোগাইয়া কর্ত্তব্য সমাপন হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হই, কোন সাধুর উপদেশানুসারে জানিয়াছি যে কর্ম্ম মালিন্যই যন্ত্রণা ভোগের জনক, এজন্য সাহায্য করিবার পূর্ব্বে গৃহীতাদিগের স্বভাব ও কার্য্যকলাপের অনুসন্ধান লই, এবং সাধ্যমত উপদেশ দানে তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করি, কর্ম্মের স্রোত ফিরাইয়া ভগবানের আরাধনাদি করিলে যে যন্ত্রণা ভোগের অবসান হয়, ইহা তাহাদিগকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া দিতে যত্ন করি, এবং উপদেশ মত কার্য্য না করিলে সাহায্য লাভের আশায় বঞ্চিত হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করি, ইহাতে তাহাদিগের আধ্যাত্মিক উপকার হয়, এবং আমরাও এই সদ্ভাবের প্রযোগজনিত প্রীতি লাভের দ্বারা বর্ণনাতীত আত্মপ্রসাদ উপভোগ করি।

প্র। তোমার কথাগুলি বড়ই সঙ্গত, অদ্য তুমি আমার ভ্রম দূর করিয়া যে শিক্ষা দিলে, অতঃপর তদনুযায়ি চলিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু মনে এখনও একটি সন্দেহ আছে, সেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছি বলিয়া অপরাধ লইও না, আমার মনে হয় যে তোমাদের মধ্যে সকলেই হয়ত নিঃস্বার্থ ভাবে চালিত নহে, কেহ কেহ যে সমিতির দোহাই দিয়া অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে না, তাহাই বা কি প্রকারে বুঝিব?

উ। জানিনা এরূপ ইতর লোকের জন্য ভগবান কিরূপ ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোন সদ্বংশজাত ভদ্র সন্তানের মনে এরূপ নারকীয় কল্পনার উদয় হইতেই পারে না, যদি হয় তাহা হইলে সেই অধম বিশ্বাস ঘাতকের পরিণাম যে কি ভীষণ, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না, শাস্ত্রে ভগবান বলিয়াছেন যে তিনি পাষণ্ড নাস্তিকগণকেও উদ্ধার করেন, কিন্তু অনন্তকালেও এরূপ ভণ্ড কপটীর উদ্ধার নাই, ফলতঃ রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পর হইতে এ দেশে একটি নূতন ভাবের স্রোত বহিতেছে, সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে এরূপ নীচ মনা ব্যক্তি সমিতিতে যোগদান করিলেও তাহার ছদ্মবেশ অবিলম্বে প্রকাশ হইয়া পড়িবে, যদি কাহারও ঘৃণ্য বীভৎস মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতে বিলম্ব ঘটে, যদিও কেহ এরূপ নীচ ভাবে প্রণোদিত হইয়া নিজের বক্ষে সর্ব্বনাশ কর স্বার্থের অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করে, তাহা হইলে সে নিজেই দগ্ধ হইবে, দাতার তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কেননা গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে সকলেই নিজের ভাবানুযায়ি ফল লাভ করে, অতএব যেরূপ ভাবের বীজ বপন করিবে, তদনুযায়ি ফললাভের যখন তুমি অধিকারী, তখন সদ্ভাবের প্রেরণায় নিজে কার্য্য করিয়া যাও, অপরকে সন্দেহ করিয়া সেই ভাব বীজের মধ্যে কীট প্রবেশের পথ করিয়া দিয়া উহার অঙ্কুরোদ্গমে বাধা দিও না—

শ্রীহরেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বিভু-গীতি।

—:o:—

(১)

ওহে দীননাথ করি প্রণিপাত
কর দৃষ্টিপাত এ দীন জনে।
তুমি বিশ্বেশ্বর ভক্ত মনোহর
অপরাধ মোর ক্ষম নিজগুণে॥

তোমার মহিমা, করিয়ে রচনা
যেন এ রসনা গায় সর্ব্বক্ষণে।
আমি অভাজন, জানিনা সাধন
সেবিতে চরণ আকাঙ্খা হে মনে॥

(২)

পদতরি দেহ হরি, এ ভব তুফানে।
অকুলে পড়িয়া প্রভো, ব্যাকুল হতেছি মনে
মায়ারূপ মহাঝড়ে ক্রমশঃ তরঙ্গ বাড়ে
নৈরাশ অর্ণবে পড়ে মরিহে মরিহে প্রাণে।
ভব দুর্জ্জয়-সাগরে, তোমা বিনা কে নিস্তারে
অন্যে নাহি রক্ষা করে নিরখি মগন জনে॥

(৩)

কোথা উড়ে যাসনারে মন পাখী,
উড়ু উড়ু দেখে তোরে, ঝরে দুটী আঁখি।
সুখী হ'ব মনে করে,
কত পাখী উড়ে উড়ে,
কাম-ব্যাধ শরে পড়ে, (মনপাখীরে) হয়েছে দুখী।
হরিনাম গাওরে বসে,
পড়িবি না তুই ব্যাধের ফাঁসে,
মুক্তি পাবি অনায়াসে, (মন পাখীরে) হবিরে সুখী।
পাখীরে তোর হ'লে ক্ষুধা,
পিও হরিনাম সুধা,
শীতল হবি তৃষিত হ'লে, (মন পাখীরে) হরিনাম ডাকি॥

(৪)

যা, কর হে দীনবন্ধু। যাহা তব মনে লয়,
মার কিম্বা রাখ প্রভো, পড়ে আছি রাঙ্গা পায়।

ঠেলে ফেল যদি পদে, ধরিব ও পদ হৃদে,
নিদয় হইয়া যদি বধ অবলায়॥

হরষিতা হয়ে মনে, প্রাণ দিব শ্রীচরণে,
বাসনা তোমার যাহা পূর্ণ কর দয়াময়।

পাপিনী বলিয়া যদি, ঘৃণা করি গুণনিধি,
পাষাণ চাপিবা মোর বাক্ষি হাতে পায়।

ডাকিব না গণি ব্যথা, হরিহে রহিলে কোথা,
এসময় প্রেমময় রাখ রাঙ্গা পায়।

দীনা শ্রীকুসুম কুমারী দেব্যা।

দুয়ারে।

—:০:—

(১)

বহুদিন পরে প্রভু এসেছি দুয়ারে।
কাঙ্গালে করুণা কর ডাকি হে কাতরে॥

ফিরে গেছি কতবার,
বুকে নিয়ে হাহাকার,
আবার এসেছি প্রভু সারা পথ ঘুরে।
পায়ে ধরি এইবার দয়া কর মোরে॥

(২)

বিরক্ত তোমারে প্রভু করিব না আর।
মনে মনে এই কথা ভাবি কত বার॥
ডাকিলে বিরক্ত হও,
মুখ তুলে নাহি চাও,

অভাগার পোড়া মুখ বড় কদাকার।
সংসারে কেহ না দেখে এ মুখ আমার ॥

(৩)

তোমার দুয়ার ছেড়ে পশিনু সংসারে।
ভাবিলাম যদি কেহ মোরে দয়া করে ॥
তুমি যারে কর হেলা,
সংসারে সে পায় ঠেলা,
এ শিক্ষা পাইনু হায় অশেষ প্রকারে।
"স্বার্থ" বিনা এ সংসার কিছু নাহি ধরে॥

(৪)

এমন পাষাণ পারা কদাকার ঠাঁই।
সংসার সমান বুঝি আর কোথা নাই ॥
দয়া মায়া ধর্ম্মজ্ঞান,
স্বার্থ মূলে করে দান,
বিনা স্বার্থে কণাবারি পিপাসি না পায়।
তারো মূলে স্বার্থভাব লুকাইত হায় ॥

(৫)

এই কি সংসার প্রভু তোমার রচনা।
মনে হয় সব যেন দৈত্যের ছলনা ॥
সহোদরে পরস্পরে,
দ্বন্দ্ব করে স্বার্থ তরে,
স্বার্থ লাগি পুত্র করে মাতার পূজন।
বিনা স্বার্থে পিতা পুত্রে না হয় মিলন ॥

(৬)

তন্ন তন্ন করে ভাল দেখিনু সংসারে।
স্বার্থ বিনা পরমার্থ কেহ নাহি ধরে ॥

ভিখারীরে ভিক্ষা দেয়,
তারো মূলে স্বার্থ হায়,
পুণ্য হবে পরকালে মনের ধারণা।
তা না হ'লে মুষ্টি ভিক্ষা ভিখারী পেতনা ॥

(৭)

এদের এ হাব ভাব রীতি নীতি আর।
দেখে শুনে মনে হয় ভয়ের সঞ্চার ॥
রাগে যদি এরা পায়,
বুক চিরে রক্ত খায়,
অসাধ্য এদের কিছু নাহিক সংসারে।
স্বার্থ লাগি তীক্ষ্ণ ছুরী বুকে দিতে পারে ॥

(৮)

বড় ভয়ে তাই প্রভু এসেছি আবার।
মুখ তুলে চাও নাথ কাঙ্গালে এবার ॥
জর জর তনু মোর,
দুখের নাহিক ওর,
দাঁড়াতে পারিনা আর খুলে দাও দ্বার।
চেয়ে দেখ ভাল ক'রে কি দশা আমার ॥

(৯)

রুদ্ধ দ্বারে নিরুত্তরে থেকনাক আর।
অতিথি দুয়ারে আসি করিছে চিৎকার ॥
গেলাম গেলাম হায়,
বুক যে ফাটিয়ে যায়,
আর্ত্তনাদে কণ্ঠতালু শুষ্ক হল মোর।
দয়া কর দীননাথ খুলে দাও দোর ॥

(১০)

পিপাসী অতিথী প্রভু দাঁড়ায়ে দুয়ারে।
কেমনে বৈমুখ আজি করিবে আমারে ॥

ফিরে গেছি কতবার,
ফিরিতে পারিনা আর,
খুলে দাও দ্বার লয় লহ মোর প্রাণ।
প্রাণ নিয়ে অভাগারে কর পরিত্রাণ॥

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

বসন্ত বিবেক।

বোধন।

—:০:—

জাগ জাগ ভাই। সময় যে যায়।
কখন পূজিবে তাঁহার শ্রীপায়?
ওই দেখ বৃক্ষ যোগে নিমগণ,
নাহি করে আর অঙ্গ সঞ্চালন।
একমন প্রাণে তাঁরে আরাধয়।
দর দর ধারে প্রেমনীর বয়।
জাগ জাগ ভাই। সময় যে যায়।
কখন পূজিবে তাঁহার শ্রীপায়?
ওই দেখ ভাই। মৃদুল পবন
কুসুম সৌরভ করি আহরণ,
পূজিবারে তাঁরে সদাগতি ধায়
ভাবে গদগদ অবশ কায়॥
জাগ জাগ ভাই। সময় যে যায়।
কখন পূজিবে তাঁহার শ্রীপায়?
ওই দেখ ভাই! কুলায় ছাড়িয়া,
ভক্ত বিহঙ্গম শাখায় বসিয়া,

সুললিত স্বরে বিভু-গান গায়,
ভক্তিমাখা যেন গান শুনি হায়।
জাগ জাগ ভাই! সময় যে যায়।
কখন্ পূজিবে তাঁহার শ্রীপায়?
সকালে সকালে সকলে জাগিল
ঈশ আরাধনা সকলে করিল।
তুমি কেন এত মায়ার নিদ্রায়,
বিভোর হ'য়ে'স জাগগো ত্বরায়।
জাগ জাগ ভাই! সময় যে যায়
কখন্ পূজিবে তাঁহার শ্রীপায়?

(সংশয় চ্ছেদ।)

—:০:—

ধন্য স্রষ্টা! সৃষ্টিলীলা॥ কে বুঝে তোমার খেলা
দুই পথ দিয়া সৃষ্টি করিলে আমায়।
আহা মরি কি অদ্ভুত। না অতীত না ভবিষ্যত,
কোন শ্রেণীভুক্ত আমি কহ মায়াময়॥
"উদে কভু মানসেতে, কাল-মৃত্যু-কর-হ'তে
কিছুতেই নাহি যদি বক্ষার উপায়।
অথচ সংসারে যবে, কৈনু আগমন তবে,
সাধিব সংসারলীলা সংসারীর প্রায়॥
কিন্তু কিবা বিড়ম্বন, করি যবে ধনার্জ্জন,
কার তরে এত ক্লেশ মানসে উদয়।
এ জনমে আরবার, লভিব যে কৃপাকর,
কিম্বা তাঁরে লভিবার টান কৈ হিয়ায়॥"

এইরূপ চিন্তা করি, কোন্ পথ সার করি,
ভাবিতে বসিনু একা উদাস হৃদয়।
কেবা যেন অলক্ষিতে, শান্ত মধুর বাণীতে,
ছেদিতে লাগিলা মম সংশয় আলায়॥
"কেন ওরে যাদুধন। হেন সচিন্তিত মন?
স্থির চিত্তে শুন বাক্য ঘুচিবে সংশয়।
বলে'না হতাশ-স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,
ধন, জন, পত্নী, পুত্র, কেহ কারো নয়॥
তুমি যাহাদের সুত, কত আয়াসে পালিত,
করেছেন, তাই দেখ, তাহারা তোমায়।
তাহাদের যত্ন বিনে, বুঝিতে কি তত্ত্ব জ্ঞানে,
হইতে সক্ষম কভু তুমি এ ধরায়?
আলোকেতে বাস করি, তমঃ তালমর্দ্দনে করি,
তাদের প্রসাদে তব কাটিল সংশয়॥
উপকারী জন প্রতি, উপকার করা বিধি,
অকৃতজ্ঞ পাপ নহে ঘেরিবে তোমায়॥
এ হেতু সংসারী সাজ, করহ কর্ত্তব্য কাজ,
চরাচর জগতের সদা শিব যায়।
অনুষ্ঠান হেন কর্ম্মে, যাহাতে গো পরিণামে,
নাহি যেন করিবারে হয় "হায়! হায়।"
জন্মিলে মরণ ভবে, তাহা লঙ্ঘন নহিবে,
সে চিন্তায় নাহি জেন কোন ফলোদয়।
পদ্মপত্র-বারি-মত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
অভীষ্ট সাধন হ'বে জানিবে নিশ্চয়॥
সোহম—উগ্রমানল, অন্তঃকরণেতে জ্বাল,
বাধা-বিঘ্ন কীট কুল পুড়িবে যাহায়।

কর কর্ম্ম যাহি জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
যা'থাকে কপালে দাও ঘটিবারে তায় ॥"

শুনিয়া বচন তাঁর, বলিলাম "দয়াধার ।
কেবা তুমি দয়া করি দেহ পরিচয় ।

তোমার প্রসাদে মোর, সুস্থির হ'ল অন্তর,
পাইনু শান্তির দেখা তোমার কৃপায় ॥"

শুনি মধুর সম্ভাষে, যেন মৃদুহাস্য আস্যে,
কহিলেন অনুমানি বিস্মিত দয়ায় ।

"দিই আমি 'কর্ম্মফল', নাম মোর কর্ম্মফল,
কর্ম্মভূমি মাঝে বাস জানিবে নিশ্চয় ॥

স্বরগে, নরকে, জলে প্রান্তর, বহ্নি, অনিলে,
যেখানে খুঁজিবে মোরে পাইবে তথায় ।

বসি কর্ম্মভূমি মাঝে, রত যে কর্ত্তব্য কাজে,
তার আমি চিরতরে জানিবে সহায় ॥

থাকিয়া তাহার পাশে, কাটি কাল মহাতোষে,
ক্ষণে অদর্শনে তার, হৃদয় ফাটয় ।

নাহি তার দ্বৈধা খেদ, স্বরগ, নরক ভেদ,
মহানন্দে সদা সেই সময় কাটয় ॥

মায়া সূত্রে বাঁধি জীবে, আমিই খেলাই ভবে,
মায়াজীবী যেমতিবে পুতুল খেলায় ।

আমার চক্রেতে পড়ি, সংসার মরিচে ঘুরি
বিচক্ষণে তেঁই মোরে চক্রধর কয় ॥

এহেতু সংসারী সাজ, করহ কর্ত্তব্য কাজ,
অচিরে বাঞ্ছিত তুমি পাইবে আমায় ।"

এত বলি কৃপাকর, মৃত বুদ্ধি তেজস্কর
করি সুধাদানে যেন, গেলেন কোথায় ॥

তাঁহার আদেশ-বলে, "জয় কর্ম্মফল" ব'লে,
যাত্রা কৈনু কর্ম্মস্থলে সাহসীর প্রায়।
ধন্য স্রষ্টা। সৃষ্টিলীলা॥ কে বুঝে তাঁহার খেলা,
কাটিল সংশয় ভাই তাঁহার কৃপায়॥

শ্রীবসন্তকুমার প্রামাণিক।

কলিকাতা হইতে হিমালয়।

—:০:—

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তাঁহার কথা শেষ হইল, ব্রহ্মচারী মহাশয় গত রাত্রিতে রক্তাম্বর কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন এবং কি কি কার্য্য করিয়া ছিলেন, সমস্তই সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।

সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, দেখিবে, অতি সাবধানে কার্য্য করিবে, তদুপদিষ্ট কোনও কার্য্যে অবহেলা প্রদর্শন করিবে না, যেন তিনি কোনও প্রকারে সন্দিহান না হন। তাহা হইলেই বিপদ।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা যে স্তরে বাস করিতেছেন, সে খানে কি আপনারা সাধন করিতে করিতেই গমন করিয়াছেন না, দেহ-ত্যাগের পর।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, দেহত্যাগের পর। তবে যাঁহারা অষ্ট বিভূতির মধ্যে কোন একটী আয়ত্তীকৃত করিতে সমর্থ হন, তাঁহারা আমাদের সে স্থানে ইচ্ছা করিলেই যাইতে পারেন। আমরা এ দেহ লইয়া সে খানে থাকি না। তোমার সহিত ব্যবহারের জন্যই এই দেহ ধারণ করিয়াছি।

এই কথা বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পুনরায় কহিলেন, অন্য যে কথা বলিতে আসিয়াছি শ্রবণ কর। আমি প্রত্যহ এখানে আসিব না, আসিবার সময়ও

নাই। তোমাকে আশ্বাসিত করিবার জন্যই আসিয়াছি। আমরা পরিব্রহ্মে লীন হইবার জন্যই দিবারাত্র চেষ্টা করি। তবে সর্ব্বদা চিত্তের একাগ্রতা সমভাবে থাকে না বলিয়াই মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ গমন করি—এক বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকিবে যে, তিনি কখনও তোমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিবেন না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, তবে আমি সাধনে অগ্রসর হইতেছিলাম, তিনি বুঝিলেন কিরূপে।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, তাহা তিনি দূরবারণেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সাধক দিগকে পরীক্ষা করেন। এবং তুমি যখন শক্তি সঞ্চারে সমর্থ হয় তখনই তিনি সাধকের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করেন। এক্ষণে আমি চলিলাম।

এই কথা বলিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ গৃহমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় একবার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, বেলা প্রায় নয়টা হইবে। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের কথা আলোচনা করিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করা উচিত নহে মনে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ধ্যানস্থ হইলেন।

ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহার মনে হইল আমার ত দূরদর্শন, দূর শ্রবণ প্রভৃতি সামান্য সামান্য ক্ষমতা আরও হইয়াছে, আমি ইচ্ছা করিলেই ত বিপিন ও স্বামীজি সম্বন্ধে সমস্তই জানিতে পারি।

এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র, তিনি পূর্ব্বে যেরূপে অনন্তগ্রামে মধুসূদনের পত্রখানি দেখিয়াছিলেন, সেইভাবে ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছু জানিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তখন তাঁহার মনে ভয় হইল। তিনি মনে করিতে লাগিলেন, আমি কি তবে সাধনচ্যুত হইতেছি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের কথা স্মরণ হইল সমস্ত আলোচনা করিয়া গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন, অন্য চিন্তা মন হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং পুনরায় সাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রিকালে রক্তাম্বর আগমন করিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারী নরসিংহ গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন যে নিকটেই দাঁড়াইলেন তাহার অবসর

দেহকে বশমান রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নাসিকার নিকটে ঘূর্ণায়মাণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রক্তাম্বরকে গৃহমধ্যে দেখিয়া উঠিয়া প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন গত দুই রাত্রি নিদ্রা না হওয়াতে শরীর কিছু অবসন্ন হইয়াছিল তাই বোধ হয় ঘুমাইয়াছিলাম।

রক্তাম্বর বলিলেন অভ্যাস বশত ওরূপ হইয়াছিল। দুই চারি দিবস গত হইলে দেখিবে নিদ্রার প্রতাপ কিছু মাত্র থাকিবে না। এখানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুই থাকে না। যদি কখন কখন শরীর কিছু অবসন্ন বোধ কর, তাহা হইলে এই শিকড়টা নিকটে রাখিয়া দাও। ইহার ঘ্রাণ লইবা মাত্র সমস্ত জড়তা শরীর হইতে অপগত হইবে।

এই কথা বলিয়া সেই শিকড়টী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। সেটী গ্রহণ করিয়া তিনি দুই একটি আবশ্যকীয় দ্রব্যের কথা বলিলেন, যথা এক জোড়া কৌপীন, মুখ প্রক্ষালনের জল, এক খানি উত্তরীয় বস্ত্র ইত্যাদি।

রক্তাম্বর সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সমস্তই পাইবে।

তাঁহার সন্তুষ্ট হইবার কারণ এই তিনি মনে করিলেন, ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মন এথায় আকৃষ্ট হইতেছে।

রক্তাম্বর একখানি দর্পণ বাহির করিয়া বলিলেন, তোমার বন্ধু এবং সেই বৃদ্ধ সাধুটী কি করিতেছেন যদি তোমার জানিতে ইচ্ছা হয়, এই দর্পণে দৃষ্টিপাত কর, সমস্তই দেখিতে পাইবে। যিনি যাহা ইচ্ছা করিয়া এই দর্পণে দৃষ্টিপাত করেন তিনি তাহাই দেখিতে পান

ব্রহ্মচারী মহাশয়ও এই দুই দিবস তাঁহাদের কোনও সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার মুখে একথা শুনিয়া যেন কিছু সন্তুষ্ট হইলেন।

দর্পণফলকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন প্রেমানন্দ ও বিপিনবিহারী একত্র বসিয়া রহিয়াছেন উভয়ে তেমন বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা কহিতেছেন না। বিপিনবিহারীকে কিছু অধিক বিমর্ষ দেখিলেন। প্রেমানন্দের সহাস্য বদন যেমন তেমনই আছে তবে বিশেষ রূপে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনিও যেন কিছু বিমর্ষ, তবে কেবল বিপিনবিহারীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য অন্তর্নিহিত দুঃখভাব গোপন করিতেছেন

বজ্রাম্বর তখন দর্পণখানি তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন এক্ষণে এস, বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

এই কথা বলিয়া পূর্ব্বরাত্রির মত তিনি একবার স্বর্ণ পাতে বসিলেন এবং ব্রহ্মচারী মহাশয়কে প্রস্তুত করিতে বলিলেন। এবারও তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না। রাত্রি শেষ হইতে প্রায় এক ঘণ্টা আছে এমন সময়ে বজ্রাম্বর চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

:o:

অন্বেষণে।

পনর ষোল দিন গত হইল। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কোনও খবর নাই। বিপিনবিহারী একাকী বসিয়া বন্ধুর জন্য ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ভগুল গ্রাম হইতে একটী প্রজা আগমন করিল। ইহারই নিকট হইতে [illegible] লইয়া তাঁহারা উভয় বন্ধুতে সেই গুহা মধ্যে রজনী যাপনের জন্য গিয়াছিলেন। তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহার নাম দণ্ডিমল। দণ্ডিমল আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং একখানি গৈরিক বস্ত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া বিপিন বিহারী দেখিলেন যে সেখানি তাঁহার বন্ধুর উত্তরীয় বস্ত্র।

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এখানি কোথায় পাইলে?

দণ্ডিমল কহিল একটী লোক এখানি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। আমাদিগের গ্রামে সে কোনও কার্য্যবশতঃ আসিয়াছিল। আমি ঠাকুর মহাশয়ের বস্ত্র দেখিয়া চিনিতে পারিলাম এবং তাহার নিকট হইতে লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোন দিক হইতে আসিয়াছিল?

দণ্ডিমল কহিল, আমাদের গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হইতে?

বিপিনবিহারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন স্থান হইতে পাইয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?

দণ্ডিমল কহিল, সে স্থান আমি জানি। আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় দশ ক্রোশ হইবে।

এই কথা শুনিয়া তিনি প্রেমানন্দের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বন্ধুর অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

সে রাত্রি ভণ্ডল গ্রামে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রত্যুষে দণ্ডিমলের সহিত, যে স্থানে উড়নী বস্ত্রখানি পড়িয়াছিল সেই স্থান অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। দুই জনের উপযোগী আহার্য্য দ্রব্য সঙ্গে লইলেন। সমস্ত দিবস ভ্রমণ করিয়া অপরাহ্ণ সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

দণ্ডিমল বলিল, সে লোকটী এই স্থানের কথা বলিয়াছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, তুমি কি প্রকারে জানিলে যে সে এই স্থানের কথা বলিয়াছিল।

দণ্ডিমল বলিল, সে বলিয়াছিল, যেখানে রাস্তা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া একটী প্রস্তরের উপর উঠিয়াছে, প্রস্তরের নিকট একটী নির্ঝরিণী আছে এবং প্রস্তরের পার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ আছে যাহার পরিধি চারি জনে হস্ত বেষ্টন পূর্ব্বক জড়াইলেও সম্পূর্ণ বেষ্টন হয় না, সেইস্থানে বস্ত্রখানি পড়িয়াছিল। আমরা মধ্যে মধ্যে হুণ্ডা যাইবার জন্য এই রাস্তা দিয়া গমন করি, তাই এস্থান আমাদের বিশেষ পরিচিত।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন হুণ্ডা এখান হইতে কত দূর?

দণ্ডিমল কহিল, এখান হইতে বেশী দূর নয় ক্রোশ খানেক হইবে।

বিপিনবিহারী কহিলেন, চল সেই গ্রামেই যাওয়া যাক, যদি সেই স্থানেই গিয়া থাকেন।

দণ্ডিমল কহিল সে লোকটী হুণ্ডা হইতেই আসিয়াছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সেখানে ঠাকুর মশাই নাই।

বিপিনবিহারী তখন কিছু চিন্তিত হইলেন। সেই সঙ্কীর্ণ পথের দক্ষিণ পার্শ্বে নিবিড় বন, সম্মুখে হুণ্ডা, বামপার্শ্বে একটী পর্ব্বত শৃঙ্গ উঠিয়াছে এবং

পশ্চাদ্ভাগ হইতেই আসিয়াছেন। চিন্তা করিয়া কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সে রাত্রি হুণ্ডা গ্রামেই রহিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে দণ্ডিমলকে সঙ্গে লইয়া সেই পর্ব্বত শিখরে উঠিলেন। দেখিলেন, যেথানে উঠিয়াছেন তাহার পশ্চাদ্ভাগে কেবল পর্ব্বতের পর পর্ব্বত এবং সেই পর্ব্বতগুলি কেবল প্রস্তরময়, একটীও বৃক্ষ নাই, কেবল উলঙ্গ পর্ব্বত রাজি। সম্মুখে দেখিলেন, সেই বনভাগ এরূপ ঘন বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন যে দৃষ্টি অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। তিনি মনে করিলেন, যদি যাইয়া থাকেন ত এই বনমধ্যেই গমন করিয়াছেন. কেননা এই প্রস্তরময় পর্ব্বত সমূহ মনুষ্য বাসের অযোগ্য। হুণ্ডা অভিমুখে যদি যাইতেন তাহা হইলে কোন না কোন সংবাদ পাওয়া যাইত। নিশ্চয় এই বনের মধ্যেই গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে উত্তরীয় বস্ত্র ফেলিয়া গেলেন কেন? মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময়ে সেই ঠাকুর ঘরের ঘণ্টারব শ্রুতিগোচর হইল। তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন।

দণ্ডিমল জিজ্ঞাসা করিল, দাঁড়াইলেন যে? আর একটু পরে কহিল, যাবেনই বা কোথা? এ বনে কি মানুষ থাকে?

বিপিনবিহারী পুনরায় চলিতে লাগিলেন। চলিতে চলিতে পুনরায় দাঁড়াইলেন এবং কহিলেন, যাইবার রাস্তা ত দেখিতে পাইতেছি না।

ঘণ্টাধ্বনি ক্রমাগত শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে ঘণ্টার শব্দ জোরে জোরে হইতে লাগিল। তিনি ভীত হইলেন। ভয়ের কারণ দণ্ডিমলকে কিছু বলিলেন না।

যথার্থভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, ফিরিয়া যাই চল, আর ত রাস্তা দেখিতে পাইতেছি না।

দণ্ডিমল কহিল, আমিও ত তাই বলিতেছি। রাস্তা ত আর নাই, যেরূপ ভয়ঙ্কর বন, এখানে বন্য জন্তু থাকা অসম্ভব নয়।

উভয়ে সেই বন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর ঘণ্টা ধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। আর একস্থান দিয়া সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন, আবার

সেই ঘন্টার রব শুনিতে পাইলেন। পরিষ্কার পথ না পাইয়ার অছিলায় বন হইতে বাহির হইলেন। এইরূপে দুই তিনবার চেষ্টা করিয়া এবং প্রতিবারেই ঘটা ধ্বনি শ্রবণে বিপদের আশঙ্কা দেখিয়া আর বনমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন না। অগত্যা ভণ্ডুল গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। রাত্রি সেই প্রজার নিকটেই রহিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে আশ্রমাভিমুখে আসিতেছেন। একস্থানে আসিয়া মনে পড়িল, সে স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে একটী নির্ঝরিণী আছে, তাহার তীরে একটী প্রস্তরের উপর উভয়ে বসিয়া কতদিন কত কথা কহিয়াছেন। তথায় যাইয়া সেই প্রস্তরের উপর উপবেশন করিলেন। সেই স্থানে একটী পীচবৃক্ষ দেখিয়া বিপিনবিহারীর মনে পড়িল, একদিন একটী সুপক্ক পীচফল লইয়া তাঁহার বন্ধু বলিয়াছিলেন "আমার দাদামহাশয় পীচফল খাইতে বড় ভাল বাসিতেন। যদি এই পীচটী তিনি পাইতেন বড় সন্তুষ্ট হইতেন।" যদিও তিনি সতের আঠার বৎসর গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার দাদা মহাশয়ও ইহ জগত হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তথাপি এই সুদূর হিমালয় প্রদেশে সুপক্ক পীচফল দেখিয়া তাঁহার দাদামহাশয়কে স্মরণ হওয়ায় বিপিনবিহারী কিছু উপহাস করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তাঁহার বন্ধু কোন কথা না বলিয়া কিয়ৎক্ষণ অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন অবশেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অন্য কথা উত্থাপন করিলেন। তাহার পর একদিন সেই স্থানেই একটী ময়না পাখী দেখিয়া বিপিনবিহারীর নিজের একটী ময়না ছিল তাহা মনে পড়িল এবং তিনি তাহার সুখ্যাতি করিয়া দুই একটী কথা বলিলে ব্রহ্মচারী মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার একটী সামান্য পক্ষীকে মনে পড়িতে পারে, আর আমার দাদামহাশয় আমাকে কত ভাল বাসিতেন তাঁহাকে কি একবার মনে পড়িতে পারে না?" ঐ সমস্ত কথা স্মরণ হওয়ায় বিপিনবিহারী সে স্থান হইতে উঠিয়া আশ্রমাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

একস্থানে দেখিলেন, কতকগুলি শালবৃক্ষ উচ্চ মস্তকোত্তলন করিয়া গগণস্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই স্থানে উভয়ে কতদিন আসিয়া ছিলেন এবং শালবৃক্ষগুলি আপনা আপনি এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান আছে, কি, কোনও মনুষ্য হস্তে এরূপ হইয়াছে, ইহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে উভয়ে কত

তর্ক করিয়াছেন তাহা মনে পড়িল। একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর গতি উভয়ের মিলিত চেষ্টায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা সেইরূপই রহিয়াছে দেখিলেন। এইরূপে উভয়ের একত্র পর্য্যটন ও উপবেশনের স্থান সমূহ দেখিতে দেখিতে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রেমানন্দ সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, সেই বন মধ্যে যে প্রবেশ কর নাই ভালই করিয়াছ। একে ত তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কোনও দেবতা স্বপ্নাবেশে তোমাকে সাবধান করিয়া দিলেন, তাহা শুনিয়া তোমার উচিতই ছিল না আর অগ্রসর হওয়া আবার আমি একপ শুনিয়াছি যে ঐ বন অতিক্রম করিয়া এমন একটী স্থানে উপনীত হওয়া যায় যে সে স্থান মনুষ্যের বাসোপযোগী নহে এবং তথায় এক জন প্রতাপশালী সাধু বাস করেন, তাঁহার অধিকারে প্রবেশ করিলে তিনি সে উদ্ভ্রান্ত পথিক কিম্বা সাধু যিনিই হউন, তাঁহাকে মন্ত্রবলেই হউক কিম্বা অন্য কোন প্রকারেই হউক একপ নিস্পন্দ করিয়া দেন যে তাঁহার আর কার্য্য করার শক্তি থাকে না। তাই বলিলাম তুমি যে ঐ বনমধ্যে প্রবেশ কর নাই ভালই করিয়াছ। অবশ্য ব্রহ্মচারী মহাশয় যদি তাঁহার অধিকারে প্রবেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার যে কি অবস্থা হইয়াছে বলিতে পারি না।

বিপিনবিহারী শুনিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্য ও বিস্মিত হইলেন কিন্তু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সতর্কতা।

চারি মাস গত হইয়াছে। একদিন ব্রহ্মচারী মহাশয় ধ্যানাবস্থায় দেখিলেন যে, তিনি যেন শরীর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন, তিনি একস্থানে এবং তাঁহার শরীর আর একস্থানে, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। ইচ্ছা করিলেই শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলেই বাহিরে আসিতে পারেন তিনি

ইচ্ছা করিলেন অমনি যে স্থানে প্রেমানন্দ ও বিপিনবিহারী আছেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন তাঁহারা শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন তৎক্ষণাৎ ইচ্ছা হইল, দেহটীর নিকট যাই আসিয়া দেখিলেন, দেহটী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। আর একটী আশ্চর্য্য দেখিলেন, পর্ব্বত বৃক্ষ কিম্বা অন্য কিছু তাঁহার গতিকে বাধা দিতে পারিল না। তিনি অবলীলাক্রমে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করিলেন, কি, অন্য কোন প্রকারে, তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। আশ্রম হইতে কত দূরে আছেন তাহা জানেন না, কিন্তু সঙ্কল্পমাত্র তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিলেন। বেলা তখন প্রায় পাঁচটা।

রাত্রিকালে রক্তাম্বর আসিলেন। তিনি দুই বার স্বর্ণ প্রস্তুত করিলেন. ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রথমবারে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, দ্বিতীয়বারে ঠিক প্রস্তুত হইল এবং তিনি রক্তাম্বরকে তাহা দেখাইলেন।

রক্তাম্বর সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন আর দুই মাস পরে তোমাকে দীক্ষিত করিব। তাহা হইলে আমরা যে স্থানে আছি সে স্থানে যাইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। আমি এক্ষণে তোমাকে লইয়া যাইতে পারি কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়াই লইয়া যাইতেছি না। অতি সতর্ক হইয়া কার্য্য করিবে। আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এত শীঘ্র কাহাকেও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখি নাই। কেহই দুই বৎসরের কমে প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কিন্তু তুমি এই চারি মাস কালের মধ্যে যেরূপ দক্ষতা দেখাইতেছ তাহাতে আমার বিশ্বাস তুমি শীঘ্রই এ বিষয়ে সিদ্ধহস্ত হইবে।

এই কথা বলিয়া রক্তাম্বর চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় যথা সময়ে ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি সাধন বলে সূক্ষ্ম শরীর বাহির করিয়া যে স্থানে রক্তাম্বর আছেন তথায় যাইয়া দেখিলেন যে তিনি একটী অন্ধকার গুহার মধ্যে এক কোণে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার নিকটে আরও দুই তিনটী পুরুষ বসিয়া আছেন। তিনি সূক্ষ্ম শরীর লইয়া আরও দশবারটী গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় সকলে তস্করের ন্যায় বসিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া

তাঁহার মনে যুগপৎ ঘৃণা ও ভয়ের উদয় হইল। তিনি স্থূল শরীরে প্রবেশ করিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন দীক্ষিত হইলেও আমারও ঐ দশা হইবে। আর, দীক্ষা লইব না ইহাও বলিতে পারিব না, তাহা হইলে নানা প্রকার সন্দেহ করিবেন, অবশেষে হয়ত কোনও বিষম বিপদে পতিত করিবেন। এইরূপে চিন্তা পরায়ণ হইয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, আর দুই মাসের মধ্যেই অষ্ট বিভূতির দুই একটী তোমার আয়ত্তীকৃত হইবে। তখন তুমি ইহাঁর আধিপত্যের অতীত হইবে। বেশ সাধন মার্গে অগ্রসর হইতেছিলে, কিন্তু তোমার মতিভ্রম দেখিয়া সাবধান করিয়া দিতে আসিয়াছি। সূক্ষ্মশরীর বাহির করিতে পারিয়াছ ত কি হইয়াছে। সামান্য সূক্ষ্মশরীর বাহির করিতে পারিয়াই যদি কেবল উহার পরীক্ষাই করিতে থাক, আর ঐ শক্তির সাহায্যে পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে দেখিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে চরম উদ্দেশ্য যে মোক্ষ তাহা লাভ করিবে কিরূপে? আর এই পরাক্রমশালী পুরুষের হস্ত হইতেই বা কিরূপে নিস্তার পাইবে? পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে ইহাত তুমি ভ্রমণ করিয়াও দেখিতে পার? ইহাঁর নিকট দীক্ষা লইয়া গেলেই জানিবে এ জীবন তোমার বৃথা গেল। তাহা হইলে আর তুমি সাধনমার্গেতে অগ্রসর হইতে পারিবেই না, অধিকন্তু ইহার আজ্ঞাধীন হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধারের আর উপায়ও থাকিবে না। তাই তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আজ তোমার নিকট আসিয়াছি। কোনদিকে মনোনিবেশ না করিয়া এক মনে সাধনে প্রবৃত্ত থাক। আর দুই মাস কাল মাত্র অবশিষ্ট আছে। যদি তিনি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন যে তুমি নিরাভাগে এইরূপে সাধনে নিবিষ্ট থাক, তাহা হইলে তিনি দ্রব্যবিশেষ প্রয়োগ করিয়া তোমাকে একেবারে হতবীর্য্য করিয়া দিবেন। তোমার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাঁহার দ্রব্যের শক্তি তোমার প্রতি অতি প্রবল বেগে কার্য্য করিবে। এই দুই মাস অতি সতর্ক হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। যত শীঘ্র পার অষ্টবিভূতি প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাক। একবার তাহাদের কোন একটী প্রাপ্তি হইলে আর তিনি

কিছুই করিতে পারিবেন না। তুমিও তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

এই কথা বলিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার কথা শুনিয়া সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন এবং জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে মনে মনে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া এবং গুরুদেব ও জগৎপিতাকে স্মরণ করিয়া পুনরায় সাধনে উপবিষ্ট হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

(১)

বাংলো।

প্রায় পাঁচ মাস অতীত হইল অথচ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না। একদিন আহারান্তে বিপিনবিহারী প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন পাঁচ মাসও অতীত হইতে চলিল, তাঁহার কোনও সংবাদ নাই। কি করা কর্ত্তব্য?

প্রেমানন্দ কহিলেন, আমি কি বলিব বল। আমার বোধ হয় তিনি সেই সাধুর হস্তে পতিত হইয়া থাকিবেন।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা হইলে কি তাঁহার উদ্ধারের কোনও উপায় নাই?

প্রেমানন্দ কহিলেন, আমি ত কোনও উপায় জানি না। যদিও বা তোমাকে সেই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতে বলিলাম কিন্তু যখন তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা জানা গেল, তখন কি তোমার আর সে স্থানে যাওয়া উচিত?

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমারত মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হয় সেই বনের মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়া দেখি তাঁহার সাক্ষাৎ পাই। বিপদ হয় ত আর কি করিব গুরুদেব রক্ষা করিবেন।

প্রেমানন্দ ইহার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে দণ্ডিমল আসিয়া উভয়েকে প্রণাম করিয়া বিপিনবিহারীকে বলিল, একজন সাধু আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। বলিয়া দিলেন যে গুহাতে আপনি আর ঠাকুর মশাই সে রাত্রিতে ছিলেন, সেই গুহার এক পার্শ্বে একটী বাংলো আছে, তাহার মধ্যে তিনি থাকিবেন যাইলে দেখা হইবে। আর ইহা বলিয়া দিলেন, আপনি যেন একাকী যান।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে তুমি চেন।

দণ্ডিমল কহিল, আজ্ঞে, তাঁহাকে আমি কখনও দেখি নাই।

বিপিনবিহারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার চেহারা কি প্রকার?

দণ্ডিমল কহিল, বেশ বলিষ্ঠ শরীর। অত্যন্ত দীর্ঘকায়ও নহেন, নিতান্ত খর্ব্বকায়ও নহেন। পরিধানে গৈরিক বসন। একখানি উত্তরীয় বস্ত্র আছে। পরিধানের প্রণালী দেখিলে বোধ হয়, পঞ্জাব অঞ্চলের লোক হইবেন। কিন্তু আকৃতি সেরূপ নহে। মস্তকে অল্প অল্প চুল আছে। খুব ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু মস্তক মুণ্ডনের পর উঠিয়াছে। দাড়ি গোঁফ কামান। হস্তে একটী কমণ্ডলু।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোনদিক হইতে আসিয়া কোন দিকে গেলেন?

দণ্ডিমল কহিল, তা অত লক্ষ্য করি নাই। আমরা সমস্ত দিন কার্য্যে ব্যস্ত থাকি, সে সময়েও মাঠে কাজ করিতে ছিলাম। আপনাদের নাম করায় আসিয়াছি। তাহা না হইলে বোধ হয় আপত্তি করিতাম।

এই কথা বলিয়া দণ্ডিমল গমনোদ্যত হইল।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন দেখা হইবে কিছু বলিয়াছেন।

দণ্ডিমল কহিল, দিনের বেলা যখন ইচ্ছা।

দণ্ডিমল চলিয়া গেলে বিপিনবিহারী প্রেমানন্দকে কহিলেন আপনিত সমস্ত শুনিলেন, যাওয়া উচিত কি না?

প্রেমানন্দ কহিলেন, উচিত হউক আর নাই হউক তিনি যখন দেখা করিতে বলিয়াছেন, তোমার যাওয়াই উচিত। আমি তোমার সঙ্গে যাইতাম যদি নিষেধ না থাকিত।

বিপিনবিহারী কহিলেন, সেই সাধুটী নয় ত, যাঁহার কথা আপনি বলিয়াছেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, খুব সম্ভবত নয়, কেন না, কি জন্য জানি না তিনি দিনের বেলায় বাহির হন না। ইনি ত তোমায় দিনের বেলায় যখন ইচ্ছা দেখা করিতে বলিয়াছেন।

বিপিনবিহারী কহিলেন, আমরা ত সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে দেখিয়াছি, কই ত কোনও বাংলো দেখি নাই। দণ্ডিমল বলিল, "সাধু বলিয়াছেন, সেই গুহার নিকটে বাংলোতে তিনি থাকিবেন।' কেমন কেমন বোধ হইতেছে।

প্রেমানন্দ কহিলেন, হয়ত কোনও বাংলো আছে তোমরা দেখিতে পাও নাই। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশেই হউক, কিম্বা বৃক্ষাবলীর মধ্যেই হউক, কোথাও আছে, তোমাদের চক্ষে পড়ে নাই। যাইলেই সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

বিপিনবিহারী এ কথার কোনও উত্তর দিলেন না চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু তিনি বেশ জানেন, সেই গুহার নিকট কোনও 'বাংলো নাই।

যাহা হউক পরদিবস প্রত্যুষে সেই গুহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ভড়ুল গ্রামে আসিয়া মনে করিলেন, দণ্ডিমলকে সঙ্গে করিয়া লইবেন, কিন্তু স্মরণ হইল সাধু একাকী সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। সুতরাং সঙ্গে লওয়া হইল না।

গুহার নিকটে যাইয়া দেখিলেন, একটী পরিষ্কার বাংলো রহিয়াছে। দণ্ডিমল যাহার কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে বাংলোর বাহিরেই দেখিতে পাইলেন। তিনি বাহিরে পুষ্পবাটীকাতে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত। তিনি একবার মাত্র তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কোনও কথা না বলিয়া ভিতরে যাইতে বলিলেন। বিপিন বিহারী ভিতরে যাইয়া দেখিলেন, একটী জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ পরিধান কেবলমাত্র কৌপীন, এবং গাত্রে একখানি শ্বেতবর্ণের উত্তরীয়, গৃহমধ্যে একখানি পুস্তক পাঠে নিযুক্ত আছেন। পুস্তকখানি সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন বেদের কোনও অংশ বিশেষ। তাঁহাকে দেখিয়া, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ নিকটে উপবেশন করিতে বলিলেন, বিপিনবিহারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একখানি কুশাসনের উপর উপবেশন করিলেন।

তিনি আশীর্ব্বাদ পুরঃসর তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, তোমার বন্ধুর জন্য বিশেষ চিন্তিত হইও না। তিনি শীঘ্রই আসিবেন। এখনও বিপদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। তুমি যে বনমধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলে, সেই বন অতিক্রম করিলে যে পর্ব্বতময় প্রদেশে উপনীত হওয়া যায়, সেই স্থানেই তিনি আছেন। তুমি যে ঘণ্টারবে সাবধান হইয়া অধিক দূর যাও নাই ভালই করিয়াছ। তোমার কুলদেবতা তোমাকে ঐরূপে রক্ষা করেন। তোমারও উচিত, ঐ শব্দ যখনই শ্রবণ করিবে তখনই সাবধান হওয়া। ইহা তোমার এক সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন এমন সময়ে সেই বাহিরের পুরুষটী পর্ব্বতজাত পুষ্প সমূহদ্বারা একটী তোড়া প্রস্তুত করিয়া আনিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ সেই তোড়াটী লইয়া বিপিনবিহারীকে বলিলেন এই তোড়াটী প্রেমানন্দকে প্রদান করিবে এবং আমার শুভ ইচ্ছা তাঁহাকে জানাইবে। বন্ধুর জন্য অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছি এক্ষণে গমন করিতে পার।

বিপিনবিহারী কোনও কথা না কহিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ সাগরে মগ্ন হইয়া ভগ্ন গ্রামাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এরূপ জ্যোতি, শরীরের এরূপ লাবণ্যত মনুষ্যের হয় না। তিনি কি তাহা হইলে মর জগতের লোক নহেন? অন্যের নিকটে যাঁহা দেখিলেন তাঁহাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ যেরূপ ভাবে চলিয়া আসিতে বলিলেন তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না। বিপিনবিহারী ভাবিতে লাগিলেন তিনি কি তাহা হইলে জানেন, তাঁহার বন্ধু এক্ষণে কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? বলিলেন, তিনি এখনও বিপদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই। কি প্রকার বিপদ তাহাও ত জানিতে পারিলেন না। বন্ধুর সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন কিন্তু তাঁহার বিপদ সংবাদে সেই সহর্ষভাবে যেন কিঞ্চিৎ কালিমা রহিয়া গেল। ঐ বাংলোটীই বা কি প্রকারে ঐ স্থানে

প্রাদুর্ভূত হইল? তিনি ত কতবার ঐ স্থানে আসিয়াছেন, কই কখনও বাংলোটী দেখিতে পান নাই। আর উহা নূতনও নয় যে সম্প্রতি নির্ম্মিত হইয়াছে।

এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে ভণ্ডুলগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেদিন দণ্ডিমলের নিকটেই রহিলেন। মনে করিলেন আর একবার তাঁহার নিকট গমন করিয়া বন্ধু সম্বন্ধে দুই চারিটী প্রশ্ন করিবেন। এইরূপ মনে করিয়া বৈকালে পুনরায় সেইস্থানে গমন করিলেন। কিন্তু সে বাংলো ও নাই সে পুষ্পবাটিকাও নাই, এমন কোনও নিদর্শন পর্য্যন্ত নাই। অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। মনে করিলেন, সমস্ত ব্যাপার কি তাহা হইলে ভৌতিক। আমার কি দিক্‌ভ্রম হইয়াছে, তাহাও ত নয়। সেই গুহা রহিয়াছে, সেই নির্ঝরিণী রহিয়াছে, সেই সমস্ত বৃক্ষ রহিয়াছে, সেই স্থানের অন্যান্য সমস্তই রহিয়াছে, কেবল মাত্র বাংলোটী নাই। আমি বরাবরই জানিতাম, এখানে কোনও বাংলো নাই। তবে প্রাতঃকালে কি দেখিলাম। "পরক্ষণে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের জ্যোতির্ম্ময় বদন মনে পড়িল। সেরূপ মূর্ত্তি কি কখনও ভৌতিক শক্তিসম্পন্ন কাহারও হইতে পারে? ইহা দেবমায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

সে স্থানে দাঁড়াইয়া আর কি করিবেন আর একবার চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন এবং তৎপরে পুনরায় ভণ্ডুলগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ফুলের তোড়াটী ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে। পরদিন প্রাতে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া তোড়াটী প্রেমানন্দকে প্রদান করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। প্রেমানন্দ শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে দেবানুগৃহীত বলিয়া মনে করিলেন।

পরে বিপিনবিহারীকে কহিলেন, "আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম বুঝি বা তাহাই হয়।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি মনে করিয়াছিলেন?

প্রেমানন্দ বলিলেন, যে স্থানে তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্রখানি পাওয়া গিয়াছে সেই স্থানের কথা শুনিয়াই আমার মনে হইয়াছিল সেই প্রতাপশালী সাধুর হস্তে তিনি পতিত হইয়াছেন। তৎপরে যখন তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী

সেই দেবতা ঘটাবাদ্যে তোমাকে ঐ বনমধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন, ইহা শ্রবণ করিলাম, তখন ঐ ধারণা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইল। আবার আজ আসিয়া বলিলে কোন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিলেন, তিনি এখনও বিপদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন নাই। তাহা হইলেই দেখ তিনি কোনও বিষম বিপদে পতিত হইয়া থাকিবেন।

বিপিনবিহারী কহিলেন, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ত বলিলেন, যে তিনি শীঘ্রই আসিবেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, এই যা এক শুভ সংবাদ। তাহা না হইলে তোমার বন্ধু যদি সাধু হস্তেই পতিত হইয়া থাকেন তাহা হইলে বিষম বিপদেই পতিত হইয়াছেন, আমি শুনিয়াছি তাঁহার হস্ত হইতে প্রায় কেহই পরিত্রাণ পায় না।

বিপিনবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি তাহার সম্বন্ধে কিছু জানেন।

প্রেমানন্দ কহিলেন, বিশেষ কিছু জানি না। তবে যতদূর শুনিয়াছি তোমাকে ত সমস্তই বলিয়াছি। যাহা হউক শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেই মঙ্গল। যখন সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বলিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই আসিবেন, তখন আর বিশেষ চিন্তিত হইবার কারণ নাই। যেহেতু তুমি তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ বলিলে তাহাতে তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যশালী কোনও দেবতাবিশেষ বলিয়াই বোধ হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বিভূতি লাভ

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইবার পর ব্রহ্মচারী মহাশয় অপেক্ষাকৃত অধিক উদ্যম সহকারে সাধনে তৎপর হইলেন। রজনী চলিয়া গেলেই তিনি সাধনে বসিতেন আর প্রায় সমস্ত দিবস ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া থাকিতেন। আহারাদির জন্য কোনও চিন্তা ছিল না। কেবলমাত্র সাধনে দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন। ছয় মাস পূর্ণ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই,

ইহা তিনি জানিতেন। তজ্জন্য ক্ষণমাত্রও বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। রক্তাম্বরও আজ কাল অত্যন্ত উল্লাসিত, কেননা তাহা হইলে তাঁহার এক জন যোগ্য সহকারী লাভ হয়। তিনি মনে মনে জানেন এক্ষণে তিনি ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রাণনাশও করিতে পারেন কিম্বা তাঁহাকে যাবজ্জীবন অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু ইহা তাঁহার মনোগত ভাব নয়। তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বে তাহা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দীক্ষিত করিয়া আপনার দলভুক্ত করেন। তাহা হইলে তিনিও এক প্রকার নিশ্চিন্ত হন। কেননা তাহা হইলে রাত্রিকালে আর তাঁহাকে ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট আসিতে হয় না, আপনার ভাণ্ডারেই রজনী যাপন করিতে পারেন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্য একটী গুহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য শিষ্যগণের নিকট তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। একদিন তাঁহাদিগকে বলিলেন, আর পনর দিবস মাত্র অপেক্ষা কর, তাহা হইলেই তিনি এখানে আসিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিবেন। তোমরাও তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিতে পারিবে তিনি কিরূপ যোগ্য ব্যক্তি।

সেই দিন বৈকালে গগণমণ্ডল এরূপ মেঘাচ্ছন্ন হইল যে, দিবাভাগ রাত্রিকালের মত তমসাবৃত হইল। রক্তাম্বর দেখিলেন, রাত্রিকালের মতই অন্ধকার হইয়াছে। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া গুহা হইতে বহির্গত হইলেন। সকলকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে বলিয়া গেলেন। কেহ বা সন্তোষ সহকারে কেহ বা মনে মনে বিরক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কেন না, কেহ কেহ তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কি করিবে, তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোনও উপায় নাই সুতরাং নীরবে তাহার প্রভুত্ব সহ্য করিতেছিল।

রক্তাম্বর আসিয়া দেখিলেন, ব্রহ্মচারী মহাশয় ধ্যানমগ্ন। দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্তম্ভিত ও হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন, তাহা হইলে কি ইনি প্রত্যহই এরূপ করেন? মনে মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার ও হইল। তৎক্ষণাৎ নিজ ভাণ্ডারে একবার গমন করিলেন এবং কয়েকটী দ্রব্য সঙ্গে লইলেন। তাহার একটী প্রিয়শিষ্য তাহাকে এত শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। ত্বরিতগতিতে

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন একটী দ্রব্য দ্বারা আপনাকে সংরক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে অগ্নি কুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং তদুপরি একটী চূর্ণ নিক্ষেপ করিলেন। গৃহ ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ব্রহ্মচারী মহাশয় যেমন বসিয়াছিলেন তেমনি বসিয়া রহিলেন। দেখিয়া রক্তাম্বর আশ্চর্য্য হইলেন। নিকটে যাইয়া নাসিকার নিকট তুলা ধরিলেন, দেখিলেন, নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ। ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি ইনি আমার অধিকার হইতে চ্যুত হইলেন? আরও দুই চারিটী দ্রব্য নাসিকার নিকট ধরিলেন, কিছুই হইল না। গাত্রে হস্ত প্রদান করিতে সাহস করিলেন না। গুরুর আদেশ, কোনও শক্তিসম্পন্ন সাধুর গাত্রে হস্তক্ষেপ করিবেন না কিম্বা বলপূর্ব্বক কোনও অত্যাচার করিবার চেষ্টাও করিবেন না। যদি করেন, তাহা হইলে তাঁহার অর্দ্ধেক শক্তি কমিয়া যাইবে। অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল। মনে করিলেন, যাহাই হউক, ইহার অনিষ্ট করিতেই হইবে। ইহাকে লইয়া পর্ব্বত পার্শ্বে নিক্ষেপ করি। এইরূপ মনে করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয়কে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। কিন্তু অর্দ্ধেক শক্তি কমিয়া যাইবার ভয়ে তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিতে পারিলেন না। দুই চারি বার এইরূপ ইতস্ততঃ করিবার পর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ধ্যান ভঙ্গ হইল।

তিনি দেখিলেন, রক্তাম্বর তাঁহার নিকটেই বসিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। মনে করিলেন, তাহা হইলে ত আমি ধরা পড়িয়াছি। কতক্ষণ আসিয়াছেন তাহাও জানেন না। দেখিলেন, আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন। বুঝিতে পারিলেন মেঘ হওয়াতেই এইরূপ হইয়াছে। তিনি প্রত্যহ যখন সাধনে উপবেশন করেন বাহিরে যাইয়া আকাশ দেখিয়া তবে সাধন আরম্ভ করেন। আজও সেইরূপ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে আকাশে এক খানিও মেঘ ছিল না। বেলা তিনটার সময় মেঘ আসিয়াছিল। সাধনে বসিবার পর এইরূপ হওয়ায় তিনি জানিতে পারেন নাই। মনে মনে অত্যন্ত ভীত হইলেন। গুরুদেবকে স্মরণ করিলেন গুরুদেবের উপদেশ অনুযায়ী জগদম্বিকাকেও স্মরণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়—পুরুষকেও মনে পড়িল। তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে বল সঞ্চার হইল। দেখিলেন, রক্তাম্বর একটীও কথা বলিতেছেন না যেন ভীত হইয়া বসিয়া আছেন। মুখে একটু ক্রোধের চিহ্নও দেখিলেন

অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছিল তাহাও দেখিলেন। তাহা হইতে অল্প অল্প ধূম নির্গত হইতেছে দেখিলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অবশেষে রক্তাম্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন?

রক্তাম্বর কহিলেন, এই খানিকক্ষণ। তুমি কি প্রত্যহই এইরূপে সাধন কর?

ব্রহ্মচারী মহাশয় স্পষ্টই বলিয়া ফেলিলেন আজ্ঞে হাঁ।

রক্তাম্বর কহিলেন, আমাকে কিছু বল নাই কেন?

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আপনি হয়ত রাগ করিতে পারেন তাই বলি নাই।

রক্তাম্বর কহিলেন, তাই মধ্যে মধ্যে তোমার হাত কাঁপিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়। তাহা না হইলে প্রথম প্রথম যেরূপ কায করিতেছিলে, তাহাতে মনে করিয়াছিলাম, তুমি শীঘ্রই সিদ্ধ হস্ত হইবে। আমার বোধ হয় হইতেও পারিতে। কেবল ইহারই জন্য ব্যাঘাত হইতেছে। আমার সমস্ত উপদেশ কি তবে বৃথা হইল? ওরূপে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া কি হয়? একদিন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। তাহা হইলেই সাধনের চরম সীমায় উপনীত হইবে।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না। সে দিন রক্তাম্বর অধিকক্ষণ রহিলেন না। একবার মাত্র স্বর্ণ প্রস্তুত করিয়া চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মনে হইল যখন উনি সমস্ত জানিতেই পারিলেন তখন ... করিয়া কি হইবে? রক্তাম্বরের অন্ধকার রাত্রির ভাব ও অগ্নিকুণ্ড তে ধূম উত্থিত হইতে দেখিয়া মনে করিলেন, তিনি কি তাঁহার কোনও অনিষ্ট কামনা করিয়াছিলেন? এবং কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বলিয়া ওরূপ ভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন? জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের কথা স্মরণ হইল। তিনি বলিয়াছেন, আমি যখন অষ্ট বিভূতির কোনও একটী আয়ত্ত করিতে পারিব, তখন আর ... আমার প্রতি হিংসা করিতে পারিবে না। তাহা হইলে কি আমার ... হইয়াছে? ছয়মাস পূর্ণ হইতে এখনও পনর দিন বাকী ... পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, ব্যাপার কি?

এইরূপ মনে করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানস্থ হইয়া সঙ্কল্প করিলেন, মধ্য হইতে ভণ্ডুল গ্রামের নিকটে সেই গুহার মধ্যে যাইবেন। এবার সূক্ষ্ম শরীর নয়, স্থূল শরীর লইয়া ই গৃহমধ্য হইতে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বুঝিতে পারিলেন, কি জন্য রক্তাম্বর ঐ রূপে অভিভূত হইয়াছিলেন।

প্রায় ভোর হইয়াছে। চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জ্যোতিঃ পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

গুহাভিমুখে।

পূর্ব্বরাত্রিতে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দণ্ডিমল দুইটী গরু সঙ্গে লইয়া আপন ক্ষেত্রে গমন করিতেছিল স্কন্ধে লাঙ্গল। দূর হইতে সেই অন্ধকার গুহার মনুষ্যের মত কাহাকেও দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। সেই স্থান দিয়া কত যাতায়াত করিয়াছে, কখনও তাহার মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পায় না। কখনও ব্রহ্মচারী মহাশয় কিম্বা বিপিনবিহারী ঐ স্থানে বেড়াইতে তাহা হইলেও যখন আসিতেন তাহার সহিত দেখা করিয়া তবে ঐ স্থানে যা ব্রহ্মচারী মহাশয়ও নিরুদ্দেশ। বিপিনবিহারীও বন্ধুর নিরুদ্দেশ হওয়া অবধি আর তথায় যাইতেন না। কেবলমাত্র দুইবার কি তিনবার গিয়াছিলেন। তাহাও সে জানিত। বিপিনবিহারী যদি আসিতেন তাহা হইলে সে পূর্ব্বেই জানিতে পারিত। মনোমধ্যে এইরূপ আন্দোলন করিয়া দণ্ডিমল অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তাহার ইচ্ছা হইল একবার গুহার মধ্যে যায়। কিন্তু তাহা হইলে যে কাজে যাইতেছে তাহার ব্যাঘাত হয়। এইরূপে ইতস্ততঃ করিতে করিতে দণ্ডিমল দেখিল সেই গুহাভিমুখেই সে যাইতেছে। গরু দুইটী তাহাদের পরিচিত পথে যাইতেছিল। দণ্ডিমল তখন তাহাদিগকে গুহার নিম্নদেশে কোনস্থানে বৃক্ষে বদ্ধ করিয়া তাহাদের নিকট লাঙ্গলটী রাখিল এবং কৌতূহল পরায়ণ হইয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিল।

গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ব্রহ্মচারী মহাশয় কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। দণ্ডিমল ব্রহ্মচারী মহাশয়কে দেখিয়া যত না আশ্চর্য্য হইল, সেই পুরুষটীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিয়া ততোধিক আশ্চর্য্য হইল এবং ভাবিতে লাগিল ইঁনি মনুষ্য না দেবতা। নরলোকে কি এরূপ জ্যোতি সম্ভবে ?

ব্রহ্মচারী মহাশয় তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, তুমি একবার আমাদের আশ্রমে যাইতে পার ?

দণ্ডিমল তৎক্ষণাৎ গুহা হইতে বহির্গত হইয়া গেল। কাহাকে কি বলিবে কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। অর্দ্ধেক পথ যাইয়া তাহার যেন সংজ্ঞা হইল। তখন মনে করিল, এখন গুহার পথে যাইতেও যতক্ষণ, উঁহাদের আশ্রমে যাইতেও প্রায় ততক্ষণ, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমেরদিকেই গমন করিতে লাগিল। আশ্রমে যাইয়া বিপিনবিহারীকে দেখিতে পাইল। সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন এবং বন্ধুর সংবাদ পাইয়া হৃষ্টচিত্তও হইলেন। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, তিনি কে। প্রেমানন্দের নিকট যাইয়া তাঁহাকে শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, একবার জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখেন।

দণ্ডিমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মচারী মহাশয় কি, ইঁহাকে একা যাইতে বলিয়াছিলেন ?

দণ্ডিমল কহিল, আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিয়া এরূপ অভিভূত হইয়াছিলাম যে, কেন তিনি আমাকে আপনাদের নিকট আসিতে বলিলেন, তাহা জিজ্ঞাসাও করি নাই। অর্দ্ধেক রাস্তা আসিয়া আমার মনে পড়িল যে তিনি আপনাদের নিকট আসিতে বলিয়াছেন।

প্রেমানন্দ তখন ভাবিতে লাগিলেন যাইবেন কি না ? জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিবার জন্য তাহার অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। তিনি বিপিনবিহারীর সঙ্গে চলিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

—:o:—

সম্মিলন।

রক্তাম্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় সেই গুহামধ্যে যখন একাকী বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় উঠিয়া প্রণাম করিলেন। পরে উভয়ে সেই পতিত প্রস্তর খণ্ডের উপর উপবেশন করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, আর যদি দুই দিবস পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিতেন, যে তুমি প্রত্যহ ঐ রূপে সাধন করিতেছ, তাহা হইলেই তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইত। তিনি অগ্নিকুণ্ডে যে দ্রব্য প্রদান করিয়াছিলেন, বিভূতি সিদ্ধির কয়েক দিবস পূর্ব্বে তাহার ধূম শরীরে লাগিলে মনুষ্য আর ক্ষণকালও জীবিত থাকে না। তুমি তখন ধ্যানস্থ ছিলে কিছুই জানিতে পার নাই। ধ্যান ভঙ্গের পরেও অগ্নিকুণ্ড হইতে যে ধূম নির্গত হইতেছিল, আঘ্রাণেও তোমার যাবজ্জীবন অকর্ম্মণ্য হইবার সম্ভবনা ছিল। কিন্তু তুমি তখন বিভূতি সিদ্ধ হইয়াছ তাই কিছুই হইল না। আমি সমস্তই জানিতে পারিতেছিলাম। মনে করিলেই তিনি আসিবার পূর্ব্বে তোমার নিকট আসিয়া ধ্যান ভঙ্গ করিয়া তোমাকে সাবধান করিতে পারিতাম। কিন্তু দেখিলাম, তোমার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না, তাই আসিলাম না।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন, আপনার জন্যই আমি রক্ষা পাইলাম। আপনি যদি যথাসময়ে আসিয়া আমাকে সাবধান করিয়া না দিতেন এবং তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় বলিয়া না দিতেন, তাহা হইলে হয় ইহলীলা সম্বরণ করিতে হইত, নয় ত এ জীবন তাঁহার আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মত থাকিতে হইত।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, আমি আর কি করিলাম, বল। তুমি আপন সাধন বলেই রক্ষা পাইয়াছ। তুমি যদি দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে সাধনে নিবিষ্ট চিত্ত না হইতে, তাহা হইলে আর আমি কি করিতে পারিতাম। আর যদি এরূপ

মনে কর যে অপর কেহ তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে, যিনি সর্ব্ব কারণের কারণ তিনিই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।'

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন অবশ্য ইহা স্বীকার করি, তিনিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন কিন্তু আপনি মধ্যে ছিলেন। আমি তজ্জন্য আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

এমন সময়ে দণ্ডিমল গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দেখিয়া তাহার কি প্রকার অবস্থা হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

দণ্ডিমল চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কহিলেন, তোমাকে আমি দর্শন দিয়াছি; তোমার বন্ধুকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিয়া একদিন তাঁহার সহিতও সাক্ষাৎ করিয়াছি। আবার এই একটী লোক আসিয়া আমাকে দেখিয়া গেল। আবার হয় ত কে আসিয়া উপস্থিত হইবে। আমি এক্ষণে চলিলাম। তোমার ইচ্ছা হইলেই এক্ষণে আমরা যেখানে আছি সে স্থানে যাইতে পারিবে এবং আমার দেখা পাইবে।

এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তিনি অন্তর্হিত হইলে ব্রহ্মচারী মহাশয় আর গুহার মধ্যে থাকিয়া কি করিবেন এই ভাবিয়া ভতুল গ্রামে যাইয়া তথাকার প্রজাদের সহিত দেখা করিলেন। তাহাদিগের সহিত দুই চারিটী কথা কহিয়া আশ্রমাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। পথে প্রেমানন্দ বিপিনবিহারী এবং দণ্ডিমলের সহিত দেখা হইল।

পরস্পর সম্ভাষণ অভিবাদনাদির পর ব্রহ্মচারী মহাশয় প্রেমানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কষ্ট করিয়া আসিলেন কেন?

প্রেমানন্দ কহিলেন আমার একবার ইচ্ছা হইল যে, সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে একবার দেখিব, তাই যাইতেছিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় কহিলেন তিনি ত চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জন্যই এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

তখন তিন জনে কথোপকথন করিতে করিতে আশ্রমাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। বিপিন বিহারীর সহিত সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের কিরূপে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা বলিলেন। ফুলের তোড়াটীর কথা বলিতেও ভুলিলেন না।

দণ্ডিমলের তখন গরু দুইটী ও লাঙ্গলের কথা মনে পড়িল। তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া দণ্ডিমল প্রস্থান করিল।

আশ্রমে আসিয়া মধুসূদনের পত্রখানি দেখিলেন। পত্রখানি তিনি সূক্ষ্ম শরীরে দেখিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িল। তখন কেবলমাত্র শিরোনামা লেখা হইয়াছিল। দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, সেইখানিই আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর দিলেন।

পত্রখানি মধুসূদনের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মধুসূদন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সমস্ত কার্য্যই করিতেছিলেন বটে কিন্তু পূর্ব্বের মত আগ্রহ সহকারে নহে। ব্রহ্মচারী মহাশয়কে পত্র লিখিয়া উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন। যখন দেখিলেন, পত্রের উত্তর আর আসিল না তখন মানসিক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া একদিন বড় ছেলেটীকে বলিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তাহাকে সমস্ত কার্য্য শিখাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার বয়স এক্ষণে উনিশ কুড়ি বৎসর হইয়াছে। ইংরাজীতে চিঠিপত্র লিখিতে পারে।

মধুসূদন কহিলেন, এক্ষণে বালকদিগের আরও দুই চারিটী চলিয়া যাইতে চাহে। তাহারা সূত্রধরের কার্য্য শিখিয়াছে। একটী সূচিকর্ম্মে অত্যন্ত দক্ষ হইয়াছে। যাহাদের লেখাপড়ায় মন আছে কেবল তাহারা যাইতে চাহে না। তাহারা বুঝিয়াছে, আশ্রমবাটী তাহাদিগেরই হইবে তাই তাহারা নিশ্চিন্ত মনে লেখা পড়া শিখিতেছে। সাধারণের সহানুভূতি কিছু কমিয়া গিয়াছে। আশ্রম-সংলগ্ন ভূমি হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা হইতে আশ্রমের অনেক সুবিধা হয়।

ব্রহ্মচারী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ হঠাৎ চলিয়া আসিলে কেন?

মধুসূদন কহিলেন, পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম। যখন দেখিলাম যে উত্তর আসিল না তখন আর থাকিতে পারিলাম না। তাই চলিয়া আসিলাম।

ব্রহ্মচারী মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং বলিলেন, তা ভালই করিয়াছ? বালকেরা বড় হইয়াছে, আপন আপন কার্য্য বুঝিয়া লউক। আমি তোমাকে আসিবার কথাই লিখিয়াছি।

এই কথা বলিয়া যে জন্য উত্তর দিতে পারেন নাই, সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। মধুসূদন শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

মধুসূদনের জন্য একটী গুহা বাসোপযোগী করিয়া লওয়া হইল।

রক্তাম্বরের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অবধি ব্রহ্মচারী মহাশয় আর বৃথা সময় নষ্ট করেন না। নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আর গুহা হইতে বহির্গত হন না। পরিশেষে এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে, আহার্য্য দ্রব্য পর্য্যন্ত বিপিনবিহারী তাঁহার নিকট দিয়া আসিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে উভয়ের যা কিছু কথা-বার্ত্তা হয়।

একদিন বিপিনবিহারী বিষণ্ণবদনে বলিলেন, তুমিত ভাই এক রকম কায গুছাইয়া লইলে। আমার কি হইবে?

পরিশিষ্ট।

—:০:—

প্রেমানন্দ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় সেইরূপ গুহাভ্যন্তরে সাধনে নিবিষ্ট থাকেন। বিপিনবিহারী ও মধুসূদন আশ্রমের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন।

শ্রী:——

বুড়োর কথা।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৪)

সুনির্ম্মল কাঞ্চন শ্রীরাধিকার কষ্টি পাথরই শ্রীকৃষ্ণ, তাই তাঁর কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যথা অতকাল ধরিয়া সহিতে হইয়াছিল, কারণ, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদই কৃষ্ণ-প্রেম-পরীক্ষা। সেই অসীম অমেয় শ্রীরাধা-প্রেম-পরীক্ষা করে কার সাধ্য শ্রীকৃষ্ণ বই, সেই

আবার একি হেরি ভোলার আকার,
স্পন্দনের চিহ্ন নাহি দেহে তার,
(এ যে) ঠিক্ শবাকার, স্থির নির্ব্বিকার.
কোন ভাবে হ'ল নিমগন।

এ ভাব্ বুঝ্বার নয়, বলিবার নয়,
অনুভবের যদি যোগ্য কিছু হয়,
(এ ভাব) যে জন বুঝেছে, সেই ত মজেছে,
বলিতে বাক্ তার না হয় স্ফুরণ।

শঙ্কর বক্ষে শ্রীচরণ-কমল,
দেখিবার সাধ যদি হয় প্রবল,
তবে, ভাব ভক্তি কেবল কর রে সম্বল,
(কর) জ্ঞান-আঁখির উন্মীলন।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে,
সোনামুখী—গরীব ভাণ্ডার।

প্রেম-ভিখারী।

—:০:—

(১)

শুনি বিভো।
তুমি বড় দয়াময়,
দীনের পরম বন্ধু।
অকুণ্ঠ করুণা দানে,
তুমি করুণার সিন্ধু॥

(২)

থাকিতে অনন্ত রাশি,
বিশাল বিশ্ব ভবনে।
কেন না দিতেছ কিছু,
দীন হীন অভাজনে॥

কণামাত্র ভক্তি তব পেলেগো কৃপায়
অধম অক্ষম হীন, তবু দিন যায়।
ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যসুখে,
নামমাত্র ধরি মুখে আনন্দের সার।
নিমেষের তরে যিনি পান তাঁর তার।
কণা-মাত্র ভক্তি যদি দাও বাধাবাধি,
নীচ অকিঞ্চন জানি,
তবু দুঃখ নাহি মানি,
শিশুর অঞ্চলদুখে,
স্তন্য মাত্র ধরি মুখে,
ভুলি সব দারুন দুখে।
কৃষ্ণ-নাম স্তন্য-দান
থামায় ক্রন্দনতান,
আঁচরে দুলায় আঁখি,
সুখাবেশে মাখামাখি,
জুড়ায় যত দুখ-জ্ঞান
ও সে ঘুম-পাড়ানে গান।
কৃষ্ণ নামৌষধ-পান
বাঁচায়, মুমূর্ষু, মান,
অব্যর্থ সে পরিত্রাণ,
জানে যার জর্জ্জর প্রাণ,
ছিন্ন ভিন্ন অভিমান,
পদাঘাতে মৃতপ্রায়,
বাঁচেমাত্র মৃত্যুর আশায়।

(৮)

কৃষ্ণ যেমন অনন্ত তাঁর ভক্তরাও তেমনি অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত প্রকার। অনন্ত হইয়া কি তিনি একই ধাঁজের, একই ছাঁদের, একই ভাবের ভক্ত তৃপ্ত

থাকিতে পারেন্ কখন ? তাহা হইলে যে তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্রের অনন্ততা আর থাকে না, সামান্য সাধারণ ভক্তেরা তাঁর একই ছাঁচের একই রকমের লক্ষিত হইলেও হইতে পারেন, তাও ঠিক নয় ; বট-পত্রে বট পত্রে, সমজাতীয় পুষ্পে-পুষ্পে, যমজ সন্তানে সন্তানে বিভিন্নতা যেমন হঠাৎ দৃষ্ট হয় না, ইঁহাদের মধ্যেও তেমনি প্রভেদ প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত। পার্থক্য ইঁহাদের অনেকটা অলক্ষ্য বলিয়া দেখায় যেন সকলেই ইঁহারা সমরূপী সকলেই তিলক-ধারী, নামাবলী-মণ্ডিত, মৎসমাংসত্যাগী, সঙ্কীর্ত্তন নর্ত্তনে—হরিগীতিতাণ্ডবে উদ্‌ভ্রান্ত, উন্মত্তবদুৎসাহী। কিন্তু কৃষ্ণের অসামান্য ভক্তদিগের সকলেরই চালচলন সুস্পষ্টভাবে সম্পূর্ণ পৃথক—কেহ নির্ম্মল নিকুঞ্জনিবাসী, চন্দন-চর্চ্চিতদেহ, পুষ্প-সুশোভিত, যেন স্বর্গীয় সাক্ষাৎ শুচি, প্রত্যক্ষ পবিত্রতা, কেহ অপবিত্র শ্মশানমশানচারী, শবাসন, কঙ্কালমালী ; কেহ মৌনী, কেহ কৃষ্ণকথায় অনর্গল বাগ্মী, বা কৃষ্ণগুণগানে অহর্নিশাসক্ত, কেহ সংসারী, কেহ সন্ন্যাসী, কেহবা চিরসমাধিস্থ শব-সন্নিভসাধু, কেহ নারদ কেহ দুর্ব্বাসা, কেহ শঙ্কর, কেহ বা অর্জ্জুন। যিনি যে প্রকারের ভক্ত হোন না কেন, অন্য প্রকারের কাহাকে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদবী ভক্ত জ্ঞান করিলেই তাঁর কিছু ভক্তিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী ; কারণ, এই তারতম্য বিচারে এক কৃষ্ণ বই, একএবাদ্বিতীয় কৃষ্ণই আর কাহারও অধিকার ন কৃষ্ণময় ত্রিভুবনে ভক্তরূপী এক ভগবানের অপেক্ষা ভক্তরূপী অন ভগবানকে ক্ষুদ্র বলিতে পারে কার সাধ্য ? ভক্তে ভক্তে, কৃষ্ণে কৃষ্ণে তারত[illegible] করে কার এত সাহস ? সাধা সাধন, কেবলমাত্র অহঙ্কারের, যাহার অ[illegible] অজ্ঞানে বা সুজ্ঞানে ভগবৎগৌরবলাভের নিরন্তর উদ্যোগ। সজ্ঞান উদ্যোগের সর্ব্ব প্রধান উদ্যোগী খৃষ্টানের 'সয়তান', পারসিকের 'অহ্রমজ্দ', হি[illegible]র [illegible] মায়া, বা মায়ামোহান্ধ কংস রাবণ হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি। অজ্ঞান উ[illegible] অসংখ্য উদ্যোগী—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রায় সকলেই, নহেন কেবল যাঁহা[illegible] যাঁর শক্তি সামর্থ্য পূণ্যধর্ম্ম, ভক্তিপ্রেম পর্য্যন্ত সকলই শ্রীকৃষ্ণ। [illegible] কিছুই তাঁর নাই, শক্তিসামর্থ্য তাঁর কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ভক্তিপ্রেম যাঁর [illegible] ভিক্ষা। নিজের তাঁর কিছুই নাই, অহং, স্বাতন্ত্র্য তাঁর নাই বলিলেই [illegible] মাত্র অহং, নির্জ্জীবভাবে, সেবকের সেবাসুখোপভোগে—ভক্তিসুধাস্বাদে। যখন বৈষ্ণব কৃষ্ণময় ত্রিভুবন দেখিতে আরম্ভ করেন, তখন কি কোন তারতম্য

বিচারের আর প্রবৃত্তি কিছুই থাকিতে পারে? যখন একমেবাদ্বিতীয়কৃষ্ণে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত দেখিতে থাকেন, যখন এক কৃষ্ণের অনন্তমূর্ত্তি জীবে জীবে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজিত দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া রহেন, তখন, কি আর কৃষ্ণে কৃষ্ণে, ভক্তে ভক্তে তারতম্য করিবার প্রবৃত্তি কিছুমাত্র থাকিতে পারে? তখন কৃষ্ণের সৃষ্টির সবই অনিন্দ্য, অভ্রান্ত, অন্যুনজ্ঞানে বিচারাসনে বসিয়া ভক্তের ভক্তি তৌল করিতে বা দোষীকে দণ্ড দিতে, বা উচ্ছৃঙ্খলকে শাসিত রাখিতে সংক্ষেপে, কৃষ্ণের যদিকিঞ্চিদপি কর্ত্তৃত্ব করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়েন। শাসন, দমন, দণ্ডন দর্পহরণ, দোষপর্য্যবেক্ষণ, বা গুরুর গৌরবে শিক্ষা দানও ভক্তের কর্ম্ম নয়, কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্ব, রাজত্ব, গুরুত্ব ভক্তের কার্য্য নয়, ভক্ত ভগবানের এসব কার্য্যের আমলা নন, কারণ, গুরু মহত্ত্বভাবের যতটা অভ্যুন্নতি হইতে থাকে, ভক্তিভাবের ঠিক ততটা অধোগতি হইতেই হবে, কোন ভুল নাই। ভক্তের কার্য্য মাধুকরের ন্যায় অহর্নিশ প্রেম-মধু সঞ্চয় লোকারণ্যের লোকপুষ্পে-লোকপুষ্পে-পুষ্পাসব আহরণই প্রেমিকের প্রকৃত কৃষ্ণপূজা, ইহাই জনে জনে বিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষ কৃষ্ণের প্রভূত, প্রচুর, অমেয় প্রেমমধুসংগ্রহ, ইহাই বৈষ্ণব মধুকরের প্রকৃত মাধুকরী যথার্থ যাচঞা। মুষ্টিভিক্ষা মাধুকরীর বহির্ভাব মাত্র। মুষ্টি-ভিক্ষা দাতার দয়াস্নেহের স্থূলদেহ বা বাহ্যস্ফূর্ত্তি বলিয়াই বৈষ্ণব ইহার প্রয়াসী। মুষ্টিভিক্ষার যৎকিঞ্চিৎ চাউল কড়ির প্রার্থিত বৈষ্ণব নন, মুষ্টি ভিক্ষার অন্তর্নিহিত, অন্তর্লীন যৎকিঞ্চিৎ দয়া প্রেমের জন্যই বৈষ্ণব লালায়িত। ইহাই মাধুকরীর নিগূঢ় অর্থ, ইহাই মাধুকরীর সেই সেকেলে সম্মান। আহার্য্য সংগ্রহ ইহার স্বাভাবিক উদ্দেশ্য হইতে পারে না ভক্তের আহার আপনি আইসে বলিয়া, অন্বেষণ করিতে হয় না। যিনি অন্বেষণ করেন তিনি নিশ্চয়ই অবিশ্বাসী, বৈষ্ণব নন, বৈষ্ণবের অনুকরণ মিথ্যা-ভাণ মাত্র। ভক্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার জন্য নয়, কৃষ্ণনাম শুনাইবার জন্য ভ্রমণ করেন। ভক্ত ভিক্ষার ছলে ভালবাসা বা দাতার প্রীতিমাত্র চান, ভিক্ষা কেবল সেই প্রীতির স্থূল শরীর—প্রত্যক্ষ প্রতিরূপ মাত্র। ভালবাসাই বৈষ্ণবের ভগবান ইহা অনন্ত, সর্ব্বজীবব্যাপী, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাতেই স্বর্গ রাজ্য, স্বর্গের সংসার সুশাসিত—সুচালিত, কিন্তু মর্ত্ত্যের সংসার, মর্ত্ত্যের রাজত্ব শুদ্ধ ভালবাসায় একেবারেই অচল বলিয়া, রাজা, ধনী, কর্ত্তৃত্বকারী-মাত্র কৃষ্ণবিশ্বাসী হইতে পারেন, কৃষ্ণভক্ত হওয়া নিতান্ত সুকঠিন। অতুল বলবিক্রম,

অসামান্য শাসনসংরক্ষণে, অমেয় অন্নবস্ত্রদানে, উঁহারা কৃষ্ণশক্তি বা কৃষ্ণত্বের পরিচয় কিছু দিতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত হওয়া যে উঁহাদের অনেকটা অসম্ভব একথা প্রায় সকলের মুখেই শুনা যায়। আজ কালের আদর্শ অনুকরণীয় খৃষ্টানের মুখে শুনিলে অনেকের যেন কিছু বেশি বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে বলিয়া, প্রবন্ধান্তে খৃষ্টিয় গ্রন্থ হইতে যৎকিঞ্চিদুদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারা গেল না।

আমরা অনেককেই ভক্ত বলিয়া থাকি কখন আদর করিয়া কখন সম্মান করিয়া, কখন তোষামোদ করিয়া, কখনবা ভক্ত চিনিবার জ্ঞানাভাবে, ভক্ত উপাধি কিন্তু সকলেরই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠোপাধি। ভক্তোপাধিকের, নিশ্চিন্ত, চিরসন্তোষ, সদানন্দভাব এতই কি সুলভ যে যাকে তাকে উহা দেওয়া যাইতে পারে? ভক্তের নিত্যোৎসব, ভক্তের নিত্যানন্দ ভক্তের নাচিয়া কুঁদিয়া জীবন যাপন, প্রফুল্ল বালকের ন্যায় চালচলন, শাশ্বদানন্দময় জীবন, সেই সেকেলে বৃন্দাবনে একবার দেখা গিয়াছি। আর এই একেলে শ্রীচৈতন্য সঙ্গীসেবকগণ, সেই সেদিন দেখাইয়া গিয়াছেন যে সঙ্কীর্ত্তন নৃত্যে ভক্ত তন্ময় হইলে দিবারাত্রি হনে এতই অতুল অনির্ব্বচনীয় সুখ যে অর্থব্যয় আহারনিদ্রা শয়নবিশ্রামেরও প্রয়োজনবোধ হইতে পারে না, এখন আর কি উহা আবার আসিতে পারে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষাবির্ভাব ভাবে? আজকালের নাচনকুঁদন প্রায়ই আনন্দ বিহীন কসরৎ মাত্র অতএব নাস্তিক জগতের উপহাস্য অতএব অবিশ্বাসী দর্শকগণের আকৃষ্টভাবে দর্শনীয় আনন্দ আর বড় না বলিলেও বলা যাইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণদাস কবিরাজ।

---

*The centurion answered and said Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof; for I am a man under authority, having soldiers under me and I say to this man go, and he goeth, and to another come, and he cometh and to my servant, Do this and he doeth it. St. Matthew

"Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have

মহারাজ প্রতাপরুদ্র।

——:০:——

"আমি কৃষ্ণলাভ করিব' এই যাঁহার দৃঢ়পণ, সংকল্প বা ব্রত তিনি নিশ্চয়ই কৃষ্ণলাভ করিতে পারেন। অটল সংকল্পরূপ অচল হইতে উদ্যম নির্ঝর অবিরল ধারায় প্রবাহিত হয়। তাহার স্রোতোবেগে মায়ার প্রস্তরচাপা অপসৃত হইয়া ভগবৎ কৃপামণির ঝলমলি প্রকাশ পায়। প্রাপ্তি কৃপামূল হইলেও কৃপাশক্তি অন্তস্থলে থাকিয়া বাহিরে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ ঘটায়। তখন আমরা বলি ইচ্ছাশক্তির স্পন্দনরূপ সাধনবলে সাধক সিদ্ধ হইয়াছেন বস্তুতঃ ইচ্ছাশক্তি অপ্রাকৃত কৃপাশক্তির প্রাকৃত তনুমাত্র। ইচ্ছাশক্তি মূলক সাধন কৃপাশক্তির আলোড়ন মাত্র। সাধন ভগবৎ কৃপার তরঙ্গ বা বাহ্যবিকাশ মাত্র। জলমগ্ন মীনের অঙ্গ সঞ্চালনে যেমন জল আন্দোলিত হয়, তাদৃশ কৃপার গুপ্তস্ফূর্তিতে কতকগুলি কর্ম্ম খেলে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের সান্নিধ্যসূত্রে পুরুষোত্তমের রাজা প্রতাপরুদ্রের অঙ্গে কৃপাবাতাস লাগিয়াছে, অমনি তাহা নিগূঢ় কারণরূপে তাঁহার চিত্তে সৌভাগ্যের স্বর্ণবর্ণে সঙ্কল্প অঙ্কিত করিয়াছে। উহাই সাধনার সূত্র। 'শ্রীগৌরাঙ্গের রাঙ্গা চরণ দুখানি কেমনে লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিব।"—প্রতাপরুদ্রের ভিতর

---

treasure in heaven and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful for he had great possessions. Then said Jesus unto his disciples, Verily, I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the Kingdom of heaven. And again I say unto you it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter the Kingdom of God' St Matthew.

But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation"—St Luke.

গৌরকৃপাদেবী এই সংকল্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এহেন অপ্রাকৃত প্রতিজ্ঞার আদর্শ ক্ষত্রিয়কুলতিলক মহারাজ প্রতাপরুদ্র রাখিয়া গিয়াছেন। একে শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপামৃতবর্ষণ দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয় হৃদয়, স্বতঃই আবেগময়, বলদৃপ্ত এবং অটল।

প্রতাপরুদ্র মিলনে শ্রীগৌর ভগবান যে সকল লীলাভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন, তদাস্বাদনে যে সুখ সে সুখে বঞ্চিত হইতে কোন ভক্তই বাঞ্ছা করেন না। সে লীলা ভঙ্গিমা শ্রীরাসলীলার অনুরূপ বটে। শ্রীকৃষ্ণ যমুনাপুলিনকুঞ্জে থাকিয়া বংশী বাজাইলেন, বংশীধ্বনি শুনিয়া কুরঙ্গিনীবৎ গোপাঙ্গনাকুল আকুলপ্রাণে মিলিবার জন্যে ধাইয়া আইলেন। সমাগতা গোপীগণকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণ ছল পাতিলেন এবং প্রতিকূলভাব ধারণ করিলেন। বংশীধ্বনি অনুকূলতা প্রচার করিতেছেন, কিন্তু অধরবাণী পরে প্রতিকূলতা বিজ্ঞাপিত করিলেন,—কি বিষম সমস্যা। প্রতাপরুদ্রের দশাও তাদৃশী। কৃপার অন্তঃস্রোত মুরলী রবের ন্যায় প্রাণে লাগিয়াছে, বড়শীর ন্যায় বিঁধাইয়া প্রাণ আকর্ষণ করিতেছে, অথচ বহির্লীলায় শ্রীগৌরগোবিন্দ প্রভু প্রতিকূল আচরণ করিয়া আরো যেন কিছু বাকী আছে তৎপ্রতি সঙ্কেত ইঙ্গিত করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের গুপ্ত কৃপারসে প্রতাপরুদ্র সোনা হইয়াছেন, কিন্তু এখনো পোড়খান নাই। বিষয়ের মল সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। শ্রীকৃষ্ণের জীবে ভাবীচাতুর্য্য কেবল সোনার অনলে পরখ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু নীলাচল হইতে দক্ষিণদেশ যাত্রা করিলে, একদা রাজা প্রতাপরুদ্র সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমকে অতি সম্মান সহকারে আনাইলেন। পণ্ডিত আসীন হইলে তাঁহাকে রাজা নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিতে পাই গৌড়দেশ হইতে এক মহাকৃপাময় পুরুষ আপনার গৃহে আসিয়াছেন, তিনি নাকি আপনাকে বহু কৃপা করিয়াছেন। আমি তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারি কৃপাপূর্ব্বক তাহার সুবিধা করিলে কৃতার্থ হই।" ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ, আপনি যাহা শুনিয়াছেন সব সত্য, কিন্তু আপনার দর্শনলাভ সুকঠিন বলিয়া দুঃখিত আছি। কারণ তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, সতত নির্জ্জনে থাকেন; তিনি স্বপ্নেও রাজ দর্শন করেন না। যাহা হউক, তবু কোনমতে দর্শন করাইতাম। কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ গমন করিয়াছেন।" রাজা কহিলেন, "তিনি জগন্নাথ ছাড়িয়া অন্যত্র গেলেন কেন?"—তদুত্তরে সার্ব্বভৌম বলিলেন, "মোহান্তগণের

এই এক লীলা, তাঁহারা তীর্থ পবিত্র করিতে তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং তৎসূত্রে বহু বহু পাবানিস্তার করেন।" রাজা কহিলেন, "আপনি তাঁহাকে এখান হইতে যাইতে দিলেন কেন? কোনমতে কি রাখা যাইত না? তাঁহার পায় পড়িয়া যত্ন করিলেও কি রাখা যাইত না?" তখন ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "মহারাজ, তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, স্বতন্ত্র, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, পরতন্ত্র নহেন। তাহা জানিয়াও রাখিতে বহু যত্ন করিয়াছি, ঈশ্বরের স্বতন্ত্রভাব, লোকাপেক্ষা নাই।" রাজা কহিলেন, "ভট্টাচার্য্য আপনি বিজ্ঞশিরোমণি আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া মানিতেছেন তখন তৎসম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, (এই প্রভুর কৃপালক্ষণ) কিন্তু এক কথা, পুনরায় যখন তিনি এস্থানে পদার্পণ করেন, তখন যেন তাঁহাকে এক বার দর্শন করিয়া নয়ন সফল করিতে পাই, আমার প্রতি এ কৃপায় বিস্মৃত হইবেন না।" ভট্টাচার্য্য কহিলেন "তিনি শীঘ্রই আসিতেছেন, তাঁহার জন্যে একখানি নির্জ্জন বাসগৃহ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা আবশ্যক।" রাজা উৎসুকচিত্তে কহিলেন, "কাশীমিশ্রের ভবনে সুন্দর সুবিধা হইবে।" অদ্য এপর্য্যন্তই আলাপ। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রত্যুদ্গমনের ও অভ্যর্থনার বিরাট আয়োজন চলিতে লাগিল; কিছুদিনে প্রভুর আগমন হইল। নীলাচল-লীলাস্থলকমলে পুনরপি মধুসঞ্চার হইল। মধুবন্দগন্ধামোদে ভক্তালিদল মাতিয়া উঠিল। নীলাচল শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীপদনখইন্দুপরশে শোভিছল, তাহা আবার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রেমসুধাকিরণে বর্ষিত হইয়াছেন। মরি, কি শোভা। মরি, কি আনন্দ। প্রেমসিন্ধু সলিলসিন্ধুর মাখামাখি, প্রেমসিন্ধু ও সলিলসিন্ধুর তরঙ্গকল্লোল মিশামিশি।

ভাবসিন্ধু শ্রীগৌরপূর্ণেন্দু কাশীমিশ্রের গৃহ আলোকিত করিয়া আছেন। ভক্তচকোর রাজী সতত সুধাপানে বিভোর আছেন। সুযোগ পাইয়া একদিন ভট্টাচার্য্য কহিলেন,— প্রভো, যদি অভয় দেন, এক কথা নিবেদন করি।"— প্রভু কহিলেন—"নির্ভয়ে তুমি বল যোগ্য হইলে কথা রাখিব।" সার্ব্বভৌম কহিলেন, "তোমাকে মিলিবার জন্যে রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাণে উৎকণ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিলাম।"—অমনি প্রভু কর্ণে হস্ত দিয়া নারায়ণ স্মরণ করতঃ বলিলেন "সার্ব্বভৌম, এমন অযোগ্য বচন কেন বলিতেছ? বিরক্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন ও স্ত্রী দর্শন এই উভয় বিষভক্ষণ তুল্য।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, "তা সত্য বটে প্রভু, কিন্তু রাজা হইলেও তিনি ভাগবতোত্তম জগন্নাথ সেবক।"

প্রভু কহিলেন, "ভক্তিমান হইলেও রাজা পীযূষপায়ী কালসর্পবৎ বিষবিকার উদ্‌গীরণ করে। কাষ্ঠময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি স্পর্শেও চিত্তবিকার উপজাত হয়। সুতরাং আমাকে দ্বিতীয়বার এমন অনুরোধ করিও না, করিলে নিশ্চয় আমার এস্থানে থাকা হইবে না।"

সাক্ষীগোপাল রাজা পুরুষোত্তমকে কৃপা করিয়াছেন। গজপতির প্রতি প্রভু জগন্নাথের সতত অপার কৃপা। দস্যু রাজা বীরহাম্বীরকেও পরে কৃপা করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির, অম্বরীষ প্রভৃতিও রাজা ছিলেন। তবে এমন উত্তম ভক্ত রাজা এই দোষে প্রভুর উপেক্ষণীয় কেন?—না, ভক্ত যেজন, তিনি রাজা হউন বা প্রজা হউন কালসর্পবৎ গণ্য হইতে পারেন না, তিনি প্রভুর উপেক্ষিত নহেন। মৌখিক উপেক্ষার ভান কেবল ছল মাত্র। বিষয়ীর স্পর্শ ভক্তপক্ষেও বিরক্ত সন্ন্যাসী পক্ষে ভীষণ ও অকর্ত্তব্য বলিয়া নিজভক্তগণে প্রভু শিক্ষা দিয়াছেন। বিষয়ি স্পর্শেও কি নিত্যনির্ব্বিকার চিদ্দেহময় মহাপ্রভুর বিকার জন্মিতে পারে? সুতরাং উহা কেবল ছলনা মাত্র। মহাপ্রভুর এই উক্তির তাৎপর্য্য স্বরও আছে,—প্রভু অন্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ, তিনি জানেন এখনও রাজা প্রতাপরুদ্র বিষয়ের আবিলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হন নাই। তিনি ক্রমশঃ লালসার বর্দ্ধিষ্ণু ধারায় বিষয়মল বিধৌত করিবেন, ইহা প্রভুর গূঢ়োদ্দেশ্য ও কৃপা।—ইহা ভক্তের অধিকার সাপেক্ষতা। আবার মহাপ্রভুর স্থায় অকলঙ্ক আদর্শ পী অদ্ভুত মনুষ্যের পক্ষে অল্প কথায় রাজসংস্রব গুরুতর কলঙ্করব।

সম্প্রতি ভট্টাচার্য্য নিরাশ হইয়া গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর একদা প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সহ পুরুষোত্তমে আগমন করিয়া জগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। তৎসহ রায় রামানন্দেরও আগমন হইল, কিন্তু তিনি রাজসমভিব্যাহারে জগন্নাথ দর্শনে না যাইয়া মনের আনন্দোচ্ছ্বাসে আগে মহাপ্রভুর দর্শন করিলেন। রায় প্রভুকে প্রণাম করিতে প্রভু সোল্লাসে রায়কে বক্ষে ধরিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিলেন। চাঁদে চাঁদে পিষ্ট হইয়া কত বা সুধা ক্ষরিল, ভক্তগণ তৎপানে কত বা তর্পিত হইলেন। দুই চাঁদযোগে প্রেমসমুদ্রে প্রবল জোয়ার বহিল। নেত্র-সরিত সকল ভরিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। রায় সহ প্রভুর এতদূর প্রেম মধুর স্নেহ ব্যবহার দর্শনে ভক্তবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন। রায় প্রভুকে কহিলেন, "আমাকে দিয়া প্রভু তোমার বাঞ্ছা মনন,—আমাকে দিয়া আর বিষয়কর্ম্ম

চলিবেন না এ কথা বিজ্ঞাপিত করিতে, বিদায় ভিক্ষা মাগিতে তোমার চরণেই পড়িয়া পড়িয়া থাকিব এই বলিয়া তোমার নাম করিতে, রাজা আনন্দ গদ্‌গদ হইলেন, তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং হস্ত ধারণপূর্ব্বক বহুপ্রীতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"রায়, তোমার বৃত্তি তুমি ভোগ কর, এবং নিশ্চিন্ত মনে চৈতন্যচরণ ভজ। তোমার ভাগ্য অসীম। আমি ছার, তাঁহার দর্শনলাভেরও অযোগ্য। 'চৈতন্য যে ভজে তাহার জন্ম সফল।' পরম কৃপালু প্রভু শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কোন জন্মে আমাকে অবশ্য দর্শন দিবেন। তোমাতে যাদৃক্ প্রেমার্ত্তি দেখিতেছি আমাতে উহার লেশমাত্র নাই।' —জানিয়া যেন জানেন না, প্রতাপরুদ্র যেন তাঁহার কিছু নহে এইরূপ বহিরঙ্গতার ভান করিয়া প্রভু তখন রায়কে কহিলেন, "রায়, তুমি কৃষ্ণভক্তের অগ্রণী, তোমাকে যেজন প্রীতি করে, সেও ভাগ্যবান। তোমার প্রতি রাজার এই স্নেহগুণে কৃষ্ণ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিবেন সন্দেহ নাই। কারণ কৃষ্ণ বলিয়াছেন "মদ্ভক্তানাং যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।" প্রভুর এই উক্তি গূঢ়ভাবে প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপানুকূলতা প্রকাশ করিতেছে। কিন্তু প্রভু তখন বুঝিতে দেন নাই।

রাজার এবারকার ক্ষেত্রে আসার উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, শুদ্ধ মহাপ্রভুর দর্শন তাঁহার উৎকণ্ঠিত প্রাণের একমাত্র লক্ষ্য। জগন্নাথ দর্শনানন্তর রাজা সার্ব্বভৌমকে বোলাইয়া প্রভু কৃপার কোনও আভাস ইঙ্গিত দিয়াছেন কিনা, আশ্বস্ত হইবার জন্য প্রশ্ন করিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, "মহারাজ, আপনার জন্যে অনেক যত্ন করিয়াছি। আপনার বর্ত্তমান প্রেমার্ত্তি দৈন্যের উল্লেখ করিয়া প্রভুর পদে অনেক অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু তিনি অটল, তিনি কোন মতেই রাজদর্শন করিবেন না, বলেন, আবার 'এরূপ' করিলে তিনি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইবেন। তখন মনে দুঃখে নিবৃত্ত হইলাম, আর কথা বলিতে সাহস হইল না।" ভট্টাচার্য্যের বচনে রাজার শিরে যেন বজ্রপাত হইল। তখন তিনি বিষাদসিন্ধুতে ডুবিয়া খেদ করিতে লাগিলেন,—"হায়, নীচ পাপী উদ্ধার করিতে প্রভুর এই অবতার জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছেন। তবে বুঝি প্রভুর প্রতিজ্ঞা আছে, তিনি প্রতাপরুদ্র ছাড়িয়া জগৎ নিস্তার করিবেন। ভাল ভাল প্রভুর যেমন প্রতিজ্ঞা আমাকে দর্শন করিবেন না আমি

পাপী আমার বড় প্রতিজ্ঞা থাকিল তাঁহাকে ছাড়া এ জীবন রাখিব না। পাঠকগণ রাজার প্রতিজ্ঞা শুনুন।

এখন দেখা যাউক কাহার প্রতিজ্ঞা থাকে। ভগবানকে যে ভক্তের নিকট হার মানিতে হইবে তাহা ভক্তপাঠকগণ জানেন। ভগবান স্বতন্ত্র বস্তু, কিন্তু, ভক্তি—তন্ত্র, প্রতাপরুদ্রের এই প্রতিজ্ঞার ফল কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা দেখিবার কৌতুহল থাকিল। কোন জীবে যখন ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি পড়ে, তখন সেই কৃপাদৃষ্টিতে একটু বক্রতা মিশ্রিত থাকে, কারণ, তাহা হইলে সেই জীব তখন নিজকে নিতান্তই অধন্য অকৃতার্থ মনে করে, সুতরাং তৎসহ তাহার আকুতি ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। আধুনিক সময় দেখা যায় পণ্ডিতে যাহা মানে মূর্খে তাহা লইয়া তর্কবিতর্ক করে, মানিতে চাহে না। কিন্তু প্রতাপরুদ্র সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি ভাবিলেন, ভট্টাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতেছেন, তখন আমি কোন ছার, আমায় সন্দেহ করা মূর্খতা মাত্র। আপ্তবাক্য যাহারা লঙ্ঘন করেন না, তাঁহারা কদাপি নষ্ট হন না। রাজার এই চরিত্রগুণ চৈতন্য পাবার মূলসূত্র। ভট্টাচার্য্যও পণ্ডিত বলিয়া প্রথমতঃ ভ্রমে পতিত হইয়া ছিলেন, কিন্তু পণ্ডিতের অনুগতি দ্বারা প্রতাপরুদ্র তদপেক্ষা মূর্খ হইয়াও ভ্রান্ত হন নাই। সিদ্ধ হইতে আনুগত্য তুল্য সুকৌশল দ্বিতীয় নাই। ভট্টাচার্য্য ও রামানন্দ রায় রাজার কর্ম্মচারী, তত্রাচ অভিমান শূন্য হইয়া তাঁহাদের নিকট রাজা হীনতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের আনুগত্য আশ্রয় করিয়াছেন। রাজার এই গুণ ও ব্যবহার আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। শুদ্ধ মহাপ্রভুর কৃপালাভ লালসায় তিনি এতদূর ছোট অমানী মানদ হইতে পারিয়াছেন কি, অমুকের তোষামোদ করিব ? এই বলিয়া কিন্তু আমাদের চিত্তে অভিমান আছে। ভক্তদলবেষ্টিত গৌর-কমল। কৃপা-মধুরসাস্বাদ করিতে ভক্তদলমণ্ডল ভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হইতে হয়। ছোট হইলে প্রবেশের সুবিধা। ভক্তরূপের মুখ ও নয়ন সতত অবনত, সুতরাং ততোধিক অবনত না হইলে তাঁহাদের অমৃতদৃষ্টি মুখে পড়ে না। প্রতাপরুদ্র, সেই সঙ্কেত সন্ধান পাইয়াই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

রাজার অনুরাগ দেখিয়া ভট্টাচার্য্য অতীব বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন, "দেব বিষাদ ছাড়, তুমি নিশ্চয় প্রভুর প্রসাদ প্রাপ্ত করিবে কারণ প্রভু

প্রেমাধীন, তোমারও প্রেম অতি গাঢ়। তোমার এই প্রেমফলস্বরূপ তিনি নিশ্চয় তোমাকে কৃপা করিবেন। তথাপি প্রভুর দর্শনপ্রাপ্তির এক কৌশল বলিয়া দিতেছি।—রথযাত্রা দিনে প্রভু নিজ ভক্তগণ লইয়া রথের আগে আগে প্রেমাবেশে নৃত্য করিবেন এবং অতঃপর বিপুলভাবাবেশে তিনি পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন। তখন আপনি রাজবেশ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করিতে করিতে একাকী যাইয়া প্রভুর চরণ ধারণ করিবেন। কৃষ্ণনাম শ্রবণে প্রভু বাহ্য হারাইয়া বৈষ্ণব জ্ঞানে আপনাকে আলিঙ্গন করিবেন। রায় রামানন্দ আপনার প্রেম ও গুণ কীর্ত্তন করিয়া প্রভুর মনের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন।"—এসব শুনিয়া আশ্বস্ত গজপতি সানন্দমনে ভট্টাচার্য্যকে বিদায় করিয়া গমন করিলেন।

রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণ আসিয়া মিলিলেন। রাজার বড়ই কৌতূহল জন্মিল তাঁহাদের দর্শনে নয়ন চরিতার্থ করেন। ভট্টাচার্য্য সকলকে চিনেন না, গোপীনাথাচার্য্য চিনেন। এজন্য রাজাকে লইয়া তাঁহারা দুইজন অট্টালিকার উপরে আরূঢ় হইলেন। গোপীনাথ একে একে সকলকে দেখাইলেন। রাজা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৈষ্ণবের এমন তেজ আর কখন দেখি নাই, প্রত্যেকের অঙ্গকান্তিতে কোটি সূর্য্যরশ্মি যেন বিকীর্ণ হইতেছে, আর এমন মধুর কীর্ত্তন, এমন প্রেম, এমন নৃত্য, এমন উচ্ছ্বাসময় হরিধ্বনিও আর কভু শুনি নাই। ভট্টাচার্য্য কহিলেন এই প্রেমসংকীর্ত্তন শ্রীচৈতন্যের সৃষ্ট। প্রভু অবতীর্ণ হইয়া কলিযুগ ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম—কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞের প্রচার করিয়াছেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য কৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতগণ এত বিতৃষ্ণ ও বিমুখ কেন? ভট্টাচার্য্য উত্তরে এই সিদ্ধান্ত জানাইলেন যে যাহার প্রতি কৃপালেশ হয় তিনিই তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিয়া চিনেন ও মানেন। অন্যের চিনিবার শক্তি কোথায়? রাজা প্রশ্ন করিলেন জগন্নাথ দর্শন না করিয়া সবে শ্রীচৈতন্যের বাসায় কেন ধাইয়া গেলেন। ভট্টাচার্য্য উত্তরে কহিলেন, "ইহাই প্রেমের স্বাভাবিক রীতি। সকলেই মহাপ্রভু মিলিতে উৎকণ্ঠিত, তাঁহার সঙ্গে সকলে আসিয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিবেন।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ এত মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছেন কেন?" ভট্টাচার্য্য কহিলেন, "মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে এসব

মহাপ্রসাদ নীত হইতেছেন।" রাজা কহিলেন, কেন, উপবাস করা তীর্থের বিধান, তাহা না করিয়া এসব ভক্ত অন্ন খান কেন?" ভট্টাচার্য্য কহিলেন, আপনি বিধি-ধর্ম্মের কথা কহিতেছেন, কিন্তু রাগমার্গে ধর্ম্ম-মর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম। ক্ষৌরউপোষণাদি ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা, কিন্তু প্রসাদ ভক্ষণ প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা। মহাপ্রসাদের অভাবস্থলে উপবাস বিহিত বটে। প্রভুর আজ্ঞা আছে মহাপ্রসাদোপেক্ষায় অপরাধ হয়, বিশেষত মহাপ্রভু নিজে শ্রীহস্তে পরিবেশন করেন। তবে এত লাভ ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেন উপবাস করিয়া মরিব? যাঁহার হৃদয়ে প্রভুর কৃপা প্রেরিত হয়, কৃষ্ণাশ্রয়নিবন্ধন তাঁহার লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম সব ঘুচিয়া যায়।" রাজা পরিতোষ লাভ করিলেন এবং উত্তম উত্তম বাস এবং প্রচুর প্রসাদের বন্দোবস্ত করিতে ভট্টাচার্য্য সহ অট্টালিকা হইতে নামিয়া আসিলেন।

অগত্যা একদিবস রায়ের অনুরোধে প্রভু বলিলেন, প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণাধার বটে কিন্তু "রাজা' এই উপাধিই তাহার মালিন্য।"—ইদানীং বহুলোকে এই মালিন্য রঙ মাখিবার জন্যে অজস্র টাকা ঢালিয়া দরবার করিতেছেন এবং রঙ ক্রয় করিবার জন্যে বহুদিনে মূল্য স্থির করিতেছেন।– প্রভু বলিলেন, "আত্মনো জায়তে পুত্রঃ" সুতরাং তাঁহার পুত্র মিলনেই তাঁহার মিলন হইবে, এই সিদ্ধান্তানুক্রমে যাহা কর্ত্তব্য করুন রায় রাজাকে যাইয়া আনুপূর্ব্বিক কহিলেন এবং তাঁহার নন্দনকে লইয়া প্রভুর সন্নিধানে ফিরিয়া আইলেন। রাজকুমার শ্যামবর্ণ, বয়সে কিশোর কমলনেত্র, পরিধানে পীতাম্বর, অঙ্গ রত্নাভরণে ভূষিত। তাঁহার এই মূর্ত্তি দর্শনে প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হইল। প্রভু প্রেমাবেশে তাহাকে ধরিয়া কহিলেন, "এই মহাভাগবত, ইহাঁর দর্শন ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মারক। ইহাঁর দর্শনে কৃতার্থ হইলাম,—বলিয়া প্রভু আবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু স্পর্শে রাজতনয়ের প্রেমাবেশ হইল, স্বেদকম্প পুলকাশ্রু বিহ্বল এবং তিনি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" কহিয়া নাচিতে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাগ্য ভক্ত মুখে অতিশ্লাঘ্য বলিয়া গীত হইল। সাক্ষাৎ পরেশ-পরশ-মণির পরশ। রাজকুমার প্রেমসিন্ধুতে স্নান করিয়া উঠিলেন। প্রেম বারিতে অঙ্গ সিক্ত থাকায় এখন অঙ্গ হইতে বারি টপ্ টপ্ বিন্দু বিন্দু ঝরিতে লাগিল। এ ডুব সামান্য ডুব নয়!—এ ডুবে ভিতর ভিজিয়া বাহির ভিজে, সুতরাং এঝরা অফুরন্ত।

প্রভুর কথাগুলি সব উল্টা। তৎপ্রমাণ দেখুন, প্রভু কৃতার্থ করিয়া বলেছেন, "কৃতার্থ হইলাম।" ইহা প্রভুর লীলাভঙ্গী বা রসচাতুরী! প্রভু রাজপুত্রে ধৈর্য্য ধরাইয়া কহিলেন, "তুমি নিত্য আসিয়া আমাকে মিলিবে।" এই আজ্ঞা দিয়া প্রভু রায় রামানন্দ সঙ্গে তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

রাজা পুত্রের প্রেমচেষ্টা দেখিয়া পরম সুখী হইলেন এবং পুত্রকে অতি আদরে আলিঙ্গন করিলেন। পুত্রস্পর্শে প্রভুর স্পর্শ প্রবাহিত সুধা পাইয়া প্রভুর সাক্ষাৎ স্পর্শ যেন অনুভব করিলেন এবং তৎস্পর্শ ফলে প্রেমাবিষ্ট হইলেন। মায়িক পিতামাতা পুত্রকন্যা পতিপত্নী প্রভৃতি সম্বন্ধ কেহ নিরর্থক বলিয়া উপেক্ষা করিবেন না। উহার কল্যাণকর পরিণাম, সার্থকতা ও উপকারিতা এস্থলে গ্রহণ করুন মায়িক সম্বন্ধের সূত্রনালে ভগবৎ সম্বন্ধ পূরিয়া দিতে হইবে। তাহলে সমস্ত নিরর্থক সার্থক হইয়া যাইবে। দেখুন রাজা প্রতাপরুদ্র পুত্রদ্বারে মহাপ্রভুর কৃপারসামৃত সম্ভোগ করিতে পাইলেন। জীবনের যাহা সার লভ্য তা পুত্রদ্বারে লব্ধ হইল। জ্ঞানে এসব সম্বন্ধকে মায়িক বলিয়া অবহেলা করা হয় কিন্তু প্রেমে এসব অপ্রাকৃতভাব মিশ্র বলিয়া সিদ্ধ হয়।

অতঃপর রথযাত্রার সময় ঠাকুর জগন্নাথ রথে উঠিলেন। রথ চলিল, আগে আগে রাজা প্রতাপরুদ্র সুবর্ণমার্জ্জনী লইয়া নিজহস্তে পথ সম্মার্জ্জন ও চন্দনজলে নিসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। রাজা হইয়া তাঁহার এই ক্ষুদ্র সেবা। দেখিয়া মহাপ্রভু বড়ই সুখ লাভ করিলেন। এ অমানী সেবা [illegible] উজ্জ্বল সৌভাগ্যবতীর ভক্তিমাত উহাস্বরূপিণী। দেখি ইদানীং বড় বড় বড়লোক বিচিত্র মর্ম্মাসনে বসিয়াই "আন, ধর, কর" চাকরে বা ইঙ্গিতে প্রতিনিধি দ্বারা দেবমূর্ত্তির সেবাচর্য্যাদি সম্পাদন করেন। যাহারা প্রাকৃতক্রিয়াবী তাহারা ঈশ্বরের নিকটও যেন বড় মানুষ। ধনীর নিষ্কিঞ্চনতা ও কৃপাপাত্রতা প্রতাপরুদ্র দিয়া প্রভু দেখাইয়াছেন এবং কেমন করিয়া বিষয়ভোগ করিতে হয় শিক্ষা দিয়াছেন।

চোদ্দ মাদল বাজাইয়া সাত সম্প্রদায়ে, সঙ্কীর্ত্তন প্রবাহের তরঙ্গ হিল্লোল আগে আগে নাচিয়া নাচিয়া চলিল। একে শ্রীজগন্নাথদেবের রথোৎসব-কাঞ্চন, তাহাতে আবার অগণ্য-ভক্তমণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মণিযোগ। একে চাঁদ, তার গলে আবার শতদলচূড়-কমল-মালা বেড়া। তাহার উপর আবার মধুর গুঞ্জন-গীতবাদ্য মহোৎসব। জলে জলের সিন্ধু, স্থলে প্রেমের সিন্ধু, যুগপৎ

উথলিত। সর্ব্বোপরি আবার প্রভুর বিলাসলীলাসিন্ধুর চিত্ত চমৎকারী উচ্ছ্বাস। আহা কি? চাঁদ, উঠিলে তোমার বাড়ী চাঁদ, আমার বাড়ী চাঁদ, সকল বাড়ী চাঁদ। সপ্তসম্প্রদায়েরই কীর্ত্তন নিমগন ভাবাবিত ভক্তবৃন্দ নিজমণ্ডলী মাঝে নৃত্যপরী পরেশ প্রভুকে দেখিতে লাগিলেন। ভক্তগণ গায়েন, প্রভু নাচেন; প্রভু গায়েন, ভক্তগণে নাচান। এইভাবে রাস লীলা যেন পুনঃ প্রকটিত হইলেন আনন্দসিন্ধু টলমল, সবে আনন্দে টলমল। বলিবার শক্তি নাই, শাস্ত্র বলেন স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব রথগতি স্থগিত করিয়া কীর্ত্তন দেখিলেন। অদ্য এ লীলা প্রকাশ কাহার জন্য তাহা পাঠকগণ একবার ভাবুন। এই অলৌকিক আনন্দকে সন্দর্শনে জগন্নাথ স্থগিত রাজা প্রতাপরুদ্র কিরূপ স্তম্ভিত, বিস্মিত, ও প্রেম-বিভাবিত তাহা পাঠকগণ বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কৃপাভিক্ষা দানে যিনি বজ্র, পরোক্ষভাবে তিনি কুসুম। প্রভুর কৃপারশ্মি তাঁহার নয়ন পুত্তলীর মধ্যে নয়, তাঁহার নয়ন কোণে বা অপাঙ্গে অর্থাৎ কৃপাগতি সরল নয়, বক্র। ইহারই নাম ভঙ্গী কৃপাভঙ্গী। বাদুর তলে তলে বরিষা কল্প।

রাজা কাশীমিশ্রে কহিলেন, "এই প্রভু আমার।" কাশীমিশ্র কহিলেন, "মহাশয়, আপনার ভাগ্য বলিহারি। আপনি প্রভুকে জানিতে পারিলেন।— চৈতন্যের এই চাতুরী, যাহাকে তিনি জানান, তিনি জানিতে পারেন।" সার্ব্বভৌম ও কাশীমিশ্র বুঝিলেন, প্রভু প্রতাপরুদ্রে কৃপ পরবশ হইযাই এই ছল পাতিয়াছেন রাজার ভাগ্যদর্শনে তাঁহারা অতীব আনন্দিত হইলেন। কারণ তাঁহাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হইতে চলিল।

জগন্নাথ গুণ্ডিচায় আইলেন। তখন প্রভু সপ্তসম্প্রদায় সমবেত করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতেছেন,—ক্ষণে যোড়হস্তে ঊর্দ্ধমুখে জগন্নাথ প্রণাম ও দর্শন করিতেছেন, ক্ষণে "দেখ জগন্নাথ" বলিয়া স্তুতি করিতেছেন, আবার উদ্দণ্ড নৃত্যে হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, কুলালচক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছেন, ক্ষণে আছাড় খাইয়া হেমগিরির ন্যায় ভূমে লোটাইতেছেন। স্বেদকম্পপুলকবৈবর্ণ্যাদি নানা সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার প্রকট হইয়া ভাব বর্দ্ধন করিতেছে। মহাবল শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দেহরক্ষা করিতেছেন এবং দুইটি মণ্ডল গঠন করিয়া বাহিরের লোক নিবারণ করিতেছেন। রাজা পাত্রমিত্র সহ তৃতীয় মণ্ডলাকারে স্বেচ্ছায় তৎসাহায্য ব্রতী হইয়াছেন।

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া রাজা আবিষ্টচিত্তে প্রভুর নৃত্য দেখিতেছেন, এমন সময় প্রেমবিহ্বল শ্রীনিবাস আসিয়া রাজার আগে দাঁড়াইয়া প্রভুর নর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন রাজার দর্শনের অন্তরায় দেখিয়া হরিচন্দন শ্রীনিবাসকে এক পাশ হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ ঠেলিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীনিবাস বাহ্যহারা, ক্রুদ্ধ হইয়া হরিচন্দনের গালে এক চাপড় লাগাইয়া দিলেন। ইহা প্রেমার্ত্তিঘটিত চাপড় খাইয়া ক্রুদ্ধ হরিচন্দন শ্রীনিবাসকে কিছু বলিতে উদ্যত হইলে, রাজা কহিলেন, থাম ভাগ্যবান্ তুমি, তুমি ইহার করস্পর্শ লাভ করিয়াছ, আমার ভাগ্যে কিন্তু তা হইল না।—কথাটি কিবা মধুর ভাবব্যঞ্জক। প্রেমা ও ক্ষমার কিবা অপূর্ব্বমিলন এবং সখ্য। তিনি রাজা এই ভাব তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র নাই তাহা এস্থলে পরিস্ফুট হইয়াছে। তা নহিলে, তিনি নিশ্চয় ধন্য বোধ না করিয়া অপমানিত বোধ করিতেন। বরং এস্থলে তিনি শ্রীনিবাসের ও একটি চাপড় খাইতে নিজে বাঞ্ছা করিয়াছেন। রাজা নিশ্চয় "রাজা" মালিন্য-মুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয় প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপার উপযুক্ত কাল উপনীত। প্রভুর লীলাগতি, দেখা যাউক্, কি হয়?

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিয়াছে, উন্মাদঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হইয়াছে। অনন্ত ভাবতরঙ্গ উছলিত হইয়াছে। অথবা যেন হেমগিরি-গাত্রদেশে ভাবপুষ্প-ক্রমনিচয় পুষ্পিত হইয়াছে। সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্যবসমূর্ত্তি অশ্রুনির্ঝরাঙ্কিতরেখা সোণার গিরি শ্রীগৌরাঙ্গ সকলের চিত্ত হরণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতেছেন অথচ সেই ভাবসিন্ধু হইতে কৃপার একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গীময়ী ধারা প্রবাহিত হইল। তাহা কি, তাহার গতি কোন দিকে?—বিকসিতভাব-কুসুমে সুশোভিত হইয়া, মধুর হইতে সুমধুর হইয়া অদ্য প্রভু যাহাকে স্পর্শসুধা দান করিবেন, কৃপা করিবেন, তাহার ভাগ্যের জয়, সম্যক্ অচিন্ত্য। কারণ কুসুম কলিকার ও প্রস্ফুটকুসুমে প্রভাব ও গৌরব সমান নহে। উথলিত রসসিন্ধুখানি ঐ দেখ, রাজা প্রতাপরুদ্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।, প্রভুর অন্তরের উদারভাব পাঠকগণ পাঠ করুন। প্রতাপকে সিন্ধুতে যাইয়া স্নান করিতে হইল না, স্বয়ং সিন্ধু আসিয়া স্নান করাইলেন। প্রভুর লীলারহস্য বুঝা ভার। রাজা বুঝিলেন না, এ কি হইল, কেন হইল! এই না রাজার বাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ভাবভরে করুণাধারা শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভাবের ভোরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে রাজার সম্মুখে যাইয়া

পড়িলেন, পড়িতে, রাজা সম্ভ্রমে প্রভুকে ধরিলেন। প্রভুর তখন বাহ্য হইল অমনি তিনি প্রতিকূলতার ভাণ করিয়া কহিলেন, "ছিছি। আমাকে ধিক্। আজ আমার বিষয়িস্পর্শ হইল।" প্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট থাকিয়াও, বাহিরে রোষাভাস দেখাইলেন। তাহাতে রাজা বড় ভীত হইলেন। সার্ব্বভৌম কহিলেন, "রাজন্, সংশয় করিও না, তোমার উপর প্রভুর অপার সন্তোষ, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই জীবে শিক্ষা দিতেছেন। অবসর জানিয়া প্রভুকে তোমার মিলিবার অনুমতি লইব এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে সংবাদ দিব, তুমি তদনুসারে প্রভুকে মিলিবে।

রথ বলগণ্ডি স্থানে পৌঁছিলে, তথায় জগন্নাথের ভোগ লাগিল। তখন লোকের বড় ভিড়, প্রভু পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দও প্রভুর পদানুসরণ করিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রামে বসিলেন। প্রভু প্রেমাবেশেই আছেন, এহেন সময়ে সার্ব্বভৌমের উপদেশে রাজবেশ ত্যাগ করিয়া প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশে একাকী উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং করযোড়ে সর্ব্ববৈষ্ণবগণের আজ্ঞা লইয়া বড় সাহসে মহাপ্রভুর শ্রীপাদমূলে পড়িয়া গেলেন। কোটিচাঁদ করমূলের ছায়াস্পর্শে এতদিনের প্রাণের তাপ জুড়াইলেন। প্রভু আঁখি মুদিয়া ভূমিতে শয়ান আছেন। প্রতাপরুদ্র দেবদুর্লভ রাঙ্গাপদকমল দুটি স্বচ্ছন্দে বুকে ধরিয়া সম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রতাপরুদ্রকে চরণ দিবার জন্যই প্রভু এই ভাবে শয়ান আছেন। সকল বৈষ্ণবগণের কৃপায় আজি প্রতাপ রুদ্রের এই সুসম্পদ লাভ। শ্রীবৈষ্ণবকৃপা ভিন্ন এহেন বৈভব মিলে না। রাজা শ্রীরাসলীলার শ্লোক পাঠ করিয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। শুনিতে শুনিতে প্রভুর চিত্তে অপারসন্তোষমিশ্র ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল এবং অমনি প্রভু "বোল বোল" বলিতে বলিতে উঠিয়া প্রতাপরুদ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু প্রতাপরুদ্রের চিরবাঞ্ছা অচিরে পূর্ণ করিলেন। প্রভু আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, "তুমি আমাকে অনেক দিয়াছ, কিন্তু আমার দিবার আর কি আছে. সুধু এই আলিঙ্গন।" উভয়ের অঙ্গে কম্প ও নেত্রে জলধারা বহিল। অহো, রাধাকৃষ্ণের যুগলতনুমিশ্ররসারস "চৈক্যমাপ্তম্" শ্রীগৌরতনুর মাধুর্য্যামৃতস্পর্শলাভ।—এর উপরে জীবের ভাগ্য ত্রিজগতে আর কি আছে? —তাহা প্রতাপরুদ্র পাইলেন। আলিঙ্গনসুখে সুখিত প্রভু জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কে? প্রভু যেন জানেন না।

ইনি যে.—'তুমি আমার এমন হিতকারী, তুমি কে? তুমি কে, কোথা হইতে আগমন করিয়া আমাকে এই কৃষ্ণলীলামৃত আস্বাদন করাইতেছ?"—রাজা কহিলেন, "আমি তোমার দাসের দাস, বড় আশা মনে তোমার ভৃত্যের ভৃত্য করিয়া আমাকে রাখ।" তখন প্রভু রাজাকে নিজ অচিন্ত্যবৈভব দেখাইয়া বিদায় করিলেন,—দাসের দাস করিয়া রাখিলেন, সন্দেহ নাই। রাজা প্রভুর চরণে দণ্ডবৎপূর্ব্বক ভক্তবৃন্দের চরণ বন্দনা করিয়া গৃহে আসিলেন। রাজা হইয়াও প্রতাপরুদ্র হীনসেবা করিয়াছেন, সেই সেবাফলেই প্রভুর অপার সন্তোষ ও কৃপা।

ভগবৎকৃপার প্রেরণায়, মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মানসক্ষেত্রে যে সংকল্প উপজাত হইয়াছিল তাহা এইভাবে সিদ্ধ হইল। উহা অহংভাববিকৃতচিত্তের সংকল্প নহে, উহা অহঙ্কৃতিনিরাকৃত সত্ত্বসুধাবিধৌত চিত্তের কৃষ্ণাভিমুখ্য ভাব। এই সংকল্প ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূলবৃত্তিবিশেষ এবং অনন্তশক্তি শ্রীনিত্যানন্দের প্রেরিত শক্তিলেশ। জ্ঞানপন্থী বলেন তুমি অহং মিশ্রবুদ্ধিবলে যত্নপূর্ব্বক বাসনা ত্যাগে অভ্যস্ত হও, কিন্তু বস্তুতঃ বাসনার যথার্থত্যাগ ও বিষয়বৈমুখ্য ভক্তিশাস্ত্রমতে যে প্রণালীতে সিদ্ধ হয়, তদ দৃষ্টান্ত প্রতাপরুদ্র, অর্থাৎ কৃষ্ণাভিমুখ্যই বিষয়বর্জ্জনের সিদ্ধপদ্ধতি। কোন জীবের প্রতি যখন ঠাকুরের শুদৃষ্টি পড়ে, তখন উভয় মধ্যে, সম্বন্ধঘটিত যে লীলাপ্রবাহ বহিতে থাকে তাহা অতীব অদ্ভুত, তাহার আদর্শ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকাহিনী। ভাগবত গ্রন্থ ও বাইবেল বলেন ধনী ভগবদ্ভক্তিতে বঞ্চিত থাকেন। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে হীনসেবা দ্বারা তাহার বিষয়াভিমান বিদূরিত হইলেই সে কাঙ্গাল হয় এবং কাঙ্গাল হইয়া ঈশ্বর ধনকে ধরিতে পায়। তোমার বাক্সে লক্ষমুদ্রা থাকুক বা একমুদ্রা থাকুক, তাহা বাক্সে আছে—সব এক কথা। কিন্তু চিত্ত কাঙ্গাল হওয়া চাই। লক্ষপতির চিত্ত কাঙ্গাল হইতে পারে, আবার দরিদ্রও চিত্ত দ্বারা বিষয়ে প্রমত্ত থাকিতে পারে। রূপসনাতন ধনী, রঘুনাথ ধনী ও নরোত্তম ধনী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সেই প্রাকৃত ধনে উন্মুখ ও আবিষ্ট ছিলেন না, নিত্যধনের জন্য লালায়িত ছিলেন, পাইয়াছিলেন। অপার্থিব, অপ্রাকৃত, শাশ্বত ধনের মধুর প্রভা যাহার নয়নে সম্পতিত হইয়াছে, তাহার প্রাকৃত সামান্য ধনে দৃষ্টি থাকে না। চাঁদের আলোকে ডুবিয়া কে আর খদ্যোতের কথা মনে রাখে? প্রতাপরুদ্র অকলঙ্ক গৌরচাঁদের কিরণসুধাপ্রবাহে

মগ্ন হইয়াছেন, বিষয়সুখ-জ্যোতিরিঙ্গ-জ্যোতিঃ বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখনও আমরা অনেক ভগবন্নিষ্ঠ রাজা মহারাজ দেখিতে পাই। তাঁহাদের হস্তের বিষয় সর্ব্বজনে কল্যাণ বিস্তার করিতেছে। তাঁহারা আমাদের একান্ত নমস্য ও আশ্রয়; তাঁহাদের বৈরাগ্য আমাদের কাম্য। তাঁহারা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাহিনীর স্মারক।

প্রতাপরুদ্র বিষয়নির্লিপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লাভ করিয়াছেন, বটে, কিন্তু রাজ-গৌরবত্যাগ শ্রীগৌরসঙ্গলাভের হেতু নহে। শ্রীগৌরাঙ্গসঙ্গলোভই বরং তাঁহার বিষয় বিমুক্তির নিদান। লোভবৃত্তির যথার্থ প্রয়োগ ও সার্থকতা প্রতাপরুদ্র দর্শাইয়াছেন। প্রতাপরুদ্রোদ্ধারে প্রভু যে সব ছললীলাভঙ্গী প্রকাশ করিয়াছেন, সে সকল ভঙ্গিমার শিক্ষানিগূঢ়ত্ব ও চমৎকারিত্ব পরমাস্বাদ্য সামগ্রী বটে। জীবনের ঘটিত দুঃখক্লেশাদি কিছুই শ্রীভগবানের উপেক্ষালক্ষণ নয় বরং কৃপালক্ষণ, এই বিশ্বাস আমাদের চিত্তে দৃঢ়ীভূত হইলে, আর জীবনে নৈরাশ্যাদি অগ্নির জ্বালাতন প্রাণে থাকিতে পারে না। জীবপক্ষে এ সংসার তখন অমৃতধামে পরিণত হয়। তখন দুঃখের অঙ্গেও সুখের রং ফলিয়া যায়। প্রতাপরুদ্রসম্বন্ধে প্রভু প্রকটভাবে যে সকল ভঙ্গী দেখাইয়াছেন, অপ্রকটভাবে প্রত্যেক জীব সম্বন্ধে প্রভুর ঐরূপ চাতুরীকেলি চলিতেছে। কেবল ধীর সুধী মনুষ্যগণ তাহা অনুভব করিয়া প্রেমোল্লাসিত হন এবং ক্রমশঃ আভিমুখ্য লাভ করেন। প্রভু, সবই যে তোমার কৃপার অচিন্ত্য খেলা, তাহা চিন্তা করিবার শক্তি দাও।

বৈষ্ণবানুগত,

কালীহর দাস বসু।

সৎ প্রসঙ্গ।

——:০:——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চ।—তোমার কথা গুলি বড়ই সঙ্গত, এক্ষণে বুঝিলাম যে ত্যাগই মুক্তির বীজ স্বরূপ এবং জ্ঞানরূপ মৃত্তিকাতে এই বীজ বপন না করিলে মুক্তি বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হয় না, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক প্রলোভনময় সংসার হইতে দূরে অবস্থান না করিলে জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক এই ত্যাগের ভাব আয়ত্ব করা কি দুরূহ বোধ হয় না?

র।—ভাই! জ্ঞান লাভের তীব্র ইচ্ছা থাকিলে যে কোন আশ্রম হইতে তাহা লাভ করা যায় কিন্তু জ্ঞান লাভের পর সংসারাশ্রমে ভোগের মধ্যে অবস্থান না করিলে প্রকৃতত্যাগী হওয়া যায় না, ভোগাসক্তি ভোগ্য বস্তুর সহিত মিলিত না হওয়ায় সুপ্তভাবে হৃদয় মধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া জন্মান্তরের কারণ হয়, সুতরাং বিচারকে অবলম্বন পূর্ব্বক ভোগের মধ্যে অবস্থান করিয়া কর্ম্মক্ষয় ও আসক্তি নাশ করা কর্ত্তব্য, পূর্ব্বে জ্ঞান লাভের জন্য গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার যে নিয়ম ছিল তাহাও সংসারাশ্রমের বহির্ভূত নহে, প্রভেদের মধ্যে কেবল মায়িক সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সংযম অভ্যাসের সুবিধা হইত মাত্র, কিন্তু এ অবস্থাতে থাকিয়াও প্রকৃত পিপাসু ভিন্ন এ সুবিধার সুব্যবহার পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইত না, অগণিত ব্রাহ্মণ সন্তানের মধ্যে কয়জন ঋষি হইতে সক্ষম হইত? ফলে তাহাদের মধ্যে অল্প লোকেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিত ও হংসের ন্যায় সারগ্রাহী হইয়া কর্ম্মক্ষয় ও ভোগের নিবৃত্তি পূর্ব্বক শান্তিময় প্রাণে মুক্তি পথে অগ্রসর হইত, কিন্তু অনেকে ঐ অবস্থাতে থাকিয়াও কল্পনার তুলি দিয়া চিত্তভূমিতে ভবিষ্যত গর্ভে নিহিত সংসারের সুখময় ছবি অঙ্কন করিয়া দিন গণনা করিত, পরে সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক মায়ামুগ্ধ হইয়া এমকম্ কুঠারের দ্বারা সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ত্রিতাপ জ্বালায়

দগ্ধ হইত, পুরাণে ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে ফলে ভাব ও বাসনা ভেদে ফললাভ হইত, অতএব যে কোন অবস্থাতে থাক না কেন, ভগবল্লাভের তীব্র বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে ত্যাগ বা সন্ন্যাস সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হয় না, কেননা এই পথে সৎ-সঙ্গের সংযোগে ভগবৎ প্রাপক জ্ঞানোদয় হওয়ায় কর্ম্মের ফল কামনা থাকে না, অথচ উহা প্রারব্ধ ক্ষয় করিবার জন্য অনাসক্তভাবে সাধিত হওয়ায় ত্যাগ আপনা হইতে আয়ত্ব হয়, সাধক তখন যোগে ভোগ ও ভোগে যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক লক্ষ্য স্থলের উদ্দেশে ধাবমান হয়, নচেৎ শক্তি সন্মানাদি অপর কোন অনিত্য বাসনার প্রাবল্য বর্ত্তমান থাকিতে প্রকৃত ত্যাগ কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না, কিন্তু পর্ব্বতের জলপ্রপাত যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় গুলিকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া সমুদ্রের উদ্দেশে ধাবমান হয় সেইরূপ ভগবল্লাভের বাসনা প্রবল হইলে যখন উহা অপর নশ্বর বাসনাগুলিকে জয় ও নিজের অনুগামী করিয়া লক্ষ্য পথে অগ্রসর হয় তখনই প্রকৃত ত্যাগের উন্মেষ হয়। সুতরাং ত্যাগ অন্তরের জিনিষ, বাহ্যিক ত্যাগ অজ্ঞ জনকে ভুলাইয়া ক্ষণস্থায়ি লোকসন্মান অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইলেও আত্মোন্নতির পথ অধিকতর কণ্টকাকীর্ণ করে। প্রকৃত সাধক লোক সন্মানের প্রত্যাশা করে না, প্রভুর প্রাপ্য দ্রব্যে লোভ করিয়া বিশ্বাসঘাতক হয় না, অথচ অযাচিত সন্মান চিন্তাযোগে প্রভুর নিকট প্রেরণ করিয়া আপন ভাব বজায় রাখে, ভাবই ধর্ম্মের বীজ স্বরূপ, চতুর্ব্বিধ আশ্রমের ভাব আমাদের হৃদয় মধ্যেই নিহিত আছে, ক্রমশঃ এই ভাবের বিকাশ করিয়া নিম্ন হইতে উর্দ্ধস্তরে গমন করাই প্রকৃত আশ্রম পরিবর্ত্তন, নতুবা বৃক্ষের এক শাখা হইতে অন্য শাখা অবলম্বন করিলে যেমন বৃক্ষ ত্যাগ করা হয় না, সেইরূপ স্থূলভাবে আশ্রমান্তর অবলম্বন করিলে ত্যাগ সম্পত্তি লাভ করা যায় না, যাত্রাদলের রাজা সাজার ন্যায় কেবল বেশ পরিবর্ত্তন সার হয় মাত্র। প্রকৃত ত্যাগী হওয়া যায় না। আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগশব্দ বাচ্য, এবং ভোগের মধ্যে অবস্থান না করিলে ত্যাগ সিদ্ধ হইল কি না এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সংসার পরীক্ষার স্থান, এই স্থানে আত্ম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জয় সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয় না হইলে ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ শুদ্ধা-ভক্তির আশা করা বাতুলতা মাত্র। গহ্বরের মধ্যে নকুল লুকাইয়া থাকিলেও যেমন তাহার গন্ধ পাইয়া উহাতে সর্প প্রবেশ করে না, সেইরূপ আসক্তির ভাব হৃদয় গহ্বরে গুপ্তভাবে অবস্থান করিলে

তাহা কখনই শুদ্ধাভক্তির বিহার ক্ষেত্র হইতে পারে না, অতএব প্রথমতঃ ব্যাকুল প্রার্থনা লব্ধ সাধন শক্তির দ্বারা সংসার সংগ্রামে জয়ী হইয়া আসক্তিকে শ্রীভগবানের চরণ পিঞ্জরে আবদ্ধ করা আবশ্যক, তাহার পর সংসার বা অরণ্য যেখানেই থাক না কেন উভয়ই তোমার পক্ষে সমান হইয়া যাইবে, নতুবা যতক্ষণ সংসার ও অরণ্যের ভেদ ভাব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, ততক্ষণ জানিও তোমার অজ্ঞান নষ্ট হয় নাই, কেননা ভেদজ্ঞানই অজ্ঞানের নামান্তর।

চ। বুঝিলাম আসক্তি ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, কিন্তু বিবিধ প্রকার ভোগের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক সংসারী জীবের পক্ষে ত্যাগে সিদ্ধি লাভ করিবার সহজ উপায় কি?

র। জঙ্গল পরিষ্কার না করিলে যেমন আশ্রয় বর্ত্তমান থাকায় সর্পকুল অন্তর্হিত হয় না সেইরূপ চিত্তে রাজসিক বা তামসিক মলিনতা বিদ্যমান থাকিতে ঐই আসক্তির ভাব হৃদয় হইতে দূরীভূত হয় না, চিত্তই অহংকারাদির আধার, সুতরাং চিত্ত অশুদ্ধ থাকিলে অহংকারও অশুদ্ধ থাকে, অতএব অন্ধকারের দ্বারা যেমন অন্ধকার নষ্ট হয় না, সেইরূপ অশুদ্ধ অহংকারের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় না, ফলতঃ ভগবল্লাভের বাসনা হৃদয়ে বদ্ধমূল করাই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায় এই মহান্ বাসনার আবেগ মৃদুভাবে অন্তরে উদয় হইলেই ঐশ্বরিক নিয়মে সৎসঙ্গের সংযোগ হয় এবং সৎসঙ্গগুণে ক্রমশঃ হৃদয়ে সাত্ত্বিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া ঐ আবেগকে যতই বৃদ্ধি করে, সাধকের চিত্ত ও তদধিষ্ঠিত মন, বুদ্ধি ও অহংকার ততই বিশুদ্ধ হইয়া তাহাকে ব্যক্ত চৈতন্যের রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়, অর্থাৎ এই অহংকারাদি দেহাত্ম বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইলে অশুদ্ধ এবং পরমাত্ম বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইলে শুদ্ধ ভাব ধারণ করে, সৎসঙ্গপ্রসূত সাত্ত্বিক শক্তির দ্বারা এই পরমাত্ম বুদ্ধির বিকাশ হয় বলিয়া সৎসঙ্গই সাধন বৃক্ষের মূল স্বরূপ, বন্যার আবির্ভাবে যেমন খাল বিল গুলি তাহাতে বিলীন হয় সেইরূপ সৎসঙ্গের গুণে হৃদয় ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নশ্বর বাসনাগুলি তাহাতে বিলীন হইয়া যায়, সে দিন ৺কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমনের পর মনে একটি ভাবের উদয় হইয়াছিল বোধ হয় এখানে তাহার উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কিন্তু ইহা বলিবার আগে আমার একটি কথার উত্তর দাও, পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা মায়ার

বিবিধ ভাব বিদ্যা ও অবিদ্যা সম্বন্ধে তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছি, তাহা স্মরণ আছে কি?

চ। স্মরণ থাকিলেও যদি তাহার সহিত এই উপস্থিত প্রশ্নের সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলে আর একবার সংক্ষেপে বলিলে ভাল হয়, না হয় উপস্থিত প্রশ্নের সহিত এ প্রশ্নটীর সংযোগ করিয়া এক সঙ্গে উভয়ের উত্তর দাও।

র। পুষ্করিণীর জল হইতে উৎপন্ন হইয়াও পানা যেমন ঐ জলকে আবরিত করে, অথচ পানার কলেবরের মধ্যেও জল অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে সেইরূপ শ্রীভগবানের চৈতন্য জ্যোতি হইতে উৎপন্ন হইলেও মায়ার দ্বারা চৈতন্য আবরিত হয়, অথচ মায়ার মধ্যেও চৈতন্য অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে, ঘন পানাকে অবিদ্যার সহিত, ও অনেক পুষ্করিণীতে কাচের ন্যায় এক রকম সচ্ছ আবরণ পড়ে তাহাকে বিদ্যার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যে পুষ্করিণী এইরূপ সচ্ছ আবরণে আবরিত হয় তাহাতে যেমন ঘন পানা জন্মায় না সেইরূপ বিদ্যার উদয়ে অবিদ্যা নিরাকৃত হয়, ঘন পানার দ্বারা আবরিত বারি দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু সচ্ছ আবরণের মধ্যস্থিত বারির অস্তিত্ব যেমন অনুভব করা যায় সেইরূপ অবিদ্যা উপহিত চৈতন্য অব্যক্ত ও বিদ্যা উপহিত চৈতন্য বোধগম্য, এবং এই উভয় প্রকার আবরণ ভেদ করিলে চৈতন্যের জ্যোতি দর্শন গম্য হয়।

ভাই। মৃত্তিকার রস হইতে বহু নারিকেল বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া এক একটি বৃক্ষ যেমন বহু ফল প্রসব করে, সেইরূপ শ্রীভগবানের চৈতন্য শক্তি হইতে বহু ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়া এক একটি ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য মানব প্রসব করে, নারিকেলের ছোবড়াময় খোল ও শাঁসের কলেবরের মধ্যে রস ন্যূনাধিক রূপে ব্যপ্ত থাকিলেও যেমন ঐ আবরণদ্বয় ভেদ না করিলে তৃষ্ণা শান্তিকর রস পাওয়া যায় না, সেইরূপ মোহময় অবিদ্যা ও বিদ্যার মধ্যে চৈতন্য ন্যূনাধিক রূপে বিদ্যমান থাকিলেও মানবের মন এই আবরণদ্বয় ভেদ পূর্ব্বক উর্দ্ধস্তরে গমন না করিলে নির্ম্মল চৈতন্য রস পান করিয়া অনন্তকালের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না। সংসারির অধিকার গম্য ভক্তি যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক মন কিরূপে এই অজ্ঞান ও জ্ঞান ভুমি ও তদন্তর্গত ষট্‌চক্র অতিক্রম করিয়া চৈতন্য ভুমিতে উপস্থিত হয়, সেই সূক্ষ্মতত্ত্ব তোমাকে পরে বুঝাইয়া

দিব, এক্ষণে তাহার একটি স্থূল ছবি যাহা ৺কাশীধাম হইতে প্রত্যাগত হইবার পরে চিন্তা তুলিকার দ্বারা আমার মানস ক্ষেত্রে অঙ্কিত হইয়াছিল তাহা তোমাকে দেখাইব। ক্রমশঃ

শ্রীহরেন্দ্র শর্ম্মা।

অপরাধী।

—:০:—

(প্রার্থনা)

অপরাধী ব'লে হে দীন-শরণ,
আমারে না যেন ভুলিও।
অধম-তারণ, অধম জনেরে,—
চরণেতে ঠাঁই দিও॥
আমি হীন মতি, কুপথেতে গতি
নিদয় যেন না হইও।
হে করুণাময়, যেন কৃপা হয়,
অনুরোধ এই রাখিও॥
না আছে ভজন, সাধন আমার,
উপায় তবুও করিও।
কিসে হবে মোর, চরমে মঙ্গল—
কথাটী বারেক ভাবিও॥
প্রেম-কণা মোর যদিও না আছে,
নিদানের দিনে আসিও।
কামনার বিষে হিয়া জর জর;
অন্তে শ্রীকান্ত হেরিও॥
আমার ভরসা, আশা হে কেবল
তোমারি করুণা জানিও।
সেই করুণার বশে, শেষ দিনে এসে,
সফল জনম করিও॥
তবে ত বুঝিব, তবে ত জানিব
কাঙ্গালের সখা তুমি হে।
অনুতাপে জ্ব'লে, কাঙ্গাল ডাকিলে,
হও সুদীনের স্বামী হে॥
ভক্ত ভক্তি ডোরে বাঁধে হে তোমারে,
ভরসা কি নহ পাপীরও।
এ পাপ জীবনে, সব আমি চিনে,
তুমি নিজ-জন দীনেরও॥

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।
সোনামুখী—"গরীব ভাঁড়ার।"

* লঘু গুরু উচ্চারণে এই কবিতাটী পাঠ করিলে মধুর লাগিবে।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

১১শ সংখ্যা।—৭ম বর্ষ।

16 JUL 19..
WRITERS' BUILDINGS

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।

ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

প্রার্থনা।

মিত্রে শত্রৌ কলত্রেচ পুত্রার্থ বান্ধবাদিসু

অনির্বাচ্যং ভবৎপ্রেম জ্ঞাপয়স্ব জগদ্গুরো॥

হে জগদ্গুরো! মিত্র জনে, শত্রুগণে এবং পুত্র কলত্র অর্থ ও বান্ধবাদি সকল জীবে ও সকল বস্তুতে তোমার অনির্বচনীয় প্রেম বুঝাইয়া দাও, আমার হৃদয়ের অহঙ্কার নাশ হউক প্রাণখুলে যেন তোমার নামের ও তোমার প্রেমের জয় দিতে পারি।

দীন তারণ? তোমার ভালবাসার জয় হউক। তোমারই দয়ায় প্রতিমুহূর্ত প্রতি কার্য্যে তোমার ভালবাসার স্মরণ হইতেছে। যতই নিবিষ্ট চিত্তে জগতের কার্য্য কলাপ চিন্তা করিতেছি ততই তোমার সর্ব্বব্যাপী মহিমার ও সর্ব্বজীবের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচয় পাইয়া বিমুগ্ধ হইতেছি। তুমি ভালবাসিয়া মিত্ররূপে কৃতকার্য্যের জন্য প্রসংশা করিয় উৎসাহ দিতেছ, আবার অহঙ্কার নাশের নিমিত্ত শত্রুরূপে দোষ কীর্ত্তন করিয়া সুর্ব্বদ সাবধান করিয়া দিতেছ।

ভাবিবার শক্তি দাও যেন শত্রু ও মিত্র উভয় রূপেই তোমার খেলা অনুভব করিতে পারি, সকল কর্ম্মেই যেন বুঝিতে পারি, যে, জীব উপলক্ষ্য মাত্র তুমিই সুখ দুঃখ ও ভাল মন্দের দাতা, কাহারও প্রতি যেন বিদ্বেষ ভাব না আসে, সকলেই আমার উপকারী সদুপদেষ্টা ইহাই যেন ধারণা করিতে পারি। তুমি পুত্র ও কলত্র বন্ধু ও মিত্র রূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ভালবাসায় সকল অভাব নাশ করিয়া ভালবাসার পোষণ করিতেছ। নিত্য নিত্য নূতন নতন ঘটনা ঘটাইয়া নূতন নতন লোকের সহিত মিশাইয়া তোমারই বিশ্বব্যাপীত্ব বুঝাইতেছ তোমার ভালবাসা ভাবিয়া শেষ করিতে পারি না পরন্তু ভাবিতে ভাবিতে ভাবে বিভোর হইয়া যাই। যাহা করি বা যাহা দেখি সকলই যে তোমার খেলা তাহা তোমার কৃপায় বেশ বুঝিতেছি, ভয় হয় পাছে ভুলিয়া যাই। হে আনন্দ দাতা! আনন্দে রাখ সকল ভাবের মধ্যেই যেন ভাবের আধার রূপে তোমায় দেখিতে পাই। যত দেখিব যত পাইব যত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব ততই যেন তোমার মহিমা বুঝিয়া তোমাকে ভালবাসিয়া ভাবের উন্নতি লাভ করিতে পারি, হে ভাব নিধি। তোমার দয়ায় ভাবের উদয় হইলে সকলকে যেমন ভাবে দেখি এবং প্রত্যেকের সহিত যেমন প্রেমমাখা ভাবে ব্যবহার করিতে ভালবাসি চিরদিন যেন সেই অকপট ভাব থাকে। ভাব ছাড়া করিয়া আর সংসার বন্ধ দ্বারে চিত্তকে সঙ্কীর্ণতা বন্ধনে বদ্ধ করিও না। উদারতা দাও, বিশ্ব প্রেম দাও, সকলকে আপন করিবার সাহস, শক্তি ও প্রেম দাও দীনের ইহাই প্রার্থনা।

দীনবন্ধু শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টকম্।

—:o:—

অলোল বিদ্যুৎ কমনীয়-গাত্রীং,
নবীন-সান্দ্রাম্বুদ নিন্দি-গাত্রং।
হিলোল-নেত্রীং চ পয়োজ নেত্রং,
নমামি-রাধাং চ নমামি-কৃষ্ণং। ১।

নবীন-দূর্ব্বাদল দীপ্ত-বর্ণাং
উত্তপ্ত-কাঞ্চনবর-কান্তবর্ণং,
মৃগাঙ্ক-বক্ত্রাং চ সরোজ বক্ত্রং,
নমামি রাধাংচ নমামি কৃষ্ণং। ২।

ভামাদি-শক্তিং বিভূতি রূপাং,
তমাদি-দেবং ভব ভাব্য-পাত্রং।
ব্রজেশ্বরীং চারি-করীশ সিংহং,
নমামি রাধাংচ নমামি কৃষ্ণং। ৩

অপাঙ্গ-দৃষ্ট মোহিত-কৃষ্ণ চিত্তাং,
বংশীস্বনামোহিত রাধিকাত্মং।
সমাধবাং চৈব সরাধিকঞ্চ,
নমামি রাধাংচ নমামি কৃষ্ণং। ৪।

কৃষ্ণাপ্তি কামাদ্ যমুনাং ব্রজন্তীং,
রাধাপ্তি—গোচারণ—শাঠ্য-বৃত্তিং।
সকম্পচিত্তাংচ সবাধ-চিত্তং,
নমামি রাধাংচ নমামি কৃষ্ণং। ৫।

শোভা-ভরৈর্ নিন্দিত-হেম ভূষাং,
বক্ষঃস্থল-দ্যোতিত-কৌস্তুভাভং।
বিশ্বাত্মিকা ব্যাপ্ত জগৎ সমগ্রং,
নমামি রাধাং চ নমামি কৃষ্ণং। ৬

দৃক শোভয়া নিন্দিতখঞ্জনেত্রাং,
দৃক্ চালনে লজ্জিত-ভৃঙ্গরাজং,
বসান্তি লোলাংচ বর্হাবিরাজং,
নমামি রাধাংচ নমামি কৃষ্ণং। ৭।

বৃন্দাটবী-বিক্রম-নিত্য-যুক্তাং,
কামপ্রিয় কেলি-কলা-নিধানং।

ভক্ত-প্রিয়াং ভক্ত-জনাধি নাথং,
নমামি রাধাংচ নমামি কৃষ্ণং ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টকং সম্পূর্ণং।

দীন হীন
শ্রীবিপিন বিহারী দাস ঘোষ রায়।

প্রার্থনা।

—:০:—

"ত্বদ্ভক্তি প্রবণং হেত্তং পরমেশ্বর মে মনঃ।
স্তোতুং প্রবৃত্তং ত্বৎপাদৌ তত্র প্রজ্ঞাং প্রযচ্ছমে ॥"

শ্রীরাধারমণ। মম এই নিবেদন,
শয়নে স্বপনে মন, ভাবে যেন ও চরণ,
রসনা ও নাম যেন করে উচ্চারণ।
শ্রীরাধারমণ। মম এই নিবেদন। (১)

পতিতপাবন। কর পতিতে উদ্ধার,
পড়িয়া ইন্দ্রিয় ফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে
কেমনে হইব পার ওহে সারাৎসার।
পতিত পাবন। কর পতিতে উদ্ধার। (২)

দয়াময়। দয়াকর দীন হীন জনে,
কিরূপে তরিব ভবে, আসিবে শমন যবে,
তখন স্মরণ যেন করিও চরণে।
দয়াময়। দয়াকর দীন হীন জনে। (৩)

যুবাকালে কালসম রিপুর তাড়নে,

না হইয়া মনোযোগী, তুচ্ছ প্রেমে হ'যে যোগী,
দুঃখ ভাগী এখনও সে রোগ কারণে,
যুবাকালে কালসম রিপুর তাড়নে। (৪)

গদাধর। হতাদর ক'রনা এ দাসে,

হৃদয় কমল হবে, তব পদে স্থান ল'ভে,
প্রবাসে বা বাসে যেন পাই অনায়াসে।
গদাধর। হতাদর ক'রনা এ দাসে। (৫)

লেখনী অচল যবে হবে লক্ষ্মীপতি,

লক্ষ্য যেন পক্ষে হয়, রসনায় রসময়,
করেন করুনা দানে তথায় বসতি।
লেখনী অচল যবে হবে লক্ষ্মীপতি। (৬)

আশ্রিত জনেরে কর আশ্রয় প্রদান,

আশার আধারে আসি, কু আশা কুয়াশা নাশি,
করহে করুণা দান করুণা নিধান।
আশ্রিত জনেরে কর আশ্রয় প্রদান। (৭)

শমময়। অসময়ে পথের সম্বল,

শব দেহ ছাড়ি যবে, পরাণ পুরুষ যাবে,
সুপথ দেখাবে তাঁরে এ আশা কেবল,
শমময় অসময় পথের সম্বল। (৮)

বিবিধ বিধানে সৃজি জীব সমুদায়

যে যাহারে নিজ কাযে, মায়া দিয়া মনো মাঝে,
মোহিত ক'রেছ সবে নেহারি না পায়।
বিবিধ বিধানে সৃজি জীব সমুদায়। (৯)

পিতা মাতা ভ্রাতা আদি সাজিয়া সংসারে,

প্রাণের অধিক ভেবে, কি অভাব অনুভবে ?

পালন করিছ জীবে থাকি মূলাধারে।
পিতা মাতা ভ্রাতা আদি সাজিয়া সংসারে। (১০)

। নীরদ শ্যাম। হ'ও নাহে বাম;
বামে নিয়ে শ্রীরাধিকা, স্থান দিও রাঙ্গাপায়
গাই যেন তব নাম এই মনস্কাম।
নবীন নীরদ শ্যাম হ'ও নাহে বাম। (১১)

বিষম বিষয় বিষে বিধুর সতত,
বিকর্ত্তন বিকম্পিত, যেমতি তুষারে ভীত,
তেমতি এ চিত হয় অতি ব্যাকুলিত।
বিষম বিষয় বিষে বিধুর সতত। (১২)

হায়। দুঃখ কব ক'য় কে আছে আমার ;
যাব কার কাছে আর, কে বল করিবে পার,
কেবল তোমার পদ করিয়াছি সার,
হায় ? দুঃখ কব কায় কে আছে আমার। (১৩)

রীতি নষ্টে কষ্ট দেয় দস্যু রিপুগণ,
বাজি কর যেন বাজী দেখায় কত কি সাজি,
অতিশয় পাজি তারা রাজি করে মন,
রীতি নষ্টে কষ্ট দেয় দস্যু রিপুগণ। (১৪)

দাও হে চরণ তরি তবে ভবে তরি, .
ভব-বারীশ তরঙ্গ, রঙ্গ চঙ্গ হেরে অঙ্গ,
কাঁপিতেছে হে ত্রিভঙ্গ এস ত্বরা করি।
দাও হে চরণ তরি তবে ভবে তরি।

সহেনা যাতনা আর স্বগুণে নিস্তার,
যত বার যাতায়াত, হইবে অনাথ নাথ

প্রতিবার গোপীবার ভাবে দয়াকর।
সহেনা যাতনা আর স্বগুণে নিস্তার। (১৬)

দীন হীন
শ্রীবিপিন বিহারী দাস ঘোষ রায়।

প্রার্থনা।

—:০:—

১। হলো সুপ্রভাত
হেরে দিন নাথ
দিন নাথ বলি ডাকরে।
দাও ধন্য বাদ
না হল প্রমাদ
ক্ষণদা যাপিনু সুখেরে॥

২। ... জীবনে
বন্ধু জন সনে,
সুখেতে জীবন যাপরে।
সেনাম শ্রবণে
বলিলে বদনে
পাপ তাপ দূরে যাবেরে।

৩। সাধু মুখে নাম
পূরে মনস্কাম
তবে নিস্কাম যদি হওরে।
সাধুসঙ্গ স্পর্শ সুখে
সদা মত্ত থেকে
ভুলনা জীব দীনবন্ধুরে॥

৪। দীন বন্ধু মুখে
নাম শুন সুখে
জীবন সফল হবেরে।
তাঁর নাম নিলে
ভব নদী কূলে
পারের চিন্তা রবনারে॥

৫। শুনিনু যখনি
দীন বন্ধু বাণি
অজ্ঞতা তখনি গেলরে।
হৃদে মূর্ত্তি আঁকি
মুদে দুই আঁখি,
নিশি দিশি নাম জপিরে॥

৬। দীন বন্ধু নামে
রাগ দ্বেষ থামে
এমনি মহিমা যাবরে।
তাঁর নামে সদা
হইলে আমুদা
সংসার জ্বালা থামেরে॥

৭। যিনি দীন বন্ধু
তিনি দীনের বন্ধু

গুরুর কৃপা বিন্দু যদি পায়রে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব
যমের যমত্ব
তুচ্ছ জ্ঞান তার হয়রে॥

৮। ভক্ত সম্মিলনে
দীন বন্ধু নামে
দীন বন্ধু দেবে হেরিবে।
আবাল বনিতা
শুনি দেব কথা
মনের জড়তা গেলরে॥

৯। যে ধনের লাগি
শিব সর্ব্ব ত্যাগি
শ্মশানে মশানে ফেরেরে।
সেধনে লইয়ে
সকলে বিলায়ে
দীন বন্ধু নাম ধরেরে॥

১০। যোগি ঋষি গণে
পায় না যে ধনে
অহোরহ ধ্যানে ভাবিরে।
দীন বন্ধু স্থানে
সে নাম শ্রবণে
জনম সফল হ লরে॥

১১। সদ্ গুরু বিহনে
দেহ মরু ভূমে
জ্ঞান বৃক্ষ শুষ্ক ছিলরে।
গুরু উপদেশে
বৃক্ষ মূল দেশে
রসের সঞ্চার হ'লরে॥

১২। বহু দিন হ'তে
আমার এ মনেতে
বাসনা যাহা ছিলরে।
শবাসনা তাই
মিলায়েছে ভাই
নিরপেক্ষ গুরু আমারে॥

১৩। ওমা ক্ষেমাঙ্করী
যদি কৃপা করি
মিলাইলে তরী দাসেরে।
তবে আশা করি
ও তরীর কাণ্ডারী
ক'র গুরু দীন বন্ধুরে॥

১৪। সংসার তুফানে
মায়াবর্ত্ত টানে
ডুবায়ো না তরি এক বারে।
পারের সম্বল
(হরি) নাম মাত্র কেবল
মর্ম্মে যেন তখন থাকেরে॥

১৫। অন্তিম কালেতে
(হরি) বলতে বলতে
যেন পর পারে যাইরে।
(সবে) দুই বাহু তুলে
দীন বন্ধু বলে
প্রাণ মন খুলে ডাকরে॥

১৬। জীবের সম্পদ
দীন বন্ধু পদ
আপদ বিপদ যায়রে।
প্রীরূ হব বলে
আছি নদী কূলে
কাণ্ডারী অপেক্ষা করেবে॥

১৭। দীন বন্ধু হরি
উপদেশ তরি
লয়ে এসে দেখা দিলরে।
পেয়ে মহাজন
কাণ্ডারী রতন
সুপথে গমন হ'লবে॥

১৮। আমি দীন হীন
প্রভুরই অধীন
ভজন পূজন হীনরে
দীনবন্ধু হরি,
এই ভিক্ষা করি
(তব) রাঙ্গাপদ যেন পাইরে॥

দাসানুদাস
শ্রীসারদা প্রসাদ রায়।

দুটী বিন্দু।

—:০:—

সেবাই সেবকের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রভুর সেবা না করিয়া সেবক কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না। সেবা আত্মসুখাশ্রয় নহে। প্রভুর প্রীতির জন্য আত্মোৎসর্গই সেবা। সেবক জানে যে, সে প্রভুর সেবা করিতেই আসিয়াছে। সেবা না করিলে সে বাঁচেনা। সেবাই সেবকের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, ধ্যান, ধারণা। সেবাতেই সেবকের সুখ, সেবাতেই সেবকের আনন্দানুভূতি। কাজেই এমন সেবার জন্য সেবক প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে; নরক যন্ত্রণাও অম্লান বদনে সহ্য করে।

শ্রীচৈতন্য দেব ভোজনান্তে শয়ন করিলে, শ্রীচৈতন্যের পদ সেবা করিয়া ভোজন করাই ভক্ত গোবিন্দের প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল। একদা নীলাচলে মধ্যাহ্নে প্রসাদ ভোজনান্তে গম্ভীরার দ্বার দেশে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহপ্রবেশের সমস্ত পথ জুড়িয়া শুইয়া আছেন। গোবিন্দ ভিতরে যাইবার পথ না পাইয়া প্রভুকে বলিলেন;—"প্রভু! একপাশ হও; আমাকে ভিতরে যাইতে দাও"। চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন "আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, অঙ্গ চালাইতে পারিনা"।

গোবিন্দ আবার বলিলেন, "পথ দাও প্রভু। তোমার পদ সম্বাহন করিতে চাই"

শ্রীচৈতন্য,—"কর বা না কর সে তোমার ইচ্ছা, আমার নড়িবার শক্তি নাই"।

তখন সেবকচূড়ামণি গোবিন্দ তাঁহার বহির্ব্বাস খানি শ্রীচৈতন্যের গাত্রোপরি রাখিয়া শ্রীচৈতন্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং পাদসম্বাহন করিয়া কটি পৃষ্ঠ মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে গোবিন্দের সুমধুর মর্দ্দনে শ্রীগৌরাঙ্গ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই নিদ্রাভঙ্গ হইলে, দেখিলেন তখনও গোবিন্দ পদ তলে বসিয়া অঙ্গমর্দ্দন করিতেছেন। একটু ক্রুদ্ধ হইয়া গোবিন্দকে বলিলেন. আজ এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া আছ কেন? আমি নিদ্রা গেলে তুমি ভোজন করিতে যাও নাই কেন?

গোবিন্দ———প্রভু। তুমি দুয়ার ঘেরিয়া শুইয়া আছ, আমি কোন পথে বাহিরে যাইব?

প্রভু বলিলেন———কেন ভিতরে যেমন করিয়া আসিয়াছিলে তেমনি করিয়া যাইতে পার নাই?

পাঠক। গোবিন্দ এই শেষ প্রশ্নের যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতেই ভৃত্যের সেবার নিগূঢ় তাৎপর্য্য অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

গোবিন্দ বলিলেন———সেবার নিয়ম রক্ষা করিতে গিয়া যদি আমার শত অপরাধ হয় তাহাও শ্রেয়, যদি আমাকে নরকে গমন করিতে হয় তাহাতেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আত্ম সুখের অপরাধের আভাসেও মনে বড় ভয় হয়। কি সুন্দর, কি মনোহর সেবা-রহস্য!!!

একদা বৈশাখ মাসে শ্রীসনাতন গোস্বামী নীলাচলে আসিয়াছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রতীরস্থ যমেশ্বর টোটা নামক স্থানে গদাধর পণ্ডিতের আশ্রমে নিমন্ত্রিত হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এবং সেই দিন সেই আশ্রমে মধ্যাহ্নে, শ্রীগৌরাঙ্গ অনুরোধ করিয়া ভক্ত সনাতন গোস্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পুরী হইতে যমেশ্বর টোটা যাইবার দুইটী পথ। একটী শ্রীমন্দিরের সিংহ-দ্বার দিয়া। অপরটী সমুদ্রতীরের বালুকাময় ভূমির উপর দিয়া। প্রথম পথটী খুব সরল ও বৃক্ষছায়ায় সুশীতল। দ্বিতীয়টী বাঁকা ও উত্তপ্ত সৈকত ভূমির উপর ছায়া হীন স্থান।

প্রভুর ডাকে, সনাতন গোস্বামী আনন্দে আত্মহারা হইয়া; সেই মধ্যাহ্নে জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণকে মাথায় করিয়া সেই উত্তপ্ত সৈকত দেশ দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। নিদাঘের প্রখর রবিকিরণে ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ তপ্ত বালুকণায় সনাতনের শরীর দগ্ধ হইয়া গেল, পদ যুগল ফোস্কা পড়িয়া ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। যাহউক এইরূপে সনাতন গোস্বামী যথা সময়ে পণ্ডিত গোস্বামীর আশ্রমে উপনীত হইয়া প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীর ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও ব্রণযুক্ত পদ যুগল দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সনাতনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,———সনাতন। তুমি কোন পথ দিয়া এখানে আসিয়াছ? সনাতন উত্তর করিলেন, সমুদ্রতীরস্থ পথ দিয়া। চৈতন্য———উত্তপ্ত সৈকত ভূমির মধ্য দিয়া কেন এলে সনাতন। সিংহদ্বারের সুশীতল পথ দিয়া এলে না কেন? আহা। তপ্ত বালুকণায় তোমার পায় যে ব্রণ হয়ে গিয়াছে।

সনাতন উত্তর করিলেন, সৈকত ভূমি দিয়া আসিতে আমিতো তেমন কোন দুঃখ পাই নাই প্রভু! পায়ে যে ব্রণ হইয়াছে তাহাও তো জানিতে পারি নাই প্রভু। সিংহদ্বার দিয়া কেমন করিয়া আসিব। একেতো ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে একেবারে নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছি। তাহাতে আমি আবার গলিত কুষ্ঠী। ঠাকুরের সেবকগণ সেই সিংহদ্বার দিয়া সর্ব্বদা গমনাগমন করেন।

যদি দৈবাৎ তাঁহাদের গায়ে আমার অঙ্গস্পর্শ হয়, তাহাহইলে তো আমার মহাপরাধ হইবে। কাজেই সিংহদ্বারে যাইবার তো আমার অধিকার নাই প্রভু সনাতন গোস্বামীর এই দৈন্যোক্তি শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব পরম সন্তুষ্ট হইয় সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং বলিলেন,———সনাতন। যদিও ভূমি [illegible] পবিত্র, তোমার স্পর্শে দেবতারাও পবিত্র হইয়া যান। কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করাই সাধুর ধর্ম্ম। মর্য্যাদা রক্ষণই সাধুর ভূষণ। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকে উপহাস করিবে। ইহ পরকালে প্রত্যবায় হইবে। কাজেই তোমার [illegible]

সাধু সদাশয় মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে কে করিবে? আমি তোমার এই ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়াছি এই বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও মহাপ্রভু বারম্বার সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের অঙ্গনিঃসৃত কুষ্ঠ ক্লেদে শ্রীগৌরাঙ্গের সর্ব্বশরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

"ভক্তির দয়ালু সেবক। আজ আপনার সমীপে শ্রীচৈতন্যের অনন্ত লীলামৃতসিন্ধুর দুইটী বিন্দু উপস্থিত করিলাম। ইহার আস্বাদনে আপনারা কথঞ্চিৎ আনন্দানুভব করিলেও আমি কৃতার্থ হইব।

তুমিই আমার গতি।

—:০:—

নয়নের তুমি অমৃত অঞ্জন
পরাণের প্রিয়তম।
হৃদয়েতে তুমি আনন্দ লহরী
অমৃত মদিরা সম॥
শিরময় তুমি পরম ভূষণ
মানস নিভৃত স্নেহ।
জীবনের তুমি প্রীতি নিকেতন
শান্তি প্রলেপন দেহে॥
ভবের তরণী চরণ দুখানি
তোমার জগতপতি।
দয়াময় হরি! ভুবন ভূষণ।
তুমিই আমার গতি॥

দীনাতিদীন,
শ্রীগৌরগোপাল সেন।

আঁধারে

—:০:—

ডুবে আছি বিষাদ তিমিরে

আঁধার এ জগৎ সংসার।

নৈরাশ্যের গভীর কালিমা

ঢেকেছেরে অন্তর আমার॥

বিষাদের অনন্ত সাগরে

ডুবে ডুবে হুহু করে প্রাণ।

আঁধার জগৎ শূন্য দেশ,

কোথা পাই জুড়াবার স্থান॥

সুখ রবি অস্তমিত এবে,

শুকায়ে গিয়াছে শান্তির বি।

বিশাল বারিধি, তট নাই,

কোথা পাব ভবের কাণ্ডারী॥

আশার একটী ক্ষীণ রেখা

হৃদয়েতে নাহি দেখা যায়।

কেমনে স্থির শুষ্ক প্রাণে,

নিরাশার কঠোর ছায়ায়॥

শৈশবের আনন্দের ছবি

মিলায়ে গিয়াছে কাল বশে।

সুমধুর খেলা ধুলা সব,

থেকে থেকে স্মৃতিপথে আসে॥

হৃদয় কানন মাঝে হায়।

ফুটিত রে কত শত ফুল।

শুকায়েছে সে কুসুম চয়

এবে কেঁদে হ'তেছি আকুল॥

এ আঁধারে কে জ্বালিবে আলো,

কেবা মুছাইবে আঁখি জল?

দয়াময়, দয়াময় হরি?

তুমি ত ভরসা কেবল॥

দূর কর প্রাণের বেদনা,

এস, নাথ, নাশ অন্ধকার।

নব ভাবে হউক গঠিত

তাপ দগ্ধ হৃদয় আমার॥

তব শুভ আগমনে প্রভো,

মাধুর্য্যেতে পূর্ণ হোক্ হিয়া।

এ জগতে প্রকাশিত হোক্,

দিন জনে কত তব দয়া।

দীন শ্রীরসিক লাল দে।

* লঘু গুরু উচ্চারণে এই কবিতা পাঠ করিতে হইবে।

প্রার্থনা।

—:০:—

১

গৌরাঙ্গ হে,

রাখিবে এ ভাবে আর কত দিন মোরে।
অস্থির সতত চিত, সদা মন কলুষিত,
হেরিতে না পাই তোমা মলিন অন্তরে॥
সদাই মায়ার টানে, ঘুরিতেছি নানা স্থানে,
প্রাণে শান্তি কিছু নাহি পাই।
কি করিব, কোথা যাব কোথা গেলে শান্তি পাব,
হৃদয় যে হ'ল ভস্ম ছাই॥
বল বল দয়াময়, কবে শুভ দিনোদয়,
বল প্রভো, হইবে আমার।
শ্রীযুগল নাম ল'ব, অপরাধ শূন্য হ'ব,
দূরে যাবে মনের বিকার॥
আন চিন্তা পরিহরি, বলিব সদাই হরি,
গৌরাঙ্গ বলিব প্রাণ ভ'রে।
পুলকে পূরিবে হিয়া, কাটিবে ভবের মায়া,
যাব নিত্য প্রেম অন্তঃপুরে॥
হইয়ে ভাবে তন্ময়, ভাবিব সে সুধাময়,—
অপরূপ যুগল চরণ।
অপ্রাকৃতানন্দভরে, ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে দূরে,
লীলা রসে হইব মগন॥
হায়! হেন দিন হবে, চিন্ময় ব্রজেতে যবে,
হবে নিত্য বসতি আমার।

কাঙ্গালের অভিলাষ,　　পূরাও হে শ্রীনিবাস,
　দয়া কর, দয়ার আধার ॥
ভকতির নাহি জোর,　　নাহি আছে প্রেম ডোর,
　কিবা দিয়ে বাঁধিব তোমায়।
প্রভো মোরে দয়া কর,　　আশা না আছে অপর,
　কৃপা বিনে না আছে উপায় ॥

---

(২)

[লঘু গুরু উচ্চারণে পাঠ করিতে হইবে।]

প্রভু হে। যখন,　　আমার এ মন,
　সংসার অনলে পুড়িবে।
তখন আসিয়ে,　　শান্তি বারি দিয়ে,
　আশ্বস্ত দীনেরে করিবে ॥
দয়াময় তুমি,　　হে নিখিল স্বামী,
　অধমেরে যেন ভুল না।
তোমার চরণে,　　লইয়ে শরণ,
(আমি) ভুলি যেন মনোবেদনা ॥
বিপদ ঝটিকা,　　সংসার সাগরে—
　সদাই উঠিছে ভীষণ।
হেরিয়া তাহার,　　প্রবল প্রতাপ,
　কাঁপিছে পরাণ সঘন ॥
তুমি প্রভো এসে,　　নাশ দুঃখ ত্রাসে,
　নতুবা কোথায় জুড়াব।
কাহার বলেতে,　　হ'য়ে বলবান্,
　সুস্থির হইয়ে দাঁড়াব ॥

তুমি নাথ এস, হৃদয়েতে ব'সি

অভয় পদ আমি হেরিযে।

প্রাণের সাহসে, যাই হেসে হেসে,

আনন্দে শ্রীনাম গাহিয়ে॥

অরাতি বেষ্টিত, অন্তর—বাহিব,

অরাতি চৌদিকে বিরাজে।

অতি বিভীষণ, শত্রুগণ সনে,

তব কৃপা বিনে কে যুঝে॥

দুঃখ-বিনাশন। হে মধুসূদন।

নাশ হে দীনের যাতনা।

আমি হে দুর্ব্বল, যাহা কিছু বল—

তোমারি প্রদত্ত বরুণা॥

দীন—শ্রীরসিকলা

প্রার্থনা।

—:০:—

দয়া করি দীনে, হৃদি-সিংহাসনে,

এসহে দয়াল হরি।

জুড়াব আমার, তাপিত পরাণ,

চরণ পরশ করি॥

মনে বড় সাধ, আছেহে আমার,

যুগল চরণে তব।

প্রীতির-চন্দন, করিয়া লেপন,

ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিব॥

যেরূপ হেরিযে, ব্রজবালাগণ,

শ্রীপদে হইল দাসী।

সেইরূপে মোর,　　হিয়ার মাঝারে,
　　বারেক দাঁড়াও আসি ॥

জিনি নবঘন,　　ভুবন মোহন,
　　সেরূপ লাবণ্য রাশি।

রাকা শশী জিনি,　　প্রফুল্ল বদনে,
　　অমিয় শবদে খসি ॥

শির'পরে চূড়া,　　নব গুঞ্জ বেড়া,
　　শিখি পাখা বামে হেলে।

চাঁচর চিকুর,　　অতি মনোহর,
　　অলকা তিলকা ভালে ॥

শ্রবণে কুণ্ডল,　　গলে মুক্তামাল,
　　পরিধান পীতবাস।

যুগল করেতে,　　মোহন মুরলী,
　　অধরে মধুর হাস ॥

জিনিয়া অমল,　　রকত কমল,
　　রাতুল চরণ পরে।

সোণার নূপুর,　　মধুর গুঞ্জন,
　　মধু লোভে অলি ফিরে ॥

আমি, ও রূপ হেরিয়ে,　　প্রেমের সাগরে,
　　আনন্দে সাঁতার দিব

জীবন যৌবন,　　করিয়া অর্পণ,
　　পূজিব চরণ তব ॥

এস হে আমার,　　হৃদয়-বল্লভ,
　　বংশীমোহন সাজে।

ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম,　　সুঠামে দাঁড়াও,
　　হৃদি শতদল মাঝে ॥

চরণ কমলে, সুমধুর মধু,
প্রাণ ভরি করি' পান।
মনোভৃঙ্গ মোর, আনন্দে বিভোর,
হইবে, জুড়াবে প্রাণ॥
আমি অতি দীন, ভজন বিহীন,
প্রেমহীন মোর হিয়া।
তুমি দয়াময়, পুরাও বাসনা,
নিজ গুণে করি দয়া॥

দীন—শ্রীশশিভূষণ সরকার, সোণামুখী।

প্রার্থনা সঙ্গীত।

কীর্ত্তন একতালা।

—:o:—

হরি। কার সাধ্য ভাবে তব ভাব ভাবে কোন ভাবে ভেবে পাব তোমারে॥
তব ভাব বিনে, ভাবিব কেমনে, ভাব দানে, ভাবে রাখো আমারে॥
তব ভাব লাভ করিতে পারে কোন জন,
তুমি না করিলে দয়া পাবে কি কখন,
(কেউ পাবে না হরি এই ভবের মাঝে)
তুমি নিজ প্রেম দানে, জানাও হে যে জনে, সেই তো জানিতে পারে॥
ভক্তিহীন ধর্ম্ম ক্ষীন অতি দুরাশয়,
বিষয়ে আশক্ত মন মলিন হৃদয়,
(কি হবে হে উপায় দয়াময় বৃথা দিন যায়)
আমি প্রকৃতি অধম, পাপী নরাধম, মম সম, কেহ নাই সংসারে॥

নিদারুণ রিপুগণে সদাই করে তাড়না,
অত্যাচারে অবিচারে দিতেছে হে যাতনা,
(রিপু গনে শাসিছে আমায়, কেমনে প্রাণ সঁপিব তোমায়)
বল হে কেমনে, এ পাপ পরাণে, তোমাধনে, সদা ভাবিব অন্তরে ॥

আপন কুকর্ম্ম ফলে সদা দুঃখ পাই হে,
অনলে পতঙ্গ যেমন জীবন হারায় হে,
(তেমনি ম'লে ম'লাম, সংসার সন্তাপানলে)
আর সহে না সহে না পাপের যাতনা, করহে করুন, তব কিঙ্করে ॥

নিজ দোষে বারং বার কত পাপ করেছি,
কি হবে হে দীন বন্ধু ! ভয়ে কাঁদিতেছি,
(কি হবে সে দিনে, যে দিনে সে দিন আসিবে)
কৃপা কণা দানে এ দীন বনমালীনে, লয়ে যেয়ো ভব সিন্ধু পারে ॥

২

কি হবে দিননাথ ! আমার দিনে দিনে দিনতো গেল।
বৃথা দিন কাটা'লাম মূল খোয়া'লাম কি করিলাম কিবা হলো

পুত্র মিত্র স্ত্রী সঙ্গীগণ পাইয়ে,
ছেলে খেলায় মত্ত আছি হে মজিয়ে।
বাড়ী যাবার কথা গিয়াছি ভুলিয়ে,
(মায়ার খেলা ছেড়ে দাও হরি আর খেলতে চাইনে আমি)
সংসারে অসারে ভুলায়ে রেখনা,
এই অভিলাষ, ওহে পীত বাস, নিজ তনয় ব'লে আমায় ঘরে নিয়ে চল ॥

ভব ভয় হারী পাপ ক্ষয় কারী,
পাপার্ণবে ডুবে ম'লাম হে কাণ্ডারী,
এ ভব পাথারে তরিবারে হরি,
পরের সম্বল কিছু করি নাই, আমার সাধন ভজন নাই দয়াময় ॥

কেবল ভরসা তোমারি চরণ তরি হে,
এই বাসনা মনে, অভয় চরণে, পার কর দিয়ে নাম সম্বল ॥
ভোগ বিলাস নারী এ সব কৌতুক করি,
সংসার সংসার বলে দিন গেল হে হরি,
এমন দুর্লভ জনম পাইয়ে মুরারি,
(জীবনের কাজ কিছু হ'লোনা এমন সাধনার জীবন বিফলে গেল)
প্রাণের পিপাসা নাহি মিটিল,
রাখ হে চরণে, এদিন বৃন্দাবনে, নাম দিয়ে দাসে কর হে পাগল ॥

শ্রীবৃন্দাবন ভট্টাচার্য্য।

সৎপ্রসঙ্গ।

—:০:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মনে কর কলিকাতা হইতে মোগল সরাই পর্য্যন্ত যেন অজ্ঞান ভূমি অর্থাৎ অবিদ্যার অধিকার ভুক্ত এবং কলিকাতা যেন অজ্ঞানের নিয়ন্তর, ঘোর অভিমানের রাজ্য, এই রাজ্যের অধিবাসীগণ মোহ সুরাপানে আত্মহারা ও পথ ভ্রান্ত হইয়া অবিরত আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে, সুখের আশায় দুঃখের পথে অগ্রসর হইতেছে, মদমত্ত ব্যক্তি যেমন আঘাতের যাতনা অনুভব করিতে পারে না, সেইরূপ মোহমত্ত হওয়ায় ত্রিতাপের কশাঘাত জনিত যাতনায় তাহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই, এই মত্ততার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইলে যে কি ভয়ানক পরিণাম হইবে, সে চিন্তা মুহূর্তের জন্যও করে না। শশক যেমন নিজে চক্ষু মুদিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহারক শত্রু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া মনে করে সেইরূপ পশু ভাবের দ্বারা পরিণাম চিন্তা করিবার উপযোগী মনুষ্যত্ব আবরিত হওয়ায় মৃত্যু বা অধঃপতনই তাহাদের নিয়তি।

এ হেন কলিকাতায় বাস করিয়াও কোন এক ত্রিতাপদগ্ধ ব্যক্তির মনে, পূর্ব্বসুকৃতি জনিত সংস্কার বশতঃ কোন কোন সময়ে অবিচ্ছিন্ন আনন্দের লীলা-ভূমি বাক্য চৈতন্যের রাজ্য ৺কাশীধামে গমন পূর্ব্বক আনন্দ স্বরূপ বিশ্বনাথ দর্শনের বাসনা হইতে পারে কিন্তু সংসারাশক্তির তীব্র আকর্ষণ বশতঃ তাহার এ বাসনা হৃদয়েই লুকাইয়া থাকে, অনুরূপ কার্য্য করিবার সুবিধা পায় না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভগবদ্দর্শনের শুদ্ধ বাসনা হৃদয়ে উদয় হইলে সৎসঙ্গের সংযোগ হয়, সুতরাং তাহার একটি সঙ্গী মিলিল, ঐ সঙ্গী তাহাকে সংসারাশক্তির বিষময় পরিণাম ও ভগবদ্দর্শনের অপার আনন্দ উত্তমরূপ বুঝাইয়া দেওয়ায় তাহার অন্তর্নিহিত শুভবাসনা উদ্দিপীত হইয়া উঠিল সে তখন তাহাকে ভগবদ্দর্শন করাইবার জন্য আকুল প্রাণে তাহার সঙ্গীকে অনুরোধ করায় ঐ কল্যাণ-প্রার্থী সাধু তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রথমতঃ বিচার রূপ পুলের সাহায্যে সংশয় নদী পার করাইয়া হাওড়ায় বিশ্বাসের ষ্টেসনে লইয়া গেল, পরে বিবেক রূপ টিকিট মাষ্টারের নিকট নশ্বর বাসনা রূপ অর্থ বিনিময়ে ব্যাকুলতা* রূপ টিকিট ক্রয় করাইয়া শ্রীভগবানের কৃপা রূপ রেল গাড়িতে তুলিয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দৈব প্রেরণায় ৺কাশীধাম বাসী কোন মহাপুরুষ সেই সময়ে হাওড়ায় আসিয়াছিলেন, তিনিও সেইদিন ৺কাশীধামে যাত্রা করিবেন, পূর্ব্বে এ সংবাদ জানিয়াই ঐ সাধু তাহার ত্রিতাপ দগ্ধ সঙ্গীকে গুরুরূপী ঐ মহাপুরুষের আশ্রয়ে সমর্পণ করিবার জন্য শুভ সময়ে ষ্টেসনে লইয়া আসিয়াছিল, অতএব ঐ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র শ্রীভগবানের যন্ত্ররূপী সেই সাধু তাহার পিপাসু সঙ্গীকে তাহার করে অর্পণ পূর্ব্বক ভগবদাদিষ্ট পথে চলিয়া গেল। †

---

* বিবেক বা সদসৎ জ্ঞানের উদয় হইলেই নশ্বর বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায় তখন মন অসৎ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় সৎস্বরূপ শ্রীভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়, এবং এই ব্যাকুলতার উদয় হইলেই ভগবৎ কৃপায় নিদর্শন স্বরূপ সদ্গুরু লাভের বিলম্ব ঘটে না।

† এখানে এই মহাপুরুষের বিষয় বলিবার উদ্দেশ্য এই যে সৎসঙ্গের দ্বারাই সাধক গুরুতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক সদ্গুরু লাভ করে, অবিদ্যার প্ররোচনায় লোকাচারের মুখাপেক্ষা করিয়া আত্ম প্রবঞ্চনা করে না, এবং সদ্গুরুই সাধক শিষ্যকে শ্রীভগবানের কৃপা রথে আরোহন করাইয়া আনন্দধামে লইয়া যান।

তখন ঐ পিপাসু সাধক সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে শ্রীভগবানের কৃপারূপ রেল গাড়িতে উঠিয়া সাত্ত্বিক অস্মিতার পথে চৈতন্য—রাজধানীর অভিমুখে যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ভিন্ন ভিন্ন পার্থিব আসক্তিরূপ ষ্টেসন গুলি ততই পশ্চাতে পড়িতে লাগিল, মোগল সরাই পর্য্যন্ত অবিদ্যার অধিকার, সুতরাং অবিদ্যার কর্ম্মচারী ভ্রমরূপ টিকিট পরিক্ষক মধ্যে মধ্যে সাধকের ব্যাকুলতা রূপ টিকিট আছে কিনা পরীক্ষা করে, দুরাদৃষ্টবশতঃ হারাইয়া ফেলিলে তৎক্ষণাৎ নামাইয়া লয়, কিন্তু নির্ভরশীল সাধকের ব্যাকুলতা অব্যাহত থাকায় ভ্রমের শক্তি তাহার নিকট প্রতিহত হইয়া যায়।

এইরূপে অবিদ্যাধিকারের সীমা মোগল সরাই অতিক্রম করিলেই সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যারূপিণী সুরধুনীকে দেখিতে পাইবে, বিদ্যার গতি উর্দ্ধমুখিনী, সুতরাং ইহা সদাই উত্তর বাহিনী, এই বিদ্যা আধ্যাত্মিক ভূমিতে অবিদ্যার সহিত অভেদ হইলেও ব্যবহারিক ভূমিতে বিপরীত ভাবাপন্ন, অবিদ্যা বিঘ্নকারিণী এবং বিদ্যা বিঘ্ননাশিনী কিন্তু তাহা হইলেও ইহা মায়ারই উচ্চতম শক্তিমাত্র, ফলে অবিদ্যার শক্তি ক্ষণস্থায়ী এবং বিদ্যার শক্তি স্থায়ী হইলেও চিরস্থায়ী নহে, এদিকে অবিদ্যার গুপ্তচর অহংকার ছদ্মবেশে বিদ্যার অধিকারের মধ্যে বিচরণ করে ও সাধকের ছিদ্র পাইলেই তাহার উর্দ্ধগতি রোধ পূর্ব্বক শক্তিহরণ করিতে আরম্ভ করে, সুতরাং লক্ষ্মণ যেমন ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়াও রাবণ নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ছিলেন, সেইরূপ বহু সাধক নশ্বর কামনা বিসর্জ্জন দিয়াও বিদ্যা হৃদয়বিহারিণী অলৌকিক শক্তির বাসনা রূপ শেলে বিদ্ধ হইয়া লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, বিদ্যা নদীতে অবগাহন পূর্ব্বক উহার শক্তি রূপা দেবাঙ্গনা দিগের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য অযথা বিলম্ব করায় ট্রেন ফেল হইয়া যায় অর্থাৎ ভগবদ্‌কৃপা হইতে বিচ্যুত হইয়া ভাই। রাজসিক অহংকার রূপ রাবণের ইহাই শেষও সাংঘাতিক অস্ত্র; অতএব এই ষ্টেশনে গাড়ি অধিকক্ষণ অপেক্ষা করে বলিয়া অবতরণ পূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করা কর্ত্তব্য নহে, গুরুরূপী ভগবানকে অবলম্বন করিয়া স্থির চিত্তে তদীয় কৃপা রথে অবস্থান পূর্ব্বক যথা সময়ে মুক্তি পুলের উপর দিয়া উহার পারে যাওয়া আবশ্যক, পারেই শুদ্ধাভক্তির ষ্টেশন বিরাজিত, অপার আনন্দে বিভোর হইয়া সেই শ্রীধাম ষ্টেশনে অবতরণ পূর্ব্বক সফলতা বা সাধন সিদ্ধিরূপ টিকিট, কলেক্-

টরকে ব্যাকুলতা রূপ টিকিট খানি অর্পণ করিতে হয়, কেননা যতক্ষণ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিবার পথে বিঘ্ন অনুভূত হয় ততক্ষণই ব্যাকুলতা। নবানুরাগি-বর পত্নী সন্দর্শন কামনায় শ্বশুরালয়ে যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু ঈপ্সিত স্থানে উপস্থিত হইলে যখন পত্নীর সহচরিদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন অচিরে প্রিয়তমার সহিত মিলিত হইবার নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জনিত আনন্দোদয়ে যেমন ব্যাকুলতা দূর হয় সেইরূপ অভীষ্ট স্থানে—ব্যক্ত চৈতন্যের লীলাভূমিতে উপস্থিত হইয়া চৈতন্যময় শ্রীভগবানের সেবকরূপী পাণ্ডাগণের সাক্ষাৎ পাইলে ভগবদ্দর্শন লাভের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি জনিত আনন্দোদয়ে আর ব্যাকুলতা থাকে না, কিন্তু শীতকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষা যেমন তিমির নাশ করিলেও শীত নিবারণ করিতে পারে না, সেইরূপ এ আনন্দে ব্যাকুলতা দূর হইলেও হৃদয়ে প্রেমের তুফান খেলে না, অতএব সাধক তখন প্রেমের মন্দির লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অগ্রসর হয় এবং পরিশেষে উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া চিরকৃতার্থ হয়।

ভাই। ভক্ত অমঙ্গের জন্য বৃথা পরিশ্রম করে না, সে লাভের পথে অগ্রসর হয়, এবং যে বস্তু লাভ করিলে সকল লাভ তুচ্ছ হইয়া যায়, সেই মহান্ বস্তু লাভ করিবার উদ্দেশে ব্যাকুল ভাবে শ্রীভগবানের কৃপা ভিক্ষা করে দয়াময় শ্রীভগবান ভক্তের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না, তিনি সাধু বা সদ্গুরুর আধার হইতে অব্যক্ত ভাবে শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাহার অভিলাষ পূরণের উপায় করিয়া দেন, শাস্ত্রে তিনি কোন ভক্তকে বলিয়াছেন—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ

ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান রক্ষামি সর্ব্বদা।

ফলতঃ চুম্বকপর্ব্বতের অভিমুখে জাহাজ যত অগ্রসর হয়, ততই যেমন তাহার লৌহ কীলকগুলি আকর্ষিত হইয়া চুম্বকে সংলগ্ন হয়, সেইরূপ ভগবল্লাভের পথে অগ্রসর হইলে যে আসক্তি ভিন্ন ভিন্ন নশ্বর বিষয়ে ব্যষ্টিভাবে আবদ্ধ ছিল তাহা সমষ্টিভূত হইয়া শ্রীভগবানে সংলগ্ন হয়, যে দরিদ্র মনুষ্য কখন চিনি খায় নাই, সে চিটে গুড়কেই অদ্বিতীয় মনে করিয়া তাহাতে আসক্ত হয় কিন্তু প্রচুর চিনি পাইলে তাহার যেমন চিটেগুড়ের আসক্তি

আপনা হইতে ত্যাগ হইয়া যায়, আবার উত্তম সন্দেশ গ্রহণ করিলে যেমন চিনির আসক্তিটী দূর হয় সেইরূপ ভগবদ্ভাবাপন্ন ভক্ত উত্তরোত্তর উত্তম ভাব লাভ করায় তাহার অধমে আসক্তি আপনা হইতে ত্যাগ হইয়া যায়, ফলতঃ ভক্তের অন্তর্ম্মুখ মন বাসনা বীজপূর্ণ স্থূলের ক্ষণস্থায়ি সুখ দুঃখে মিশ্রিত হয় না, তবে মাখন যেমন জলের উপর ভাসমান থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধের আকর্ষণে যখন ভক্তের মন স্থূলের ভোগ তরঙ্গে ভাসিতে থাকে, সে সময়ে ভগবৎকৃপা লব্ধস্বরূপ জ্ঞানের তাপে ভবিষ্যত ফলের জনক স্বরূপ বর্ত্তমান ভোগ বাসনার বীজ দগ্ধ হওয়ায় তাহার কোন হানি হয় না, সে কেবল প্রারব্ধ মাত্র ভোগ করিয়া, কর্ম্মক্ষয় করে, এবং এইরূপে তাহার প্রারব্ধ চক্রের ভোগরূপ বেগ যত কমিয়া আসে, সদ্ভাবের আবির্ভাবে তাহার পূর্ব্বসংস্কার প্রসূত নশ্বরাসক্তি ততই মন্দীভূত হয়, এবং এইরূপে সদ্ভাবের আরোহনির দ্বারা সে ক্রমশঃ চৈতন্যের উচ্চ উচ্চ স্তরে আরোহন করিতে করিতে যখন প্রকৃতির অতীত ভূমিতে উপস্থিত হয়, তখন আর আসক্তির লেশ মাত্র থাকে না, এক্ষণে ত্যাগের প্রকৃত বিজ্ঞান বুঝিলে কি?

চ। যদি কোন অনিষ্টকর বস্তুতে আমার প্রগাঢ় আসক্তি থাকে, এবং উহা শিঘ্র ত্যাগ করিবার প্রয়োজন বোধ হইলেও মহাগ্নিতে অল্প বারি সিঞ্চনের ন্যায় যদি আমার নম্রিত বিচার শক্তি ঐ বদ্ধমূল আসক্তিকে উৎপাটন করিতে অক্ষম হয়, অথচ সৎসঙ্গ প্রভৃতির দ্বারা বিচার শক্তির বৃদ্ধি করিবার সময়াপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইতে পারে, এরূপ অবস্থায় কোন পথ অবলম্বন করিলে শিঘ্র কার্য্য সিদ্ধ হয়?

র। এ অবস্থায় বিশ্বাস সহযোগে ব্যাকুল ভাবে শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলে শিঘ্র কার্য্য সিদ্ধ হয়, সূর্য্য তেজ যেমন জ্যোতী পরমানুর সমষ্টি রূপে বিশ্বব্যাপী, চৈতন্য স্বরূপ শ্রীভগবান সেইরূপ "অনোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অর্থাৎ অনু হইতেও অনু এবং বিরাট হইতেও বিরাট আকারে সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু রুদ্ধ দ্বার গৃহ মধ্যে অবস্থান করিলে যেমন ঐ গৃহ মধ্যস্থ আকাশ দর্শন ও বায়ুর প্রবাহ অনুভব করা যায় না, সেইরূপ জীবগণ দুর্ম্মতি বশতঃ অজ্ঞান গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মোহ অর্গলের দ্বারা বিচার দ্বার বদ্ধ করিয়া অবস্থান করায় শ্রীভগবানকে প্রত্যক্ষ বা তাঁহার কৃপা অনুভব করিতে সক্ষম

হয় না, কিন্তু অজ্ঞান মোহিত জীবের প্রত্যক্ষানুভূতি না হইলেও যেমন গৃহ মধ্যস্থিত বায়ুময় আকাশ আবৃত ভাবে বিদ্যমান থাকে, করুণাময় শ্রীভগবানি সেইরূপ অব্যক্ত ভাবে অজ্ঞানের মধ্যেও বিরাজিত, ফলতঃ যুক্তির দ্বারা প্রথমতঃ এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক বিশ্বাসের উদ্বোধন না করিলে প্রার্থনা আবেগ যুক্ত হয় না, ফাঁকা আওয়াজের ন্যায় বিফল হইয়া যায়, অথচ অজ্ঞানের রুদ্ধ দ্বার গৃহে অবস্থান করিলেও এই আবেগ তালবৃন্তের ন্যায় অসদাশক্তির তাপ নষ্ট পূর্ব্বক ভগবৎ কৃপা বায়ুর অনুভব করাইয়া দেয়, এক্ষণে এ বিষয়ে আমার প্রত্যক্ষানুভূতি সম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলে সম্ভবতঃ তোমার বুঝিবার সুবিধা হইবে।

আমার জনৈক যুবক আশ্রিত একটি পতিতা স্ত্রীলোকের কুহক জালে আবদ্ধ হইয়া তাহার কপট ভালবাসায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল যে, নিজের সর্ব্বনাশ হইবে বুঝিয়া চেষ্টা করিয়াও সে তাহার আসক্তির বন্ধন ছেদন করিতে সক্ষম হইল না, পরে আমি একদিন তাহাকে এই অধঃপতনের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য অন্তরস্পর্শি বাক্যে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাহার কার্য্যের বিষময় পরিণাম উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়ায় সে ক্রন্দন করিতে করিতে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করিল, তখন আমি তাহাকে শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপীত্ব ও কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলে তিনি যে পূরণ করেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বিশেষ রূপে বুঝাইয়া তাহার বিশ্বাসের সাময়িক উদ্দীপন করিয়া দেওয়ায় সে তৎক্ষণাৎ গৃহের দ্বার বদ্ধ করিয়া আগত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অন্তরের সহিত শ্রীভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল।

পরে যে সময়ে সে ঐ কুলটার গৃহে গমন করে, পর দিবস সে সময়ে না গিয়া ঘটনাক্রমে অসময়ে তাহার গৃহে গমন করিল ও দ্বার বদ্ধ গৃহের মধ্যে কথোপকথনের শব্দ শ্রবন করিয়া সন্দেহ ক্রমে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, যে তাহার বঞ্চিতা উপপত্নী তাহাকে গালি দিতেছে ও অপর একটি যুবকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতেছে, এই দৃশ্য দর্শনে তাহার মোহ অপগত হওয়ায় সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেই মায়াবিনীকে ডাকিয়া তাহার নিকট চির বিদায় গ্রহণ করিল।

আর একটি ঘটনা, আমি নিজে অত্যন্ত মৎস প্রিয় ছিলাম, কিন্তু আমার জীবনের স্রোত ফিরিবার পরে মৎস্য আহারের অপকারিতা বুঝিয়াও ত্যাগ করিতে পারি নাই, একবার ত্যাগ করিয়াও অন্তরে প্রবল লালসা রহিয়াছে দেখিয়া কিছুদিন পরে পুনবার আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম কেননা গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে অন্তরে প্রবল লালসা সত্ত্বে বাহ্যিক ত্যাগকে মিথ্যাচার বলে, ফলতঃ এইরূপে চেষ্টা করিয়াও অক্ষম হওয়ায় যখন বুঝিলাম যে অহংকারের দ্বারা প্রকৃত ত্যাগ হইবে না, তখন বিচারের শরণাগত হইলাম, আহার করিবার সময় মনে মনে ভাবিতাম যে, আহার করিবার জন্য এই দেহ। অথবা দেহ রক্ষা করিবার জন্য আহার। আহার করিবার জন্য যাহাদের দেহ, রসনেন্দ্রিয় তৃপ্তির লালসাই বীজরূপে রোগাদিকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাহাদের দেহকে নষ্ট করিয়া দেয়, ইহা যোগ শাস্ত্রের অনুমোদিত সত্য, ফলতঃ যাবৎ এই পৃথিবীতে থাকিতে হইবে, তাবৎ এই দেহকে রক্ষা করিবার জন্যই আহার, কিন্তু যে দেহ কিছুদিন পরে চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া শ্মশানের ধূলি বৃদ্ধি করিবে, তাহার জন্য অন্য বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য বিদ্যমান থাকিতে জীব হত্যা দ্বারা পাতক সঞ্চয় করি কেন। যোগ শাস্ত্রের প্রমাণিত সত্যানুসারে ঘাতের প্রতিঘাত অবশ্যম্ভাবি, উদর পূরণের জন্য রসনাতৃপ্তিকর অন্য দ্রব্য থাকিতে জীবের অশান্তি ও মৃত্যু যাতনার কারণ হইলে তাঁহার প্রতিঘাতে অশান্তি বৃদ্ধি ও পুনঃ পুনঃ মৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবেই। হায়! তথাপি এই পশু ভাব জনিত কদভ্যাস যাইতেছে না কেন? হা ভগবান! আমার মনুষ্যত্বের উন্মেষ কবে হইবে? ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে আহার করিতাম, ঐ সময়ে একদা আমার জনৈক আত্মীয় একটি মৎস্য শীকার করায় দেখিলাম তাহার মুখে দুইটি বঁড়সী বিদ্ধ রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হইল যে, মৎস্য জাতির লোভের প্রবৃত্তি কি দুর্দ্দমনীয়! দুইবার টোপ খাইবার জন্য বিপদগ্রস্থ হইয়াও যে জীব পুনরায় সেই লোভের আকর্ষণে মুগ্ধ হয়, সেই তামসিক ভাবাপন্ন জীবকে আহার করিলে আমার লোভ মোহের বৃদ্ধি কেন না হইবে? ফলতঃ এইরূপ নানাবিধ বিচারের ভাব হৃদয়ে উদয় হওয়ায় আসক্তির মাত্রা কমিতে লাগিল বটে কিন্তু প্রকৃত ত্যাগের সহিত সাক্ষাত করিবার বিলম্ব অসহনীয় হওয়ায় একদিন অধীর প্রাণে সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা

করিয়া বলিলাম, হে করুণাময় প্রভো। তুমি কৃপা করিয়া যে বস্তুর অপকারিতা বুঝাইয়াছ, তাহা ত্যাগ করিবার শক্তি দাও, জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত সংস্কারের মলিনতা ধৌত করিবার সাধ্য আমার নাই, সদিচ্ছার আশু পূর্ণকারী তুমি, তুমি তাহা নষ্ট করিয়া দাও, আমার জীবন ব্যাপি চেষ্টার ফলে যাহা হইবে না তোমার ভ্রুভঙ্গিতে ক্ষণমাত্রে তাহা সাধিত হইবে।

ভাই। শুনিলে তুমি আশ্চর্য্য হইবে, পরদিবস আমাদের বাটীর দাসী একটি কাতলা মৎস্য কুটিতেছে, দৈব ক্রমে সেই সময়ে আমি বাহিরে যাইতেছিলাম, সহসা দাসীর মুখে লাঞ্ছনা সূচক শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে ঐ মৎস্যের উদরের মধ্যে খানিকটা বিষ্ঠা দেখাইয়া দিল, বোধ হয় বিষ্ঠা আহার করিবার অব্যবহিত পরেই মৎস্যটি ধৃত হইয়াছে, কেননা তখন পর্য্যন্ত ঐ বিষ্ঠার বর্ণ ও দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তন হয় নাই। ফলতঃ ঐ বিভৎস দৃশ্য দর্শনে সেই দিবস হইতে আমার মৎস্যাহারের প্রবৃত্তি চিরদিনের মত ঘুচিয়া গেল, এইরূপে আমার জীবনের বহু ঘটনায় অহংকারের দ্বারা প্রাণপন চেষ্টায় যাহা সিদ্ধ হয় নাই ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা অবিলম্বে তাহা সাধিত হইয়াছে, কিন্তু প্রয়োগের জ্ঞান ও বারুদের সাহায্য ভিন্ন যেমন বন্দুকে শুধু গুলি ভরিলে লক্ষ্য ভেদ করা যায় না, সেইরূপ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের সংযোগ বিহীন ব্যাকুলতা ফলপ্রদ হয় না, অতএব সৎসঙ্গের দ্বারা জ্ঞান ও বিশ্বাসের উদ্দীপন করা প্রথম কর্ত্তব্য, অর্থাৎ শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপীত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান ও তিনি যে আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাহা পূরণ করেন এই বিশ্বাস সৎসঙ্গের সাহায্যে আয়ত্ব করা আবশ্যক। চুম্বক সহবাসে ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিয়া লৌহ যেমন চুম্বকত্ব লাভ করে, সঙ্গগুণে সাধন শক্তি সঞ্চয় করিয়া সাধক সেইরূপ সিদ্ধি লাভ করে ভাই। জ্ঞান লাভের জন্য হৃদয়ে তীব্র বাসনার উদয় হইলে সৎসঙ্গের সংযোগ হইতে বিলম্ব হয় না এবং সৎসঙ্গের সংযোগ হইলে জ্ঞান ও বিশ্বাস আয়ত্ব করা দুরূহ বোধ হয় না। স্ত্রী পুরুষের সংযোগে যেমন সন্তানের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ বিশ্বাস জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই উভয়ের সংযোগে ভক্তি উৎপত্তির কারণ হয়, প্রেম এই ভক্তির হৃদয়েই বাস করে, পরে সাত্ত্বিক ভগবদনুভূতির

ফলে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া চিরতরে ভগবানকে আপন করিয়া লয়, সাধক
তখন অনন্ত তৃপ্তি—আনন্দ লাভ করিয়া অনন্ত কালের তরে কৃতার্থ হয়।

চ। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসেও অনেক সময়ে কার্য্য সিদ্ধি হইতে দেখা যায়।

ব। ছোট ছোট হীন বীর্য্য পাখী গুলা যেমন ফাঁকা আওয়াজের শব্দ শুনিয়াই মৃত্যু মুখে পতিত হয়, সেইরূপ অন্ধ বিশ্বাসে কোন কোন সময়ে তুচ্ছ সাংসারিক কামনা সিদ্ধ হইলেও মহান্ ভগবল্লক্ষ্য ভেদ করা যায় না, জ্ঞানের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে সে বিশ্বাস সামান্য তর্কের আঘাতে সংশয় গহ্বরে নিপতিত হয়। বিশ্বাস নিশ্চয়াত্মিকা, এবং জ্ঞান ভিন্ন যখন এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির উদয়ই হয় না, তখন জ্ঞানের পূর্ব্বকালীন বিশ্বাসকে বিশ্বাস আখ্যা প্রদান করাই যায় না তবে তাহাকে বিশ্বাসের আভাস মাত্র বলিতে পারা যায়, অতএব জ্ঞান লাভের চেষ্টা কর, বিচারের সাহায্যে নশ্বর বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বৈরাগ্যের দ্বারা কামনার গতি ভগবদ্মুখীন করিয়া দাও, যন্ত্রের ন্যায় প্রারব্ধ ভোগ করিয়া কর্ম্ম ক্ষয় কর, যেন বর্ত্তমান বাসনার বীজ তাহাতে না থাকে।

আরও অগ্রসর হও, আত্মোন্নতির তীব্র বাসনা সহ পূর্ব্বক পূর্ণতা লাভের চেষ্টা কর, সেবা ও বিনয় রূপ অর্থের বিনিময়ে সৎসঙ্গ রূপ বনিকের নিকট বহুকালের মরিচা পরা ও সংসার মৃত্তিকায় পতিত মনবন্দুক পরিষ্কার ও ব্যবহার করিবার জন্য জ্ঞান তৈল ও বিশ্বাসাদি সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ কর, পরে আত্ম নিবেদন রূপ দক্ষিণার বিনিময়ে সদ্গুরুর নিকট হইতে সাধন শক্তি সঞ্চয় ও যোগ রূপ প্রয়োগ কৌশল শিক্ষা পূর্ব্বক জ্ঞানতৈলের দ্বারা পরিষ্কৃত মন বন্দুকে বিশ্বাস বারুদ ও ব্যাকুলতার গুলি ভরিয়া ভক্তির আওয়াজ কর, শ্রীভগবান রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে, পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া উত্থান পতনের অতীত ভূমিতে আরোহন করিবে, উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত ও প্রেমানন্দ রূপ অমৃত পানের অধিকারি হইয়া চির কৃতার্থ হইবে।

যদি শীঘ্র সফলতা লাভ করিতে চাও তাহা হইলে স্বয়মাগত শক্তি সম্মানাদির প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া ভগবল্লক্ষ্যাভিমুখে ধাবমান হইও, মনে রাখিও যে, খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য যেমন নানাবিধ উপকরণের আবশ্যক হয়, এবং ঐ উপকরণ গুলির সমবায়ে খাদ্য প্রস্তুত হইলে প্রস্তুতকারি আহার করিয়া

তৃপ্তি লাভ করে, সেইরূপ ভগবল্লাভ করিবার জন্যই জ্ঞান বিশ্বাসাদি উপকরণের আবশ্যক, এবং ইহাদের সম্মিলীত শক্তির সাহায্যে সাধন যখন জ্ঞানাতীত ভূমিতে আরোহন পূর্ব্বক ভগবল্লাভ করে, তখন তৃপ্তি ও আনন্দ তাহার নিত্য সঙ্গী হয়, নতুবা পথের মুখে শক্তি আলেয়ায় কুহকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে ঐ সকল অমূল্য উপকরণ অভিমান রূপ দস্যুর সাময়িক আনন্দ বর্দ্ধনের কারণ হয় মাত্র।

ক্রমশঃ

—হরেন্দ্র শর্ম্মা।—

শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

যখন বঙ্গদেশ অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় যবন বাদ্‌শাগণের ভয়ানক অত্যাচারে বঙ্গবাসীগণ জীবন্মৃতবৎ হইয়াছে, দেব মন্দিরের আলো নিবিয়াছে, বিগ্রহ সকল ধূলায় লুণ্ঠিত, ধর্ম্মবিশ্বাস পদতলে দলিত, এবং দেশবাসীগণ সম্মানের লোভে যবন সহবাসে নাস্তিকের মত হইয়াছেন, যখন ব্রাহ্মণগণ সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি শূন্য হইয়া কেবল শাস্ত্রের কচ্‌কচিতে মগ্ন হইতেন, এই বিদ্যা, সম্মান, ধন জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল, যখন চতুর্দ্দিক অধর্ম্ম, ধর্ম্মের গ্লানি, উপস্থিত হইয়াছিল। সাধুগণ আশ্রয় না পাইয়া গিরি কন্দরে লুকাইয়াছেন, তখন ভারত বাসীগণের পক্ষে এই ধর্ম্ম বিপ্লবকে যুগান্তর বলা যাইতে পারে। শ্রীভগবান এই সময়ে সাধুদিগের পরিত্রাণ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা।

যেমন জড় জগতে চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বে, আকাশে দুই একটী নক্ষত্র উদিত হয়, সেইরূপ প্রেম ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রের উদয়ের পূর্ব্বে, ভক্তির

পূর্ব্বভাগের নক্ষত্রের মত মাধবেন্দ্র পুরী, জয়দেব গোস্বামী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তগণ বৈষ্ণব গগণে উদিত হন।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান বংশে, যশোহর জেলার অন্তঃপাতি 'বুঢ়ণ' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কালে জন্মার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ সংসারাশ্রমে বীতরাগ হইয়া শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর আশ্রয়ে উপস্থিত হন।

"পঞ্চম বৎসরে শিশু গৃহত্যাগ কৈলা।
বহুস্থান ভ্রমিয়া শ্রীশান্তিপুরে আইলা॥
শ্রীঅদ্বৈত স্থানে আসি হইলা উদয়।
*　　*　　*　　*

অদ্বৈত প্রকাশ।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে যত্ন করিয়া সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শন, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তি গ্রন্থাদি পড়াইলেন। অবশেষে তিনি হরিনাম মহামন্ত্র, লাভ করিয়া বেনা পোলের নিকটস্থ নির্জ্জন বনমধ্যে একটী কুটির নির্ম্মান করিলেন। সম্মুখে একটী তুলসী মঞ্চ স্থাপন করিয়া মালা ধারণ করিলেন, এবং আপনাকে নাম-রূপ 'জপ যজ্ঞে' আহুতি দিলেন। বোধ হয় যুগাবতার শ্রীচৈতন্য দেব কলি যুগে যে শ্রীহরির নামই সার বস্তু এবং অন্যত্র যত নাম জপ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সহজ সাধন দেখাইবার জন্য এবং গীতায় যে "যজ্ঞানাং জপ যজ্ঞোহস্মি" প্রতিপন্ন করিবার জন্য বোধ হয় নীচ কুল হইতেও হরিনাম মন্ত্র লইয়া ভব যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় দেখাইবার জন্য হরিদাস ঠাকুরকে পূর্ব্বেই প্রেরণ করিয়া ছিলেন।

"চণ্ডালোহপি মুনি শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি পরায়ণঃ।
হরি ভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোহপিশ্বপচাধমঃ॥"

হরিভক্তি পরায়ণ চণ্ডালও মুনিজনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর হরিভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণও চণ্ডালের অধম।

হরিদাস নির্জ্জন বনমধ্যে স্বাধীন ভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘোরতর তপস্যাবম্ভ করিলেন। তিনি দিবা রাত্রি হরিনাম সংকীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন, এবং প্রতিমাসে কোটি নাম জপ করিতেন, সুতরাং প্রতিদিন তিন লক্ষ অপেক্ষা অধিক জপ করিতে হইত। প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম জপ সহজ সাধ্য নহে। যদি অবিশ্রান্ত দ্রুতগতিতে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" জপ করা যায়, তাহা হইলে একলক্ষ নাম জপ করিতে অন্যূন ছয় ঘণ্টা সময় লাগে। তাহাকে বাকী ছয় ঘণ্টার মধ্যে স্নান, আহার নিদ্রা প্রভৃতি সম্পন্ন করিতে হইত। জীবগণ হরিনাম শ্রবণ মাত্রেই যে উদ্ধার হয়, এই দৃঢ় বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, তিনি এক লক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতেন। তিনি শ্রীহরির নাম সুধা পানে এতাদৃশ আনন্দ লাভ করিতেন, যে সমস্ত দিবস আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নাম গানে বিভোর হইতেন। তিনি সন্ধ্যার সময়ে কোন ব্রাহ্মণের ঘরে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। হরিদাসের অদৃষ্টে বেনা পোলের নির্জ্জন কুটীর বেশি দিন ভোগ হইল না। জনপদবাসিগণ ক্রমে হরিদাসের নির্জ্জন কুটীরে দু একজন করিয়া গতায়াত করিতে লাগিল। ক্রমেই লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অবশেষে ধর্ম্মদ্বেষী জমীদার রাম চন্দ্র খাঁর নিকট সংবাদ পৌছিল। রাম চন্দ্র খাঁ হরিদাসের প্রতি লোকের এত অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না।

"হরিদাসে লোকে পূজে সহিতে না পারে,
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে।

চরিতামৃত।

নানাবিধ উপায়ে তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ করিয়া, অপদস্থ করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে সৌন্দর্য্য শালিনী যুবতী বেশ্যাদ্বারা হরিদাসের তপস্যা ভঙ্গ করিবার জন্য সংকল্প করিলেন এবং নগর হইতে বেশ্যাগণকে আনাইলেন! ঐ বেশ্যাগণ মধ্যে একজন রূপ যৌবন মদান্বিতা বরাঙ্গনা রূপের গরবে এবং ধনের আকাঙ্খায় স্বীকার করিল।

"বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী।
সেই কহে তিন দিনে হরিব তার মতি

চরিতামৃত।

পাপিষ্ঠা রাম চন্দ্রখাঁর আর বিলম্ব সহ্য হয় না। সে মনে করিলে যে বেশ্যা যাইবা মাত্রই হরিদাস তাহার বশীভূত হইবে, এবং তাহার পাইকগণ তদণ্ডেই ধরিয়া আনিবে। বরাঙ্গনা রাম চন্দ্র অপেক্ষা বুদ্ধিমতি ছিল। সে কহিল যে আমি যদি আপনার আজ্ঞা পালনে কৃতকার্য্য হই, পরে পাইক যাইবে।

অনন্তর সেই বেশ্যা বহুবিধ বেশ বিন্যাসে সজ্জিত হইয়া, রাত্রি কালে হরিদাসের সাধন কুটিরে উপস্থিত হইল। বার বণিতা সেই নিবীড় কাননে প্রকৃতি নীস্তব্ধ নীরব সৌন্দর্য্য এবং উর্দ্ধে চন্দ্র তারা শোভিত নৈশগগণ হাসিতেছে এবং হরিদাসের নিবাত নিষ্কম্প দীপবৎ সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন মাত্রে তাহার চিত্ত আর্দ্র হইল। বরাঙ্গনা হরিদাসের মনাকৃষ্ট করিবার জন্য তুলসী প্রণাম করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে প্রনাম করিল। পরে নানাবিধ ভাব ভঙ্গি করিয়া আপনার অভিলাষ জানাইল। হরিদাস বেশ্যাকে ঘৃণা না করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে বলিলেন আমি প্রতি দিবা রাত্রে নিয়মিত সংখ্যায় নাম জপ করি, অতএব যতক্ষণ না সংখ্যা পূর্ণ হয়, ততক্ষণ তুমি নাম শুনিতে থাক, নাম শেষ হইলে তোমার সহিত আলাপ করিব।

"হরিদাস কহে তোমায় করিব অঙ্গীকার।
সংখ্যানাম সংকীর্ত্তন যাবৎ সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন॥"

চরিতামৃত।

বেশ্যা অগত্যা অপ্রতিভ হইয়া হরিনাম শুনিতে লাগিল। হরিদাস আত্মবিস্মৃত হইয়া নাম গান করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, এবং সেই রমণী ভগ্নোৎসাহ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রামচন্দ্র খাঁকে সংবাদ দিল। দ্বিতীয় রাত্রিতে ঐ রমণী পূর্ব্ববৎ সজ্জিত হইয়া হরিদাসের কুটীরে গমন করিল। হরিদাস তাহাকে বলিলেন কাল তুমি ফিরিয়া গিয়াছ, আমার অপরাধ লইও না, আমার নাম পূর্ণ হইলে তোমার অঙ্গীকার পালন করিব।"

ক্রমশঃ।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বসু।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

ভক্তি।

১২শ সংখ্যা—৭ম বর্ষ।

ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেমস্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥

BENGAL LIBRARY 25 AUG.

প্রার্থনা।

বিশ্বব্যাপিন্! বিশ্বসাক্ষিন্ দুঃখহারিন্ জগৎপতে।
বিপন্নং শরণাপন্নং পাহি মাং করুণার্ণব।

হে করুণাময়। তুমি বিশ্বব্যাপী, তুমি সকল স্থানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তুমি সকলের সাক্ষী, তুমি অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলই জানিতেছ, তোমার অজ্ঞাত কিছুই নাই, হে জগৎপতে। তুমি দুঃখহারী তোমার কৃপায় জীবের সকল দুঃখ দূর হয়, আমি ঘোর সংসার সাগরে নিমগ্ন মহাবিপদে নিপতিত নানা প্রকার চিন্তায় চিন্তিত আমি তোমার শরণ লইলাম আমাকে রক্ষা কর।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! এই এক বৎসর যাবৎ আপন প্রাণের ভাবে ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা করিয়াছি, আজ বৎসর পূর্ণ হইল, আসুন সকলে মিলিয়া মঙ্গলময়ের স্তব করি। ভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামী, তিনি সকলেরই আশ্রয়, যাহার যেমন ভাব ভাল লাগে তাহারি পক্ষে সেইরূপ ভাবে প্রার্থনাই অনর্থ নিবৃত্তির কারণ হয়, সুতরাং ভক্ত প্রবর অকপট চরিত্র সর্ব্বজন প্রিয় শ্রীঅর্জ্জুন

মহাশয় যে স্তব করিয়া ভগবৎ ভাব লাভ করিয়া ছিলেন অভাবের যন্ত্রণায় অভিভূত আমরাও সেই ভাবুকের স্তব পাঠ করিয়া আসুন ভাব লাভে ধন্য হই।

অক্রূর উবাচ।

নতোহস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং নারায়ণং পুরুষ মাদ্যমব্যয়ং।

যন্নাভি জাতাদরবিন্দকোষাৎ ব্রহ্মাবিরাসীৎ যত এষলোকঃ। ১।

অক্রূর বলিতেছেন।

হে ভগবন্। তুমি সর্ব্ব কারণ-কারণ, তুমি সকলের আশ্রয়, তুমি সকলের হৃদয়ে বর্ত্তমান, তুমি সকলের সাক্ষী, তুমি সকলের আদি, তুমি অব্যয়, যে ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তোমারই নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হন তুমিই তাঁহার স্বরূপ তোমায় নমস্কার করি। ১।

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনঃ খমাদির্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাঃ বিবুধাশ্চ সর্ব্বে যে হেতবস্তে জগতোহঙ্গ ভূতাঃ। ২।

হে ভগবন্। ভূমি, জল, অগ্নি, পবন, আকাশ, মহত্তত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বিষয় সকল, এবং সকল জগতের হেতু ভূত মায়া এবং দেবগণ, সকলই তোমার অঙ্গজ অর্থাৎ তোমা হইতে উৎপন্ন। তুমি সকলের আদি তোমায় নমস্কার। ২।

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে অজাদয়োহনাত্মতয়াগৃহীতাঃ।

অজোহনুবদ্ধঃ স্বগুণৈরজায়া গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপং। ৩।

হে ভগবন্। আমি আর তোমার স্বরূপ কি বলিব? দেবগণ, মায়া এবং ব্রহ্মা ইহারা কেহই তোমার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না তাঁহারা নিজ নিজ মায়া শক্তিতে অভিভূত, তুমি গুণের অতীত তোমায় কেহই জানিতে পারে না; তবে তুমি কৃপা করিয়া যাঁহাকে দেখা দাও এবং স্বরূপ জানাও সেই ব্যক্তিই তোমায় জানিতে ও দেখিতে পায়। ৩।

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরং

সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ।

হে ভগবন্! তোমার পূর্ণ সত্তা কেহ বুঝিতে ও উপলব্ধি করিতে না। পারিলেও সাধকগণ ভক্তি-যোগবলে তোমাকে অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত রূপে অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বান্তর্য্যামী ও সর্ব্বনিয়ন্তারূপে অর্চ্চনা করেন, আমি তোমার শরণ লইলাম আমাকে তোমার স্বরূপ বুঝাইয়া দাও। ৪।

এয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।

যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া। ৫।

হে প্রভো! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আপনাকে বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা নানাবিধ যজ্ঞের অধীশ্বর নানাবিধ দেবরূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ৫।

একে ত্বাখিল কর্ম্মাণি সংন্যস্যোপসমং গতাঃ।

জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহং। ৬।

আবার জ্ঞানিগণ আপনাতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিবা বাসনা রহিত হইয়া জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময় নিরাকার ভাবেই আপনার উপাসনা করেন। ৬।

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।

যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং। ৭।

কেহ কেহ আপনারই শ্রীমুখ নিঃসৃতবাণী (পঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র) বিধানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহরূপে বহুমূর্ত্তি অথচ সর্ব্বাত্মারূপে এক মূর্ত্তি ভাবে একমাত্র আপনাকেই অর্চ্চনা করেন। ৭।

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণং।

বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্ত মুপাসতে। ৮।

অপর কতিপয় শৈবসাধক শিবোক্তমার্গে অর্থাৎ তন্ত্র শাস্ত্রানুসারে শৈব ও পাশুপতাদিমতভেদে আপনাকে শিবরূপে আরাধনা করেন। ৮।

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরং।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো। ৯।

যথাদ্রি প্রভবানদ্যঃ পর্জ্জন্যা পূরিতাঃ প্রভো।

বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ। ১০।

হে প্রভো! যে যে ভাবেই ভাবনা করুক না কেন, পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন নদী সকল বর্ষার জলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া নানা দেশ হইতে সমাগত হইয়াও যেমন একমাত্র সমুদ্রেই নিপতিত হয়, সেইরূপ সকলের সকল রকমের সাধনারই পূর্ণতা হইলে সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বময় প্রভু যে আপনি আপনাতেই ভাব প্রবেশ করে সন্দেহ নাই অর্থাৎ আপনিই সর্ব্বদেবময় ও সকলের গতি, অন্যদেবরূপে পূজাদি করিলেও আপনারই পূজা হয়। ৯। ১০।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ। ১১।

হে সর্ব্বেশ্বর। ব্রহ্মা হইতে স্থাবরাদি সকল প্রাকৃত জগত যে সত্ত্বরজ, ও তমো গুণ হইতে সৃষ্ট সেই গুণত্রয় আপনারই প্রকৃতির গুণ আপনি সর্ব্বেশ্বর আপনাকে আর কি বলিয়া স্তব করিব? ১১।

তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্ত দৃষ্টয়ে।
সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বধিয়াঞ্চ সাক্ষিণে॥
গুণ প্রবাহোঽয় মবিদ্যয়া কৃতঃ।
প্রবর্ত্ততে দেব নৃতির্য্যগাত্মসু। ১২।

হে ভগবন্। এই গুণত্রয়ের প্রভাব অবিদ্যাদ্বারাই কৃত, ইহাঁ দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যগাদি সকল যোনিজাত জীব দেহেই প্রভুত্ব করিতেছে কিন্তু আপনি এই গুণত্রয়ের অধীশ্বর ও অতীত আপনার বুদ্ধি কিছুতেই লিপ্ত নয়, আপনি সকলের সাক্ষী, আপনি সকলের আত্মা, আপনাকে নমস্কার করি। ১২।

অগ্নির্মুখং তেঽবনি রঙ্ঘ্রি রীক্ষণং।
সূর্য্যোনভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ॥
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ।
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলঞ্চ কল্পিতং। ১৩।

হে ভগবন্! অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী আপনার চরণ, সূর্য্য আপনার নয়ন, আকাশ আপনার নাভি, দিক সকল আপনার শ্রবণ, স্বর্গ আপনার মস্তক, দেবগণ আপনার বাহু, সমুদ্র সকল আপনার কুক্ষি, এবং বায়ু আপনার প্রাণ ও

জলরূপে কল্পিত হয়। আপনি সর্ব্বময় কিন্তু আপনাকে আশ্রয় করি আমায় কৃপা করুন। ১৩।

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা।
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ॥
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতিঃ।
মেঢ্রস্তু বৃষ্টি স্তব বীর্য্যমীষ্যতে। ১৪।

হে বিভো। বৃক্ষ ও ঔষধি সকল আপনার শরীর জাত রোমরাজি স্বরূপ, মেঘ সকল আপনার মস্তকস্থিত কেশ স্বরূপ, পর্ব্বত সকল আপনার অস্থি ও নখ স্বরূপ, দিবারাত্র আপনার নিমেষ, প্রজাপতিগণ আপনার মেঢ্র, বৃষ্টি সকল আপনার বীর্য্য। আপনি বিরাটরূপী ভগবান আপনাকে নমস্কার করি। ১৪।

ত্বয্যব্যয়াত্মন পুরুষে প্রকল্পিতা।
লোকাঃ সপালা বহু জীব সঙ্কুলাঃ॥
যথাজলে সঞ্জিহতে জলৌকসোঽ—
প্যুড়ুম্বরে বা মশকামনোময়ে। ১৫।

হে বিশ্বব্যাপিন্। জলমধ্যে যেমন জলজন্তু সকল বিচরণ করে, ও ডুম্বরের মধ্যে যেমন মশকাদি বিচরণ করে, সেইরূপ বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও মন প্রভৃতির একমাত্র আশ্রয় মহাপুরুষ যে আপনি, আপনাতে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সহিত নিখিল জীব সকল বিচরণ করিতেছে। আপনিই সকলের আশ্রয়। ১৫।

যানি যানীহরূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষিহি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকো মুদা গায়ন্তি তে যশঃ। ১৬।

হে ভগবন্। আপনার স্বরূপ মন ও বুদ্ধির অগোচর হইলেও আপনি দুষ্ট দমন ও শিষ্টজনের প্রতিপালনরূপ লীলার জন্য যে যে রূপ ধারণ করেন সেই সেই লীলাময় মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়া সাধকগণ আপনার লীলাগুণ গান করতঃ পরমানন্দ ভোগ করেন। ১৬।

নমঃ কারণ মৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভ মৃত্যবে। ১৭।

আপনি প্রলয়কালের সমুদ্রজলে কারণ মৎস্যরূপে বিচরণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার, আপনি হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মধু ও কৈটভ অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন আপনাকে নমস্কার করি। ১৭।

অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দর ধারিণে।

ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে। ১৮।

আপনি প্রলয়পয়োধি-জলে মহাকূর্ম্ম মূর্ত্তি ধারণ করত মন্দর পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মহা বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। ১৮।

নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায সাধুলোক ভয়াপহ।

বামনায নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায চ। ১৯।

হে ভক্তজনভয়হারিন্। আপনি প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা করিয়া নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করতঃ হিরণ্যকশিপুকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বামনরূপ ধারণ করিয়া বলির নিকট হইতে ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণের ছলে ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন আপনার প্রভাব কেহ জানিতে পারে না। আপনাকে বার বার নমস্কার করি। ১৯।

নমো ভৃগুনাং পতয়ে দৃপ্ত ক্ষত্র বনচ্ছিদে।

নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্ত করায় চ। ২০।

হে ভগবন্! উদ্ধত ক্ষত্রিয়গণের নিধনের জন্য আপনি ভৃগুপতি পরশুরাম হইয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত রাক্ষস রাজ রাবণকে সংহার করিবার জন্য আপনি রঘুবংশে শ্রীরাম রূপে অবতীর্ণ হন, আপনাকে নমস্কার। ২০।

নমস্তে বাসুদেবায নম সঙ্কর্ষণায চ।

প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ। ২১।

হে ভগবন্। নিখিল ভক্তজনের অবলম্বন স্বরূপ আপনি বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ রূপে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, ও অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃরূপে বর্ত্তমান, আপনাকে নমস্কার করি। ২১।

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানব মোহিনে।
ম্লেচ্ছ প্রায় ক্ষত্র হন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে। ২২।

হে ভগবন্! আপনি অভক্তগণকে মোহিত করিবার জন্য শুদ্ধ শান্ত বুদ্ধ রূপী হইয়া কল্পিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন। আপনিই ম্লেচ্ছাচার পরায়ণ ক্ষত্রিয় কুল সংহার করিতে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন, আপনাকে নমস্কার। ২২।

ভগবন্ সর্ব্বলোকোঽয়ং মোহিত স্তব মায়য়া।
অহং মমেত্যসদ্গ্রাহোভ্রাম্যতে কর্ম্মবর্ত্মসু। ২৩।

হে ভগবন্! আপনারই মায়ার দ্বারা মোহিত আমি আমার এইরূপ অসদ্ভাবাপন্ন জীব সকল, আপনাকে না চিনিয়া বৃথা কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিয়া বার বার আসা যাওয়া করিতেছে। ২৩।

অহঞ্চাত্মাত্মজাগারদারার্থ স্বজনা দিষু।
ভ্রমামি স্বপ্ন কল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া প্রভো। ২৪।

হে প্রভু! আমিও আপনারই মায়াশক্তিতে অভিভূত হইয়া স্বপ্ন সদৃশ অনিত্য দেহ, পুত্র, গৃহ, কলত্র, অর্থ এবং স্বজনগণের প্রতি নিত্যবুদ্ধি করতঃ অতিশয় বিমুগ্ধ হইয়া কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি। ২৩।

অনিত্যা নাত্মদুঃখেষু বিপর্য্যয় মতির্হ্যহং।
দ্বন্দ্বারাম স্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনোপ্রিয়ং। ২৫।

হায় হায়! আমি অজ্ঞান অন্ধ হইয়া অনিত্য কর্ম্মফলে নিত্যবুদ্ধি, অনাত্ম-দেহাদিতে আত্ম বুদ্ধি, দুঃখ রূপ গৃহাদিতে সুখ বুদ্ধি করতঃ দুঃখকেই সুখ মনে করিয়া, প্রকৃত বন্ধু যে আপনি আপনাকে জানিতে পারিতেছি না। ২৫।

যথা বুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ হিত্বাহং ত্বাং পরাঙ্মুখঃ। ২৬।

মূর্খ জন যেমন জল হইতে সমুৎপন্ন তৃণাদির দ্বারা আচ্ছন্ন জলকে না জানিয়া মরীচিকায় জল বুদ্ধিতে ধাবিত হইয়া দুঃখ পায়, আমিও সেই প্রকার সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বকারণ কারণ যে আপনি আপনাকে না ভাবিয়া আপনার মায়াগুণ দ্বারা সমুদ্ভূত অনিত্য দেহাদির মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া দুঃখ পাইতেছি। ২৬।

নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কাম কর্ম্মহতং মনঃ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিত স্ততঃ। ২৭।

হে দীনদয়াল! আমি জানিয়াও কাম ও কর্ম্মের দ্বারা অভিভূত। অসংযত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল মনকে সংযত করিতে পারিতেছি না। আমার চঞ্চল মনকে স্থির করিয়া তোমার ভাবে ভাবিত করিয়া দাও। ২৭।

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং।
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে ॥
পুংসো ভবেদ্‌যর্হি সংসরণাপবর্গ
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ। ২৮।

হে সর্ব্বান্তর্যামিন! আমি অস্থির চিত্ত সুতরাং অতিশয় দুঃখিত হইয়াও যে নিখিল দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত অসতের দুর্ল্লভ সর্ব্বদুঃখহারী তোমার শ্রীচরণ আশ্রয় করিলাম ইহা তোমারই কৃপা, হে পদ্মনাভ! জীবের যখন সাধু সেবার ফলে তোমার প্রতি মতি হয় তখনই তোমার কৃপায় তাহার সংসার বাসনার নিবৃত্তি হয় তোমার কৃপা ভিন্ন কাহারই সংগতি লাভ হয় না। ২৮।

নমোবিজ্ঞান মাত্রায় সর্ব্ব প্রত্যয় হেতবে।
পুরুষেশ প্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। ২৯।

হে জ্ঞানময়! আপনি দিব্যজ্ঞানের কারণ, আমি আপনাকে জানিবার নিমিত্ত আপনারই চরণ আশ্রয় করিলাম, আপনি কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাদির নিয়ন্তা আপনি পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ, আপনি মায়াতীত, আপনি সর্ব্বশক্তিমান। ২৯।

নমস্তে বাসুদেবায় সর্ব্বভূত ক্ষয়ায় চ।।
হৃষীকেশ নমস্তভ্যং প্রপন্নং পাহিমাং প্রভো। ৩০।

হে হৃষীকেশ! আপনি সকলের অধিষ্ঠাতা, আপনিই গুরু, আপনিই আরাধ্য, হে প্রভো! আমি আপনার শরণাপন্ন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ৩০।

(এইরূপ স্তব করিলে শ্রীভগবান্ পরিতুষ্ট হইয়া অক্রুরকে দেখা দিলেন)

ভক্তগণ অক্রুর মহাশয় যেরূপভাবে হৃদয়েরভাব ব্যক্ত করত অকপট ভাবে ভগবানের স্তব করিয়া ভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন, আসুন আমরাও অক্রুর ভাবে হৃদয়ের ভাব ভাবময়কে জানাইয়া কৃতার্থ হই। যে ব্যক্তি অকপট ভাবে তাঁহাকে ডাকে তিনি তাহাকে ভাবে রাখেন সন্দেহ নাই।

দীনবন্ধু শর্ম্মা।

কাঙ্গালের দপ্তর।

—:০:—

কি দিয়ে পূজিব ?

কি আছে আমার ? হে নাথ। আমার কি আছে? তোমার পূজা করিবার উপযুক্ত বস্তু আমার কি আছে? তোমার ওই অতুল রাতুল চরণ, অর্চনা করিবার যোগ্য কিছুই দেখিতে পাই না।

তুমি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। ভাবের উদ্যানে যে প্রীতি কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, শুনিতে পাই তুমি তাহা সমাদরে গ্রহণ কর। ভক্তের ভাবে তুমি চিরবিক্রীত। হে ভাবময়। বলিব কি যে ভাব দিয়া সংসারে পঠাইয়া ছিলে, তাহা ক্রমে ক্রমে সংসার তাপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আছে শুষ্ক অতি শুষ্ক মরুবৎ হৃদয়খানি।

হে পদ্মপলাশলোচন। হে গোপীজন-চিত্ত-চোর। তোমার কোমল চরণ যুগল রাখিবার স্থান এ দগ্ধ হৃদয় নহে। হৃদয়ের এইরূপ অবস্থা মস্তিষ্কের অবস্থাও তদ্রূপ। দুশ্চিন্তা জর্জ্জরিত মস্তিষ্কে তোমার চিন্তা স্থান পায় না। সংসারের অসার চিন্তা, সে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। জানি না বুঝি না কোথায় তোমায় রাখিয়া কি ভাবে, কি দিয়া তোমার পূজা করিব ?

হে রসময়। দেখা কি দিবে না? দয়া কি হবে না? দীন হীন, অধম জনের প্রতি তোমার যে অসীম কৃপা। এই ভরসায় বুক বাঁধিয়া আসিয়াছি। শ্মশানে শিবরূপে তুমি বাস কর। শিবরূপে শ্মশান ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া কৃপা কর। তারপর না হয় সময় হইলে, হৃদয় খানি কোমল ভাব ধারণ করিলে, চিত্তখানি নির্ব্বিকার শুদ্ধ হইলে, যে ভাবে তোমারে দেখিতে স্পৃহা করি, সেই মহাভাবে দেখা দিও আসিয়া পূজার দ্রব্য পাদ্য, অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া, ধন্য করিও।

শুনিতে পাই, তোমার নামের গুণে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত হয়। হে কৃপাময়! হে প্রেমময়! তবে এস। প্রেমবারি সিঞ্চন

রসহীন অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রে বীজ অঙ্কুরিত করিয়া নূতন নূতন প্রসূন ফুটাইবার ব্যবস্থা কর। আমি সেই কুসুম গ্রহণ করিয়া, প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে তোমার রাঙ্গা পা দুখানির পূজা করি। সাধ কি পূর্ণ হইবে না,—দীনের মনের অভিলাষ কি অপূর্ণই থাকিবে?

তোমার পূজা তুমিই গ্রহণ কর। আমার কি আছে নাথ। জাহ্নবী জলে জননী জাহ্নবীর অর্চ্চনার ইচ্ছা হইয়াছে। হে কামদ, কামনা পূর্ণ করিয়া দাসকে ধন্য কর।

দীন—শ্রীরসিকলাল দে।

ভক্তির আহ্বান।

—:o:—

কে আসিবি আয়! আয়! আয়! সংসার তাপে সন্তপ্ত জীব আয়! আয়! অমৃত দান করিয়া তোদের তাপিত প্রাণ শীতল করিব, আয় ভ্রান্ত জীব, মোহ দূর করিয়া বিশ্বাসের হাত ধরিয়া শান্তিকুঞ্জ প্রেম অন্তঃপুরে আয়। সকল জ্বালার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে। কেন কুপথে চলিয়া দগ্ধ হইতেছিস্। অহং জ্ঞানে মত্ত থাকিয়া কেন নরকের পথ প্রসারিত করিতেছিস্। অহমিকা জ্ঞানই তোদের ধ্বংসের কারণ, বুঝিয়াও বুঝিতে পারিস্ না। কি ভ্রান্তি! কি মোহ!! আহা কি চিত্ত বিকার!!!

এত দুঃখে, এত বিপদে, এত শোকে? কি চৈতন্য হয় নাই—হইবে না? ছি! ছি! জীবশ্রেষ্ঠ তোরা, শ্রীভগবানের অসীম কৃপাবলে দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়াছিস্। পশুবৃত্তি ছাড়িতে কি বাঞ্ছা হয় না। এই কি জীবনের সার্থকতা। ছি! ছি!

ইন্দ্রিয় সুখেই মত্ত থাকিবি? দেহের সাজ সজ্জায়, বিলাসিতায়ই কি দিন অতিবাহিত হইবে? আর কি কোন কর্ম্ম, কোন ধর্ম্ম নাই। ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই কি ধর্ম্ম! স্বার্থ সুখ অন্বেষণই কি বিবেকবান্ শ্রেষ্ঠ জীবের কাম্য পদার্থ?

বলিহারী মোহ তোদের। মায়ার শক্তি অসীম বহির্মুখ জীব তোরা, একবার অন্তর্মুখ হয়ে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন কর। সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে দেখিতে পাইবি যাহা, তাহা বুঝিবার নহে—বুঝাবার নহে। সে সুখ, সে শান্তি অপ্রাকৃত মুকাস্বাদনবৎ। আয়। আয়। আয়। বিশ্বাসের হাত ধ'রে আমার কাছে আয়। আমি তোদের এরূপ অপরূপ দ্রব্য দিব, যাহার প্রভাব অনুপমেয়।

যদি শ্রদ্ধার উদয় হয়। সাধুসঙ্গে সুমতি হইয়া থাকে, তবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'য়ে আয়। এখানে আছে কেবল মাধুর্য্যের তরঙ্গ। চির উৎসব এখানে বিরাজমান। এখানকার সুখ ক্ষণিক নহে। নিত্যধামে থাকিয়া নিত্য সুখ লাভে ধন্য হইতে চাস্ যদি, তবে সন্দেহ না করিয়া প্রভুর নামে বিশ্বাস করিয়া ছুটিয়া আয়।

নামে দৃঢ় বিশ্বাস হইলেই বাঞ্ছাকল্পতরু দেখা দিবেন। "নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি"—ইহা মিথ্যাবাদ নহে।

বিষয়ের অভিমান ত্যাগ করিয়া সময় থাকিতে ছুটিয়া আয়। আয়। আয়! আয়! দিন চলিয়া গেল। তাই বলি, আয়! আয়। আয়!

দীন - শ্রীরসিকলাল দে।

ভক্ত সম্মীলন।

প্রয়াগে অবস্থান কালে, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বল্লভাচার্য্যের একান্ত অনুরোধে, তাঁহার গৃহে প্রেমাবতার চৈতন্যদেবকে একদিন আতিথ্য স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সে দিন চৈতন্যদেব বল্লভাচার্য্যের গৃহে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে রঘুপতি উপাধ্যায় নামে এক মহা পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; এই রঘুপতি উপাধ্যায় ত্রিহুত দেশের লোক এবং মহা পণ্ডিত ও পরম বৈষ্ণব। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"হেন কালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায়।
তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়॥"

চৈতন্যদেব রঘুপতির পরিচয় লইয়া তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণে প্রগাঢ় রতি হউক, বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এবং বলিলেন যে, "উপাধ্যায়! কিছু কৃষ্ণ কথা শুনাও।" রঘুপতি উপাধ্যায় তাঁহার নিজকৃত "শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে" ইত্যাদি শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, সংসার তাপ ক্লিষ্ট হইয়া কেহ বা শ্রুত্যনুমোদিত নিরাকার ব্রহ্ম, কেহবা স্মৃত্যনুমোদিত ঈশ্বর, কেহবা বিবিধ পুরাণোক্ত সাকার দেবতাকে ভজনা করে। আমি কিন্তু, যাঁহার প্রাঙ্গনে পরমব্রহ্ম নিত্য বিরাজ করিতেছেন, সেই নন্দকে বন্দনা করি। রঘুপতির কথায় সন্তুষ্ট হইয়া চৈতন্যদেব বলিলেন, রঘুপতি! আরও কিছু বল। রঘুপতি বলিলেন ;—

"কংপ্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কোবা প্রতীতি মায়াতু।
গোপতি তনয়াকুঞ্জে গোপবধূটী বিটং ব্রহ্ম॥"

অর্থাৎ কালিন্দীতট বর্ত্তী নিকুঞ্জ বনে পূর্ণব্রহ্ম গোপবধূগণের চিত্ত চোর রূপে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। একথা কাহাকেইবা বলিব? কেইবা ইহাতে বিশ্বাস করিবে? এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। যিনি কৃষ্ণ কথার আভাস মাত্রেই প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়েন; তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার বিশ্বাসী ভক্ত রঘুপতি উপাধ্যায়ের কৃষ্ণ ভক্তির দৃঢ়তা ব্যঞ্জক কবিতায় প্রেমাবেগে আত্মহারা হইয়া পড়িবেন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? রঘুপতি উপাধ্যায় চৈতন্যদেবের এইরূপ প্রেমোন্মত্ততা ও ভাব বিভোরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া চৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁর পদ ধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে, চৈতন্যদেব উপাধ্যায়কে প্রেমিক ভক্ত ও কৃষ্ণ লীলার নিগূঢ় তাৎপর্য্যজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, উপাধ্যায়কে আরও কয়টী মনের মত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, কহ দেখি রঘুপতি! রূপের মধ্যে কোন রূপ শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি—শ্যামরূপই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপ। শ্যামরূপের ন্যায় অদ্ভুত, স্নিগ্ধ, সুন্দর, মনোমদ আনন্দপ্রদ নয়ন রঞ্জন রূপ জগতে আর নাই।

চৈতন্য—বল দেখি উপাধ্যায়! কোন পুরী শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি—যে পুরীতে শ্যামরূপের নিবাস, সেই মধুপুরীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরী বা শ্রেষ্ঠ ধাম।

চৈতন্য—শ্রীকৃষ্ণের বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরাবস্থার মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি—যৌবন সমাগমের পূর্ব্বাবস্থার নাম কৈশোরাবস্থা। সেই কৈশোর অবস্থাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কৈশোর লীলার ন্যায় তাদৃশ মাধুর্য্যময় আনন্দময় আর কি আছে?

চৈতন্যদেব এ কথায় আরও প্রেমোন্মত্ত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন; বল দেখি রঘুপতি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের মধ্যে কোন রস শ্রেষ্ঠ?

রঘুপতি—যে রসে আত্ম সমর্পণ করিয়া সুখ আছে। যে রসে ভয় বা সঙ্কোচের লেশ মাত্র নাই। যে রসে জাতি, কুল, মান, অভিমান, ধনজনকে জলাঞ্জলি দিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়, সেই মধুর রসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রস। এই মধুর রসের রসিক হইতে পারিলে, সেই রসে রসিক রাসবিহারী শ্যাম রূপের মাধুর্য্য পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে পারা যায়। এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব প্রেমে গদ গদ হইয়া রঘুপতি উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। রঘুপতি শ্রীচৈতন্যদেবের মধুমধুর পুণ্যালিঙ্গনে তাঁহার জন্ম জীবন সার্থক করিলেন।

শ্রীগৌরগোপাল সেন।

সৎ প্রসঙ্গ।

—:o:—

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

৮। একটি কথা মনে পড়িয়া গেল, তুমি ৺কাশী যাইবার উপলক্ষ্যে স্থূলের সহিত সূক্ষ্মের মিলন করিয়া সাধন তত্ত্ব সুন্দররূপে বুঝাইলে বটে, কিন্তু

একটি বিষয় বাদ পড়িয়া গিয়াছে, ৺কাশী যাইবার পথে গঙ্গার এ পারে যে ব্যাস কাশী আছে, তাহার অর্থ কি? এখানে মৃত্যু হইলে, অন্যান্য বহুতর জানোয়ার থাকিতে গর্দ্দভ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার বা কারণ কি? এবং ও পারে মৃত্যু হইলেইবা শিবত্ব লাভ হয় কেন?

র। যদিও তোমার এই প্রশ্নটি উদ্ভট ভাবের, কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে পুরাণাদিতে যাহা লিখিত আছে তাহার একটি সামান্য বিষয় পর্য্যন্ত অর্থহীন নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিদ্যার গতি উর্দ্ধ মুখিন, সুতরাং ৺কাশীধামের প্রান্তস্থিত উত্তরবাহিনী গঙ্গা বিদ্যাস্বরূপিণী, বিদ্যার এ পারে অবিদ্যা ভূমি এবং পর পারে চৈতন্য ভূমি, অবিদ্যা ভূমি সংসার ভাবময় ও নশ্বর, এবং চৈতন্য ভূমি ভগবদ্ভাবময় ও নিত্য, ইহা বিদ্যা ও অবিদ্যার অতীত স্থানে বিরাজিত, সুতরাং সাধন বলে সাধকের মন যখন চৈতন্য ভূমিতে উত্থিত ও ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া মায়াতীত হয়, তখন দেহত্যাগ হইলে সে শিবত্ব লাভ করে, স্বর্ণভাবময় স্পর্শমণির ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় ভাবের আধার স্বরূপ শ্রীভগবানের ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে জীব শিবত্ব বা মঙ্গলময় স্বভাব লাভ করে, "মায়ার আবরণে জীবের হৃদয়স্থ সচ্চিদানন্দ ভাব অব্যক্ত থাকে, পরে সাধন লব্ধ চৈতন্য জ্যোতীর সংস্পর্শে মায়িক আবরণ ভস্ম হইলে যখন ঐ মহান্ ভাব ব্যক্ত হয় তখন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশ হইয়া আলোক প্রকাশের ন্যায় সাধকের জীব ভাব অপগত ও শিব ভাবের উন্মেষ হয়।

অপর পক্ষে এ পারে অবিদ্যা ভূমিতে অবস্থান কালীন, জীবের হৃদয় যখন সংসারের মায়িক ভাবে পূর্ণ থাকে সে অবস্থায় মৃত্যু হইলে মোহ জনিত বাসনার আকর্ষণে তাহাকে পুনরায় সংসারে আগমন করিতে হয়, এবং এই মুগ্ধ অবস্থায় তাহার জীব ভাব অব্যাহত থাকে বলিয়া তাহাকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, রজকাধিন গর্দ্দভ যেমন পর্ব্বত প্রমাণ ভার বহন করে অথচ তাহার পৃষ্ঠদেশে একটী "ভাতের কাঠি" স্থাপন করিলে লাফাইয়া উঠে, অবিদ্যাধিন জীব সেইরূপ মুগ্ধ প্রাণের সংসারের দুর্ব্বহভার বহন করে কিন্তু ভগবল্লাভ করিয়া নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিবার উপায় স্বরূপ সামান্য সাধন ক্লেশ সহ্য করিতে পারে না, যদি কোন হিতাকাঙ্খি ব্যক্তি তাহাকে সাধনের উপদেশ

দেয়, হতভাগ্য জীব আত্মাভিমানের বশে লাফাইয়া উঠে, ভাতের কাঠির সহিত সাধকের তুলনা দিবার অর্থ এই যে, চাউলের মধ্যে মধুরতা অব্যক্ত ভাবে থাকিলেও যেমন তাহাকে মাধুর্য্যময় অন্নে পরিণত করিতে হইলে প্রথমতঃ তাপ ও বারির সাহায্য লইয়া পরে কাঠির দ্বারা নাড়িতে হয়, সেইরূপ অব্যক্ত চৈতন্যকে ব্যক্ত করিতে হইলে জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্য লইয়া সাধন কৌশল প্রয়োগ করিতে হয়, অন্ন—ব্রহ্ম এবং ভাতের কাঠি—তাঁহাকে লাভ করিয়া চৈতন্য মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার উপায় স্বরূপ ব্যাকুলতা, কেননা এই ব্যাকুলতাই সাধনের প্রাণ স্বরূপ ভাতের কাঠি পাইলে যেমন নাড়িবার কৌশল আয়ত্ব করিতে বিলম্ব হয় না সেইরূপ তীব্র ব্যাকুলতাই সাধন কৌশল অবগত হইবার উপায় স্বরূপ, তাপ ও বারি সংগ্রহ হইলেও কাঠির দ্বারা নাড়িবার কৌশল না জানিলে যেমন ধরিয়া গিয়া অন্নের মাধুর্য্য বিনষ্ট হয়, সেইরূপ জ্ঞান ও ভক্তি অর্জ্জিত হইলেও ব্যাকুলতা ভিন্ন চৈতন্য মাধুর্য্য সম্ভোগ করা যায় না, এখন এ পারে মরিলে কেন গর্দ্দভ হয় বুঝিলে কি? এবং তোমার প্রশ্নের এই উত্তর সঙ্গত বোধ হইয়াছে কি? ভাই! স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও মহাকারণ একই দ্রব্যের স্তর ভেদ মাত্র, প্রগাঢ় চিন্তার সাহায্যে ভগবল্লাভার্থী সাধকগণই কেবল নিম্নের তিন স্তর অতিক্রম পূর্ব্বক সর্ব্বোর্দ্ধস্তর মহাকারণের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন, প্রত্যেক স্থূল বিষয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিহিত আছে এবং বিদ্যা বা জ্ঞানের সাহায্যে এই তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় কেননা দ্বিভাব সম্পন্ন মায়া বিদ্যা রূপে সূক্ষ্মের ও অবিদ্যারূপে স্থূলের প্রসূতি বা কারণ স্বরূপা এবং চৈতন্যময় শ্রীভগবানকেই এই কারণের কারণ একমাত্র মহাকারণ বলিয়া জানিও।

চ। সুন্দর ব্যাখ্যা হইয়াছে, কিন্তু আমার পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তরে ত্যাগের উপায় হৃদয়ঙ্গম হইলেও কেবল একটি মাত্র সন্দেহ আছে, তুমি গীতোক্ত "কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ" শ্লোকের অর্থে বলিলে যে বাহিরে ত্যাগ করিয়াও যদি মন সেই বস্তুকে স্মরণ করে তাহা হইলে মিথ্যাচারের অপরাধ হয়, কিন্তু অনিষ্টকর বোধে বিচারের সাহায্যে কোন বস্তু ত্যাগ করিবার পরে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ কোন কোন সময়ে চিত্তে সেই বস্তুর প্রতিবিম্ব,

পড়িলে যদি মিথ্যাচার দোষে দুষিত হইতে হয়, তাহা হইলে দেখিতেছি ধর্ম্ম পথেও পাপের ভয় আছে।

ব। ভাই। প্রকৃত ধর্ম্ম পথে পাপের ভয় নাই, অনবধান বশতঃ ধর্ম্ম পথ গামির মন যদিও কখন পূর্ব্ব সংস্কারের আকর্ষণে তেজ্য বস্তুতে সংলগ্ন হয়, প্রত্যাহারের দ্বারা সে তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে মন কে ফিরাইয়া লয় এবং কিছুদিন এইরূপ প্রত্যাহারের চাবুক খাইলে মন আর সে দিকে যায় না, সুতরাং ইচ্ছাপূর্ব্বক মন কে বিপরীত গামি হইতে না দেওয়ায় সাধককে অপরাধি হইতে হয় না, অপর পক্ষে যাহারা পার্থিব লোক সম্মানের আকাঙ্ক্ষায় বাহ্যিক ত্যাগ করে (অথচ সুবিধা পাইলে গোপনে সেই বস্তু উপভোগ করিতে বিরত হয় না) কেবল তাহাদেরই মন ইচ্ছার অনুমোদনে ত্যজ্য বস্তুতে সংলগ্ন হয় এবং চিত্তে মিথ্যাচারের মল মাখাইয়া সেই কপট ব্যক্তির অধঃ-পতনের পথ সুগম করিয়া দেয়।

সাধকগণকে মিথ্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরং।
ততস্ততো নিয়ম্যৈত দাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

অর্থাৎ স্বভাবগত চঞ্চলতা প্রযুক্ত মন যে বিষয়েই ধাবিত হউক না কেন, তাহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মার অনুগত করিয়া রাখিবে।

এ সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। মনে কর কোন একটি ধর্ম্মভীতা বালিকা পিত্রালয়ে অবস্থিতি কালে প্রতিবাসীগণের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিত, বিবাহের পরে সে যখন শ্বশুরালয়ে আসিল তখন কেবল স্বামী গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকা তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল, কিন্তু সে বুঝিল যে বাহিরে ভ্রমণ করা দূরে থাকুক, সংস্কার বশতঃ ভ্রমণের চিন্তা করিয়া অন্যমনস্ক হইলেও স্বামীর অসন্তুষ্টি অর্জ্জন করা হইবে মাত্র, তখন সে সংস্কারের তাড়না জনিত কষ্ট—নীরবে সহ্য করিয়া আন্তরিক চেষ্টার ফলে মনকে ভ্রমনের চিন্তা হইতে প্রত্যাহার পূর্ব্বক স্বামী সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিল, এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে যখন সে স্বামী প্রেমের আস্বাদ পাইল, তখন সেই আবদ্ধ গৃহই

তাহার পক্ষে আনন্দ নিকেতন হইল, স্বামীপ্রেমের স্রোতে তাহার পূর্ব্ব সংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল।

প্রথমোক্ত বালিকার ন্যায় আর একটি আমোদ পরায়ণা বালিকার পাড়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি ছিল, সে শ্বশুরালয়ে যাইয়াও মনের বেগকে সংযত করিবার চেষ্টা করিল না, সেখানেও তাহার সঙ্গিনী জুটিল, সে স্বামীর অসাক্ষাতে লুকাইয়া লুকাইয়া তাহাদের গৃহে গমন পূর্ব্বক মিথ্যাচার জনিত পাপের বীজ বপন করিত, কিন্তু ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতির নিকট অন্যায় কার্য্য গোপন থাকে না, ক্রমে স্বামী জানিতে পারিয়া তিরস্কার করিল, কিন্তু সেই বালিকার লক্ষ্য স্বামীর দিকে ছিল না, লক্ষ্য ছিল আমোদের দিকে, এজন্য কিছুদিনের মধ্যে উপর্য্যুপরি তিরস্কৃত হওয়ায় স্বামীগৃহ তাহার ভাল লাগিলনা, অধিকতর আমোদ পাইবার জন্য সে কুলে জলাঞ্জলি দিয়া গৃহ ত্যাগ করিল, ফলে পরিণাম যাহা হইবার তাহাই হইল, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সম্ভোগ জনিত উৎকট মহাব্যাধিতে শীঘ্রই তাহার যৌবনশ্রী বিনষ্ট হওয়ায় লম্পটগণ তাহাকে ত্যাগ করিল, এইরূপে সে যাতনা দ্বারা নিষ্পেষিত এ পৃথিবীর ঘৃণ্য হইয়া মরণান্তে ভীষণ নরক ভোগের পথ সুগম করিয়া লইল।

ভাই। এই যে দুইটি বালিকার বিষয় বলিলাম তাহার মধ্যে প্রথমোক্ত বালিকার ন্যায় প্রকৃত সাধক জগৎপতির দিকে লক্ষ্য রাখেন বলিয়া সহজেই সংস্কার জনিত তুচ্ছ আমোদের আকর্ষণ হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া ভগবচ্চরণে সংলগ্ন করিতে সমর্থ হন ও পরিশেষে শ্রীভগবানের প্রেমলাভ করিয়া জীবনে মরণে বিমল—অবিচ্ছিন্ন আনন্দ সম্ভোগ করেন।

অপর পক্ষে শেষোক্ত বালিকার ন্যায় যে মূঢ় সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আপাত মনোরম তুচ্ছ আমোদের আকর্ষণে শ্রীভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিতে চেষ্টা করে না অথবা বাহ্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে গোপনে কায়িক বা মানসিক অন্যায় কার্য্য করিয়া মিথ্যাচারের বীজ বপন করে, ধর্ম্মের প্রভাবে সেই বীজ ফলোন্মুখ হইয়া যখন তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন সে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া অকূলে ঝাঁপ দেয় ও পরিশেষে জীবনে মরণে ভীষণ যন্ত্রণার নরকানলে দগ্ধ হয় জানিও।

চ। একটি বিষম ভয় দূর হইল, কোন কোন অন্যায় বিষয় যাহা পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি, সময়ে সময়ে মন সংস্কার বশে সেই দিকে ধাবমান হইত, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনকে সরাইয়া লইয়া বুঝিবা মিথ্যাচারের অপরাধ হইল বলিয়া ভীত হইতাম, কিন্তু এক্ষণে তোমার উপদেশে প্রাণে সাহস হইল, যাহা হউক আর একটি বিষয়ে সন্দেহ আছে, তুমি ভাল করিয়া বুঝান সত্বেও সেই সন্দেহের দাগ আমার চিত্ত হইতে মুছিয়া যায় নাই, তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ যে জ্ঞান লাভের পরেও সুপ্ত সংস্কার নাশ করিয়া আত্ম পরীক্ষায় জয়ী হইবার জন্য সাধকের সংসারে অবস্থান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার বোধ হয় সংসারে অবস্থান করিলে সংস্কারের বৃদ্ধি হইবার সম্ভব, কেননা সংসারে অবস্থান পূর্ব্বক ভোগাদিতে লিপ্ত হইলে সেই ভোগ জনিত সংস্কার গুলির এক একটি বীজ হইতে শত শত বাসনা ফল প্রসূত হইয়া উহা পুনরায় সংস্কার বীজ প্রসব করে এবং এইরূপে এই রক্তবীজের বংশ বৃদ্ধি পাইয়া যখন চতুর্দ্দিক হইতে মন বেচারিকে আক্রমণ করে, তখন তাহার পরিত্রাণের উপায় থাকে কি ?

র। সংসারে থাকিয়া সাধন হয় না, এই ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায় এ সময়ে পূর্ব্বে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেও পুনরায় তোমার সন্দেহের উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে ব্যবহার করিবার জ্ঞানের অভাবে যে বিষ প্রাণ নষ্ট করে, সেই বিষই আবার ব্যবহার করিতে জানিলে প্রাণ প্রদ হয়, সুতরাং বিষ নিন্দনীয় নহে, ব্যবহারকারির দোষ বা গুণই নিন্দা বা প্রশংসার কারণ, জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা, যাহার সন্তরণ জানা আছে সে জলের মধ্যে পড়িলে তরঙ্গ ভেদ করিয়া উহার পারে যাইতে পারে কিন্তু সন্তরণ জ্ঞানহীন ব্যক্তি যেমন ডুবিয়া মরে, সেইরূপ জ্ঞানীর সংসার করিবার জ্ঞান থাকায় অনাসক্ত ভাবে ভোগ করিবার ফলে সে প্রারব্ধ ক্ষয় করিয়া মুক্তি লাভ করে কিন্তু অজ্ঞানীর সংসার করিবার জ্ঞান না থাকায় সে আসক্তির শত বন্ধনে জড়িভূত হইয়া অধোগামী হয়, যাই। পাথরের উপর একখানি অস্ত্র কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে উহা মরিচা পড়িয়া ক্রমে মলিন ও অকর্ম্মণ্য হয়, কিন্তু যদি জালির সাহায্যে অস্ত্রখানিকে ঐ প্রস্তরে ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে যেমন উহা মার্জ্জিত ও তীক্ষ্ণ ধার সম্পন্ন হয়, সেইরূপ অজ্ঞানীর মন সংসারে পড়িয়া থাকায় উত্তরোত্তর সংস্কার মালিন্যে আবরিত হইয়া তেজহীন ও অকর্ম্মণ্য

হয় কিন্তু জ্ঞানী ঐ সংসার প্রস্তরে বিচার রূপ বালির সাহায্যে বিবেক শক্তির দ্বারা মনকে ঘর্ষণ পূর্ব্বক উহার সংস্কার রূপ মলিনতা নাশ করে. মন তখন নির্ম্মল ও খরধার সম্পন্ন হইয়া আত্মার অস্ত্ররূপে রিপু সকলকে পরাজয় ও বশীভূত পূর্ব্বক তাহাদের দুর্গম চক্রব্যূহ হইতে নির্গত হইয়া মুক্তভাব ধারণ করে এবং কার্য্য সিদ্ধির পরে আত্মার অঙ্গ সংলগ্ন চৈতন্যনিকটে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আত্মশক্তি রূপে পরিণত হয়, আর সে ঐ আত্ম সংস্পর্শরূপ পরমানন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া সংসারের উত্তাপ ও শীতলতা রূপ সুখ দুঃখের মধ্যে পতিত থাকিয়া আপনাকে মলিন ও অকর্ম্মণ্য করিতে চাহে না, অপর পক্ষে আত্মাও নিজ শক্তির আধার স্বরূপ প্রিয় অস্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবিদ্যা কারাগারে বন্দীরূপে অবস্থান করিতে চাহে না, সুতরাং একবার আত্মার সহিত মনের মিলন হইলে অবিদ্যার অনুচর রিপুগণ আর সে দুর্দ্দমনীয় শক্তির নিকট অগ্রসর হইতে সাহস করে না; ফলতঃ আত্মা তখন অবিদ্যা কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় পিতা সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার নিকট উপস্থিত হন, এবং পিতৃ মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া চিদানন্দ সম্ভোগ করেন। অতএব নিশ্চয় জানিও যে জ্ঞানীর সংসার করার সহিত অজ্ঞানীর সংসার করা আকাশ পাতাল প্রভেদ, জ্ঞানীর ঊর্দ্ধমুখীন মন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম সংস্কার ক্ষয় পূর্ব্বক মুক্তির পথে অগ্রসর হয়, কিন্তু অজ্ঞানীর অধোমুখীন মন অহংকারের দ্বারা চালিত হইয়া কর্ম্ম সংস্কার বৃদ্ধি পূর্ব্বক ঐ সংস্কারের আকর্ষণে সংসার চক্রে ঘূর্ণিত হয়। নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে অশেষ যাতনা ভোগ করে, অতএব জল পূর্ণ কলসী যেমন সন্তরণ কারীকে ডুবাইয়া দেয় কিন্তু খালি কলসী তাহাকে পারে যাইবার সাহায্য করে, সেইরূপ অজ্ঞানীর আসক্তি বারি পূর্ণ মন তাহাকে সংসার জলে ডুবাইয়া দেয় কিন্তু জ্ঞানীর অনাসক্ত মন তাহাকে পারে যাইবার সাহায্য করে জানিও, ফলতঃ এক্ষণে তোমার সন্দেহ দূর হইয়াছে কি?

চা। বুঝিলাম যে সাংসারিক ভোগজনিত সংস্কারের মলিনতা জ্ঞানীর চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে না, কিন্তু সংসারে অবস্থান করিয়া এই জ্ঞান লাভ হয় কি?

র। জ্ঞান লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইলে যে স্থানেই থাকনা কেন কার্য্য সিদ্ধ হয়, শ্রীভগবানকে জানার নামই জ্ঞান, তাঁহাকে জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলে তাঁহারই কৃপায় মন বাসনা তরঙ্গ শূন্য ও স্থির হইয়া যখন সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারে, তখন এই অমূল্য জ্ঞান ধন লাভ করিতে বিলম্ব হয় না, এসিড যেমন সোডার সহিত মিশ্রিত হইলে ফুটিয়া উঠে, কিন্তু এসিডের অম্লত্ব বিনষ্ট হইলে আর ফুটে না, সেইরূপ স্বভাব চঞ্চল মনের সহিত বাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলেই বিক্ষেপের কারণ হয় কিন্তু মন স্থির হইলে আর বাহ্য বিষয়ের আকর্ষণ তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না, বহির্জগতের সকল স্থানেই রূপ রসাদি বিক্ষেপ উদ্দীপক বিষয়ে পূর্ণ, অতএব বাসনাপূর্ণ চঞ্চল মন লইয়া যে স্থানেই থাক না কেন, জ্ঞান তোমার ত্রিসীমানাতেও আসিবে না, অথচ বাহিরের গোলযোগ থামিবার পর সাধন করিবার অসার ইচ্ছা সমুদ্র তরঙ্গ থামিলে পার হইবার ইচ্ছা করার ন্যায় অনন্ত কালেও পূর্ণ হয় না।

ক্রমশঃ

হরেন্দ্র শর্ম্মা।

সানন্দ বিজ্ঞপ্তি

—:0:—

প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ। যন্ত্র যেমন নিজের ইচ্ছায় বাজে না; যন্ত্রীর ইচ্ছায় নানাবিধ সুরে তালে বাদিত হয়, আমরাও সেইরূপ নিজ ইচ্ছায় নিজ শক্তি বলে কিছুই করিতে পারিনা, বিশ্বনিয়ন্তা যন্ত্রীরূপে প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া যখন যাহা করান আমরা তাহাই করি, তবে যন্ত্র যেমন তার ও সুর অনুসারে যন্ত্রীর ইচ্ছায় বাজে আমরাও নিজ নিজ কর্ম্মরূপ তারে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মানুসারেই বিশ্বনিয়ন্তার শক্তি বলে নানাবিধ কর্ম্ম করিতে পারি, কোনবিষয়েই মানবের অহঙ্কার করিবার কিছু নাই। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় আপনাদের আদরের "ভক্তি" পত্রিকার আর একটী বৎসর সম্পূর্ণ হইল, সুখে দুঃখে নানাপ্রকার প্রকৃতির খেলায় খেলিতে খেলিতে ভক্তির ৭ম বর্ষ পূর্ণ হইল, আগামী মাসে শ্রীজন্মাষ্টমীর শুভদিনে ৮ম বর্ষে পদার্পণ

করিবেন। ভক্তি এই সাত বৎসরে আপন উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত করিয়াছেন তাহা সহৃদয় পাঠক ও গ্রাহক গ্রাহিকারাই অনুভব করিতেছেন। আমি উপলক্ষ মাত্র। যেসকল প্রবন্ধ লেখক লেখিকা গ্রাহক নর নারী নানাপ্রাকার প্রবন্ধ দ্বারা ভক্তির অঙ্গ পোষণ করিয়াছেন, আর যে সকল সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতা হিতৈষী গ্রাহকগণ, গ্রাহক বৃদ্ধি রূপ সাহায্য দ্বারা খরচার আনুকূল্য করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া শ্রীভগবানের নিকট তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। আশাকরি এবারেও তাঁহাদের উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়া আনন্দের সহিত পত্রিকা প্রকাশ করিতে পারিব।

শাস্ত্রপ্রচার আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, 'ভক্তি'কে অবলম্বন করিয়া ঐ লক্ষ্য সাধনের জন্য বিশেষ যত্নবান্ থাকিলেও নানাবিধ প্রতিবন্ধক এবং প্রবন্ধ লেখক ভক্তগণের স্ব স্ব প্রবন্ধ প্রকাশের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অধিক পরিমাণে শাস্ত্রতত্ত্ব প্রকাশ করিতে পারিতেছিনা, আশা করি নূতন বর্ষ হইতে যাহাতে শাস্ত্র প্রচার অধিক পরিমাণে হয় তাহার জন্য যত্ন করিতে সমর্থ হইব।

যে উদ্দেশে ভক্তি পত্রিকা বাহির হইতেছে তাহা সকলেই জানেন। সরল প্রাণের সরল উচ্ছ্বাসে যে যাহা লেখেন তাহা প্রচার, প্রাচীন ভক্তগণের জীবন চরিত আলোচনা, এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদ্দীপক গদ্য পদ্যময় উপদেশ প্রচার করিয়া যাহাতে মানব জীবনের অমূল্য সময় বৃথা হাস পরিহাসে ও পর চর্চ্চায় নষ্ট না হয়, তাহাই ভক্তির প্রধান লক্ষ্য। পরচর্চ্চা ও অসৎ আলোচনা যে আমাদের মানসিক চঞ্চলতার প্রধান হেতু, আর ঐ মানসিক চঞ্চলতার জন্যই যে আমরা ভগবৎ ভক্তিতে বঞ্চিত, ইহা কে না স্বীকার করিবে? সৎপ্রসঙ্গদ্বারা যে মানসিক চঞ্চলতার নিবৃত্তি হয় তাহাও সকলে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য। এই সদুদ্দেশ্যই পত্রিকার লক্ষ্য ও জীবন।

লোক চরিত্র আলোচনা করিয়া ও বহুলোকের সহিত মিলিত হইয়া যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছি যে, বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত কিম্বা সাংসারিক ভাবে ভাবিত নর নারীর হৃদয় সর্ব্বদা সমভাবে থাকে না, এক এক সময় হৃদয়ে এমন পবিত্র ও সুন্দর ভাবের উদয় হইয়া শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা ও মনঃ শিক্ষাবিষয়ে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ ও বাক্যের স্ফুরণ হয় যে, যাহারা প্রবন্ধাকারে সেই সকল ভাবোচ্ছ্বাস

লিখিয়া রাখেন তাহাদেরই ভাবটী স্মরণ থাকে, আর যাঁহারা সে সুযোগ না পান, তাহাদের ভাব হৃদয়েই বিলীন হয়। ভক্তি পত্রিকা তাহার উদ্দীপিত ভাব রক্ষার স্থান স্বরূপ বলিয়া অনেকের দিন দিন লেখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে, যাহারা সং প্রবন্ধ লিখিবার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া অলসতায় দিন কাটান অথবা চর্চায় বৃথা আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া গিয়া অভূত পূর্ব্ব আনন্দ লাভে মানব জীবনের লক্ষ্য পথে অগ্রসর হইতেছেন, তাহারাই পত্রাদিদ্বারা আপন স্বভাব ও ভাবের কথা লিখিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতেছেন। সেই জন্যই সানুনয় বাক্যে গ্রাহক গ্রাহিকাগণকে জানাইতেছি যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারেরন্যায় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবেন, বান্ধবগণের মধ্যেও সেই ভাবের প্রচার করিবেন, শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেই আমি প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রীতির সহিত পত্রিকায় প্রকাশ করিব। নাম জাদা লেখক সংগ্রহ করিয়া বাহিরে নাম যশ ও অর্থ উপার্জ্জন করাই আমার এ কার্য্যের মুখ্য লক্ষ্য নহে। আমাদের মানসিক উন্নতি সমাজিক কুসংস্কারাদির অপনোদন আধ্যাত্মিক চিন্তার শক্তি বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রত্যেকের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ই এই পত্রিকায় প্রচারিত হইতেছে ও হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পাঠক পাঠিকাগণ আপনারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও নূতন নূতন গ্রাহক বৃদ্ধি করিয়া কর্ম্মের সহায়তা করিবেন, অনেকে অর্থের সংব্যয় করিতে না পারিয়া দুঃখোপার্জিত অর্থ দ্বারা মানসিক অবনতির কারণ সঞ্চয় করত নিজেও মনুষ্যত্ব হারায় বান্ধবগণেরও আধ্যাত্মিক অকল্যাণ করে, সৎকার্য্যে অত্যল্পব্যয়ও মানসিক দুর্ব্বলতা দূর করিয়া আধ্যাত্মিক জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে সন্দেহনাই, ভক্তির মূল্য অতি কম ইহা প্রত্যেক গৃহে প্রচারিত হউক, আয়ের বৃদ্ধির সহিত ভক্তি পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া নানাবিধ প্রবন্ধেও শাস্ত্রতত্ত্ব প্রচারে পরস্পর প্রীতিলাভ ও সাধারণের উন্নতি সাধন করিতে পারিব। শ্রীভগবান্ ভক্তির গ্রাহক গ্রাহিকাগণ ও সাহায্যদাতা দিগের মঙ্গল করুন, ইহা প্রার্থনীয়। গ্রাহক গ্রাহিকাগণও আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিরাপদে থাকিয়া আপনাদের আনন্দ বর্দ্ধনার্থ নানাবিধ প্রবন্ধ ও উপদেশাদি প্রচার করিতে সক্ষম হই। ভগবৎ কৃপাই আমার সহায় সম্পদ, সেই সম্পদের বলেই লোক সমাজে আদর, কার্য্য ক্ষেত্রে শান্তি এবং শারীরিক মানসিক শক্তি পাইতেছি, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সেই মঙ্গলময় শান্তিদাতা সর্ব্ব সুখ প্রদাতা জীবদের জীবন শ্রীহরিকে

না ভুলি। অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহারই কৃপা অবলম্বনে যেন তাঁহারই প্রীত্যর্থ সকল সময় সুবে ভাবে কার্য্য করিয়া যাইতে পারি।

শ্রীদীনবন্ধু শর্ম্মা।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

—:০:—

বারাঙ্গনা হরিদাসের বিনয় নম্র বচনে প্রীত হইয়া, তুলসী প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিল। হরিদাস নাম গানে বিভোর হইয়া মধ্যে মধ্যে রমণীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রমণীও হরিদাসের প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে ভক্তির ভাণ করিয়া হরিনাম উচ্চারণ করিতে লাগিল। প্রথম দিনের মত সে দিনও নাম কীর্ত্তন করিতে প্রভাত হইয়া গেল। রমণী অগত্যা গৃহে যাইতে যাইতে আপনার রূপযৌবনের ধিক্কার দিতে লাগিল। সেই রমণী প্রতিদিন যেরূপে সুসজ্জিতা হইয়া যায়, আজিও অধিক উৎসাহের সহিত হরিদাসের কুটিরে উপনীত হইয়া, তুলসী প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিল। হরিদাস পূর্ব্বমত স্নেহভাবে বলিলেন "আমি প্রতি মাসে কোটী নাম গ্রহণ দীক্ষা লইয়াছি, কাল নাম সমাপ্ত হইবে মনে করিয়াছিলাম কিন্তু কল্য নিশায় নাম শেষ হইল না, অদ্য নিশ্চয়ই নাম সমাপ্ত হইবে, নচেৎ আমার ব্রতভঙ্গ হইবে, তাহার পর তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" হরিদাস অশ্রুসিক্ত নয়নে আজ প্রাণ ভরিয়া, তাঁহার সেই প্রাণারাধ্য ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন, এবং সেই রমণীর প্রতি করুণার্দ্র চিত্তে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু ভক্তের প্রার্থনা আর কত কাল না শুনিয়া থাকিবেন, ভক্ত যে তাঁহার হৃদয়ের ধন, প্রাণের প্রাণ, ভক্তের যে তিনি ভিন্ন আর কেহ নাই। তিনিই মাতা তিনিই পিতা, তিনিই বন্ধু, তিনিই ভ্রাতা, তিনিই সব।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত আর কিছু জানে না এবং আমিও সাধুগণ ব্যতীত কিছুই জানি না।

বারাঙ্গনা হরিদাসের দুনয়নে ধারা, তাঁহার মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় কান্তি, এবং নিস্তব্ধ বনভূমি ও উদ্ধে নৈশ গগন দেখিয়া তাহার হৃদয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তখন রমণীর রূপ যৌবনের উপর ঘৃণা আসিল, ক্রমে তাহার মোহ আবরণ খুলিয়া গেল। রমণী তখন ঘৃণিত পাপাচরণ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হরিদাসের শ্রীচরণে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। যেমন কোন বদ্ধ জল রাশির হটাং বন্ধন ভাঙ্গিয়া যাইলে তাহার বারিরাশি প্রবল বেগে বহিতে থাকে, সেইরূপ ঐ নারীর মোহাবরণ অপহৃত হইলে তাহার অনুতাপের বেগ প্রবল বেগে বহিতে লাগিল।

হরিদাস তুমি শুক না প্রহ্লাদ? তুমিই ধন্য ভক্ত; তুমিই যথার্থ কলি যুগে নামের মাহাত্ম্য ও ভক্তির মাহাত্ম্য দেখাইলে। তুমি আজ যে মহা পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইলে, অজ, ভব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মহাপুরুষগণও উত্তীর্ণ হইতে পারে না। বোধ হয় শ্রীভগবানই কলিযুগে ভক্তের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য মায়া দেবীকে রমণী রূপিণী করিয়া প্রেরণ করিয়া ছিলেন। সুন্দরী যুবতী রাম চন্দ্র খাঁর কুমন্ত্রণার বিষয় সবিশেষ নিবেদন করিয়া, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং করযোড়ে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শ্রীচরণে পড়িয়া কহিল আমায় উদ্ধার করুন, আমি ঘোর নরকে পড়িয়া আমার ইহকাল, পরকাল নষ্ট করিয়াছি। আপনি না উদ্ধার করিলে আমার আর নিস্তার নাই। বেশ্যার কাতর বচন শ্রবণে হরিদাসের দুনয়নে দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। ঠাকুর হরিদাস কহিলেন "আমি রাম চন্দ্র খাঁর দুরভিসন্ধি, পুর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি, কেবল তোমারই মঙ্গলের জন্য এই তিন দিন রহিয়াছি।"

"সেই দিন যাইতাম এস্থান ছাড়িয়া।
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া॥"

চরিতামৃত।

রমণী কহিল প্রভু আপনি আমার গুরু, এক্ষণে ভব যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইবার কি উপায় আছে বলিয়া দিন। হরিদাস কহিলেন "তুমি পাপযুক্তিতে যে

সকল ধন রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছ, তাহা ব্রাহ্মণকে দান করিয়া এই ঘরে বসিয়া নিরন্তর হরিনাম লও তাহা হইলে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণের চরণ পাইবে।" তদনন্তর হরিদাস তাহাকে সাধন ভজন প্রণালী বলিয়া দিয়া, হরিনাম করিতে করিতে সাধের বেনাপোলের কুটীর ত্যাগ করিলেন। ঐ রমণী গৃহে আসিয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান করিলেন। অবশেষে মস্তক মুণ্ডন করিয়া এক বস্ত্রে হরিদাসের কুটীরে আসিয়া প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম জপ করিতে লাগিলেন। তাহার কঠোর ব্রত এবং উপবাসাদির দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন হইল এবং নামের গুণে ক্রমে ভক্তি, রতি ও প্রেমের প্রকাশ হইল। তিনি একজন প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হইয়া হরিদাসের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

"প্রসিদ্ধা বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তি,
বড় বড় বৈষ্ণবতার দর্শনেতে যান্তি।"

চরিতামৃত।

হরিদাস ঠাকুর সপ্তগ্রামের সন্নিকট চাঁদপুর গ্রামে বলরাম আচার্য্য নামক জনৈক ভক্তিমান ব্রাহ্মণের বাটীতে আসিয়া রহিলেন। বলরাম আচার্য্য হীরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের পুরোহিত ছিলেন। হীরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস নবাব সৈয়দ হোসেন সাহার অধীনে করদ রাজা ছিলেন। তাঁহারা সরকারে খাজনা দিয়া বার লক্ষ মুদ্রা লাভ পাইতেন।

"হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্ত গ্রামে বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥"

তাঁহারা উভয় ভ্রাতায় অতিশয় সদাচার সম্পন্ন ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহাদের ঐ অর্থে অনেক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও দীন দুঃখির ভরণ পোষণ হইত শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র ছিলেন। বলরাম আচার্য্য হরিদাসের জন্য একটী নির্জ্জন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। তিনি সেই নির্জ্জন কুটীরে দিবানিশি তাঁহার হৃদয়ানন্দকারী শ্রীহরির নাম জপ করিতেন, এবং কোন এক সময়ে আচার্য্যের গৃহে গিয়া ভিক্ষা করিয়া আসিতেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন বিষয় সম্পদ সাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও অবকাশ পাইলেই সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রালাপ করিতেন। তাঁহারা পুরোহিত আচার্য্যের কাছে

হরিদাসের প্রতিদিন তিনলক্ষ নাম জপব্রত শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং আচার্য্যের দ্বারা অনেক মিনতি করিয়া তাঁহাকে সভায় আনাইলেন। হরিদাস সভায় প্রবেশ মাত্র উভয় ভ্রাতা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বহু সম্মান করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন।

"ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান।
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান॥"

চরিতামৃত।

সভাস্থলে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল হরিদাসের প্রশান্ত, ভক্তিভাবে-অবনত দিব্য কান্তিবিশিষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। পণ্ডিতগণের প্রশংসা শুনিয়া হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস মনে মনে আনন্দিত হইলেন। পণ্ডিত গণের কেহ কহিলেন নাম গানে পাপ ক্ষয় হয়, এবং কেহ বলিলেন হরিনাম লইলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। হরিদাস তাঁহাদের কথায় অস্বীকার না করিয়া আর একটী ভক্তিরসাত্মক নূতন কথা বলিলেন যে, নাম গানে মুক্তি ও পাপক্ষয় প্রধান ফল নহে। নাম গানে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলাভ হয় বলিয়া শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন। যথা শ্রীধর স্বামী কৃত শ্লোক।

"অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকল লোকস্য।
তরণিরিব তিমির জলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥"

পণ্ডিত শ্রীধর স্বামী কৃত অনুবাদ—অজ্ঞান অন্ধকার সমুদ্রের নৌকার ন্যায় যাহা একবার মাত্র প্রকাশিত হইলে অখিল লোকের নিখিল পাতক বিনাশ করে সেই জগন্মঙ্গল শ্রীহরির নাম জয় যুক্ত হউক।

হরিদাস পণ্ডিতগণকে এই শ্লোকের অর্থ করিতে বলিলেন সভাস্থ সকলেই হরিদাসকে অর্থ করিতে বলিলেন। হরিদাস কহিলেন "যেমন সূর্য্য উদয় হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে অন্ধকারের নাশ হয়, চোর, ভূত, প্রেত ও রাক্ষসাদির ভয় থাকে না, এবং সূর্য্যোদয় হইলেই মানবগণ ধর্ম্মাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়, সেইরূপ মঙ্গলময় শ্রীহরির নাম লইবার ইচ্ছা হইলেই পাপের ক্ষয় হয়, নাম লইতে২ লইতে রতি হয় ও পরে প্রেমের উদয় হয়। তখন সাধক তুচ্ছ মোক্ষ ফল চাহে না।

"সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বম প্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

নামের মহিমা শুনিয়া সকলে পুলকিত হইলেন কিন্তু গোপাল চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের ঘরে আরিন্দার কার্য্য করিত। গোপাল নবাব সরকারে বার লক্ষ মুদ্রা কর দাখিল করিত। গোপাল চক্রবর্ত্তীর একটু রূপও ছিল ও কিছুকাল পণ্ডিতাদির কাছে শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিল সে হরিদাসের সহজ সিদ্ধ নামকীর্ত্তনে মুক্তি হয় শুনিয়া, বিদ্রূপচ্ছলে কহিল কোটী জন্ম বহু সাধনায় যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি হয়, তাহা হরিনামের আভাষ মাত্রেই লাভ হইতে পারে? অসম্ভব। হরিদাস কহিলেন "কেন সংশয় করেন, শাস্ত্রে কথিত আছে হরিনাম লইবা মাত্রেই মুক্তি হয়, কিন্তু ভক্তেরা মুক্তি তুচ্ছ ভাবিয়া ভগবানের প্রেম ও ভক্তি ইচ্ছা করেন।

"নৈকাত্মতাং মেস্পৃহয়ন্তি কেচিন—
মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভগবতাঃ প্রসজ্য
সভ্যা জয়ন্তে মম পৌরুষাণি॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

ভগবান কপিলদেব কহিলেন মা। যাহারা আমার পাদ সেবায় আসক্ত যাহাদের সমস্ত কেবল আমার জন্য, বিশেষত যাহারা পরস্পর একত্রিত হইয়া আসক্ত চিত্তে আমার বীর্য্য বর্ণন করিতে আমোদ পায়, এইরূপ কোন কোন ভাগবৎ পুরুষ, এই প্রকার মুক্তি অর্থাৎ আমার সহিত একাত্মতা ইচ্ছা করেন না।"

হরিদাস আরও বলিলেন, "উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্ত্তন করিলে বহু উপকার হয়, কারণ উহা শ্রবণে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হয়।" পাঠক পাঠিকা গণের পরিতৃপ্তির জন্য ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কৃত চৈতন্য ভাগবত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

বিপ্রবলে উচ্চনাম করিলে উচ্চারন
শত গুণ ফল হয কি হেতু ইহার।

হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়,
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয

সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে,
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ সুখে

শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম,
পশু পক্ষী কীট যায শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে।

জপিলে সে কৃষ্ণ নাম আপনি সে তরে,
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর উপকার করে।

অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে,
শতগুণ ফল হয সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে।

জপ কর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তন কারী,
শত গুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি।

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ,
জপি আপনারে সবে করাযে পোষণ।

উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন,
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায বিমোচন।

জিহ্বা পাইযাও নর বিনে সর্ব্ব প্রাণী,
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি।

ব্যর্থ জন্ম তাহারা নিস্তার যাহা হৈতে,
বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম্ম করিতে

কেহ আপনারে মাত্র করায পোষণ,
কেহবা পোষণ করে সহস্রেক জন।

দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে,
এই অভিপ্রায় শুন উচ্চ সংকীর্ত্তনে।

সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন,
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন।

দরশন কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস,
কালে কালে বেদ পথ হয় দেখিনাশ।

যুগ শেষে শূদ্রে বেদ করিবে বাখানে,
এখনই তাহা দেখি শেষে আর কেনে।

এইরূপ আপনারে প্রকট করিয়া,
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস বুলিয়া।

যে ব্যখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে,
তবে তোর নাক কান কাটি পুনঃ আগে।

শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস,
হরি বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস।

প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া,
চলিলেন উচ্চ করি কীর্ত্তন গাইয়া।

সভাস্থ সকলেই হাহাকার করিয়া হরিদসের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, এবং হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস সাধু ভক্তের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ গোপাল চক্রবর্ত্তীকে সভা হইতে উঠাইয়া দিলেন। হরিদাস মৃদুহাস্যে কহিলেন, "আমি এব্যক্তির কোন অপরাধ দেখিতেছি না, কারণ এব্যক্তি একে মূর্খ তাহাতে আবার তর্কপ্রিয় ও বিশ্বাস হীন। তর্কের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।" হরিদাস তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া শান্তি-পুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

হরিদাস যদিও গোপাল চক্রবর্ত্তীকে ক্ষমা করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিহারী শ্রীহরি কেন ক্ষমা করিবেন। ভক্তই যে তাঁহার হৃদয়ের ধন, ভক্ত যে তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই জানেনা, এবং তাঁহারও ভক্ত ভিন্ন আর কিছুই

নাহি। অল্প কাল মধ্যে গোপাল চক্রবর্ত্তী কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইল এবং সমস্ত লোকেই তাহার অবস্থা দেখিয়া ভীত ও চমকিত হইল।

হরিদাস শান্তিপুরে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে উপনীত হইলেন এবং তাঁহকে প্রণাম করিলেন, তিনিও আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীআচার্য্য গঙ্গাতীরে হরিদাসের জন্য একটী নির্জ্জন কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। হরিদাস ঐ কুটীরে সাধন ভজন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে গীতা ও ভগবানের ভক্তি তত্ত্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। দিবসের কোন এক সময়ে আচার্য্যের গৃহে আসিয়া ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেন। সময় সময় উভয়ে কৃষ্ণ কথায় বিভোর হইয়া কালযাপন করিতেন। একদিন হরিদাস কহিলেন, "প্রভু আমাকে প্রতিদিন আপনার অন্ন দেওয়া উচিত নয় ও প্রতিদিন বহুক্ষণ আমার সংশ্রবে থাকাও উচিত নয়, কারণ এখানে মহামহা পণ্ডিত কুলীন ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। তাঁহারা আপনার এই আচরণ শ্রবণ করিলে সমাজচ্যুত করিবেন। আমি অতি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, আমার জন্য কেন সঙ্কটে পড়িবেন।"

আচার্য্য কহিলেন "তোমার মত বৈষ্ণবকে আহার করাইলে কোটী ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়।" আচার্য্য হরিদাসকে অতি শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইলেন এবং উভয়ে সকল স্থানে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ও চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের নিন্দা শুনিয়া বহুবিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একান্ত ভক্তি সহকারে, দেশবাসিগণের অবস্থা দেখিয়া প্রতিদিন ব্যাকুল ভাবে প্রাণারাধ্য শ্রীহরির নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দীনবন্ধু! করুণাময়! কবে তোমার দয়া হবে? চতুর্দ্দিকেই অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সাধুদিগের নির্য্যাতন, ধর্ম্মের গ্লানি, দুর্দ্দান্ত লোকের অত্যাচার হইতেছে, তুমি নিজে না আসিলে তোমার রাজ্য অরাজকতায় পূর্ণ কে উদ্ধার করিবে? ভক্ত বৎসল করুনাময় শ্রীভগবান আর কত কাল ভক্তের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন। তাঁহার যে চিরদিনই প্রতিজ্ঞা আছে—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

গীতা।

হরিদাস ঠাকুর ঐ পর্ণশালায় গভীর নিশীথে একদিন নাম জপ করিতে ছিলেন, এমন সময় মায়াদেবী তাঁহাকে ছলনা করিবার মানসে, বেনাপোলের বারাঙ্গনার মত নানা চেষ্টা করিয়া ছিল। অবশেষে কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। হরিদাসের শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতের আশ্রম বেশিদিন ভোগ হইল না, তিনি আচার্য্যের আদর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে কিছুদিন থাকিয়া ফুলিয়াভিমুখে গমন করিলেন।

ফুলিয়া গঙ্গাতীরে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী, এবং ইহা একটী রাঢীয় শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ দিগের সমাজ স্থান ছিল। বঙ্গের ব্রাহ্মণ সমাজে আজ অবধি "ফুলের মুখুটী" বলিয়া যে মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা এই ফুলিয়া। হরিদাসের আগমনে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার অলৌকিক প্রেম ভক্তি দর্শনে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া উচ্চৈ-স্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ফিরিতেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য পথে লোকারণ্য হইত। তিনি যে স্থান দিয়া যাইতেন আবাল বৃদ্ধ বনিতা হরিনাম করিয়া উঠিত। হরিদাস ঐ স্থানে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে গ্রাম-বাসীগণকে হরিনাম সংকীর্ত্তনে মাতাইয়া তুলিলেন।

ফুলিয়া প্রদেশ গোরাই নামক একজন মুসলমান কাজীর শাসনাধীনে ছিল। গোরাই একজন হিন্দু বিদ্বেষী কঠোর স্বভাব মুসলমান। সে যবন সন্তান হরিদাসের হিন্দুর ন্যায় আচরণ দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। হরিদাসকে গুরুতর শাসনের জন্য নানাবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে হরিদাসের বিরুদ্ধে "মুলুক পতির" নিকট অভিযোগ করিল যে, হরিদাস নামক একজন যবন সন্তান সনাতন ইসলাম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কাফেরের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ইহাকে রীতিমত শাসন না করিলে, উহার কুমন্ত্রণায় অনেক যবন সন্তান স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবে, অতএব উহার প্রতি কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা হউক। মুলুকপতি হরিদাসকে কারাগারে বদ্ধ রাখিবার আদেশ করিয়া, বিচারের দিন স্থির করিলেন।

ঐ সময়ে, বড় বড় জমিদারেরা যথা সময়ে রাজ দরবারে খাজনা দিতে না পারিলে, কারাগারে বন্দী থাকিতে হইত। হরিদাস যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন তখন ঐরূপ অনেক হিন্দু বন্দী ছিল, তাঁহারা হরিদাসকে দেখিবার

জন্য কোলাহল করিয়া উঠিল। সাধু ভক্তের দর্শনে তাঁহারা কারা যন্ত্রণা ভুলিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। হরিদাস বন্দিগণের ভক্তি বিগলিত মূর্ত্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং মৃদুহাস্যে বলিলেন।

"থাক থাক এখন আছহ যেন রূপে।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥"

চৈতন্যভাগবত।

বন্দিগণ হরিদাসকে দেখিয়া আনন্দিত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষাদিত হইয়া বলিল, প্রভু। আপনি আমাদিগকে কি অশীর্ব্বাদ করিলেন? আমরা কি এই কারাগারে চির জীবন যন্ত্রণা পাইব? হরিদাস কহিলেন 'ভাই সকল, আমি তোমাদিগকে মন্দ আশীর্ব্বাদ করি নাই। এক্ষণে তোমাদের যে প্রকার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হইয়াছে, এই রূপই যেন চিরদিন থাকে। অমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে তোমরা অচিরে এই কারা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।"

পর দিবস প্রাতঃকালে রাজ দরবার বহু হিন্দু মুসলমানের সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করা ইহা এক প্রকার নূতন ঘটনা। তাই আজ বিচারালয়ে বহু লোকে পরিপূর্ণ। আজ ঠাকুর হরিদাস হরিনাম গ্রহণ করিয়া অপরাধী। আর এক দিন, পশ্চিম প্রদেশে ধর্ম্ম বীর লুথার এইরূপ রাজ দরবারে অপরাধী হইয়া আসিয়া ছিলেন। দরবার গৃহের চারিদিকে উজীর, নাজির, মোল্লা মৌলবী প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ বসিলে "মুলুকপতি" আসিয়া যথা স্থানে বসিলেন। গোরাই কাজীও দরবারে উপস্থিত ছিলেন। হরিদাস সভাস্থলে আনীত হইলেন। "মুলুকপতি" তাঁহার তেজময় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ প্রসন্ন বদন দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন, এবং গোরাই কাজির বিদ্বেষ পূর্ণ অভিযোগের কথা বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "ভাই তোমার কিরূপ দুর্ম্মতি। দেখ মনুষ্য বহু ভাগ্যে মুসলমান বংশে জন্ম গ্রহণ করে। তুমি সেই মুসলমান বংশ জাত হইয়া নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ ও কাফেরের ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছ। তোমার কি ধর্ম্ম ভয় নাই? তুমি কি প্রকারে নিস্তার পাইবে? যাহা হউক এক্ষণে পুনরায় কলমা পড়িয়া উদ্ধার হও।"

ক্রমশঃ—।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বসু।

(২)

পূর্ব্ব আকাশে ওই, ফুটেছে রক্তিমা রাশি।
মা যেন আনন্দে ভোর—হাসেন মধুর হাসী॥

দশভুজা রূপে মাতা, দশবাহু প্রসারিয়া—
পাপী পুত্রে লইবারে আছেন যে দাঁড়াইয়া।

ভুল শোক, ভুল তাপ, মুছ রে নয়ন-জল।
সঘনে ডাকেন মা যে, চল ভাই ধীরে চল॥

মা'র কাছে নাই শোক, যাতনা বিষাদ শূল।
সেথা নাই 'হা হুতাশ', সংসারের মোহ ভুল॥

নাই সেথা অন্ধকার, পরাণের হাহাকার।
দুঃখ তথা শান্তি পেয়ে, হ'য়ে গেছে একাকার॥

চিরশান্তি মা'র কাছে, তবে কেন 'হায়! হায়!"
ডাকিছেন মা তোমারে—"আয় পুত্র আয় আয়॥"

(৩)

সুখ কি বিলাস-মদে, সুখ কি ইতর রসে?
সুখ কি ইন্দ্রিয় সুখে, সুখ কি পার্থিব যশে?
সুখ কি প্রাসাদ বাসে, সুখ কি বিপুল ধনে?
সুখ কি রে রাজা হ'য়ে, ব'সে রাজ সিংহাসনে?
এ সব কি সুখ ভাই? শুধুই মায়ার খেলা।
এ সকল সুখ নয়, এ সব সুখের ভেল॥

সংসারের সুখ ল'য়ে, যার শুধু নাড়া চাড়া।
সে কভু না পায় শান্তি, কেঁদে কেঁদে হয় সারা॥

নিরমল শান্তি, সুখ,—আছে রে মায়ের কো'লে।
মা তোমারে ডেকেছেন, তাই, সুমধুর বোলে॥

ম'জ না, ম'জ না ওরে, বিষম বিষয়ে আর।
করুণা-রূপিণী ওই ডাকিছেন মা তোমার॥

(৪)

মিছামিছি মায়া বশে, অবস্তু লইয়া হাতে।
কি খেলা খেলিছ ব'সে, অলীক কল্পনা সাথে॥

শুধুই খেয়ালে মত্ত। মাটীর উপর সাজ!
রক্ত মাংস নাড়া চাড়া—এ ত চামারের কাজ॥

পাপ-প্রলোভন ওই—লোলুপ মার্জ্জার প্রায়।
সুতীব্র কটাক্ষে দেখ, ঘুরে ফিরে চেয়ে যায়॥

অবোধ ছেলের মত, কেন মত্ত "খেলা ঘরে"?
চল ভাই, মা'র কাছে, ডাকিছেন মা তোমারে॥

লইয়ে পবিত্র প্রাণ, এসেছিলে এ ধরায়।
শত কালিমার ছায়া, লাগিয়া গিয়াছে তা'য়॥

শত আঁচড়ের রেখা, জ্বলন্ত বহ্নির মত।
মানসে তোমার হায়। রাখিয়া গিয়াছে ক্ষত॥

পাপের সংসারে থাকি, থাকি' পাপ-আলাপনে।
অসারে ভাবিছ সার, ভুলিয়াছ সার ধনে॥

এ অশান্তি-সাগরেতে, তাই প্রাণ ভেসে যায়।
এখনো চাহিয়া দেখ, মা ডাকেন "আয় আয়।"

(৫)

দিক্ দরশন যন্ত্র, স্থির ভাবে লক্ষ্য করি'—
অর্ণবে, অর্ণব পোত—যায় যথা ধীরি ধীরি।
ভব-জলধির নীরে, তুমিও রে সেই মত।
চালাও তরণী খানি, ধীরে, ধীরে অবিরত॥
তুলিয়া সত্যের পা'ল, লক্ষ্য ক'রে ধ্রুব জ্যোতিঃ
আনন্দে মাতিয়া চল, গাহি মাতৃনাম-গীতি॥
হাঙ্গর, কুম্ভীর সব—আসিবে যখন ঘেরে।
মার নামে দিও গীতি, বিপদ যাইবে দূরে॥

ঝটিকা কি ঝটিকা কি সে ? সাগর উচ্ছ্বাস আর।
আসিবে যখন কাছে—দিবে রে দোহাই মা'র॥
বিপদ বারিণী রূপে হের ওই জননীরে।
ওই শুন ডাকিছেন, মধু বোলে মা তোমারে॥

(৬)

এ খেলা ভাঙ্গিয়া ফেল—ভেঙ্গে খেলা ঘর।
কামিনী কাঞ্চন ভুলে, শুদ্ধ প্রেমে কর ভর॥
যা হবার হোক্, কিন্তু, লক্ষ্য রাখ মা'র পানে।
যেও না ভুলনা আর সংসারের প্রলোভনে।
দেখ না মায়ের খেলা—আঁধারের আবরণে।
ঢেকেছে সরল পথ ভুলিয়েছে তত্ত্ব জ্ঞানে।
খুল মোহ আবরণ, দেখিতে পাইবে ভাই।
কেবল মায়ের ভাতি, অর কিছু, কিছু নাই॥
মাঝ খানে আবরণ, খুলে ফেল এই বেলা।
দুঃখ জলধির পারে, পাইবে সুখের ভেলা॥
দেখিবে মোহের পরে স্বর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশিয়া—
দেখিবে মোহের শেষে, দশ হাত প্রসারিয়া—
ধরণী, গগণ জুড়ে—জ্যোতির্ম্ময়ী মা তোমার।
"আয় পুত্র আয়," ব'লে ডাকিছেন বার বা'র॥
অনন্ত আলোক করে আলো কণা আকর্ষণ।
অনন্ত সাগর পানে, তটিনী করে গমন॥
তুমিও যাইবে যদি মা'র শ্রীচরণ পাশে।
স্থির লক্ষ্য করে ভাই চল তবে হেসে হেসে॥
পথ ভ্রষ্ট তনয়েরে লইবারে বাঞ্ছা পা'য়।
শুন, শুন, ওই শুন—মা ডাকেন "আয়, আয়।"

স্বর্গের ছবি।

[স্বপ্ন দর্শন, প্রেম ও পবিত্রতা বিষয়ক]

গভীর যামিনী। ঘোর অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ, নরনারী ঘুমে বিভোর। আমার মন চিন্তা পরিক্লিষ্ট, ঘুম আর আসে না। দেখিতে দেখিতে জগতের কত কি অচিন্তিত পূর্ব্ব ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে অনন্ত বিষাদের এক অদ্ভুত একতানে প্রাণ মিলিত হইল। তন্দ্রা আসিল অমনি ক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম, কিন্তু হৃদয় যাহার অনন্ত চিন্তার আগার স্বরূপ, গভীর স্বাস্থ্য প্রদ নিদ্রা তাহার নিকট আসে না। আমার নিদ্রা হইল বটে কিন্তু সে নিদ্রা আলস্য ও আবেশময়—স্বপ্ন-পূর্ণ। ঘুমাইতে ঘুমাইতে যে স্বপ্ন দেখিলাম, তাহা অপূর্ব্ব, প্রাণ মোহকর। সেই প্রীতি প্রদ স্বপ্নের কথা কখনও ভুলিতে পারিব কি? সেই প্রাণ মন স্নিগ্ধ কারিণী স্বপ্নের ছায়া আমার হৃদয়ে এখনও প্রতিফলিত ও প্রতিভাসিত, ঘুমের ঘোরে ঘুমাইতে ঘুমাইতে কি দেখিলাম—? দেখিলাম সুন্দরপুষ্পফলচয় সমন্বিত বৃক্ষরাজি পরিশোভিত একটী বন্য কানন। কাননের চতুঃপার্শ্ব অত্যুন্নত অটল প্রাচীর দ্বারা আবৃত। দূর হইতে কাননের অনেক অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু দূর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া নেত্রের পিপাসা ত মিটিল না, তাই ক্রমে ক্রমে নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিলাম, কাননের প্রথম তোরণে উপনীত হইয়া দেখিলাম একজন শুভ্র বেশধারী সুন্দর বলিষ্ঠ পুরুষ। তাঁহার বদন মণ্ডল, এক অপূর্ব্ব হাস্যময় জ্যোতিতে পূর্ণ। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোমল ভাব দেখিলেও মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। আমি তাঁহার নিকট যাইবা মাত্র তিনি অতি মধুর ও সরস বাক্যে আমার অভ্যর্থনা করিলেন।

আমি সেই স্বর্গীয় লাবণ্য পরিশোভিত মহাপুরুষের, আপাদ মস্তক, অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলাম,—দেখিলাম তাঁহার শীর্ষ দেশে শোভিত সুন্দর উষ্ণীষে

বিশ্বাস এই কথাগুলি জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে ; তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে কাননের অভ্যন্তরে এক অতি মনোহর স্থানে উপনীত হইলাম ; দেখিলাম, তথায় একজন অসীম রূপ সম্পন্ন পুরুষ কোমল ভাব প্রকাশ করিয়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে ছিলেন, বিশ্বাস তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া আমায় বলিলেন দেখ পথিক ! তোমার পরম সৌভাগ্য, মহাভাগ্য বলে আজ তুমি এই পবিত্র স্থানে আসিবার অধিকার পাইয়াছ, এই স্থানের নাম "শান্তি নিকেতন" ; এই যে সম্মুখে অপরূপ লাবণ্যময় মূর্ত্তি দেখিতেছ, তাঁহার নাম "প্রেম" ; নয়ন ভরিয়া দেখিয়া প্রাণ মন পরিতৃপ্ত কর। এই অরণ্যই তাঁহার বাসস্থান। সচ্চরিত্র সাধু মহাত্মারাই এখানে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই স্থানের সকলই উৎকৃষ্ট, এখানে পবিত্রতার মৃদু মন্দ হিল্লোল সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। শান্তি এখানে নিজ পবিত্র মূর্ত্তি বিকাশিত করিয়া সংসার ব্যথিত হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেন। পাপ তাপ দূর হইতে উঁকি মারিয়া চলিয়া যায়, এখানে তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। এই পবিত্র স্থানে শোকের হাহাকার পাপের সন্তাড়ন, মোহের ঘৃণ্য উন্মত্ততা, সাংসারিক আবিলতা ও আবর্জনাময়ী কুটিলতা নাই। সকলের প্রতি নিরপেক্ষ ভাব প্রদর্শন করাই উঁহার কর্ত্তব্য, পক্ষপাতিত্ব তাঁহার সীমা স্পর্শ করিতে পারে না, সকলকেই সমভাবে স্নেহ চক্ষে দেখাই উঁহার কার্য্য। তিনি কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করেন না। তাঁহার মস্তকে কেহ পদাঘাত করিলেও, তিনি তাহার পদ রেণু মস্তকে গ্রহণ করেন। কেহ তাঁহার প্রশংসার কথা অথবা অপযশ ঘোষণা করিলে উভয়কেই তিনি সমচক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাঁহার দক্ষিণ গণ্ডে কেহ চপেটাঘাত করিলে—কুপিত হওয়া দূরে থাকুক তিনি বাম গণ্ড তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দেন।

প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ও বিশ্বাসের মুখে তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া আমার সন্তপ্ত প্রাণে আনন্দের তড়িৎ প্রবাহ সঞ্চারিত হইল। আমি তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলাম, তিনি আমার বাহু ধরিয়া উত্তোলন করিলেন এবং "জীবন শান্তিময় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন আমি বলিলাম, দেব ! আমি সৌভাগ্য বলে "বিশ্বাসের" পরিচালনায় আপনার নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার মনোবাসনা পূ

করুন। এবং এই শান্তি নিকেতনের সমগ্র অংশ প্রদর্শন করাইয়া আমায় চরিতার্থ করুন। "প্রেম" আমার অভিপ্রায় যেন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন "এস আমার অনুসরণ কর"। আমি অগ্রসর হইলাম। বিশ্বাসও যেন আমার রক্ষক-স্বরূপ হইয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন।

প্রেমের অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গিয়াছি, এমন সময়—অদূরে সরোবর তটে শষ্পবীথিকোপরি একটী দেবী মূর্ত্তি আসীনা দেখিলাম। তাঁহার অপরূপ রূপ লাবণ্য ও সর্ব্বাঙ্গে সরলতার ছটা দেখিলে এক অসামান্যা দেবী বলিয়াই প্রতীতি হয়। কৌতূহল বশে আমার বাক্য নিঃসরণ হইতে না হইতেই বিশ্বাস আমার মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, ঐ যে অদূরে সরসী তটে লতাকুঞ্জ পরিবেষ্টিত শষ্পবীথিকায় শুভ্র বসনা একটী রমণী মূর্ত্তি দেখিতেছ, উঁহাকে চিন কি? উনিই প্রেমের ধর্ম্মপত্নী "পবিত্রতা"। দেখ উঁহার পবিত্র ভাবে সরোবর এবং তৎপার্শ্বস্থ বিটপীরাজি ও লতাবিতান কি পবিত্র মনোহর ভাব ধারণ করিয়াছে। হস্তে যে, সম্মার্জ্জণীর ন্যায় পদার্থ দেখিতেছ, উহা দ্বারা তিনি কলুষরাশি বিদূরিত করেন। কখনও বা পাপ পিশাচ তাঁহার সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিয়া অবনত-শিরে দূরে পলায়ন করে।

এই কথা শ্রবণান্তর আমি তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পবিত্র দেবী সকাশে উপনীত হইলাম। দেবী, তাঁহাদের সমভিব্যাহারী অপরিচিত আমাকে দর্শন করিয়া, হিন্দুরমণী সুলভ লজ্জায় অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে আমিও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ও অপ্রতিভ হইলাম। মহাপুরুষ প্রেম আমার তাদৃশ ভাব দেখিয়া প্রকৃতি মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন,—যে পথিক আমার সমভিব্যাহারে তোমার অবস্থান ভূমি সমীপে উপনীত হইয়াছে, সে অতি সরল ও অমায়িক। তাহাকে অন্যায় লজ্জার ভাব দেখাইয়া অসন্তুষ্ট করিবার আবশ্যকতা কি? সে সংসারে ক্লান্ত হইয়া আমাদের দ্বারে অতিথিরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। আমি তাহার কাতরতা দীনতা ও সরলতা সন্দর্শনে তাহাকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছি। অন্যায় লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এই পথিকের চিত্তকে প্রসন্ন কর। ইহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণই নাই। সংসারের আকাঙ্ক্ষা সে চাহে না। সে তোমার করুণার একান্ত ভিখারী। অতএব দেবি! তাহাকে বঞ্চিত করিও না।

আমার প্রতি মহাপুরুষ প্রেমের উদার ভাব সরল বিশ্বাস ও একান্ত অনুগ্রহ দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইল। আমি ভক্তি ভরে দেবীর শ্রীচরণে প্রণত হইয়া কাতর বচনে কহিতে লাগিলাম, মাতঃ! আমি আপনাদের করুণা ভিখারী; আমাকে বঞ্চিত করিবেন না। বিপদ-সঙ্কুল সংসারে আমাকে কত শত্রুই যে প্রবঞ্চিত করিয়াছে তাহা বলিবার নহে, কুটিলতা, পরশ্রী-কাতরতা, অধীরতা প্রভৃতি কত অস্থির বুদ্ধি রাক্ষসী আমায় লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে, আমি তাহাদের করাল কবল হইতে কোনক্রমে পরিত্রাণ পাইয়া আপনাদের "শান্তি নিকেতনে" প্রবেশের অধিকার পাইয়াছি। জননি! হতভাগ্যের প্রতি করুণা প্রকাশে কুণ্ঠিতা হইবেন না।

পবিত্রতা দেবী সমীপে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে না করিতেই আমার দৃষ্টি কয়েকটী ভীষণাকৃতি কৃতান্ত সদৃশ রাক্ষস মূর্ত্তির উপর নিপতিত হইল। ক্ষণেকে তাহাদের বিলোল কটাক্ষ ও পরক্ষণে তাহাদের সুতীব্র ভ্রূভঙ্গী দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা বিশুষ্ক হইয়া গেল—বাক্য নিঃসরণ হইল না। অবাক্ হইয়া চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। আমি অত্যন্ত ভীত ও স্তম্ভিত হইয়াছি জানিয়া মহাপুরুষ বিশ্বাস আমায় আশ্বাস পূর্ণ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, এখানে কোন ভীম ও পৈশাচিক মূর্ত্তি দেখিলে ভীত হইও না। তুমি সম্মুখে যে কয়টা ষণ্ডাকৃতি পুরুষ দেখিতেছ, উহাদের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য এবং অদূরে অপেক্ষাকৃত গুপ্ত স্থলে যে একটী রমণীয় রমণী মূর্ত্তি দেখিতেছ, উহার নাম কপটতা; প্রথম দর্শনে ঐ মূর্ত্তিটী সরলতা ও পবিত্রতার সজীব ছায়া বলিয়া অনুমিত হয় কিন্তু একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে তাহার ভীষণতা সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। উহারা মানবগণকে অসৎপথে লইয়া যাইবার জন্য যে কত চেষ্টা করে, কত প্রলোভন দেখায় তাহা বর্ণনীয় নহে; তরল বুদ্ধি যুবকগণ সহজেই উহাদের বশীভূত হইয়া পড়ে; সাংসারিক কর্ত্তব্য জ্ঞান তখন তাহাদের হৃদয় হইতে অপনীত হইয়া যায়, প্রধানতঃ উহাদের উপদ্রবেই কত সুখের সংসার কণ্টক সংকুল অরণ্যের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠে; এবং যুবকগণের জীবন মধ্যাহ্নের স্বর্ণময় অনুরাগ বিকৃত দশা প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন কলঙ্কিত হয়। কিন্তু এই "শান্তিনিকেতনে"

উঁহাদের হস্ত পদ বদ্ধ; এখানে উঁহাদের কিছু মাত্র ক্ষমতাই নাই। উঁহাদিগকে দেখিয়া তোমার আশঙ্কার কোনই কারণ দেখি না। আমি উহাদের বীভৎসমূর্ত্তি দেখিয়া প্রথমে অতীব ভীত হইয়াছিলাম; কিন্তু "বিশ্বাসের" মুখে আশ্বাস জনক বাক্যাবলী শুনিয়া আমার সেই ভীতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আমি বলিলাম, একদিকে প্রেমের অনন্তস্রাবী উচ্ছ্বাস অন্যদিকে পবিত্রতার সুশুভ্র আলোক, এইরূপ অবস্থায় উপনীত আছি—পার্থিব জগতের ঘোর অন্ধকার অথবা পাপের মলিনতা আমার আর কি করিতে পারে? প্রেম, পবিত্রতা আমার সম্মুখে আমার ভয় আর কিসের জন্য! এমন সময়ে পশ্চাতে কে খিল্‌-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল,—তাহার বিশাল বদনে লোলারসনা লক্ লক্ করিতেছে। সভয়ে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার শিরোদেশে জ্বলন্ত অক্ষরে "দম্ভ" এই শব্দটী লিখিত রহিয়াছে। আমি আর তাহার দিকে না তাকাইয়া নীরবে মস্তক অবনত করিয়া রহিলাম।

এমন সময়ে মাহাপুরুষ **প্রেম,** অতীব মধুর বাক্যে পবিত্রতা দেবীকে বলিলেন, চল আমরা সকলে এই বিপদগ্রস্ত দীনাত্ম পথিকের বাসনা পূর্ণ করি এবং আমাদের রম্য-ক্রীড়া স্থলে পথিককে লইয়া গিয়া তাহার সমগ্র অংশ প্রদর্শন করি। পবিত্রতা দেবী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার স্নেহ প্রকাশক দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া আমার হৃদয়ের গূঢ়ভাব, গভীর বাসনা এবং প্রদর্শিত অনুরক্তির সত্যতা পরীক্ষা করিতে ছিলেন। আমি তাঁহার অনুগ্রহের একান্ত প্রার্থী, ইহা যেন তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হইয়া বীণাঝঙ্কার বিনিন্দিত মধুর স্বরে কহিলেন "বৎস! তোমার মনোভাব ও লক্ষ্য আমি বুঝিয়াছি, সংসারে চারিদিকে অপবিত্রতা অশান্তি বিপদ নৈরাশ্য দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে তুমি আমাদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছ, আমরা তোমার প্রতি অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি। সংসারের অপবিত্র সুখে যাহারা উন্মত্ত—সংসারের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়াও আবার যাহারা পরিণাম বিরস পার্থিব সুখে নিমজ্জিত হয়, তাঁহারা আমাদের এই শান্তিপ্রদ মনোহর স্থানে আসিতে পারে না। তবে অনুতাপানলে বিদগ্ধ প্রাণ হইয়া যাহারা দীনভাবে আমাদের শরণাপন্ন হয়, তাহারা অনাদর পায় না। তুমি এতদিন আত্মসুখে, কামিনী-কাঞ্চনে নিতান্ত আসক্ত থাকিয়া আমাদের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়াছিলে, প্রধানতঃ এই কারণেই

এতদিন তুমি আমাদের এই পবিত্র স্থানে আসিবার অধিকার প্রাপ্ত হও নাই। কিন্তু দেখিতেছি, এখন তোমার মোহ টুটিয়াছে;—ক্ষুদ্র সুখে মত্ত ও আসক্ত হইবার বাসনা তোমার বিগত হইয়াছে। দুঃখে—নৈরাশ্যে, বিপদে—অশান্তিতে তোমার হৃদয় এতদিনে নির্ম্মল হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদে তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি। সাবধান, তুমি সাংসারিক সুখ ও ঐশ্বর্য্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, উচ্চদিকে লক্ষ্য রাখিতে বিস্মৃত হইবে না, তাহা হইলে, তুমি কখন কোনও বিষয়ে পদস্খলিতও হইবে না। বৎস! আমার হস্ত ধরিয়া চল, অভিলষিত স্থান অবশ্যই পাইবে। লক্ষ্যকে হৃদয়ে সজাগ রাখিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে অগ্রসর হও। শত্রুগণের টীট্কারী হৃদয়ের উচ্চতা ও মহত্ত্বে অগ্রাহ্য করিতে হইবে—শরীরে ধুলি নিক্ষেপ অথবা অস্পৃশ্য পদার্থ বিলেপন করিলেও তাহাতে দৃক্পাত না করিয়া হৃদয়ের ঔদার্য্যে তাহা ক্ষমা করিতে হইবে। এইরূপে আমার অনুসরণ কর। পথে অনেক বাধা বিঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাহাতে ভীত হইও না।

দেবীর বাক্য শুনিয়া আমি ধন্য হইলাম এবং কাতরকণ্ঠে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলাম ; দেবি! আপনি আমার মনের ভাব সমস্তই বুঝিয়াছেন ; কিন্তু কি বলিব ? প্রাণ যে, সাংসারিক মোহে কি পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। আপনাদের সংসর্গে আমার সকল দুঃখ, সকল বিপদ সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকা অপসরণের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন আমি বুঝিয়াছি, সাংসারিক সুখ দুঃখ নীহার কনিকার ন্যায় সদ্যঃপাতী! পার্থিব তৃপ্তি বা প্রণয় কেবল মনের ভ্রম!! সংসারের জালে আবদ্ধ হইতে আর আমার ইচ্ছা নাই ; এই কাননের অধিষ্ঠাত্রী শান্তি কোন্ স্থানে বিরাজিতা আছেন, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চলুন। ইত্যবসরে পবিত্রতা দেবী বিশ্বাসের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বিশ্বাস! তুমি, তোমার আগন্তুককে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়া দিয়াছ, আমরা তাহার হৃদয়ের ঐকান্তিকী বাসনা অবগত হইয়া শান্তি নিকেতনের সমগ্র অংশ প্রদর্শন করিবার জন্য অঙ্গীকৃত হইলাম, অতঃপর তুমি পুনরায় নিজের কার্য্যে গমন করিতে পার। বিশ্বাস "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রণত হইল। আমিও অভিবাদন করিয়া বিশ্বাসের প্রতি অভ্যর্থনা করিলাম, তিনিও "মনোবাসনা পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে আমরা তিনজনে পথাতিক্রম করিতে করিতে অবশেষে পুষ্প বৃক্ষ পরিবেষ্টিত এক অতিশয় রমণীয় স্থানে উপনীত হইলাম ; স্থানটী অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চারিধারের ফুলের গাছ গুলিও যারপর নাই নয়ন তৃপ্তিকর। জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম, এই স্থানটীই আমার চিরাভিলষিত শান্তি দেবীর প্রিয় বাসস্থানোপযুক্ত রম্য ক্রীড়া ভূমি। আমরা সেই স্থানে যাইবা মাত্র দুইটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেবীমূর্ত্তি পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপনীতা হইলেন। তাঁহাদের দুইটীর মধ্যে একজন অন্যাপেক্ষা অধিকতর লাবণ্যময়ী ও কোমলতা পূর্ণ—বলিয়াই অনুমিত হইল। দেখিলাম, উভয়েরই আবাসস্থল বিভিন্নরূপে সজ্জিত এবং পৃথক পৃথক স্থানে সন্নিবেশিত ; একজনের বাসস্থান সূর্য্যমুখী পুষ্পের উদ্যান মধ্যস্থ লোহিত বর্ণ প্রাসাদ ; অপরের কদলীবন মধ্যস্থ একটী রমণীয় হরিৎবর্ণের সৌধ। উভয়ের বাসস্থানের এইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইলে আমি তাঁহাদের শোভার তারতম্য নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইলাম। সম্মুখবর্ত্তিনী রমণীদ্বয়ের মূর্ত্তিতে দেবপ্রভা প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহারা কে এবং কি জন্যই বা তাঁহারা আমাদের সম্মুখবর্ত্তিনী, ইহা জানিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

আমি কৌতুহলী হইয়া মহিমবর প্রেমকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যে দুই দিকে পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান হইতে দুইটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, ইঁহারা কে? তিনি উত্তর করিলেন। ইঁহাদের একটীর নান সহিষ্ণুতা, অপরের নাম সরলতা, উভয়েই পবিত্রতা দেবীর প্রিয় সখী। সহিষ্ণুতার বিশেষ গুণ এই যে, ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সর্ব্বত্র আশ্রিতের যশঃ-পতাকা উড্ডীন হইয়া থাকে। ইঁহার সেবা করিলে লোক-সংসারে প্রিয় হওয়া যায়। সংসারে নানা রূপ আপদ্ বিপদ্ বিঘ্ন বিপত্তি আছে, সংসার করিতে হইলে বাদ্ধ্য হইয়া মানবকে অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করিতে হয়। সংসারে থাকিতে হইলেই নানা লোকের মনোরঞ্জন করিতে হয়। কিন্তু মানব সহিষ্ণুতার পূজা না করিলে, নানাস্থলে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়া পড়ে ;—এমন কি, এই সহিষ্ণুতা অভাবে মানবগণ লোক সমাপে উন্মত্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই দেবীর সেবা করে, অপণ্ডিতও ক্রমে ক্রমে তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। ভীষণ অত্যাচারী ও আপনার

প্রবল অত্যাচার এবং প্রতিহিংসেচ্ছু, আপনার পাপ-প্রতিহিংসা ভুলিয়া যায়। এই দেবীর সেবা না করিলে মানবের মন কিছুতেই স্থির হইতে পারে না। ইহার অভাবে মানবের জীবনরূপ সাধের তরণীখানি অপার বিষাদ ও অশান্তি-সাগরে আলোড়িত ও বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। প্রত্যেক নরনারী যদি এই দেবীর সেবা করে, তবে কি এই সংসারে এত পাপ প্রবেশ করিতে পারে? তবে কি, মানব এই নীচ স্বার্থপরতায় প্রমত্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি এইরূপ গর্হিত আচরণ করতঃ নিজ নিজ পদে কুঠারাঘাত করিতে থাকে? ধিক্ মনুষ্য সমাজকে; তাহারা এ হেন দেবীকে সম্মুখে জানিয়া ও দেখিয়া অন্ধের প্রায় পাপ-অশান্তি-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। এবং পরস্পর হলাহলময় বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। এই বলিয়া পুনরায় তিনি সহিষ্ণুতার বাসস্থান সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন;— বলিলেন, এই যে অদূরে সূর্য্যমুখী পুষ্পবন দেখিতেছ, ঐ বনই উঁহার প্রিয়-বাসস্থান; সূর্য্যমুখী যেন প্রস্ফুটিতা উর্দ্ধমুখী হইয়া ইঁহার গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে। সূর্য্যমুখী সহিষ্ণুতার বড় প্রিয়পাত্রী। সংসারের রৌদ্রজল সূর্য্য-মুখীর কিছুই করিতে পারে না; ইনি নীরবে সমস্তই সহ্য করেন; অসন্তোষ অথবা হৃদয়ের সংস্কুচিত ভাব নাই। ইনি সংসারের ঝড় বৃষ্টি অবাধে সহ্য করিয়াও উর্দ্ধদিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছেন, এই সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ইনি সূর্য্যমুখী পুষ্প বৃক্ষ পরিবেষ্টিত মনোহর অট্টালিকায় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, পরে প্রকৃতি মধুর বচনে কহিলেন; বৎস! আর এই যে, কোমলতাময়ী লাবণ্য-শ্রেষ্ঠা শান্তিময়ী দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছ, উহার নাম "সরলতা"। উহার হৃদয়ে বক্রতার লেশমাত্র নাই। কাহাকেও প্রলোভন দ্বারা গুপ্তপথে লইয়া যাইয়া তাহার অনিষ্ঠ সাধন করিব তাহার এ চেষ্টা হৃদয়ে স্বপ্নেও স্থান পায় না। ইনি বড় মিষ্টভাষিণী। ইঁহার সহিত মধুর আলাপে সকলেই সন্তুষ্ট হন। নীচ জন্তুও ইঁহার কোমলভাবে সরল ব্যবহারে আপ্যায়িত এবং সঙ্গলাভে নিয়ত অভিলাষী। সুরম্য, সুরল, সরস, সুগোল কদলী বৃক্ষের কোমলভাব ও প্রকৃতি দেখিয়াই যেন ইনি কদলীবন মধ্যেই সৌধোপরি বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এই কথা বলিতেছেন, এমন সময়ে অদূরে দুইটী রাক্ষসীমূর্ত্তি আমার নয়ন পথের পথিক হইল। তাহারা হুঙ্কার

ছাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু, তাহাদের সেই উদ্যোগ অবিলম্বে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। কোথায় নবাগত দেবীদ্বয়কে দেখিয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিব, না পাছে ঐ রাক্ষসী মূর্ত্তিদ্বয় আমার নিকটে আসিয়া আমার অনিষ্ঠ সাধনে উদ্যত হয়, এই চিন্তা আমার হৃদয় অধিকার করিল। মহাপুরুষের দিকে দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র দেখিলাম, তাঁহার হাস্যময় মুখ কিছু গম্ভীর ও বিরক্তি ভাব ব্যঞ্জক হইয়াছে। তখনই তাঁহার নিদেশ আমার স্মৃতি পথারূঢ় হইল। আমি হৃদয় দৃঢ় করিলাম; এবং মন হইতে ভয়কে অপসারিত করিলাম। তখন আমার পরমারাধ্য "প্রেম" কহিলেন, বৎস! তুমি কেন ভীত হইতেছ? তোমাকে পূর্ব্বেও বলিয়াছি, আবার এখনও বলিতেছি, এখানে তোমার কোন ভয় নাই; মনকে দৃঢ় কর। ঐ যে দুইটী রাক্ষসীমুর্ত্তি দেখিতেছ, উহাদের নাম, প্রতারণা ও প্রতিহিংসা। আমি তাঁহার কথায় বাধা দিয়া কহিলাম, ক্ষমা করিবেন, এই পবিত্র স্থানে যে উহাদের কোন ক্ষমতাই নাই তাহা আমি জানিয়াছি, কিন্তু তবুও আমার ভ্রান্ত মন অকারণে ভীত হইয়াছিল। মহাপুরুষ, অবশেষে, সহিষ্ণুতা ও সরলতার সহিত আমার আলাপ করিয়া দিলেন; তাঁহারাও দয়া করিয়া আমার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া প্রীতি সম্ভাষণ করিলেন; আমি অগ্রবর্ত্তিনী রমণীদ্বয়কে যথাযোগ্য অভিবাদন ও উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা সমাদর করিলাম এবং তাঁহাদিগের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলাম; আমার পরম সৌভাগ্য—সংসারের অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া আজ আমি দেবরাজ্যে উপস্থিত। আজ আমি আপনাদের নিকট থাকিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছি, আমার প্রতি চিরদিন দয়া প্রকাশে শিথিল প্রযত্ন হইবেন না।

আমার কথা শেষ হইলে পর পবিত্রতা দেবীর সেই মধুর ভাষিণী নবাগতা সখীদ্বয়, সমস্বরে বলিলেন, হে পথিকবর! চল, আমরা তোমাকে শান্তি শৈবলিনী-নীরে অবগাহন করাইয়া আনি। এই বলিয়া তাঁহারা সোপানাবলম্বন করিলে পশ্চাদ্ দিক হইতে বাল কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল। দেখিলাম, দুইটী সুন্দর বালক এবং দুইটী কুসুম কোমলা বালিকা ঐকতানে গান করিতে করিতে আমাদের দিকেই ক্রমে ক্রমে অগ্রবর্ত্তী হইতেছে। তাহাদের পরিচ্ছদ তত সুদৃশ্য নহে। কিন্তু তাহাদের মধুরিমাময়ী মূর্ত্তিগুলি দেখিয়াই মন কেমন

মোহিত হইয়া উঠিল। বোধ হয়, তাহাদের সেই নবনীত কোমল সুন্দর মূর্ত্তিগুলি অধিকতর সুন্দর করিতে অন্য কোন বস্তু অপ্রাপ্য বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ বসন ভূষণে সমাবৃত রহিয়াছে। তাহাদের পরিধান বস্ত্রগুলি সমস্তই শ্বেতবর্ণ; প্রত্যেকের এক একটী কোমর বন্ধ রহিয়াছে, তাহাদের কোমর বন্ধে যথা ক্রমে "বিনয়" ও "সন্তোষ" এবং "ক্ষমা" ও "দয়া" এই কথাগুলি লিখিত রহিয়াছে, দেখিলাম।

তাহাদের চারি জনের মধুর মূর্ত্তি দেখিলেই অতুল গুণরাশির পরিচয় পাওয়া যায়। বিনয়ের মুখখানি সর্ব্বদাই অধোগামী। আমাদের নিকটে আসিয়া সে আমাদের তিনজনকে প্রণিপাত করিল; এবং মধুর ক্ষীণ কণ্ঠে মহাপুরুষ প্রেম ও মহিমাময়ী পবিত্রতা দেবীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাবা! মা! আজ গোলাপ গাছে যে ফুল গুলি ফুটিয়াছে, তাহার কয়েকটী তুলিয়া দিদিদের (ক্ষমা ও দয়ার) গলায় ফুলের হারপরাইয়া দিয়াছি, হারে দিদিদের গলদেশ কেমন শোভা পাইয়াছে; সন্তোষ সদাই আনন্দ ময়। সে অতুল আনন্দ পাইয়া কেবল করতালি দিয়া থৈ থৈ করিয়া নৃত্য করিতেছে, সে কেবলই নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল, স্বর্ণহার কি করিবে, স্বর্ণ হারের আবশ্যকতা নাই। সে বলিল ভাই বিনয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও তিনি আমাদের জন্য সুন্দর পুষ্পনিচয় প্রতিদিন যোগাইতেছেন। তিনি আমাদের সুখের এবং মঙ্গলের জন্য কি না করিতেছেন? আমি বুঝিলাম উপযুক্ত পিতামাতার জন্য কি না করিতেছেন? আমি বুঝিলাম উপযুক্ত পিতামাতর উপযুক্ত পুত্রই বটে—রসাল আম্র বৃক্ষে আম্র ভিন্ন কি অন্য বিষাক্ত অথবা তিক্ত ফল ধরিতে পারে?

সন্তোষ ও বিনয়ের, মুখে অপরিমেয় হাস্য লহরী দেখিয়া ক্ষমা ও দয়া দুই ভগিনী হর্ষোৎ ফুল্ল লোচনা হইয়া বলিল; ভাই বিনয়। ভাই সন্তোষ! এস দেখি, আমরা তোমাদের উভয়কে ক্রোড়ে করিয়া প্রাণ মন পরিতৃপ্ত করি! এই বলিয়া, তাহারা বালকদ্বয়কে ক্রোড়ে করিয়া আনন্দনীরে ভাসিতে লাগিল এবং তাহাদের মুখের দিকে সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভ্রাতৃ প্রেমের জীবন্ত ছবি সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে লাগিল, এই অবস্থায় তাহারা মাতৃ-পিতৃ গোচরে মধুর স্বরে গান ধরিল;—

"ফুলের মত দুটী ভাইয়ে গেঁথেছে কি ফুলের মালা।
সাধের মালা গলায় দিয়ে আজ আমাদের হৃদয় আলা॥"

বালক বালিকা গণের সেই মধুর গান আমায় মোহিত করিল।

মহাপুরুষ বলিলেন, ইহাদের ক্রীড়া দেখিতেছ? ইহারা হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসে অনাবিলভাবে নিয়ত এইরূপ খেলাই খেলিয়া থাকে।

অবশেষ, দয়া ও ক্ষমা, আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া অতীব বিনম্রবচনে বলিল; মহাশয়! আপনি আমাদের এই কাননে নূতন আসিয়াছেন, কথা আপনাকে এই রম্য কাননের অনেকাংশ দেখাইয়াছেন—আমাদের উত্তর-দিকস্থ ভবন দেখিবেন কি? আমি তাঁহাদের কহিলাম, দেখ, আমি তোমাদের জনক জননীকে তোমাদের মত পিতা ও মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি; সুতরাং আমি তোমাদের বিনয় ও সন্তোষেরই মত একজন। আমাকে মহাশয়, আপনি প্রভৃতি পূজ্যজনোচিত সম্বোধনে অভিহিত করিলে আমি মর্ম্মাহত হইব, এজন্য আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করি, **বিনয় ও সন্তোষের** উপর তোমরা যেমন ব্যবহার করিয়া থাক, আমার উপরও তদ্রূপ ব্যবহার করিবে;—আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, আচ্ছা, তাহাই হইবে,—এই বলিয়া পুনরপি বলিল, তবে চল।

এই কয়েকটী বালক বালিকা কোথা হইতে আসিল আমার তাহা জানিবার জন্য সবিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছিল; কিন্তু আমি এতক্ষণ কোন কথা বলিবার অবসর পাই নাই। এখন সুযোগ পাইয়া বলিলাম, সুরবালিকে! আমি তোমাদের উত্তর দিকস্থ ভবন দেখিয়া প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত করি।—এই কাননের সমগ্র অংশ সুন্দররূপে দেখিতে আমার গভীর বাসনা। আমার কথার পরিসমাপ্তি হইতে না হইতে পরমার্চ্চনীয় প্রেম ও গৌরবশালিনী পবিত্রতা দেবী কহিলেন, বৎস! চল আমরাও তোমাদের সহিত আমার তনয়াদের আবাস ভূমি দর্শনার্থ গমন করি; আমি "আপনাদের এইরূপ সম্মতি শ্রবণে" কৃতার্থ হইলাম বলিয়া, নীরব রহিলাম। অতঃপর সকলে অগ্রসর হইলে আমিও পশ্চাতে পশ্চাতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া সম্মুখে কয়েকটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ও তাহার সন্নিকটে, কয়েকটী অবিরল স্রাবী নির্ঝর ও নির্ঝরের

কূলদেশে একটী মনোহর গোলাপকুসুমোদ্যান সন্দর্শন করিলাম; এবং ক্রমে ক্রমে উঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলাম। মহাপুরুষ বলিলেন— এই বটবৃক্ষ মূলই আমার ক্ষমার, নির্ঝরের উপরিভাগের বাটীখানি দয়ার এবং ঐ গোলাপ পুষ্প বাটীকা খানি বিনয় ও সন্তোষের বিহার ভূমি। আমি বুঝিলাম, মহাপুরুষ স্বীয় পুত্র কন্যার উপযুক্ত বাসস্থলই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের অধিকারীর গুণ ও মহিমা স্বতঃই প্রকাশ করিতেছে।

শান্তি নিকেতনের এইরূপ রম্যস্থান সমূহ দৃষ্টি গোচর করিয়া আমার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল—কিন্তু একটী বিষম কুটিল প্রশ্ন আমার হৃদয়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। আমি তৎক্ষণাৎ মহাপুরুষকে বলিলাম; দেব! আপনারা সংসারের বহুদূরে বিজনে কেন এই শান্তি নিকেতন অধিষ্ঠিত করিয়াছেন? মহাপুরুষ উত্তর করিলেন, আমাদের সকলের দুইটী করিয়া রূপ। আমরা একরূপে এখানে বর্ত্তমান; কিন্তু অন্যরূপে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে জাগরিত আছি। মনুষ্য এমনই অন্ধ, এমনই ভ্রান্ত যে,—চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিলেও তাহারা কোন রূপেই আমাদিগকে দেখিবে না। তাহারা মনে করে, সংসারের পাপ-পঙ্কিল সুখই সর্ব্বস্ব। কিন্তু তাহাদের পরিণাম যে, কিরূপ ভয়াবহ, তাহা তাহাদের অননুভবনীয়। কাহারও প্রতি আমরা নিষ্ঠুরাচরণ করি না। ঈশ্বরের ধ্রুব-সত্য আদেশাবলী প্রতিপালন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। মানব সমাজে আমাদের সমাদর দূরে থাক্, বরং অনেক সময়ে উপহাসাস্পদ হইয়াই থাকি। তাহারা ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত হইয়া আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দেয়। আমরা তাহাদের হস্তধারণ করিয়া লইয়া গেলে, তাহারা সুখ বা শান্তি বোধ করে না। মনে করে, আমরা তাহাদিগকে কোন ভাবী দুঃখ সলিলে নিমজ্জিত করিতে লইয়া যাইতেছি। এমনই মনুষ্যের ভ্রান্তি! এমনই মনুষ্যের মোহ!! এই মোহ না ভাঙ্গিলে—এই ভ্রান্তি দূর না হইলে তাহাদের ভাগ্যে কি শান্তি-নিকেতনের বিমল সুখ ঘটিয়া থাকে। ভ্রান্ত মনুষ্য নরকের কীট অপেক্ষা অধম, নতুবা তাহারা সুধার ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া গরল রাশি গ্রহণ করিতে প্রধাবিত হইবে কেন? অমৃত-ভাণ্ডার চক্ষের সম্মুখে থাকিলেও তাহারা তাহা না দেখিলে, আমরা কি করিব?

মহাপুরুষের কথায় বাধা দিয়া "দয়া" বলিয়া উঠিলেন ; হায় ! মনুষ্যের হীন দশা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে ! হায় ! তাহারা কতকাল নীচ সুখে উন্মত্ত থাকিবে ! যখন দেখি, সংসারে কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্য হাতে পাইয়া ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করিয়া সাহঙ্কারে পাদ বিক্ষেপ করিতেছে, তখন তাহাদের পরিণাম ভাবিয়া আমার মন অস্থির হইয়া পড়ে। যখন সংসারে কেহবা ইন্দ্রিয়-সুখে মত্ত হইয়া কত শত সতী রমণীর সতীত্ব হরণ করিয়া সংসারে স্বর্গরাজ্যের সুখ উপভোগ করিতেছে বলিয়া, জ্ঞান করিতেছে;—তাহাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমার প্রাণ একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া যায়। সংসারে যখন দেখি, কেহ বা উচ্চ রাজপদ পাইয়াও আপনার বিলাসিতায় সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতেছে এবং কেহ প্রতারণা করিয়া অপরের ধনরাশি অশেষ কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিতেছে, তখন তাহাদের ভয়াবহ চরমফল ভাবিয়া আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।—ধিক্ মনুষ্যকে ! বিষ-কুম্ভকে অমৃতভাণ্ড জ্ঞান করাই, তাহাদের স্বভাব। নহিলে, দিব্যমূর্ত্তিতে আমরা সংসারের সর্ব্বত্র বিচরণ করিলেও, কেন তাহারা আমাদিগকে "দূর্" "দূর্" করিয়া বিতাড়িত করিয়া দিবে ? "দয়া" এই কথা বলিয়া নীরব হইলে, আমি মহাপুরুষকে বলিলাম; দেব। আপনাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া এবং আপনাদের উপদেশ সুধাপানে আমার হৃদয়ের পিপাসা শান্ত হইয়াছে; কিন্তু তবুও সংসারের দারুণ কোলাহল আর স্মৃতি আমার হৃদয় এখনও তোলপাড় করিতেছে, আমার একটী কামনা আছে—পূর্ণ করুন। অসঙ্কুচিত চিত্তে কহিলেন "বৎস ! বল, তোমার কি কামনা আছে—ক্ষমতা থাকিলে এখনই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব"।—

আমি বলিলাম, 'আপনি' এবং পবিত্রতা দেবী আমার হৃদয়ে, সহিষ্ণুতা গ্রীবাদেশে, সরলতা আমার পার্শ্বে, ক্ষমা ও দয়া আমার দক্ষিণ ও বাম করে উপবেশন করুন। সন্তোষ ধমনীতে ও বিনয় শিরোদেশে অধিরোহন করুন, আমি—এই কলেবরের মধ্যে আপনাদিগকে একত্রে দিব্য চক্ষে দর্শন করি। মহাপুরুষ 'তাঁহাই' হইবে ; বলিয়া, সপরিবারে একে একে আমার অঙ্গে ও হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন ;—নীরাশার অন্ধকারে আমার হৃদয়ের স্বর্গীয় সুখের মুকুলটী, যাহা এতদিন গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিল, তাহা আজ প্রস্ফুটিত হইল। আর কোন অন্ধকার কোন মোহ কোন কোলাহলই নাই। সম্মুখে কেবল জ্যোতিঃ

অনন্ত জ্যোতিঃ—অনন্ত আলো দেখিলাম, সেই অপূর্ব্ব অনন্ত জ্যোতি মধ্যে কি দেখিলাম,—দেখিলাম—একটি স্থিরা রজতধবলা নির্ঝরিণী, দুইপার্শ্বে ঘন পল্লবাবৃত ও বিবিধ পুষ্প ফল শোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া নির্ঝরিণীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে, বুঝিলাম কাননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "শান্তি" এই স্থানেই নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সেই শুভ্র শান্ত পবিত্র নির্ঝরিণীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিতে আমার একান্ত ইচ্ছা হইল। আমার এইরূপ বাসনা হইবা মাত্র জোয়ারের ন্যায় নদীর জল যেন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—আমিও অগ্রসর হইলাম। ক্রমে ক্রমে সেই জলে আমার জানু, উরু, কটি—ক্রমে শিরোদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্নপ্রায় হইল, দেখিতে দেখিতে আমি সম্পূর্ণরূপেই নিমগ্ন হইলাম—শান্তি সিন্ধুনীরে আমি ডুবিয়া গেলাম—ডুবিয়া ডুবিয়া দেব দুর্ল্লভ সুধাপান করিতে লাগিলাম। ডুবিয়া ডুবিয়া কেবল আলো,—কেবল সুখের প্রস্রবণ দেখিতে লাগিলাম,—ডুবিয়া ডুবিয়া সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আপনাকে আর মনে নাই—আমি নিজেই যেন শান্তির পবিত্রচ্ছায়া বলিয়া অনুমিত হইতেছি—অমনি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল !!

চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম, আমি আমার চিরপরিচিত শয্যার উপর তেমনি শায়িত রহিয়াছি। সূর্য্য উদিত হইয়াছে, নরনারী অনেকে নিজ নিজ কার্য্যে প্রধাবিত হইতেছে, রাজপথ কোলাহল-পূর্ণ ?—এ কি ? কোথায় প্রেম, কোথায় পবিত্রতা, কোথায় বা সেই রম্য কানন ! দেবপুত্র বিনয় ও সন্তোষ, দেবকন্যা ক্ষমা ও দয়াই বা কোথায় ? এবং কোথায় বা সেই শান্তি নির্ঝরিণী ? আমার সেই পথ প্রদর্শক বিশ্বাসই বা কোথায় তিরোহিত হইলেন ? আমি যে শয্যায় প্রতিদিন শুইয়া থাকি, আজিও সেই শুষ্ক, কঠোর, কণ্টকাচ্ছন্ন শয্যায় ! হরি—হরি—কি কুহক স্বপ্নের কি মোহিনী মূর্ত্তি ! স্বপ্ন দৃষ্ট সেই সুন্দর—অতি সুন্দর—"স্বর্গের ছবি" গুলি এখন কোথায় ? তাহার ছায়া আমার হতাশ তাপদগ্ধ হৃদয়ে আর একবার প্রতিবিম্বিত হইবে কি ?—

বাবা মনোহর।

[শ্রীশ্রী৺মনোহর দাস ঠাকুর জিউএর শ্রীচরণে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।]

[বাবা মনোহর দাস, নিত্যানন্দ পরিবার ভুক্ত। নিত্যানন্দ ভক্ত মাত্রেই বাউল (বাতুল প্রেমের পাগল) বা আউল। ইহাঁর নামান্তর চৈতন্য দাস। "সারাবলী" গ্রন্থে ইহাঁর এইরূপ উল্লেখ আছে।—

আদিনাম মনোহর চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ ও বিদেশ॥

ইনি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেন এবং সময়ে সময়ে নানাস্থানে বাস-ভবন স্থাপন করিতেন; ইহাঁর নিদর্শন অনেক স্থানেই "বাবা আউল মনোহর পাট" দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রথমে বনবিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবরাজা বীর হাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থ ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন, এবং উক্ত রাজার দ্বারপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য ইহাঁর বন্ধু ছিলেন।

ইনি নির্লোভ ও ইচ্ছাময় পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর কোন ধন সম্পত্তি ছিল না। এবং কাহার নিকট কিছু চাহিতেন না। অথচ ইহাঁর আখেরায় সদাব্রত ছিল। বাঁকুড়া জেলাস্থ সোনামুখী গ্রামে "বাবা আউল চাঁদ দাসের পাট" বলিয়া একটী আখেরা আছে। অনেকে মনে করেন এটীও মনোহরের সাময়িক বাসস্থান ছিল। ঐ স্থানে চৈত্রমাসে রামনবমী তিথিতে প্রতি বৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে। ইনি "পদসমুদ্র" ও "শিষ্যাসতত্ত্বের" সংগ্রহকার। কেহ কেহ বলেন, পদসমুদ্রে মনোহর দাস ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহা ইহাঁরই রচিত; "দিনমণি চন্দ্রোদয়" নামে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে। শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী ১৪১ পৃষ্ঠা।]

(১)

"মনোহর" মধুমাখা নামটী সুন্দর।
মানবের মন হর,
তাই বুঝি নাম ধর,—
"মনোহর" হে বরেণ্য সাধক প্রবর॥
"মনোহর" মধুমাখা নাম কি সুন্দর॥

(২)

দীন আমি প্রকাশিতে মহিমা তোমার
না আছে শকতি মোর,
পাপেতে সদা বিভোর,
নিজগুণে স্বপ্রকাশ, পবিত্রতাধার।
মহিমা প্রচারি আছে কি শক্তি আমার?

(৩)

অপবিত্র দেহ মোর, অবিশুদ্ধ মন!
তোমার স্মরণে পূত,
ভকতি, কণিকা যুত—
হইতে, এসেছি প্রভো, পরশ রতন—
সংযোগেতে লৌহ যথা কাঞ্চন বরণ॥

(৪)

তুমি আছ সোনামুখী পবিত্র করিয়া,
তুমিই গৌরব তার,
ওহে ভক্তি প্রেমাধার
গৌরবের ধন আর না পাই খুঁজিয়া।
তুমি আছ সোনামুখী পবিত্র করিয়া॥

(৫)

"শ্যামরায়" শ্রীচরণে লইয়া শরণ—
সাধিলে ভজিলে তুমি,
হইলে অন্তর যামী,
যুগলের পাদপদ্মে ত্যজি তনুমন।
শিখাইলে জীবগণে আত্ম সমর্পণ॥

(৬)

শ্যাম রায়, বাঁধা তব প্রেম আকর্ষণে,
বদ্ধ সদা প্রেমডোরে,
মহিমা প্রচার করে;—
ভক্তাধীন, ভকতের গৌরব বর্দ্ধনে,
রত অবিরত কে না জানে ত্রিভুবনে॥

(৭)

কত দূর দেশ হ'তে সাধু মহাজন—
গুণের কাহিনী শুনি,
হে ভকত শিরোমণি,
আসে তব সন্নিধানে, পুলকিত মন।
ধন্য তব প্রেম ভক্তি কঠোর সাধন॥

(৮)

সহস্র সহস্র ভক্ত শিষ্য দলে দলে—
ল'য়ে "দুধ চিঁড়া" ভার,
তব প্রীতি উপহার,—
লইয়া পনস, আম্র, বিল্ব শতদলে।
আসে নিবেদিতে তব চরণ কমলে॥

(৯)

তেজোময় হুতাশন ভস্মে আচ্ছাদিত,
কিম্বা যথা প্রভাকর,
জলদে আবৃত কর,
অথবা খনির গর্ভে মাণিকের মত,—
রেখেছিল গুপ্তভাবে গুপ্তধন যত॥

(১০)

বাহিরে কৌপীন মাত্র ছিল হে তোমার,
অন্তরে ভকতি ধন,
অমূল্য মহারতন—
যত্নে ছিল, কে রাখিত সন্ধান তাহার।
নীরবে নিষ্ঠার ভাবে সাধন তোমার॥

(১১)

তোমার মহান্ ভাব শুদ্ধ প্রেমরসে—
জানিয়া বুঝিয়া লোকে,
অনুরাগে মহাসুখে,—
ছুটিছে তোমার পানে মাতিয়া হরষে।
দুঃখ, তাপদূর হয়, চরণ পরশে॥

(১২)

সত্যবস্তু গুপ্তভাবে থাকে কত কাল।
তোমার বিশুদ্ধা ভক্তি—
প্রকাশিল নিজ শক্তি,
প্রভাকর, পরকাশে যেন প্রভাজাল।
সত্যবস্তু গুপ্তভাবে থাকে কতকাল?

(১৩)

কতলোক, কতরূপে মনের বাসনা,—
পূরাতে তোমার স্থানে,
পুলক পূরিত প্রাণে—
আসিয়া হতেছে ত্বরা সফল কামনা
দূর ক'রে মনোদুঃখ প্রাণের বেদনা।

(১৪)

শ্রীরামনবমী দিনে তনুত্যাগ করি,—
অপ্রকাশ হ'লে তুমি,
ওহে সর্ব্ব শুভকামি।
ভক্তগণ শোকাচ্ছন্ন, সেই দিন স্মরি,
স্থূল দেহ খানি, রক্ষা'কল্পে, যত্ন করি।

(১৫)

সমাধি মন্দির তাহে করিয়া স্থাপন,
নবমীতে প্রতিবর্ষে,
সোনামুখী বাসী হর্ষে,
মহোৎসবে মত্ত হয় আনন্দে মগন
ভকতের প্রতি ভক্তি করিয়া জ্ঞাপন।

(১৬)

মন্দির ভিতরে হেরি দিব্য সিংহাসন।
রাঙ্গা পাদুখানি শোভা,
ভক্তজন মনোলোভা—
কাঠের পাদুখানি তাহে কিবা সুশোভন
হেরিলে স্মরণ হয়, যুগল চরণ॥

(১৭)

ক্ষুদ্রাকারে ছিল এই উৎসব সুন্দর।
ভকতের মহিমায়,
ক্রমেতে বিপুলকায়,
হইল তাঁহার, আজ দৃশ্য মনোহর।
আগে ছিল ক্ষুদ্র এই উৎসব সুন্দর!!

(১৮)

উৎসবের নামে নেচে উঠে তনুমন।
আনন্দে প্রফুল্ল হ'য়ে,
নরনারী আসে ধেয়ে,
উৎসবের ক্ষেত্র সবে ক'রে দরশন।
অসীম সুখের নীরে হয় নিমগন॥

(১৯)

এ উৎসব নেহারিতে বৈষ্ণবের দল,
আসে নানাস্থান হ'তে,
আশা উল্লসিত চিত্তে,
'হরিবোল'এ মুখরিত করে জল স্থল।
'গৌরনামে মাতোয়ারা ফেলে অশ্রুজল॥

(২০)

বৈষ্ণব আখেরা ধরে দৃশ্য সুখময়।
শ্রীচৈতন্য গুণগানে,
সুমধুর সংকীর্ত্তনে,
অনুরাগী বৈষ্ণবের প্রমত্ত হৃদয়।
অঙ্গে-অঙ্গে আঁখি যুগে হয় ভাবোদয়॥

(২১)

উৎসবের ক্ষেত্রে মরি কি ভাব নেহারি।
একযোগে একস্থানে,
নরনারী একপ্রাণে—
অন্নথাল্ল ভোগ নিয়ে করে হুড়াহুড়ি।
উৎসবের ক্ষেত্রে মরি কি ভাব নেহারি॥

(২২)

বৈষ্ণব কাঙ্গালী সেবা অপূর্ব্ব দর্শন।
হেরি এই মহোৎসবে,
হৃদয় মাতায় ভাবে—
পূর্ণ হয়, পাই যাতে অপরূপ ধন।
বৈষ্ণব কাঙ্গালী সেবা দৃশ্য বিমোহন॥

(২৩)

হে প্রেমের শিরোমণি বৈষ্ণব প্রবর।
তোমার মহিমা কথা,
অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা-
হেরিয়াছি, হেরিতেছি মানস নয়নে।
সে মহিমা ভালজানে "অবধূতগণে॥"

(২৪)

কি তাদের ভালবাসা সরলতাময়।
তারা তব চিরপ্রিয়,
উৎসবেতে বরণীয়,
তাইতে "গণ্ডীর টাকা" যতনের ভরে,
সঞ্চিত করিয়া রাখে ধনের ভাণ্ডারে।

(২৫)

কুলীন কন্যারে দিয়ে কুলীনের ঘরে
যে মহিমা প্রকাশিলে,
সে কাহিনী মনে হ'লে,
পুলক উচ্ছ্বাস আসে মনের মাঝারে?
তোমার মহিমা বল কে বলিতে পারে?

(২৬)

"কূপজলে" আঁকা তব মহিমার কথা,
"অকালে কাঁঠাল পাকা,"
কি মহিমা যায় দেখা,
কড়িকাঠ বেড়ে উঠে মহিমার গুণে।
আরো কত শুনিয়াছি এ ক্ষুদ্র জীবনে॥

(২৭)

হে করুণাময় প্রভো। বাবা মনোহর;
তুমি প্রেমিকের শ্রেষ্ঠ
আমি অতি অপকৃষ্ট,
একবিন্দু প্রেমদানে হে ভক্তপ্রাণেশ।
অধমজনের কর জ্ঞানের উন্মেষ॥

(২৮)

আমি যে কাঙ্গাল অতি কি আছে সম্বল।
হৃদয়ের এক কোণে,
তুলিয়া ভাব প্রসূনে,
ভকতি চন্দনে মাখি, দিলাম চরণে।
লহ অর্ঘ্য, লহ প্রীতি, কৃপাকর দীনে॥

প্রস্তুত হও।

—:০:—

(১)

একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে মৃত্যুর একটা বিভীষিকাময়ী ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—একটু স্থিরভাবে কর্ণপাত করিলে ধ্বংসের একটা বিশ্বব্যাপী মহা কোলাহল ধ্বনি যেন শ্রুতি গোচর হইতে থাকে, বস্তুমধ্যগত এই বিভীষিকার ছায়া এবং বিশ্বব্যাপী এই মহা কলরব আমাদিগকে সর্ব্বদা বলিয়া দিতেছে "হে মানব, প্রস্তুত হও।" জড়জগতের ধূলিকণা হইতে উচ্চ প্রাসাদ ও বিপুলকায় পর্ব্বত, জীব জগতের ক্ষুদ্র কীট হইতে শ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত, সকলেই আমাদিগকে "প্রস্তুত হও", "প্রস্তুত হও" বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছে। আমরা কিন্তু মহামায়ার মহামায়াতে এমনি প্রমত্ত,—মহাশক্তির বিষম মায়াজালে এরূপভাবে বিজড়িত যে, সে মায়াজাল ছেদন করিয়া অন্ধকারের আচ্ছাদন ভেদ করিয়া ভবিষ্যৎ আলোকের আশ্বাসপূর্ণ বাণীও শুনিতে পাইতেছি না। জগতের চারিধারে প্রত্যেক বস্তু আমাদিগকে অনন্ত জীবনের জন্য "প্রস্তুত হও" বলিতেছে—প্রস্তুত হওয়া দূরের কথা, আমরা দিন দিন সুপথে কেবল কণ্টক নিক্ষেপ করিতেছি মাত্র।

ওই দেখ, আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, প্রবল বাতাস আসিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিয়া দিল; গৃহ পুনরায় আঁধারে পূর্ণ হইল, যে আঁধার সেই আঁধারই থাকিল, প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার সময় আমাদিগকে বলিয়া গেল—"প্রস্তুত হও," "প্রস্তুত হও"।

ওই সুষমার আধার গোলাপের দিকে চাহিয়া দেখ। বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূমিতলে রৌদ্রতাপে, তাহার কি পরিবর্তন!! সুন্দর কোমল দেহ আজ মলিনতা পূর্ণ, কুসুম রত্ন গোলাপ শুকাইতে শুকাইতে নিজ সৌন্দর্য্য হারাইয়া— সজীবতা চ্যুত হইয়া বলিতেছে জীব, "প্রস্তুত হও"।

ঐ দেখ বৃক্ষের তলদেশে পত্রগুলি শাখাচ্যুত ভূলুণ্ঠিত ও ধূলায় ধূসরিত হইয়া, নিজ পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হারাইয়া বলিতেছে "প্রস্তুত হও"—"আজ আমাদের যে দশা, তোমাদেরও তাহাই," "প্রস্তুত হও"।

এইরূপ, যে দিকে দৃষ্টিগোচর করিবে, সেই দিকেই ধ্বংসের প্রভাব বিস্তৃত দেখিতে পাইবে।

ওই হতাবশেষ রাজপ্রাসাদের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে—কালের কি মহাশক্তি তাহাকে এরূপ অবস্থায় আনিয়াছে। প্রমোদ ভবন আজ লূতাজালে বেষ্টিত হইয়া পেচককুলের আবাস স্থল হইয়াছে,—নন্দনকানন সদৃশ রাজোদ্যান আজ নানা আগাছায় পূর্ণ হইয়া অতি ভয়াবহ স্থান হইয়া উঠিয়াছে—রাজা যে স্থানে পারিষদ্‌গণ বেষ্টিত থাকিয়া ন্যায়দণ্ডের পরিচালনা করিতেন, সে স্থান ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকুলের আশ্রয় স্থল হইয়াছে—নানাবিধ মণিমাণিক্যে যে রাজভাণ্ডার পূর্ণ ছিল, তাহা আজ প্রস্তর বর্ণার রাশিতে পরিপূরিত। এই অচিন্তনীয় ধ্বংস—কালের অপ্রতিবিধেয় হস্তের শোচনীয় সন্তাড়ন, আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছে, কেবল "প্রস্তুত হও"—"অনন্ত জীবনের জন্য "প্রস্তুত হও"। তারপর একটীবার শ্মশানের দিকে নেত্রপাত কর। কি দেখিবে, দেখিবে শেষের জন্য আয়োজন সংগ্রহের বিপুল ক্ষেত্র। শেষের সেই ভাস্কর দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে এরূপ উপকরণ জগতের আর কোথাও পাইবে না। তাই বলি ভাই, একটীবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর— ঐ শ্মশান ক্ষেত্রের দিকে। দেখ, রূপ পুড়িতেছে,—যৌবন ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে—মান ভস্মীভূত হইতেছে, গর্ব্ব চূর্ণ হইতেছে; থাকিতেছে কেবল ভস্ম, আর কিছুই না, কেবল ভস্ম। নারীর কোমল নধর কান্তি, দেখিতে দেখিতে কোথায় বিলীন হইল, পুরুষের অহঙ্কার, উন্নত বক্ষ আজ কোথায় রহিল? ধনের গর্ব্ব, বিদ্যার গর্ব্ব কোথায় থাকিল? শ্মশানের ভীষণ চিতানলে কিছুই থাকিতেছে না,—থাকিতেছে কেবল ভস্ম, ভস্ম, দগ্ধ

চিতার ভস্ম মাত্র।" আর সেই ভস্ম স্তূপ থাকিয়া থাকিয়া কি যেন কি গভীর ভাবে নীরবতার রাজ্যে নীরব সঙ্গীত গান করিয়া বলিতেছে "প্রস্তুত হও," "প্রস্তুত হও" "প্রস্তুত হও"।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে শৌর্য্য বীর্য্যশালী বীরগণ যেন জগতের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন "প্রস্তুত হও"।

ওই দেখ মহামারী প্লেগ, বিভীষিকার জীবন্ত মূর্ত্তি ওলাদেবী আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিতে করিতে বলিতেছে—"প্রস্তুত থাক, জীব, "প্রস্তুত থাক." "মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা তোমাদের কুক্ষিগত করিয়া লইব"—প্রস্তুত থাকিও"।

ওই প্রলয়ঙ্করী ঝটিকা—নিদারুণ মহীকম্প ঘন ঘন উদিত হইয়া আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্য অঙ্গুলি সন্তাড়নে বলিয়া দিতেছে "জাগো—জাগো প্রস্তুত হও"।

আবার ভাবিয়া দেখ, মৃত্যুর সময় নির্দ্দিষ্ট নাই। কি সুখের শৈশবে কি কৈশোরে কি যৌবনে কি প্রৌঢ়াবস্থায় সকল সময়ে মৃত্যু গুপ্তভাবে আসিয়া ঘাড়ে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। মৃত্যুর স্থান অস্থান বোধ নাই,—সে রাজা প্রজা মানে না, কি অট্টালিকা বাসী মহারাজা,—কি পর্ণকুটীরবাসী দীন দরিদ্র সকলের নিকটেই মৃত্যু অলক্ষিতভাবে আসিতেছে,— আর ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিতেছে "প্রস্তুত হও"।

এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সাধক কবিগণ তারস্বরে বলিয়া দিতেছেন—"ভাই সব, প্রস্তুত হও,"—"পথের সম্বল সংগ্রহে যত্নবান হও"।

কেহ বলিতেছেন—"দিবা অবসান হ'ল কি কর বসিয়ে মন।
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন॥"

কেহ বলিতেছেন—"সে দিন কেমন, ভাবলি নারে মন, যেদিন জীবন যাবেরে
কর, যত ধন উপার্জ্জন, সে ধন তোর কে খাবেরে॥"

কেহ বলিতেছেন—"শেষের সেদিন মন, কররে স্মরণ, ভবধাম যেদিন ছাড়িবে।
সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে॥"

আবার কেহবা বলিতেছেন—"একদিন হায় এমন হবে এ মুখে আর বলবে না।
এ হাতে আর ধরবে না, এ চরণে আর চলবে না॥

মানব জীবন ও মানব দেহের পরিণাম চিন্তা করিয়া ফকির ঋষি [illegible] শিক্ষা দিবার জন্য বলিতেছেন—

"বাঁশের দোলাতে উঠে কে হে বটে, শ্মশান ঘাটে যাচ্ছ চলে।
সঙ্গে সব কাঠের ভরা লাটি বহরা জাত বেহারার কাঁধে দুলে॥"

(২)

জগতের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকের প্রত্যেক বস্তু আমাদিগকে অস্ফুট ভাষায় বলিয়া দিতেছে "প্রস্তুত হও,"—"প্রস্তুত হও,"—"শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনের জন্য।" কিন্তু আমরা প্রস্তুত হইব কেমন করিয়া? প্রস্তুত হইবার উপায় কি, উপকরণ কি? কি সম্বল সংগ্রহ করিতে পারিলে আমাদের ঠিক্ প্রস্তুত হওয়া হইবে? এ ঘোর কলিযুগে মানব প্রস্তুত হইবে, কি করিয়া?

প্রস্তুত হইবার উপায় আছে আয়োজন সংগ্রহ করিবার সুবিধা ও অবসর রহিয়াছে। এ কলিযুগে নামের জোরে জীব উদ্ধার হইবে। কলিযুগের প্রাধান্য দেখাইয়া তাই সনাতন দাস কলিযুগকে যুগসার [illegible] করিয়াছেন, এবং সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে যে একটী উপাখ্যান আছে [illegible]—"কোন যুগ প্রধান" এই বিষয় লইয়া একদিন ঋষিগণের মধ্যে [illegible] উপস্থিত হইল, প্রথমতঃ কিছুতেই সে তর্কের মীমাংসা হইল না। অবশেষে সকলে, সন্দেহ নিরসন জন্য মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট উপস্থিত হইলেন। [illegible] জলে অর্দ্ধস্নাত হইয়া ছিলেন। তাহা দেখিয়া মুনিগণ [illegible] প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। মহামুনি বেদব্যাস স্নানান্তর [illegible] উঠিলেন "ধন্য ধন্য কলিযুগ"। তিনি পুনরায় [illegible] শূদ্র জাতিও ধন্য বাদ্য হই" এই বলিয়া পুনরায় মজ্জন [illegible] ধন্যা" এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিলে মুনিগণ [illegible] করিলেন "ভগবন্! আপনি স্নান করিতে করিতে কলিযুগকে, শূদ্র জাতি [illegible] ও স্ত্রী জাতিকে ধন্যবাদ দিলেন কেন?" বেদব্যাস কহিলেন "সত্য যুগে [illegible] ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চনা দ্বারা যে ফল হয়, কলিকালে [illegible] একবার হরিনাম করিলে সে ফল পাওয়া যায়। আবার শূদ্র জাতি [illegible] দ্বারা এবং নারী জাতি কেবল পতিসেবা দ্বারা মুক্তি লাভ করে, এই [illegible]

কলিযুগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলিয়াছে এবং শূদ্র ও নারী জাতিকে ধন্যবাদ দিতেছে। ঋষিগণ এই কথা শুনিয়া কলিযুগকে ধন্যবাদ দিয়া হরি সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। এ যুগসার কলিকালে যোগ, ধ্যান, ধারণা, যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা কিছুরই প্রয়োজন নাই। এ সকল, শাস্ত্রোক্ত কথা। এই ভক্তি শাস্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া আমরাও বলি, প্রস্তুত হইতে চাও যদি জীব, তবে শ্রদ্ধার সহিত কর হরি সংকীর্ত্তন—বদন ভরিয়া বল "হরিবোল," প্রাণ খুলিয়া বল 'হরিবোল," নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া বল "হরিবোল"। শয়নে স্বপনে, ঘুমে জাগরণে বল "হরিবোল"। কলিযুগে—

"হরিনাম হরিনাম নাম কর সার।
নাম বিনে কলিযুগে গতি নাহি আর॥"

বল ভাই, ভাই, "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।" নদীয়ার চাঁদ ঘরে ঘরে এই নাম বিলাইয়া গিয়াছেন। কি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, 'কি বর্ণাধম চণ্ডাল, সকলেই 'এ নামের অধিকারী, যদি প্রস্তুত হইতে চাও, যদি—"এভব সংসার সকলই অসার' ভাবিয়া মহাপারাবারের পর পারে যাইবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে বল "হরের্নামৈব কেবলম্।' সংসারের কার্য্য করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে অন্তরের সার ধন "হরের্নামৈব কেবলম্" বলিতে থাক। সংসারের কার্য্য সাধনে রত হও--কিন্তু পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিয়া মুখে না বলিলেও অন্তরে জপিয়া যাও—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

নামের মাহাত্ম্য তুমি আমি কি বুঝিব? যাঁহারা সাধক, যাঁহারা প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক—যাঁহারা ভগবানের প্রকৃত ভক্ত সন্তান, তাঁহারা নামের অসীম মহাত্ম্যের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীনামের এই অনন্ত মহিমা—অমৃতময় উৎস বিবিধ গ্রন্থে পরিকীর্ত্তিত প্রবাহিত। যাঁহারা নামের মহিমা ব্যঞ্জক, শ্রুত কর্ণ রসায়ন প্রাণস্পর্শী সুমধুর শ্লোক, কবিতাদির রসাস্বাদনে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিতে ও পবিত্র হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা ভক্তের হৃদয়ভূষণ ভক্তি শাস্ত্রের রত্নমণ্ডপে প্রবেশ করিয়া ধন্য হউন। নাম সিদ্ধ, ভজনাদর্শ মহাপুরুষ

গণের চরিত্র কথাও আলোচনা করিয়া নাম মহাত্ম্যের আভাস গ্রহণ করুন। বিশাল বারিধি গর্ভ হইতে কয়েকটী কণিকা সংগ্রহের ন্যায় মহিমোদ্দীপক অনায়াসলব্ধ কয়েকটী মাত্র শ্লোক—কবিতার বিষয় আলোচনা করিতেছি।

স্বয়ং মহাপ্রভু, জীব শিক্ষার উপায় নির্দেশ করিয়া, নামের মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—

"জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন।
ইহা বই, নাহি গতি শুন সনাতন॥'

শ্রীবিষ্ণু যামলে উক্ত হইয়াছে—

"মম নামানি লোকেঽস্মিন্ শ্রদ্ধয়া যস্ত কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধকোটীস্তু ক্ষমাম্যেব ন সংশয়ঃ॥

শ্রীনারদ গীতায় দেখিতে পাই—

"অবাপ্তি তবণ্যং হি হরিনাম তরিঃ কলৌ।"

শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেন—

'তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতম্।
স্মরন্তি যে স্মারয়ন্তি হরের্নাম কলৌ যুগে॥"

শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ব্যতীত কলির জীবের আর কোন শ্রেয়ঃ ও কৃত্য নাই, তাই কাত্যায়ন সংহিতা বলিতেছেন—

"ন নাম সদৃশং জ্ঞানং ন নাম সদৃশং ব্রতং।
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নাম সদৃশং ফলম॥
ন নাম সদৃশস্ত্যাগো ন নাম সদৃশঃ সমঃ।
ন নাম সদৃশং পুণ্যং ন নাম সদৃশী গতিঃ॥
নামৈব পরমা মুক্তি নামৈব পরমাগতিঃ।
নামৈব পরমা শান্তি র্নামৈব পরমা স্থিতিঃ॥
নামৈব পরমা ভক্তি র্নামৈব পরমা মতিঃ।
নামৈব পরমা প্রীতি র্নামৈব পরমাস্মৃতিঃ॥"

নাম ও নামী একই বস্তু। তাই, শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

"নাম শ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ শ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নাত্মা নাম নামিনোঃ ॥"

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি ॥"

প্রহ্লাদ স্বয়ং বলিতেছেন—

ধ্যানেন লভতে মুক্তিং ত্রেতায়াং যজ্ঞ কর্ম্মভিঃ।
সেবয়া দ্বাপরে চৈব কীর্ত্তনেন কলৌ যুগে ॥"

লঘু ভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"কিং তাত বেদাগম শাস্ত্র বিস্তরৈ স্তীর্থৈরণেকৈরপি কিং প্রয়োজনম্।
যদাত্মনো বাঞ্ছসি মুক্তি কারণম্ গোবিন্দ গোবিন্দ ইতি স্ফুটং রট ॥"

অর্থাৎ বেদাগমাদি বহু শাস্ত্র অধ্যয়নে, কাশী আদি তীর্থ পর্য্যটনে, কোন-প্রয়োজন নাই—যদি মুক্তি ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে পবিত্র হৃদয়ে মনপ্রাণে ঐক্য করিয়া গোবিন্দ গোবিন্দ বলিতে থাক। কেবল তাহাই নহে, নামের মহাত্ম্য আরও শুনিবেন কি?

'গোকোটী দানং গ্রহণে খগস্য'
প্রয়াগ গঙ্গাম্বুনি— কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু সুবর্ণ দানং
গোবিন্দ নাম্না ন সমং শতাংশৈঃ ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণ কালে কোটী গাভী দান, প্রয়াগ তীর্থে কল্পকাল অবস্থান, অযুতবর্ষব্যাপী যজ্ঞ কার্য্য—সাধন, অথবা গিরিতুল্য স্বর্ণদান, কিছুই গোবিন্দ নামের সমান হইতে পারে না।

নামের মহিমা, বৈষ্ণব কবি প্রেমানন্দ, প্রেমানন্দে মাতিয়া বলিতেছেন-

"ওরে মন হরি হরিবল ভাই।
বিচার করিয়া, বুঝিয়া দেখনা নামের সমান নাই ॥

সাগর লঙ্ঘিয়া ফিরে হনুমান, লইয়া রামের নাম।
সেই সে সাগর আপনি তরিল পাথরে বাঁধিয়া রাম॥

দ্বারকা ভুবনে নারদ গোসাই সাধিল আপন কাজ।
হরি হরি নাম তুলি দেখাইল, এ তিন লোকের মাঝ॥

আবার—

"মরণ কালেতে কোন খানে কেবা গঙ্গায় পরশি রাখে।
তরণ কারণ নাম বিনা আর কে কার শ্রবণে ডাকে॥"

পাষণ্ডগণের দলন জন্যে আবার পাষণ্ড-দলন গ্রন্থ কি বলিতেছেন, শুনুন—

"নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম বাণী।
নাম ব্রহ্ম নাম ব্রহ্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি॥

নামের মাহাত্ম্য এত নাহি যার পার।
তদক্ষর মাহাত্ম্য শুনি লাগে চমৎকার॥

বনমধ্যে দস্যু ছিল পুরাণেতে শুনি।
মরা মরা জপিয়া বাল্মীকি হৈল মুনি॥

নামের অক্ষর তার এই ফল ধরে।
নামের মাহাত্ম্য বল কে কহিতে পারে?"

নামের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার জন্য ভক্তি শাস্ত্র হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া আমরা আর প্রবন্ধ বাড়াইতে চাহিনা। ভাই কলিযুগে জীব উদ্ধার করিতে একমাত্র নাম ব্যতীত আর কিছুই নাই। নাম সাধন কর প্রেম আসিবে,—নাম করিতে করিতেই প্রাণ পবিত্র হইতে থাকিবে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, তপ, ত্যাগ, ধ্যান, জ্ঞান, যাগ, এই সকলের শ্রেষ্ঠ এই মধুর "হরিনাম", কলির জীবের জন্য এমন সহজ উপায়-সাধ্য বস্তু জগতে আর কি আছে? অহো! আমরা কি মহামোহে উন্মত্ত, ভ্রমেও একবার চিন্তামণির ভব-ভয়-চিন্তাহারী নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম না—মুখে কি অন্তরে কোণে কি বনে ভ্রমেও একবার বলিলাম না—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।"

প্রস্তুত হইবার এমন সম্বল থাকিতেও তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। ধিক্ আমাদিগকে!

দুঃখ-সম্পত্তি।

—:০:—

(প্রসাদী সুর।

আমি কি দুঃখে রে ডরাই ?
সংসারী চায় কেবলি সুখ, আমি করি দুঃখের বড়াই ॥
(ওরে) বিষ ছানিয়ে, সুধাপিয়ে, সুখের মুখে দিয়েছি ছাই
দুঃখ পেয়ে, চিনেছি ভাল দুঃখীর কেবল গৌর নিতাই ॥
সুখের কথা বলব কি আর, মরি ল'য়ে গুণের বালাই।
সুখের বসে, যে জন ভাসে, অহঙ্কারের তার সীমা নাই ॥
সে জন মোহে মত্ত, ভুলে সত্য, মিথ্যাবাদে রত সদাই।
রিপুর বশে, চলে হেসে, শেষেতে অসামাল রে ও ভাই ॥
দুঃখে প'ড়ে এ সংসারে, ব্রজভাবের যে মধু পাই।
তার আস্বাদনে, ভাগ্য গুণে শমনের ভয় ভাবনা এড়াই ॥
(হ'য়ে) দুঃখে মগন, যে পরম ধন রাঙ্গা পা দুখানি বাঁধাই।
তার বিনিময়ে, রাজা হ'য়ে বিলাস বৈভব কিছুই না চাই ॥

মূর্ত্তি-সংগীত

—:০:—

আমার বাসনা ঘুচিবে কবে ?
ওমা শবাসনা, এ মম বাসনা হৃদয়ের বাস করে উঠাবে ?
বাসনাতে আমার প্রাণান্ত যে হ'ল.
জ্বলিছে সদাই দারুণ অনল,
করে মহা কাল, বুঝিয়া সুকাল,
বাসনার মুখে অনল দিবে ?

বিষয়-বাসনা বাড়ে দিন দিন,
দিনে দিনে চিত্ত হ'তেছে মলিন,
পাপেতে মজিয়ে তাপে হই ক্ষীণ,
এ ঘোর বাসনা তবু না ছাড়িবে !

মত্ত থাকি সদা কামিনী-কাঞ্চনে,
ভুলিয়া গিয়াছি নিত্য-সত্য-ধনে,
প্রতিদিন হায়, হয় আয়ুঃক্ষয়,
মত্ততা আমায় বুঝিতে না দিবে !

এ কিবে তাহার কুহকের লীলা,
বুঝিতে না পারি এযে ছেলে খেলা,
নাহি জেনে ডুবি, অকূল পাথারে,
রয় প্রাণ মন অসদ্ভাবে।

না হইলে হায়, গুরু কৃপা-বল,
কোথা পাই বল পারের সম্বল,
হারিয়েছি সব, হইয়াছি শব,
সুধা-ধারা গুরু কবে বা সিঞ্চিবে ?

যুগল-মাধুরী।

—:o:—

যুগল মাধুরী গুপ্ত প্রকাশের নয় ;
যুগল মাধুরী কর প্রাণে অনুভব,
ধীরে ধীরে করি' পান হওরে তন্ময়,
সুধার সাগরে ডুবি' হওরে নীরব।

তুলনা, তুলনা, ভাই, যুগলের সনে ;
কি আছে মরতে বল, হবে তার তুল ;

তুলনা ও নাহি বুঝি অমর ভবনে;
মাধুরীর তুলনা সে মাধুরী বিপুল।
যুগল-মাধুরী নিত্য মাধুর্য্যের খনি,
প্রকৃতির বাহ্য রূপ তাহারি কণিকা,
(ঠিক্ যেন চন্দ্র করে ক্ষীণ খদ্যোতিকা)
অপ্রাকৃতানন্দ ভরা, শান্তি প্রদায়িনী।
জিজ্ঞাসিলে কেহ মোরে, কেমন মাধুরী।
বলিতে ভাষা না পেয়ে, বলি, হরি হরি॥

সম্পূর্ণ।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
১। অনুরাগ পুষ্পাঞ্জলি	১
২। ভক্তচরিত	২
৩। কাঙ্গালের প্রার্থনা	৪
৪। ধীরে ধীরে ধীরে	৮
৫। দাঁড়াও দাঁড়াও	১৩
৬। দিন গেল সন্ধ্যা হল বাসনায় আগুন দে	১৫
৭। ভক্তচরিত	১৭
৮। শ্রীরাধানাম গীত	১৯
৯। বাঁকা মদনমোহন	২০
১০। যুগল মাধুরী	২৯
১১। ফাঁকি	৩১
১২। প্রেমরাজ্য	৩৩
১৩। মায়ার খেলা	৩৭
১৪। রাধা-মা	৩৮
১৫। মা ডাকেন আয় আয়	৪০
১৬। স্বর্গের ছবি	৪৪
১৭। রাধা মনোহর	৫৮
১৮। প্রস্তুত হও	৬২